আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গঃ একটি পর্যালোচনা

(Animal-Bird Context in the Quran : A Study)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর, ২০২২

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ মাসুদ আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
মুহাম্মদ আতিকুর রহমান
রেজি নং- ১৪/২০১৭-২০১৮ (খণ্ডকালীন)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

Animal-Bird Context in the Quran : A Study

(Thesis submitted for the award of the Ph.D. degree of the University of Dhaka)

December, 2022

Supervisor

DR. MD. MASUD ALAM
Professor
Departmen of Islamic Studies
University of Dhaka

Submitted by

MUHAMMAD ATIQUR RAHMAN
Reg. No: 14/2017-2018 (Part-time)
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

Faculty of Arts

University of Dhaka

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভূক্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মুহাম্মদ আতিকুর রহমান কর্তৃক ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত “আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গঃ একটি পর্যালোচনা” (Animal-Bird Context in the Quran : A study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্যত্র ডিগ্রীলাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য গবেষক প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছেন।

(ড. মোঃ মাসুদ আলম)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
ডিসেম্বর,২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, “আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা (Animal-Bird Context in the Quran : A study)” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মাসুদ আলম-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ কোন প্রকার ডিগ্রীলাভ বা প্রকাশনার জন্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়নি এবং কোথাও প্রকাশ করা হয়নি।

(মুহাম্মদ আতিকুর রহমান)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি: নং ১৪/২০১৭-২০১৮ (খণ্ডকালীন)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
ডিসেম্বর,২০২২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল-হামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা, গুণ-গান, কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে আল-**"কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সূচারুরূপে সম্পন্ন করার শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছেন। যিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য আসমানী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবাতার মুক্তির দূত, সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি। যিনি বিশ্ববাসীর শান্তি, সাম্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। বিশ্বমানবতাকে ঘোর অন্ধাকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন।

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সরাসরি শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও অত্র গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মো: মাসুদ আলম স্যারের প্রতি তার যথাযথ নির্দেশনা ব্যতীত আমার পক্ষে এ অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হত না। তার ব্যক্তিগত এবং বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহসহ সার্বিক ব্যাপারে তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: শামসুল আলম, কবি জসিম উদ্‌দীন হলের সম্মানিত প্রাধ্যক্ষ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারসহ অন্যান্য শিক্ষকগণের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তরা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: আজিজুর রহমান স্যার, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আরা লেখা ম্যাডামের প্রতি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ড. অনুপমা আফরোজ আশা, সহকারী অধ্যাপক ড. মোস্তাফা কবীর সিদ্দিকী ও প্রভাষক মো: ইমরান স্যার যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করে গবেষণাকর্মকে তরান্বিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

গবেবষণাকর্মটি সম্পাদনা করতে প্রায়শই আমার পরিবারের সদস্যরা আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী মাকামাম মাহমুদা, বড় পুত্র হাফেজ সাফওয়ান ইবনে আতিক ও ছোট পুত্র আজওয়াদ ইবনে আতিক। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। পরম শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার আব্বা আলহাজ্ব মালিক মো: আব্দুল কাদির ও মমতাময়ী মা আলহাজ্ব আতিকা বেগম, আমার শশুর আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান (ডি.ডি, নেক্টার বগুড়া) ও শাশুড়ী আলহাজ্ব

রনজুদা বেগম এর প্রতি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার ছোট ভাই ডা. মো: আশিকুর রহমান, (সহকারী অধ্যাপক, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল) আমার দুই বোন কামরুন জাকিয়া ও রওনাক জাকিয়া ও শ্যালক রিজভী ইবনে মাহমুদের প্রতি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শিক্ষক হাফেজ মাওলানা মো: নুরুল ইসলাম (প্রাক্তন প্রধান মুহাদ্দিস, কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদ্রসা, ময়মনসিংহ), মাওলানা মো: আব্দুস সাত্তার, (শিক্ষক, আল-কারিমুল বারী রাহমানীয়া দাখিল মাদ্রসা, ময়মনসিংহ) ও গৃহশিক্ষক মো: কামরুজ্জামান স্যারের প্রতি।

আমার গবেষণাকর্ম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত, উপকরণ, দেশী-বিদেশী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী, রিসার্চ জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, উত্তরা ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা সংগ্রহশালাসহ অন্যান্য লাইব্রেরীতে গমন করেছি এবং ইন্টারনেটের কল্যাণে বিভিন্ন সংস্থার সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এসব লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

- মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

বানান ও প্রতিবর্ণায়ন অনুসরণিকা

বাংলা ভাষায় আরবী প্রতি-বর্ণনায়ন সমস্যাটি বহু প্রাচীন। সমস্যাটি এ যাবৎকাল কোনো সুপরিকল্পিত ও সর্বজনীন সমাধানের মুখ এখনো দেখতে পায়নি। আশা করা যায়, অচিরেই বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ পণ্ডিতগণের সার্থক পদক্ষেপে এর সমাধানের সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করবে। তবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গবেষকগণ আরবী বর্ণমালার বৈচিত্রময় উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যিনি যেটাকে যথোপযুক্ত মনে করেছেন, তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে সে নিয়ম অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে বহুল প্রচলিত আরবী বা উর্দূ শব্দসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি-বর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত প্রতি-বর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

أ	আ / া / ’	ر	র	ق	ক / ক্ব
إ	ই / ি	ز	য / ঝ	ك	ক
أ	উ / ু	س	স	ل	ল
أو	ঊ / ূ	ش	শ	م	ম
إي	ঈ / ী	ص	স	ن	ন
ب	ব	ض	দ / য	و	ওয়া/অ/ও
ت	ত	ط	ত/ ত্ব	ه	হ
ث	ছ	ظ	য/ জ	ء	আ
ج	জ	عَ	‘আ	ى	য় / ইয়া
ح	হ	ع	‘ই / ‘ঈ	ي	য়/ ইয়া
خ	খ	ع	‘উ / ‘	يي	ী / ঈ
د	দ	غ	গ		
ذ	য	ف	ফ		

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত শব্দসংকেত পরিচয়

শব্দসংকেত		শব্দসংকেত পরিচয়
আ.	–	‘আলাইহিস সালাম। (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)
সা.	–	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)
রা.	–	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা। ‘আনহু/‘আনহা/‘আনহুমা/‘আনহুন্না/‘আনহুম। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।)
রহ.	–	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি/ রহিমাহুল্লাহ্। (তাঁর উপর রহমত বর্ধিত হোক।
বুখারী	–	আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী।
মুসলিম	–	মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরী।
তা. বি.	–	তারিখ বিহীন।
হি.	–	হিজরী।
খ্রি.	–	খ্রিষ্টাব্দ।
পৃ.	–	পৃষ্ঠা
ড.	–	ডক্টর (পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত)
ঢা.বি.	–	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই. বি	–	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
বা. এ	–	বাংলা একোডেমী
ই. ফা. বা	–	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রাগুক্ত	–	পূর্বে উল্লিখিত তথ্যের অনুরূপ
আল-কুরআন, ২: ৪	–	১ম সংখ্যা সূরা, ২য় সংখ্যা আয়াত নির্দেশক।
১৪২১/১৪৩৫/২০২২	–	১৪২১ বঙ্গাব্দ, ১৪৩৫ হিজরী, মুতাবিক ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

ভূমিকা

আল-কুরআন মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শ্রেষ্ঠতম নি'আমত। তিনি এ মহাগ্রন্থে মানুষের জানা-অজানা সকল তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য তিনি অসংখ্য আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। আল-কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এ মহাগ্রন্থে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। সর্বশেষ আসমানী এ গ্রন্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনের অন্যতম আলোচ্যবিষয় পশু-পাখি। আল-কুরআনে মানুষ ব্যতীত বিভিন্ন প্রাণীর নামে (০৭) সাতটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আর সেগুলো হলো: সূরা আল-বাকারা (গাভী), সূরা আল-আন'আম (গৃহপালিত পশু), সূরা আন-নাহল (মৌমাছি), সূরা আন-নামল (পিপীলিকা), সূরা আল-আনকাবূত (মাকড়শা), সূরা আল-আদিয়াত (ধাবমান অশ্ব) ও সূরা আল-ফীল (হাতি)। এ মহাগ্রন্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গৃহপালিত, বন্য, শিকারীসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পশু-পাখি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আল-কুরআনে উল্লেখযোগ্য পশু-পাখিগুলো হলো: উট, উটনী, ঘোড়া, গাভী, বাছুর, গাধা, ভেড়া, ভেড়ী, হাতি, কুকুর, বানর, শূকর, নেকড়ে বাঘ, মেষ, খচ্চর, কাক, হুদহুদ, সালওয়া ও আবরাহার বাহিনী ধ্বংসের জন্য প্রেরিত বিশেষ পাখি। এ সকল পশু-পাখি আল্লাহর পরিবারের সদস্য এবং তারা তাঁর মহিমা প্রকাশ করে থাকে। এ সকল প্রাণী আল্লাহর অসংখ্য নি'আমতের অংশীদার । তারা আলো-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালাসহ তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে থাকে। আল-কুরআনে পশু-পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশবিস্তার, খাদ্য গ্রহণ, জীবনধারা, পুনরুত্থান দিবসে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

নবী ও রাসূলগণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে পশু-পাখি সম্পর্কিত নানা ঘটনা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরা হয়েছে। পশু-পাখির মাধ্যমে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ, পরিবহন ও বোঝা বহন, পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষিকাজ, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন উপকার উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখির ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর পশু-পাখি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির শুরু থেকেই পশু-পাখি নানাভাবে মানুষের উপকার করে আসছে। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় এদের থেকে মানুষ উপকার গ্রহণ করে থাকে। পশু-পাখির গোশত, চামড়া, হাড়, দুধ, গোবরসহ অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে মানুষ নানাবিধ উপকার লাভ করে থাকে। মানুষ পশু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে। এ সকল পশু-পাখির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করেছেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করেছেন, পরিধান বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করেছেন এবং নিত্য নতুন আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করেছেন। পশু-পাখির নানাবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে কৃষিতে পশু-পাখি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সকল প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে এ সকল পশু-পাখি থেকে মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এসব পশু-পাখির অবদান অপরিসীম। এ সকল প্রাণীর উপর গবেষণার মাধ্যমে মানুষ যুগের চাহিদা অনুযায়ী উন্নতি সাধন করে চলেছে। **"আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক শিরোনামে গবেষণাকর্মটি মানুষের কল্যাণ ও পশু-পাখির অধিকার নিশ্চিত করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ইসলামী বিধানে সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে মানুষকে বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিধানে পশু-পাখির অধিকার নিশ্চিতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব হলো মানুষসহ ও প্রতিটি সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা। তা হলো তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশ্রাম, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। এভাবে তাদের অধিকার নিশ্চিত ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে পশু-পাখির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাও মানবজাতির অন্যতম কর্তব্য। সুতারাং মানুষের উচিত পশু-পাখির প্রতি যত্নবান হওয়া, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের থেকে সুফল লাভ করতে পারে। পৃথিবীতে পশু-পাখি না থাকলে পরিবেশ ও মানুষের অস্তিত্বই থাকতো না। তাই পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং মানব কল্যাণে পশু-পাখির অবদান অতুলনীয়।

বক্ষমান অভিসন্দর্ভের পরিধিভুক্ত তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটিকে গবেষণার স্তরে উন্নীত করার যথার্থ চেষ্টা করা হয়েছে। অত্র গবেষণাকর্মটি বাংলা ভাষায় পশু-পাখিবিষয়ক মানুষের জ্ঞানার্জনের পরিধিকে যেমন বিস্তৃত করবে, তেমনি জ্ঞানের জগতে এটি একটি নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, অভিসন্দর্ভে আলোচিত বিষয়াবলি ও সুপারিশমালার আলোকে মানবসমাজ পশু-পাখির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং মানবকল্যাণে আশানুরূপ অবদান রাখতে পারবে। সর্বোপরি পশু-পাখিবিষয়ক গবেষণাকর্ম চলমান রাখার ক্ষেত্রে অত্র গবেষণা পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন মানবকল্যাণে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন।

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র III

ঘোষণাপত্র IV

কৃতজ্ঞতা স্বীকার V

বানান ও প্রতিবর্ণায়ন অনুসরণিকা.. VII

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত শব্দসংকেত পরিচয় VIII

ভূমিকা ১

সূচিপত্র ৩

প্রথম অধ্যায় : গবেষণার বিষয় বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়....................................১৩

১.১. গবেষণার বিষয় বিবরণ ১৩

১.২. গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১৫

১.৩. গবেষণার পদ্ধতি ১৬

১.৪. গবেষণার যৌক্তিকতা ১৭

১.৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৭

১.৬. সাহিত্য-পর্যালোচনা ১৮

১.৭. অধ্যায় বিন্যাস ২০

১.৮. গবেষণার ফলাফল ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল-কুরআন পরিচিতি.. ২৩

২.১. আল-কুরআনের শাব্দিক পরিচয়..২৩

২.২. আল-কুরআনের পারিভাষিক পরিচয়.. ২৪

২.৩. আল-কুরআনের নামসমূহ ২৪

২.৪. আল-কুরআন অবতরণ ২৬

২.৫. আল-কুরআন সংরক্ষণ ২৭

২.৬. আল-কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ..২৮

২.৭. আল-কুরআনের মানযিল ২৯

তালিক- ১: আল-কুরআনের মানযিলের তালিকা ২৯

২.৮. আল-কুরআনের পারার সংখ্যা..২৯

২.৯. আল-কুরআনের আয়াতের সংখ্যা..২৯

২.১০. আল-কুরআনের সূরার সংখ্যা..৩০

তালিক- ২: সূরার ক্রমিক, নাম ও অর্থ, নাযিলের স্থান, রুকু ও আয়াত সংখ্যার তালিকা ৩৭

তৃতীয় অধ্যায় : আল-কুরআনে পশু-পাখি পরিচিতি ও জীবনধারা ৩৯

৩.১. পশু পরিচিতি ৩৯

৩.১.১. আল-কুরআনে পশু পরিচিতি ৩৯

৩.১.২. আল-কুরআনে প্রাণীর নামে সূরার নামকরণ ৪০

৩.১.৩. আল-কুরআনে চতুষ্পদ জন্তুর পরিচয় ৪১

৩.১.৪. আল-কুরআনে বর্ণিত স্থলচর পশুর নামসমূহ ৪২

তালিক- ৩: আল-কুরআনে বর্ণিত পশুর তালিকা ৪২

৩.১.৫. আল-কুরআনে বর্ণিত স্থলচর পশুর প্রকারভেদ ৪৩

৩.১.৬. আল-কুরআনে গৃহপালিত পশুর পরিচয় ৪৩

৩.১.৭. আল-কুরআনে বর্ণিত গৃহপালিত পশুর প্রকারভেদ ৪৬

৩.১.৮. আল-কুরআনে বর্ণিত গৃহপালিত পশুর নামসমূহ ৪৭

৩.১.৯. আল-কুরআনে বর্ণিত বন্য পশুর নামসমূহ ৪৭

৩.১.১০. আল-কুরআনে কুরবানীর পশুর বর্ণনা ৪৭

৩.১.১১. আল-কুরআনে কাফফারার পশুর বর্ণনা ৫৪

৩.১.১২. আল-কুরআনে অবিশ্বাসীদের পশুর সাথে তুলনা প্রসঙ্গ ৫৫

৩.১.১৩. আল-কুরআনে নবী-রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত পশুর ঘটনা ৫৮

৩.২. পাখি পরিচিতি ৫৯

৩.২.১. আল-কুরআনে পাখি পরিচিতি ৫৯

৩.২.২. আল-কুরআনে পাখি (الطَّيْرُ) প্রসঙ্গ ৬০

৩.২.৩. আল-কুরআনে নাম উল্লেখসহ পাখি ৬১

৩.২.৪. আল-কুরআনে নাম উল্লেখ ব্যতীত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাখি ৬১

৩.২.৫. আল-কুরআনে নবী-রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত পাখির ঘটনা ৬২

৩.৩. আল-কুরআনে বিভিন্ন শ্রেণীর পশু-পাখির জীবনধারা ৬৩

৩.৩.১. আল-কুরআনে পশু-পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গ ৬৩

৩.৩.২. আল-কুরআনে পশু-পাখির বংশবিস্তার প্রসঙ্গ ৬৪

৩.৩.৩. আল-কুরআনে পশু-পাখির দৈহিক গঠন প্রসঙ্গ ৬৬

৩.৩.৪. আল-কুরআনে পশু-পাখির বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গ ৬৬

৩.৩.৫. আল-কুরআনে পশু-পাখির বৈচিত্রতা প্রসঙ্গ ৬৮

৩.৩.৬. আল-কুরআনে পশু-পাখির গতি প্রসঙ্গ ৬৯

৩.৩.৭. আল-কুরআনে পশু-পাখির কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গ ৭১

৩.৩.৮. আল-কুরআনে দিবাচর ও নিশাচর পশু-পাখি প্রসঙ্গ ৭২

৩.৩.৯. আল-কুরআনে পশু-পাখি আল্লাহর পরিবারের সদস্য প্রসঙ্গ ৭২

৩.৩.১০. আল-কুরআনে পশু-পাখির তাসবিহ পাঠ প্রসঙ্গ ৭৩

৩.৩.১১. আল-কুরআনে পশু-পাখির খাদ্য প্রসঙ্গ ৭৫

৩.৩.১২. আল-কুরআনে পশু-পাখির পুনরুত্থান প্রসঙ্গ ৭৮

চতুর্থ অধ্যায় : আল-কুরআনে আলোচিত পশু ৮১

৪.১. আল-কুরআনে গৃহপালিত পশু প্রসঙ্গ ৮১

৪.২. আল-কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীর গৃহপালিত পশু প্রসঙ্গ ৮২

চিত্র-১ : নর ও মাদী ভেড়া ৮৩

চিত্র-২ : নর ও মাদী ছাগল ৮৩
চিত্র-৩ : নর ও মাদী উট ৮৪
চিত্র-৪ : নর ও মাদী গরু ৮৪

৪.৩. আল-কুরআনে গাভী প্রসঙ্গ ৮৫

তালিক-৪: কুরআন মাজীদে উল্লেখিত গাভীর তালিকা ৮৬
৪.৩.১. বনী ইসরাঈলের গাভী যবাই সংক্রান্ত ঘটনা ৮৭
চিত্র-৫ : বকনা গাভী ৮৮
৪.৩.২. মৃতগাভীর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণ প্রসঙ্গ ৮৯
৪.৩.৩ হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক বাদশাহর স্বপ্নেদেখা গাভীর ব্যাখ্যা ৮৯
৪.৩.৪. মিশরের বাদশাহর গাভীর স্বপ্ন ও হযরত ইউসুফ (আ.) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ ৯০
চিত্র-৬ : রোগা, শীর্ণ গাভী ৯০
চিত্র-৭ : স্বাস্থ্যবান ও মোটা গাভী ৯০

৪.৪. আল-কুরআনে বাছুর প্রসঙ্গ ৯১

তালিকা- ৫: আল-কুরআনে উল্লেখিত বাছুরের তালিকা ৯২
৪.৪.১. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক ফেরেশতাদের ভাজা মোটাতাজা বাছুর দ্বারা আপ্যায়ন ৯২
চিত্র-৮ : বাছুর ৯৩
৪.৪.২. হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা ৯৪
চিত্র-৯ : বনী ইসরাঈল কর্তৃক স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত বাছুরের কল্পিত আকৃতি ৯৪

৪.৫. আল-কুরআনে উট প্রসঙ্গ ৯৬

তালিকা- ৬: আল-কুরআনে বর্ণিত উটের তালিকা ৯৮
৪.৫.১. আল-কুরআনে ইবিল নামক উট প্রসঙ্গ ৯৮
৪.৫.২. আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন সৃষ্টির সাথে ইবিল নামক উটের তুলনা ৯৯
চিত্র-১০ : উটের শারীরিক গঠন (১) ৯৯
চিত্র-১১ : উটের শারীরিক গঠন (২) ১০০
৪.৫.৩. আল-কুরআনে জিমাল নামক উট প্রসঙ্গ ১০০
৪.৫.৪. জাহান্নামের হলুদ অগ্নিকুন্ডের সাথে উটের পালের তুলনা ১০১
৪.৫.৫. সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশের উপমা ১০২
৪.৫.৬. আল-কুরআনে অধিক বোঝা বহনকারী উট প্রসঙ্গ ১০৩
চিত্র-১২ : বোঝা বহনকারী উট ১০৪
৪.৫.৭. আল-কুরআনে পিপাসার্ত উটের উপমা ১০৪
চিত্র-১৩ : পিপাসার্ত উটের পানি পানের দৃশ্য ১০৫
৪.৫.৮. আল-কুরআনে যুদ্ধে ব্যবহৃত উট প্রসঙ্গ ১০৫
৪.৫.৯. উট ও ঘোড়া ব্যবহার না করে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের বিধান ১০৬
৪.৫.১০. কুরবানীর জন্য উৎসর্গকৃত উট প্রসঙ্গ ১০৬
চিত্র-১৪ : কুরবানীর উট ১০৭
৪.৫.১১. আল-কুরআনে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও দশ মাসের উটনী প্রসঙ্গ ১০৭
চিত্র-১৫ : গর্ভবতী উটনী ১০৮
৪.৫.১২. আল-কুরআনে হাজীদের বহনকারী ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত উট প্রসঙ্গ ১০৯
চিত্র-১৬ : হজ্জের সফরে বাহন হিসেবে ব্যবহৃত উটের কল্পিত চিত্র ১১০
৪.৫.১৩. আল-কুরআনে সামুদ জাতির জন্য আল্লাহর বিশেষ উটনী প্রেরণ প্রসঙ্গ ১১১
৪.৫.১৪. আল-কুরআনে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গকৃত উটনী বাহীরা প্রসঙ্গ ১১২

৪.৫.১৫. আল-কুরআনে প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত উটনী সায়েবা প্রসঙ্গ ১১৩
৪.৫.১৬. আল-কুরআনে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া উটনী ওয়াসীলা প্রসঙ্গ ১১৩
৪.৫.১৭. আল-কুরআনে প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত নর উট হাম প্রসঙ্গ............১১৪

৪.৬. আল-কুরআনে ঘোড়া প্রসঙ্গ ১১৪

তালিকা- ৭: আল-কুরআনে বর্ণিত ঘোড়ার তালিকা............১১৫
৪.৬.১. আল-কুরআনে বোঝা বহনকারী ও শোভা বর্ধনকারী ঘোড়া প্রসঙ্গ ১১৫
চিত্র-১৭ : ঘোড়ার পাল ১১৬
চিত্র-১৮: ঘোড়ার বোঝা বহনের দৃশ্য ১১৬
চিত্র-১৯ : শোভাবর্ধনকারী ঘোড়ার দৃশ্য ১১৭
৪.৬.২. আল-কুরআনে যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গ............১১৮
চিত্র-২০ : যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত ঘোড়া............১১৮
৪.৬.৩. যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার আক্রমণের স্বরূপ ১২০
চিত্র-২১ : যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া............ ১২০
৪.৬.৪. উট ও ঘোড়া ব্যবহার না করে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের বিধান প্রসঙ্গ ১২১
৪.৬.৫. মানুষকে প্রতারিত করতে শয়তানের ঘোড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গ............১২২
৪.৬.৬. হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক উৎকৃষ্ট ঘোড়ার পা কাটার বিবরণ............১২২
চিত্র-২২ : উৎকৃষ্টমানের ঘোড়া............১২৩

৪.৭. আল-কুরআনে মেষ প্রসঙ্গ............১২৪

তালিকা- ৮: আল-কুরআনে বর্ণিত মেষের তালিকা ১২৪
৪.৭.১. হযরত মূসা (আ.) এর মেষ পালন প্রসঙ্গ ১২৪
৪.৭.২. হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এর মেষ সংক্রান্ত বিচার ও ফয়সালা প্রসঙ্গ............১২৫
চিত্র-২৩ : মেষ পালের দৃশ্য............ ১২৫
৪.৭.৩. বনী ইসরাঈলের জন্য গরু ও মেষের চর্বি হারাম প্রসঙ্গ ১২৬
চিত্র-২৪ : চর্বিযুক্ত মেষ গোশত ১২৭
৪.৭.৪. হযরত শোয়াইব (আ.) এর কন্যাদ্বয়ের পশু পালন প্রসঙ্গ ১২৭
চিত্র-২৫ : পশু পালনের দৃশ্য ১২৮

৪.৮. আল-কুরআনে গাধা প্রসঙ্গ ১২৮

তালিকা- ৯ : আল-কুরআনে বর্ণিত গাধার তালিকা............১২৯
৪.৮.১. গাধার বোঝা বহন প্রসঙ্গ ১৩০
চিত্র-২৬ : গাধার বোঝা বহনের দৃশ্য ১৩০
৪.৮.২. গাধার বোঝা বহনের সাথে ইহুদীদের তুলনা প্রসঙ্গ ১৩১
চিত্র-২৭ : গাধার গ্রন্থসামগ্রী বহনের দৃশ্য ১৩০
৪.৮.৩ আল্লাহর নির্দেশে মৃত গাধাকে জীবিতকরণ প্রসঙ্গ............১৩২
৪.৮.৪. গাধার কর্কশ কণ্ঠস্বর ১৩৩
চিত্র-২৮ : উচ্চস্বরে আওয়াজরত গাধা ১৩৪

৪.৯. আল-কুরআনে খচ্চর প্রসঙ্গ ১৩৫

৪.৯.১. খচ্চরের বোঝা বহন ১৩৫
চিত্র-২৯ : খচ্চরের বোঝা বহনের দৃশ্য............১৩৪

৪.১০. আল-কুরআনে ভেড়ী প্রসঙ্গ ১৩৬

চিত্র-৩০ : ভেড়ীর পালের দৃশ্য ১৩৪

৪.১১. আল-কুরআনে শূকর প্রসঙ্গ ১৩৭
তালিকা- ১০ : আল-কুরআনে বর্ণিত শূকরের তালিকা ১৩৮
চিত্র-৩১ : সাদা শূকরের পালের দৃশ্য ১৩৮
চিত্র-৩২ : কালো শূকরের পালের দৃশ্য ১৩৯
৪.১১.১. আল-কুরআনে শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম প্রসঙ্গ ১৩৯
৪.১১.২. অবাধ্য বনী ইসরাঈলদের শূকরে রূপান্তর প্রসঙ্গ ১৪০
৪.১২. আল-কুরআনে কুকুর প্রসঙ্গ ১৪১
তালিকা- ১১ : আল-কুরআনে বর্ণিত কুকুরের তালিকা ১৪১
৪.১২.১. কুকুরের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে বনী-ইসরাঈলের আলেমের তুলনা প্রসঙ্গ ১৪২
চিত্র-৩৩ : কুকুরের জিহ্বা বের হওয়া দৃশ্য ১৪৩
৪.১২.২. আসহাবে কাহাফের পাহাড়ায় নিয়োজিত কুকুরের ভূমিকা প্রসঙ্গ ১৪৪
৪.১৩. আল-কুরআনে বন্যপশু প্রসঙ্গ ১৪৬
তালিকা- ১২ : আল-কুরআনে বর্ণিত বন্যপশুর তালিকা ১৪১
৪.১৩.১. আল-কুরআনে হাতি প্রসঙ্গ ১৪৭
চিত্র-৩৪ : হস্তী বাহিনীর দৃশ্য ১৪৯
৪.১৩.২. আল-কুরআনে নেকড়ে বাঘ প্রসঙ্গ ১৪৯
চিত্র-৩৫ : নেকড়ে বাঘের দৃশ্য ১৫১
৪.১৩.৩. আল-কুরআনে সিংহ ও বন্য গাধা প্রসঙ্গ ১৫১
চিত্র-৩৬ : সিংহের ভয়ে পলায়নরত বন্য গাধার দৃশ্য ১৫২
৪.১৩.৪. আল-কুরআনে বানর প্রসঙ্গ ১৫২
৪.১৩.৫. অবাধ্য বনী ইসরাঈলদের বানরে রূপান্তর ১৫৩
চিত্র-৩৭ : অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের বানরে রূপান্তরের দৃশ্য ১৫৪
৪.১৩.৬. আল-কুরআনে বন্যপশুর শিকার প্রসঙ্গ ১৫৫
চিত্র-৩৮ : গবাদি পশুকে বন্য পশুর আক্রমণের দৃশ্য ১৫৬
৪.১৩.৭. কিয়ামত দিবসে বন্যপশুদের অবস্থা প্রসঙ্গ ১৫৬
৪.১৩.৮. আল-কুরআনে শিকারীপশু ও প্রশিক্ষক ১৫৭
চিত্র-৩৯ : শিকারী পশুদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য ১৫৮

পঞ্চম অধ্যায় : আল-কুরআনে আলোচিত পাখি ১৬১
তালিকা-১৩: আল-কুরআনে বর্ণিত পাখির তালিকা ১৬২
৫.১. আল-কুরআনে পাখির বর্ণনা ১৬৩
৫.২. আল-কুরআনে বর্ণিত হুদহুদ পাখি প্রসঙ্গ ১৬৪
চিত্র-৪০ : উড়ন্ত হুদহুদ পাখির দৃশ্য ১৬৪
৫.২.১. হুদহুদ পাখির অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ১৬৫
৫.২.২. হুদহুদ পাখি ও রাণী বিলকিস ১৬৫
৫.২.৩. হুদহুদ পাখির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার ১৬৬
৫.৩. আল-কুরআনে সালওয়া পাখি প্রসঙ্গ ১৬৭
চিত্র-৪১ : সালওয়া পাখির দৃশ্য ১৩৪
৫.৪. আল-কুরআনে কাক প্রসঙ্গ ১৬৮
চিত্র-৪২ : কাকের দৃশ্য ১৬৯

৫.৫. আল-কুরআনে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রসঙ্গ ১৭০

চিত্র-৪৩ : হস্তী বাহিনীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির আক্রমণের কল্পিত দৃশ্য ১৭০

৫.৬. আল-কুরআনে শিকারী পাখি প্রসঙ্গ ১৭১

চিত্র-৪৪ : বিভিন্ন শ্রেণীর শিকারী পাখির দৃশ্য ১৭১

৫.৭. আল-কুরআনে নখর বিশিষ্ট পাখি প্রসঙ্গ ১৭২

৫.৮. আল-কুরআনে মৃতভোজী পাখি প্রসঙ্গ ১৭২

৫.৮.১. মৃতভোজী পাখির শিকারের সাথে মুশরিকদের উপমা ১৭৩

চিত্র-৪৫ : শিকাররত মৃতভোজী পাখির দৃশ্য ১৭৩

৫.৯. নবী-রাসূল (আ.)-দের জীবনে পাখি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ১৭৪

৫.৯.১. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক মৃত পাখিকে জীবিতকরণ ১৭৪

৫.৯.২. হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক পাখির অবয়ব গঠন ও জীবিতকরণ ১৭৫

৫.৯.৩. হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি পাখিদের আনুগত্য প্রকাশ ১৭৬

৫.৯.৪. হযরত সুলায়মান (আ.) ও পাখির ভাষা ১৭৭

৫.৯.৫. হযরত সুলায়মান (আ.) এর সেনাবাহিনীতে পাখিদের অবস্থান ১৭৯

৫.৯.৬. হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা ১৭৯

৫.১০. আল-কুরআনে পরিযায়ী পাখি প্রসঙ্গ ১৮১

চিত্র-৪৬ : পাখিদের পরিযানের দৃশ্য ১৮২

ষষ্ঠ অধ্যায় : মানব কল্যাণে পশু-পাখির অবদান ১৮৫

৬.১. মানব কল্যাণে পশুর অবদান ১৮৫

৬.১.১. পশুর উপর মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ১৮৫

৬.১.২. পশুকে মানুষের জন্য বশীভূতকরণ ১৮৬

৬.১.৩. খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে গবাদি পশুর ভূমিকা ১৮৭

চিত্র-৪৭ : গরুর রান্না করা গোশত ১৮৭

৬.১.৪. পরিবহন ও বোঝা বহনে পশুর ভূমিকা ১৮৮

চিত্র-৪৮ : মহিষের গাড়িতে কৃষকের মাঠের ফসল পরিবহনের দৃশ্য ১৩৪

৬.১.৫. কৃষি কাজে গবাদি পশুর ভূমিকা ১৯০

চিত্র-৪৯ : গবাদি পশুর মাধ্যমে কৃষিজমিতে হালচাষের দৃশ্য ১৯০

৬.১.৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গবাদি পশুর ভূমিকা ১৯১

৬.১.৭. গবাদি পশুর পশম ও চামড়ার বহুমুখী ব্যবহার ১৯১

চিত্র-৫০ : পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি তাবু ১৯২

চিত্র-৫১ : পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক ১৯৩

চিত্র-৫২ : পশুর পশম দিয়ে তৈরি পোশাক ১৯৩

চিত্র-৫৩ : পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি ব্যবহৃত সামগ্রী ১৯৩

৬.১.৮. গবাদি পশুর দুধ গ্রহণের উপকারিতা ১৯৪

চিত্র-৫৪ : গবাদি পশুর দুধ দোহনের দৃশ্য ১৩৪

৬.১.৯. গবাদি পশুর গোবরের উপকার ১৯৫

৬.১.১০. উটের দুধ ও পেশাবের উপকার ১৯৬

৬.১.১১. মানুষের শোভা বর্ধনে গবাদি পশু ১৯৭

৬.১.১২. গবাদি পশুর মাধ্যমে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ ১৯৭

৬.১.১৩. পশু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ১৯৮
চিত্র-৫৫ : গবাদি পশু ১৯৯
৬.২. মানব কল্যাণে পাখির অবদান ২০০
৬.২.১. খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে পাখির গোশত ভূমিকা ২০১
চিত্র-৫৬ : রান্না করা পাখির গোশত ২০২
৬.২.২. বনী-ইসরাঈলের জন্য সালওয়া নামক বিশেষ পাখির গোশতের ব্যবস্থা ২০২
৬.২.৩. পাখির মাধ্যমে শিকার ও খাদ্যের ব্যবস্থা ২০২
চিত্র-৫৭ :শিকারী পাখি ২০৩
৬.২.৪. পরিযায়ী পাখি সমুদ্রে নাবিকের পথ নির্দেশক ২০৩
৬.২.৫. কাকের মাধ্যমে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা লাভ ২০৫
চিত্র-৫৮ : কাকের কবর দেওয়ার দৃশ্য ২০৫
৬.২.৬. পাখির মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও সাবা সাম্রাজ্যের সন্ধান লাভ ২০৬
৬.২.৭. পাখির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার ২০৭
৬.২.৮. মৃত পাখি জীবিতকরণ ও আত্মতৃপ্তি লাভ ২০৮
৬.২.৯. পাখির মাধ্যমে আল্লাহর পুনঃপুন সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রদর্শন ও মানুষের পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসলাভ .. ২০৯
৬.২.১০. মানুষের প্রতি পাখিকুলের আনুগত্য ২১০
৬.২.১১. পাখির ভাষা অনুধাবনের মাধ্যমে মানব মর্যাদা বৃদ্ধি ২১১
৬.২.১২. পাখির সাহায্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন ২১১
৬.২.১৩. পাখির মাধ্যমে কাবা ঘর রক্ষা ২১২
চিত্র-৫৯ :কাবা রক্ষায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির কল্পিত দৃশ্য ২১৩
৬.২.১৪. পাখির আল্লাহর তাসবিহ পাঠের মাধ্যমে মানুষের নেক আমলের প্রেরণা ২১৩
৬.২.১৫. পাখির মাধ্যমে নব নব উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন ২১৪
চিত্র-৬০ : আকাশে ডানা মেলে পাখি উড়ার দৃশ্য ২১৬
চিত্র-৬১ : পাখি ও উড়োজাহাজ উড়ার দৃশ্য ২১৬
৬.২.১৬. স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা ও হযরত ইউসুফের (আ.) এর জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা ২১৬
৬.২.১৭. জান্নাতে পাখির গোশত পরিবেশন ২১৭

সপ্তম অধ্যায় : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির অবদান ২২০

৭.১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশুর অবদান ২২০
৭.১.১. খাদ্য উৎপাদনে গবাদি পশুর অবদান ২২১
চিত্র-৬২ : প্রস্তুতকৃত গরুর ভাজা গোশত ২২২
চিত্র-৬৩ : রান্না করা গরুর গোশত ২২২
চিত্র-৬৪ : রান্না করা গরুর ভুড়ি ২২২
চিত্র-৬৫ : গরুর গোশতের বিরিয়ানী ২২৩
৭.১.২. কৃষিকাজে গবাদি পশুর অবদান ২২৩
৭.১.৩. পরিবহন হিসেবে গবাদি পশুর ব্যবহার ২২৪
চিত্র-৬৬ : গরুর গাড়ি ২২৪
চিত্র-৬৭ : ছাউনি যুক্ত গরুর গাড়ি ২২৪
৭.১.৪. গবাদি পশুর গোবরের ব্যবহার ২২৫
৭.১.৫. জৈবসার হিসেবে গোবরের ব্যবহার ২২৫
চিত্র-৬৮ : জৈব সার ২২৬

৭.১.৬. কম্পোস্ট সার হিসেবে গোবরের ব্যবহার ২২৬

চিত্র-৬৯ : কম্পোস্ট সার ২২৭

৭.১.৭. বায়োগ্যাস হিসেবে গোবরের ব্যবহার ২২৭

৭.১.৮. জ্বালানি হিসেবে শুকনো গোবরের ব্যবহার ২২৮

চিত্র-৭০ : জ্বালানি হিসেবে শুকনো গোবর ২২৯

৭.১.৯. শিল্প খাতে গবাদি পশুর অবদান ২২৯

চিত্র–৭১ : রপ্তানি যোগ্য প্রক্রিয়াজাত চামড়া ২২৯

চিত্র-৭২ : রপ্তানি যোগ্য চামড়া দ্বারা প্রস্তুতকৃত ব্যবহারিক পণ্য ২৩০

৭.১.১০. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদি পশুর অবদান ২৩০

চিত্র-৭৩ : গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট হাড়-হাড্ডি ২৩১

চিত্র-৭৪ : গবাদি পশুর হাড়ের গুড়া ২৩১

চিত্র-৭৫ : গবাদি পশুর হাড় দ্বারা ক্যাপসুলের সেল ২৩১

৭.১.১১. আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে গবাদিপশুর অবদান ২৩২

৭.২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাখির অবদান ২৩৩

৭.২.১. খাদ্য উৎপাদনে পাখির অবদান ২৩৩

চিত্র-৭৬ : মুরগির গোশত ২৩৪

৭.২.২. পাখি লালন-পালন ও কর্মসংস্থান ২৩৫

৭.২.৩. অর্থনীতিতে পাখির অবদান ২৩৫

চিত্র-৭৭ : পোল্ট্রি খামারের বিষ্ঠা দ্বারা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ২৩৬

চিত্র-৭৮ : পরিযায়ী পাখিদের একটি অংশ ২৩৭

৭.২.১. শিল্প খাতে পাখির অবদান ২৩৮

চিত্র-৭৯ : পোল্ট্রি শিল্পে উৎপাদিত মুরগি ও ডিম ২৩৮

অষ্টম অধ্যায় : জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পশু-পাখির ভূমিকা ২৪০

৮.১. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ পরিচিতি ২৪০

৮.১.১. আল-কুরআনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ প্রসঙ্গ ২৪১

৮.১.২. আল-কুরআনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের উপাদান ২৪১

৮.১.৩. আল-কুরআনে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করতে নিষেধাজ্ঞা ২৪২

৮.১.৪. মহাপ্লাবন থেকে পশু-পাখি রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ২৪৩

৮.২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখির ভূমিকা ২৪৪

৮.২.১. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গবাদি পশুর গোবর ও পাখির বিষ্ঠা ২৪৪

৮.২.২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যম পশু-পাখির উচ্ছিষ্ট ২৪৫

৮.২.৩. পশুর গোবর ও পাখির বিষ্ঠায় বায়োগ্যাস উৎপাদন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ২৪৬

৮.২.৪. পাখির বিষ্ঠায় মাছের খাদ্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ২৪৬

৮.২.৫. পাখির বিষ্ঠায় বনায়ন ও অক্সিজেন সরবরাহ ২৪৭

৮.৩. পরিবেশ দূষণ ও রোগবালাই রোধে পশু-পাখির অবদান ২৪৮

৮.৩.১. কাকের মাধ্যমে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষা ২৪৮

৮.৩.২. মৃতভোজী পাখি দ্বারা পরিবেশ দূষণ ও রোগবালাই রোধ ২৪৮

৮.৩.৩. পাখি দ্বারা ফসলের কীটপতঙ্গ দমন ও পরিবেশ দূষণ রোধ ২৫০

৮.৩.৪. পশু-পাখি দ্বারা আগাছা দমন ও পরিবেশ দূষণ রোধ ২৫০

নবম অধ্যায় : পশু-পাখির অধিকার সংরক্ষণে আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনা........২৫৩

৯.১. পশু-পাখির বাঁচার অধিকার ২৫৩

৯.১.১. বিনা কারণে প্রাণী হত্যা নিষেধ ২৫৩

৯.১.২. খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত পশু-পাখি হত্যা নিষেধ ২৫৫

৯.১.৩. পশু-পাখির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু রোধে বিশেষ নির্দেশনা ২৫৫

৯.১.৪. আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে উটনী হত্যার জন্য শাস্তি প্রদান........২৫৬

৯.১.৫. ইহরাম অবস্থায় পশু-পাখি হত্যা নিষেধ ২৫৭

৯.২. পশু-পাখির খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার ২৫৭

৯.২.১. আল-কুরআনে পশু-পাখির খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ২৫৯

৯.২.২. মানুষকে পশু-পাখির খাদ্য-পানীয় নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা ২৬০

৯.২.৩. নবী-রাসূলগণ কর্তৃক পশু-পাখির খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ২৬১

৯.৩. পশু-পাখির সুস্থ থাকার অধিকার ২৬৩

৯.৩.১. পশু-পাখির অঙ্গহানি নিষেধ........২৬৪

৯.৩.২. পশু-পাখির মাঝে লড়াই লাগিয়ে কষ্ট দেওয়া নিষেধ........২৬৪

৯.৩.৩. পশু-পাখির উপর গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়ে কষ্ট দেওয়া নিষেধ........২৬৫

৯.৩.৪. পশু-পাখির সাথে অমানবিক আচরণে নিষেধাজ্ঞা ২৬৬

৯.৩.৫. উটনীকে কষ্ট না দেওয়ার কঠোর নির্দেশনা ২৬৭

৯.৪. পশু-পাখির নিরাপদ আশ্রয় ও বিশ্রামের অধিকার........২৬৮

৯.৪.১. সকল সৃষ্টিরই পৃথিবীতে নিরাপদে বসবাস........২৬৯

৯.৪.২. পশু-পাখিকে নিরাপদ আশ্রয় দান ২৬৯

৯.৪.৩. পশু-পাখির রাতে বিশ্রামের ব্যবস্থা ২৭০

৯.৫. পরিবহন ও বোঝা বহনের সময় পশু-পাখির অধিকার ২৭০

৯.৫.১. পশু বাহন হিসেবে ব্যবহারের সময় খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশনা ২৭২

৯.৫.২. হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক ভ্রমণের সময় হুদহুদ পাখির তদারকী ২৭৩

৯.৫.৩. হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক পশুপালের প্রতি বিশেষ তদারকী........২৭৪

৯.৬. পশু-পাখির মানসিক প্রশান্তি লাভের অধিকার ২৭৫

৯.৬.১. হযরত মূসা (আ.) এর পশুর প্রতি মমতা প্রকাশ ২৭৬

৯.৬.২. উটনীর প্রতি মমতা প্রদর্শনের নির্দেশনা........২৭৬

৯.৬.৩. কাবাগৃহের জন্য উৎসর্গকৃত পশুর প্রতি মমতা প্রদর্শনের নির্দেশনা........২৭৬

৯.৭. যবাইয়ের সময় পশু-পাখির অধিকার ২৭৭

৯.৭.১. সুস্থ-সবল পশু-পাখি যবাইয়ের নির্দেশনা........২৭৭

৯.৭.২. পশু-পাখি যবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ ২৭৯

৯.৭.৩. এক পশুর সম্মুখে অন্য পশুর যবাইয়ে নিষেধাজ্ঞা........২৮০

৯.৭.৪. পশু-পাখি যবাইয়ের সময় ইহসান প্রদর্শনের নির্দেশনা ২৮১

৯.৮. দুর্যোগকালীন পশু-পাখির অধিকার ২৮২

৯.৮.১. মহাপ্লাবনে পশু-পাখির বিশেষ নিরাপত্তা........২৮৩

৯.৮.২. দুর্ভিক্ষকালীন হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক পশু-পাখির খাদ্য সংরক্ষণ ২৮৪

৯.৮.৩. শীতের প্রকোপে পাখিদের পরিযান ২৮৫

উপসংহার ২৮৭

গ্রন্থপঞ্জি ২৯১

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বিষয় বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বিষয় বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

মানুষ মহান আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। জ্ঞানের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী করেছেন। তিনি যুগের চাহিদানুযায়ী নবী-রাসূলদের প্রতি ওহীর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দান করেন। এ সকল মহামানবগণ আল্লাহর কিতাবের বিধি-নিষেধগুলো তাঁদের অনুসারীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর চিরন্তন মু'জিযা হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহা গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেন। আল-কুরআন শুধু জ্ঞানের উৎসই নয়; জ্ঞানের ভাণ্ডারও। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আপন মর্যাদায় ও মহিমায় নিজেই নিজের উদাহরণ। আল-কুরআন মানুষের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। তা একদিকে যেমন পার্থিব কল্যাণের আকর, অন্যদিকে পরকালীন মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। এ মহাগ্রন্থ নিয়ে গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বব্যাপি নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত আল-কুরআন বিষয়ে নিবিড় গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানকোষে নতুন বিষয়ের সংযোজন ঘটে। গবেষণার মাধ্যমে কোন একটি নতুন তথ্যের আবিষ্কার অথবা পুরাতন তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এর জন্য প্রয়োজন, সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা। যার ফলে মানুষ যুগের চাহিদা অনুযায়ী উপকার লাভ করতে সক্ষম হয়।

আল-কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পশু-পাখির বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ সকল প্রাণী নানাভাবে প্রতিবেশসহ মানুষের নানা প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে আসছে। এ মহাগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখির অবদানের নানা তথ্য-উপাত্ত বর্ণিত হয়েছে। এ সকল তথ্য-উপাত্তের উপর পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত গবেষণার মাধ্যমে মানুষের নব-নব জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন হওয়া সম্ভব। এহেন গবেষণার মাধ্যমে মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে এবং পশু-পাখির অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

১.১. গবেষণার বিষয় বিবরণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনকে সকল জ্ঞানের আঁধার হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ মহাগ্রন্থে দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। আল-কুরআনে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টি, বংশবিস্তার, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, মৃত্যু, পুনরুত্থানসহ বিভিন্ন তথ্য বর্ণিত হয়েছে।[১]

---

১. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪৫)

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ১৩)

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ বিভিন্নভাবে পশু-পাখির উপর নির্ভরশীল। আল-কুরআনের বিভিন্নস্থানে এ নির্ভরশীলতার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে অসংখ্য জীব সৃষ্টি করেছেন। এ সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২] মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। এ সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর নি'আমতের অংশীদার।[৩] মানুষের ন্যায় এ সকল পশু-পাখি মহান আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে থাকে।[৪]

আল-কুরআনে মানুষ ব্যতীত বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কিত (০৭) সাতটি সূরার নাম রয়েছে। সূরাগুলো হলোঃ সূরা আল-বাকারা, সূরা আল-আন'আম, সূরা আন-নাহল, সূরা আন-নামল, সূরা আল-আনকাবূত, সূরা আল-'আদিআত ও সূরা আল-ফীল। আল-কুরআনের (৬০) ষাটটি সূরায় পশু-পাখি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর নাম রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গৃহপালিত পশু হলোঃ উট, ঘোড়া, গাভী, গাধা, কুকুর, মেষ, ভেড়া, ভেড়ী, ছাগল ও খচ্চর। এ মহা গ্রন্থে বিভিন্ন বন্য পশুর নাম রয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য বন্যপশু হলো সিংহ, নেকড়ে বাঘ, হাতি, বানর ও শূকর। এ মহা গ্রন্থে বিভিন্ন পাখির উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত পাখিগুলো হলোঃ কাক, হুদহুদ, সালওয়া, হস্তী বাহিনী ধ্বংসের জন্য প্রেরিত বিশেষ পাখি। মানুষ এ সকল পশু-পাখি থেকে খাদ্য, বস্ত্র, পরিবহন, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ বিভিন্ন উপকার লাভ করে থাকে।[৫] পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে এসব পশু-পাখির অবদান অপরিসীম। মানবজাতির এ উপকারের মাধ্যমে মূলত পশু-পাখি সৃষ্টিকর্তারই আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমিনসহ সকল সৃষ্টির মালিক হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে পশু-পাখির উপর মালিকানা দিয়েছেন এবং তাদের কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৬] পশু-পাখি নিজেদের জীবন ধারণের জন্য যে খাদ্য গ্রহণ করে, সে খাদ্য থেকে সঞ্চিত শক্তির মাধ্যমে মানুষের নানাবিধ উপকার সাধন করে থাকে। শুধু তাই নয়, পশু-পাখি মানুষের জন্য তাদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে থাকে। তাদের এ আত্মত্যাগের মাধ্যমে

---

২. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৭০)

৩. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم. (আল-কুরআন, ৬ : ৩৮)

৪. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (আল-কুরআন, ৫৭ : ০১)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (আল-কুরআন, ৬২ : ০১)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৪ : ০১)

৫. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (আল-কুরআন, ২২ : ৩৬)

৬. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১)

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পশু-পাখির উপর গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নিত্য-নতুন বিভিন্ন বিষয় উদ্ভাবন করছে। যা দ্বারা মানুষের পার্থিব জীবন-যাপন সহজ ও আরামদায়ক হয়ে উঠছে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।[৭] আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব হলো মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা। ইসলামী বিধানে পশু-পাখির অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পশু-পাখির প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। উল্লেখযোগ্য অধিকারগুলো হলো তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশ্রাম, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। মানুষের কর্তব্য এ সকল পশু-পাখির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা।

পৃথিবীতে পরিবেশ ও মানুষের অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখার জন্যই পশু-পাখির প্রয়োজন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানব কল্যাণে পশু-পাখির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এহেন অবস্থায় সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আলোচিত পশু-পাখি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত গবেষণা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনেই **"আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা"** শিরোনামে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি।

এখানে "আল-কুরআন" দ্বারা সর্বশেষ অবতীর্ণ আসমানী মহাগ্রন্থ উদ্দেশ্য। এ মহাগ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়। "পশু" দ্বারা লেজ বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু উদ্দেশ্য।[৮] যেমন: উট, গাভী, ভেড়া, মেষ, গাধা, হাতি, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি। আর "পাখি" দ্বারা পালক ও পাখাবিশিষ্ট দ্বিপদী প্রাণী উদ্দেশ্য। যেমন: কাক, হুদহুদ ইত্যাদি।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় দিক-নির্দেশনা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন কেবল মানুষের কল্যাণের জন্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

> তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।[৯]

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে পশু-পাখি অন্যতম। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য অসংখ্য পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। তারা মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

---

৮. মুহম্মদ এনামুল হক (ডক্টর), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭৩২

৯. আল-কুরআন, ২ : ২৯

প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. কুরআন মাজীদে আলোচিত পশু-পাখির পরিচিতি ও জীবনধারা অবহিত হওয়া।

২. মানুষের খাদ্য, পুষ্টি, পরিধেয় বস্ত্রের যোগান ও বাহন হিসেবে পশু-পাখির ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

৩. মানব সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে কুরআন মাজীদে আলোচিত পশু-পাখির ভূমিকা তুলে ধরা।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির অবদান মূল্যায়ণ করা।

৫. মানব কল্যাণে পশু-পাখির গুরুত্ব ও অবদান তুলে ধরা।

৬. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পশু-পাখির অবদান তুলে ধরা।

৭. পশু-পাখির প্রাপ্ত অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি মানুষের করণীয় উপস্থাপন করা।

৮. সর্বোপরি পশু-পাখি সংরক্ষণ, তাদের নিরাপত্তা ও অধিকার বাস্তবায়নে কুরআন মাজীদের দিক-নির্দেশনা তুলে ধরাই এ গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য।

১.৩. গবেষণার পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো কোন ঘটনা বা সত্য অনুসন্ধানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।[১০] কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপনিত হবার সঠিক ও ধারাবাহিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো গবেষণা।[১১] গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে অনুসন্ধান করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। গবেষণা একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধিৎসু প্রক্রিয়া। এটি নিত্যনতুন জ্ঞান সৃষ্টির একটি স্বীকৃত ও অনবদ্য পন্থা।[১২] গবেষণা অপেক্ষাকৃত উদ্দেশ্য ভিত্তিক, পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন বিষয়কে জানতে সাহায্য করে বা পুরানো জ্ঞাত বিষয়কে যাচাই করে এবং এদের মধ্যকার পারস্পরিক ব্যবধান ঘোচাতে সহায়তা করে। কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পিত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা হয়।[১৩]

সহজ কথায় বলা যায়, গবেষণা হলো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, এর বিকাশ ও যাচাই প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যা সুদীর্ঘ সময়ে বিকাশ লাভ করেছে। সময়ের বিবর্তনে গবেষণার প্রক্রিয়া ও কাঠামো পরিবর্তিত হলেও এর লক্ষ্য সবসময়ই অভিন্ন থেকেছে, আর তা হলো সত্যের অনুসন্ধান করা। গবেষণা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। আমার প্রস্তাবিত শিরোনামটি যেহেতু কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, তাই এতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত পদ্ধতি ও প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

---

১০. ফাতেমা খাতুন (অধ্যাপক) ও আলমগীর হোসেন খান, *শিক্ষা গবেষণা*, (ঢাকা : সংরক্ষণ প্রকাশন, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২১

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১২. প্রাগুক্ত

১৩. মোঃ আব্দুস সামাদ, *শিক্ষা ও গবেষণা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০ খ্রি.), পৃ.২

অত্র গবেষণাকর্মকে সফল করার জন্য কুরআন মাজীদে আলোচিত পশু-পাখির পরিচিতি, তাদের ভাষা, বসবাস, খাদ্যাভ্যাস, বংশ বিস্তার এবং মানব কল্যাণে তাদের ভূমিকা বর্ণনা আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখির অবদান অত্র গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। পশু-পাখির সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য চিড়িয়াখানা ও সাফারী পার্ক পরিদর্শন করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তথ্য, তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আরবি, ইংরেজি, উর্দু ও ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটিতে মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া পশু-পাখি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ ও পর্যালোচনা, পশু-পাখির চিত্র উপস্থাপন, পশু-পাখি বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষাতকার ও মতামত গ্রহণ, বনভূমি ও চিড়িয়াখানা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, গবেষণা সংশ্লিষ্ঠ দেশি-বিদেশি জার্নাল, পত্রিকা, সরকারি-বেসরকারী রিপোর্ট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট, দৈনিক পত্রিকা, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৪. গবেষণার যৌক্তিকতা

মানুষের সাথে পশু-পাখির সম্পর্ক সৃষ্টির আদিকাল থেকেই। মানব সভ্যতার সংরক্ষণ ও বিকাশে পশু-পাখির ভূমিকা অতুলনীয়। মানুষের খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান, পুষ্টির যোগান, কৃষি ও পরিবহন কাজে পশু-পাখির গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আলোচিত পশু-পাখির পরিচয়, তাদের অবস্থান, ভাষা, অভ্যাস, আচার-আচরণ, বংশ বিস্তার ও মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পশু-পাখির ভূমিকা এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের থেকে মানুষ যে সকল উপকার লাভ করে থাকে তা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও পশু-পাখি সংরক্ষণ, তাদের নিরাপদ আবাস ও অধিকার বাস্তবায়নে কুরআন মাজীদের দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।

পশু-পাখি মানব জীবন ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব সভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধি এবং মানব কল্যাণে পশু-পাখির অবদান অপরিসীম। পশু-পাখি ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব। তাই এ ধরণীকে রক্ষার জন্য পশু-পাখি সংরক্ষণ এবং তাদের সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। এ উপলব্ধি থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উৎস মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদে আলোচিত পশু-পাখি সম্পর্কিত একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন অত্যন্ত যৌক্তিক বলে বিবেচিত হওয়ায় **'আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করি।

১.৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। আল-কুরআনে এ সকল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ সকল প্রাণীর মাঝে বিভিন্ন পশু-পাখির বর্ণনাও রয়েছে। পশু-পাখির সাথে নবী-রাসূলগণের সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মানব সভ্যতার বিকাশ, মানব কল্যাণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখির ভূমিকা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় পশু-পাখি নিয়ে আল-কুরআন ভিত্তিক কোন গবেষণা হয়নি। বিধায় এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ ও যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই

আমি “**আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গঃ একটি পর্যালোচনা**” শিরোনামে গবেষণার সিদ্ধান্ত নেই। আল-কুরআনে অসংখ্য প্রাণীর বর্ণনা রয়েছে। আমার এ গবেষণায় আল-কুরআনে বর্ণিত সকল প্রাণী অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। সকল প্রাণী নিয়ে গবেষণা করলে তার কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ গবেষণায় চতুষ্পদ পশু ও ডানাওয়ালা পাখি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে । “**আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গঃ একটি পর্যালোচনা**” অভিসন্দর্ভে আল-কুরআনে বর্ণিত যে সকল প্রাণীর উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো: গাভী, বাছুর, ভেড়া, ভেড়ী, ছাগল, মেষ, উট, গাধা, খচ্চর, কুকুর, শূকর, বাঘ, সিংহ, হাতি, বন্যপশু, বানর, কাক, হুদহুদ পাখি, সালওয়া পাখিসহ অন্যান্য পাখি।

বাংলা ভাষায় “আল-কুরআনে পশু-পাখি” বিষয়ে গ্রন্থের অপ্রতুলতা রয়েছে। এ বিষয়ে কিছু অনূদিত গ্রন্থ রয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের সংখ্যাও কম। আমার এ গবেষণায় আল-কুরআনে বর্ণিত পশু-পাখি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা আলোচিত হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন তাফসীরের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। পশু-পাখির অধিকার বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। পশু-পাখি পরিচিতির জন্য বিভিন্ন অভিধানের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। পশু-পাখির অধিকার, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, আর্থ-সমাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির ভূমিকা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দৈনিক পত্রিকা ও ইন্টারনেট থেকে পশু-পাখি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পশু-পাখির বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে চিড়িয়াখানা, পশু-পাখি লালন-পালন কেন্দ্র, সাফারীপার্ক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। রাস্তা-ঘাটে চলাচলরত পশুর অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। আল-কুরআনে পশু-পাখি বিষয়ক আরো উচ্চতর গবেষণা করা সম্ভব। বিভিন্ন সীমবদ্ধতার কারণে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে পরিবর্তী প্রজন্মের গবেষকরা অধিকতর গবেষণা করতে উৎসাহিত হবেন।

১.৬. সাহিত্য-পর্যালোচনা

আল-কুরআনে বর্ণিত পশু-পাখি সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষায় খুব বেশি পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে গ্রন্থের অপ্রতুলতা রয়েছে। বাংলা ভাষায় এতদ্‌সম্পর্কিত আরবি থেকে বাংলায় অনূদিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। আল-কুরআনের ষাটটি সূরায় প্রায় দুইশতটি আয়াতে পশু-পাখি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) অসংখ্য হাদীসে পশু-পাখির অধিকার সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

‘হায়াতুল হায়ওয়ান’[১৪] শিরোনামে আহমদ বাহজাত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি আল-কুরআনে আলোচিত পশু-পাখির বর্ণনা প্রদান করেছেন। এতে তিনি নবী-রাসূলদের সাথে সম্পৃক্ত পশু-পাখিদের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, আদম (আ.)-এর পুত্রগণ ও কাক, সালেহ (আ.) এর উট, ইবরাহীম (আ.)-এর পাখি, ইউসুফ (আ.) ও নেকড়ে বাঘ, বনি ইসরাঈলের আশীর্বাদপুষ্ট গাভী, মূসা (আ.)-এর লাঠি ও সাপ, সুলায়মান (আ.)-এর হুদহুদ পাখি, উযাইর (আ.)-এর

১৪. আহমদ বাহজাত, *হায়াতুল হায়ওয়ান*, (অনূদিত : মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন), (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ ২০১৭ খ্রি.)

গাধা, গুহার অধিবাসী ও তাদের কুকুর, হাতি এবং আবরাহা, হস্তী বাহিনী ও পাখির ঝাঁক ইত্যাদি বিষয়ক ঘটনা।

'হায়াতুল হায়াওয়ান'[১৫] শিরোনামে আল্লামা কামালউদ্দিন দামিরী (রহ.) একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটি প্রাণীকুলের বিশ্বকোষ। এ গ্রন্থে তিনি আরবি বর্ণমালা অনুসারে হাজারও প্রাণীর নাম, ডাকনাম, আভিধানিক বিশ্লেষণ, প্রাণীগুলোর স্বভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। কুরআন মাজীদ ও হাদীসে এ সকল প্রাণীর উল্লেখ, এতদ্সংক্রান্ত সূত্র ও উৎস এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে এগুলোর হিল্লত ও হুরমত, উদাহারণ ও প্রবাদ, ঔষধি গুণাগুণ, স্বপ্নে দেখার তাবীর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন। একইভাবে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কবিতাবলি, দু'য়া-কালাম, ওয়াজায়েফ, তাবীজাত, আমলীয়াত এবং অন্যান্য উপকারিতার কথাও তুলে ধরেছেন।

'ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার'[১৬] শিরোনামে মুহাম্মদ আতিকুর রহমান একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি জীবজন্তুর অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বিষলগুলোর মধ্যে রয়েছে, জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান, জীবজন্তু পবিত্র অবস্থায় ভক্ষণ, ভ্রমণের সময় জীবজন্তুর প্রতি যত্নবান, জীবজন্তুর প্রাপ্য আদায়ের পর তাদের ব্যবহার, জীবজন্তুকে সুস্থ্য রাখা, জীবজন্তুর অঙ্গচ্ছেদ না করা, জীবজন্তুর পরস্পরের মাঝে লড়াই না লাগানো, জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা চালানো, খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত জীবজন্তু হত্যা নিষেধ, জীবজন্তু লালন-পালন, জীবজন্তুর চিকিৎসা, জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি।

আল-কুর'আনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ[১৭] শিরোনামে মুহাম্মদ আতিকুর রহমান ও মোঃ ইমরান একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে তারা আল-কুরআনে অলোচিত পশু-পাখি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য পশু-পাখিগুলোর মধ্যে রয়েছে উট, ঘোড়া ও খচ্চর, দাব্বাতুল আরদ, হাতি, গাভী, গাধা, শুকর, কুকুর, বানর, হুদহুদ পাখি, কাক, সালওয়া পাখি ইত্যদি।

'পশু পালন'[১৮] শিরোনামে এ. জেড. এম. শামসুল আলম একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি এ প্রবন্ধে গবাদি পশু থেকে মানুষের বিভিন্ন উপকার গ্রহণ ও পশুর লালন-পালন প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। এ প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কুরবানীর জন্য পশু, পশু চিকিৎসা, প্রাণী জাতীয় খাদ্য, আমিষ জাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব, গো-সম্পদ সম্বন্ধে গবেষণা, দুগ্ধ, প্রাণী শিকার, নিষিদ্ধ গোশত, চর্ম-দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী, পরিবহন, চারণ ভূমি ও পশুহত্যা ইত্যাদি।

---

১৫. আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী (রহ.), *হায়াতুল হায়াওয়ান*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা : আলহাজ্ব মাওলানা এ.কে, এম ফজলুর রহমান মুনশী), (ঢাকা : সোলায়মানিয়া বুক হাউজ, ২০১৪ খ্রি.),

১৬. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, *ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার*, ইসলামী আইন ও বিচার, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামি ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, এপ্রিল-জুন : ২০১৫ খ্রি.), বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪২, , পৃ.১৩৩-১৫৩। ISSN-১৮১৩-০৩৭২

১৭. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান ও মোঃ ইমরান, *আল-কুর'আনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ*, Uttara University Islamic Studies Journal, (Dhaka : Uttara University. 2016), V. 01, N 01,

১৮. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *পশু পালন*, ইসলামী প্রবন্ধমালা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ.৪৫০-৪৬৫

ইসলামে হালাল-হারামের বিধান[১৯] শিরোনামে বিশ্ববরণ্য ও ইসলামী পণ্ডিত আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি এ গ্রন্থে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধি-বিধান উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থে পশু-পাখি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মাঝে রয়েছে, মৃত জন্তু ও শুকরের গোশত হারাম হওয়ার কারণসমূহ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে উৎসর্গীকৃত জন্তুর বিধি-বিধান, যবাই করার সময় শরী'আ সম্মত পন্থা, স্থলভাগের হারাম জীবজন্তু, শিকারী প্রাণী ও কুকুর দ্বারা শিকার প্রসঙ্গ।

Scientific Indication in the Holy Quran শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা বিভাগ একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে 'আল-কুরআনে বিজ্ঞান'[২০] শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ মহা গ্রন্থে পশু-পাখি বিষয়ক বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, পশু-পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব, হালাল পশুর দূর্ঘটনায় মৃত্যু ও গোশত হারাম হওয়া, গৃহপালিত পশুর নানাবিধ উপকার, গবাদি পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, গবাদি পশু থেকে দুধ প্রাপ্তি ও দুধের উপকারীতা, শূন্যে পাখির ভেসে থাকার রহস্য, পাখির পরিযান, পাখির দেহের গঠন, পশু-পাখি আল্লাহর পরিবারের সদস্য, পশু-পাখির আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ইত্যাদি ।

১.৭. অধ্যায় বিন্যাস

"আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গঃ একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে গবেষণাকর্মটি (০৯) নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়কে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : গবেষণার বিষয় বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল-কুরআন পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায় : আল-কুরআনে পশু-পাখি পরিচিতি ও জীবনধারা

চতুর্থ অধ্যায় : আল-কুরআনে আলোচিত পশু

পঞ্চম অধ্যায় : আল-কুরআনে আলোচিত পাখি

ষষ্ঠ অধ্যায় : মানব কল্যাণে পশু-পাখির অবদান

সপ্তম অধ্যায় : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির অবদান

অষ্টম অধ্যায় : জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পশু-পাখির ভূমিকা

নবম অধ্যায় : পশু-পাখির অধিকারসমূহ এবং তা সংরক্ষণে কুরআন মাজীদের দিক নির্দেশনা।

---

১৯. আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, (অনূদিত : মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম), (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.)

২০. সম্পদানা পরিষদ, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, (অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ কর্তৃক অনূদিত) (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.)

১.৮. গবেষণার ফলাফল

গবেষণার মাধ্যমে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা হয়। **"আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা"** শিরোনামে গবেষণার মাধ্যমে আল-কুরআনে পশু-পাখি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। পশু-পাখির জন্মবৃত্তান্ত, খাদ্যের সংস্থান, প্রজনন ব্যবস্থা ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছে। নবী-রাসূলদের জীবনাচরণে পশু-পাখির সাহায্য গ্রহণ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে পশু-পাখির ভূমিকা, পশু-পাখির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপমা গ্রহণ এবং পশু-পাখি বৈচিত্রময় জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়েছে। মানুষের খাদ্য গ্রহণ, পরিবহন ও বোঝা বহন, পোষাক-পরিচ্ছেদ, শিক্ষা ও গবেষণাসহ নানা কল্যাণে পশু-পাখির ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ হয়েছে। আত্ম-কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, শিল্পায়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির ভূমিকা বিষয়ক আধুনিক বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। পশু-পাখির মাধ্যমে বনায়ন, জৈব সারের ব্যবহার, বিভিন্ন রোগ-বালাই দমনসহ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়েছে। এমতবস্থায় **'আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি থেকে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

১. পশু-পাখি পরিচিতি ও জীবনধারা সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন;

২. পশু-পাখি সৃষ্টি জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ তথা মহান আল্লাহর অন্যতম মাখলুক বা সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান;

৩. মানুষের খাদ্য, পুষ্টি, বস্ত্র, বাহন ও ব্যবহার্য বহুবিধ আসবাবপত্রের অন্যতম উপাদান পশু-পাখি;

৪. মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় উপাদান পশু-পাখি;

৫. মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আরাম-আয়েশের উপাদান পশু-পাখি;

৬. মানব সমাজের কর্মস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ পশু-পাখি;

৭. মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অনুসঙ্গ পশু-পাখি;

৮. পৃথিবীতে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রধান উপাদান পশু-পাখি;

৯. পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধান উপাদান পশু-পাখি;

১০. মানব সভ্যতার বিকাশের অন্যতম সহযোগী পশু-পাখি;

১১. মানব কল্যাণের শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার পশু-পাখি;

সর্বোপরি, অত্র গবেষণাকর্মটি পশু-পাখির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধি-বিধান মানার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করবে। এই গবেষণা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তী গবেষকগণ পশু-পাখি সম্পর্কিত আরো নতুন নতুন গবেষণা করতে উৎসাহিত হবেন। সুতরাং এটি এতদসম্পর্কিত পরবর্তী গবেষণাকে সহজ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআন পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআন পরিচিতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূলদের প্রতি ঐশী গ্রন্থ প্রেরণ করেন। এ সকল গ্রন্থ নির্দিষ্ট জাতি ও সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের হিদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেন। ৬১০ খ্রি. থেকে ৬৩২ খ্রি. পর্যন্ত মক্কা ও মদীনাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূল (সা.) এর উপর এ গ্রন্থ নাযিল হয়। আল-কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর পরই রাসূল (সা.) তা মুখস্থ করেন। অসংখ্য সাহবায়ে কিরাম তা মুখস্থ করেন এবং লিখে রাখেন। এ মহাগ্রন্থ দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল সম্পন্ন হয়। আল-কুরআনকে ৩০ পারা ও ১১৪টি সূরায় বিভক্ত করা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর হিজরতের পূর্বে নাযিলকৃত সূরা সমূহকে মাক্কী ও হিজরতের পর নাযিলকৃত সূরা সমূহকে মাদানী সূরা হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে আল-কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। আল-কুরআন ইসলামী আইনের প্রধান ও অন্যতম উৎস। আল-কুরআনে মানবতার সামগ্রিক কল্যাণে অকাট্য বিধানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিধান বর্ণনায় কুরআনের রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি। মানবজীবন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়েরই আলোচনা পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে বা সংক্ষিপ্তসারে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।[১] আল-কুরআনের পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা অত্র অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

২.১. আল-কুরআনের শাব্দিক পরিচয়

আল-কুরআন (اَلْقُرْآنُ) শব্দটি ইসমে মাসদারঃ ক্রিয়ামূল বিশেষ্য। শব্দমূল (اَلْقُرْنِ) অথবা (اَلْقُرْءِ)। অর্থঃ গঠিত, মিলিত, আল্লাহর কিতাব, পাঠ, পড়া।[২] কুরআন (قرآن) শব্দটি আরবী কারউন (قَرْء) শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারউন শব্দের অর্থ, পাঠ করা। সে হিসেবে কুরআন শব্দটির অর্থ পঠিত (مقروء)| যেহেতু কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, এ জন্য কুরআনকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৩]

---

১. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *ইসলামী আইনের উৎস*, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড, ২০১৩খ্রি.) পৃ. ৩৭

২. ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, (ভারত : দারুল ইশা'আতে ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭২ খ্রি.) পৃ.৭২২

৩. কুরআন অবতরণ কালে মক্কার অবিশ্বসীরা পবিত্র এই গ্রন্থের বাণীসমূহ শ্রবণ করত না। কুরআন তেলাওয়াতের সময় নানারূপ হট্টগোল ও গোলযোগ করে এতে বাধা সৃষ্টি করত, অন্যদেরকেও তারা এই হীন আচরণে উদ্বুদ্ধ করত। বস্তুত তদানীন্তন কাফেরদের এই হীন আচরণ ও অশ্লীল ব্যবহারের জওয়াবে (আল-কুরআন (পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, এইসব কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের সুমহান দাওয়াত ও বুলন্দ আওয়াজকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না; দাবিয়ে রাখা যাবে না, পবিত্র এই গ্রন্থ পঠিত হতেই থাকবে। সুতরাং একথা তখন কাফের মুসলিম নির্বিশেষে সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে সারা বিশ্বে একমআত্র 'আল-কুরআনই সর্বাপেক্ষা অধিক পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ।

আবার কারও কারও মতে, কুরআন শব্দটি কারনুন (قرن) থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ- জমা করা, একত্রিত করা, সম্মিলন করা সংযুক্ত করা। যেহেতু আল-কুরআনে পূর্বেকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির ঘটনা উল্লেখ রয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল জ্ঞানকে একত্রিত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন অর্থ সংযুক্ত (مقرون)।[৪] আল-কুরআন (اَلْقُرْآنَ) শব্দটি (اَلْقُرْنَ) মূলধাতু থেকে নির্গত হলে অর্থ হয় মিলিত। যেহেতু আল-কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে মিলিত, তাই এ মহা গ্রন্থকে 'কুরআন' (قُرْآن) বলা হয়। অথবা শব্দটি যদি (اَلْقُرْء) শব্দমূল থেকে নির্গত হয় তবে তার অর্থ হবে পঠিত। যেহেতু কুরআনের প্রতিটি আয়াত নামায ও নামাযের বাইরে পঠিত হয়, তাই এ মহা গ্রন্থকে 'কুরআন' (قُرْآن) বলা হয়।[৫]

২.২. আল-কুরআনের পারিভাষিক পরিচয়

কুরআন আল্লাহর বাণী, যা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং তার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য। যা সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা আন-নাস দ্বারা সমাপ্ত।[৬] এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭] কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার কালাম। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যেহেতু পরিপূর্ণ জীবন বিধান, সে জন্য জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আলোচনা এতে বিদ্যমান রয়েছে।

২.৩. আল-কুরআনের নামসমূহ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহিমান্বিত গ্রন্থ আল-কুরআনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআন মাজীদের অসংখ্য নামের উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা আবুল মা'আলী 'উযায়যী ইবন 'আব্দিল মালিক শায়দালা তাঁর আল-বুরহান ফী মুশকিলাতিল-কুরআন গ্রন্থে কুরআন মাজীদের ৫৫টি নামের উল্লেখ করেছেন।[৮] কোন কোন আলিম আল-কুরআনুল কারীমের নাম ৯০ এর অধিক বলে বর্ণনা করেন। তবে এ সকল আলিম কুরআনের সিফাত (গুণবাচক নাম) কেও তার নাম হিসেবে গণনা করেছেন।[৯] প্রকৃতপক্ষে কুরআন মাজীদের

-মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, (ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০০০খ্রি.), পৃ. ২৪

৪. ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, (বৈরূত : দারু সাদির, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৭১

৫. সম্পাদনা পরিষদ, *আল কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্ব কোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০১৪ খ্রি.), খ. ২ পৃ. ৩২৯

৬. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৯

৭. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *'উলুমু'ল-কুরআন'*, (রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১১), পৃ.২

৮. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-ইতকান ফী উলুমিল-কুরআন*, (মিশর : মোস্তফা আলবাবীল হালাবী, ১৯৫১ খ্রি.), খ. ১ম, পৃ.৫০

৯. প্রাগুক্ত

নাম পাঁচটি।[১০] যথা: اَلْقُرْاٰنَ (আল-কুরআন)[১১], اَلْكِتَابُ (গ্রন্থ)[১২], اَلْفُرْقَانَ (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)[১৩], اَلذِّكْرَ (স্মরণ)[১৪], اَلتَّنْزِيْلُ (অবতীর্ণ)[১৫]।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে বহু গুণবাচক নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন : نُوْرًا (জ্যোতি)[১৬] هُدًى (হিদায়াত)[১৭], شِفَاءٌ (প্রতিকার)[১৮], رَحْمَةٌ (রহমত)[১৯], مَّوْعِظَةٌ (উপদেশ)[২০], مُبَارَكٌ(কল্যাণময়)[২১], مُّبِيْنٌ (সুস্পষ্ট)[২২], بُشْرٰى (শুভ সংবাদ)[২৩], مَّجِيْدٌ(সম্মান)[২৪], بَشِيْرًا(সুসংবাদদাতা),[২৫] نَذِيْرًا (সতর্ককারী)[২৬],

---

১০. মুহাম্মদ তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, (ঢাকা : মাকতাবাতুত তাকওয়া, ২০২০ খ্রি.), পৃ.২৩

১১. إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৯)

১২. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (আল-কুরআন, ২১ : ১০)

১৩. تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (আল-কুরআন, ২৫ : ০১)

১৪. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (আল-কুরআন, ১৫ : ৯)

১৫. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (আল-কুরআন, ২৬ : ১৯২)

১৬. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (আল-কুরআন, ৪ : ১৭৩)

১৭. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ১০ : ৫৭)

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. প্রাগুক্ত

২০. প্রাগুক্ত

২১. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (আল-কুরআন, ৬ : ৯২)

২২. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (আল-কুরআন, ৫ : ১৫)

২৩. قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ২ : ৯৭)

২৪. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (আল-কুরআন, ৮৫ : ২১)

২৫. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (আল-কুরআন, ৪১ : ৪)

২৬. প্রাগুক্ত

كَرِيمٌ (সম্মানিত)[২৭], كَلَامَ (বাণী)[২৮], عَلِيٌّ (মহান)[২৯], حَكِيمٌ (জ্ঞানগর্ভ)[৩০], حِكْمَةٌ (জ্ঞান)[৩১], أَحْسَنَ الْحَدِيثِ (উত্তম বাণী)[৩২], مَّثَانِيَ (পুনঃ পুনঃ আবৃতকৃত)[৩৩], مُّتَشَابِهًا (সামঞ্জস্যপূর্ণ)[৩৪], عَزِيزٌ (মহিমান্বিত)[৩৫], صُحُفٍ (লিপিসমূহ)[৩৬], مُّكَرَّمَةٍ (মহান)[৩৭], مَّرْفُوعَةٍ (উন্নত, মর্যাদাসম্পন্ন)[৩৮], مُّطَهَّرَةٍ (পবিত্র)[৩৯], تَذْكِرَةٌ (উপদেশবাণী)।[৪০]

২.৪. আল-কুরআন অবতরণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। তিনি একে ওহী বহনকারী ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে মহানবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেন। কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফলকে লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল।[৪১] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী-

> বরং এ সম্মানিত কুরআন যা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[৪২]

---

২৭. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (আল-কুরআন, ৫৭ : ৭৭)

২৮. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ৯ : ৬)

২৯. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (আল-কুরআন, ৪৩ : ৪)

৩০. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (আল-কুরআন, ৪৩ : ৪)

৩১. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (আল-কুরআন, ৫৪ : ৫)

৩২. اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (আল-কুরআন, ৩৯ : ২৩)

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (আল-কুরআন, ৪১ : ৪১)

৩৬. فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (আল-কুরআন, ৮০ : ১৩)

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (আল-কুরআন, ৮০ : ১৪)

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (আল-কুরআন, ৮০ : ১১)

৪১. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *ইসলামী আইনের উৎস*, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪১

৪২. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (আল-কুরআন, ৮৫ : ২১-২২)

লাওহে মাহফুজ থেকে মোট দুই পর্যায়ে কুরআনুল কারীম নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে সমস্ত কুরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান 'বাইতুল-ইজ্জাতে' নাযিল হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়।[৪৩]

মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি কুরআন অবতরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

> আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ।[৪৪]

কুরআন মাজীদে ওহী প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

> কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তড়াল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়। এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।[৪৫]

২.৫. আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে যেমন সর্বপ্রকার সংযোজন ও পরিবর্ধন থেকে হিফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তেমনি এই কুরআনকে সর্বপ্রকার ধ্বংস ও বিলুপ্তি থেকেও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

> আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[৪৬]
>
> এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।[৪৭]

কুরআন অবর্তীণ হওয়ার পর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহানবী (সা.) তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তাঁর গৃহীত সেসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

---

৪৩. মুফতী মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮

৪৪. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (আল-কুরআন, ৪ : ১৬৩)

৪৫. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (আল-কুরআন, ৪২ : ৫১-৫২)

৪৬. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (আল-কুরআন, ১৫ : ৯)

৪৭. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (আল-কুরআন, ৭৫ : ১৭)

মুখস্থকরণ

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (সা.) তা মুখস্থ করতেন। অতঃপর সাহাবীগণকে মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। সাহাবীগণ কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি তাঁদের পরিবার-পরিজনকে মুখস্থ করাতেন। গভীর রাতে তাঁদের গৃহ থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসত।

লিপিবদ্ধকরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) একদল সাহাবীকে কুরআন লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন। যাঁদের কাতিবে ওহী বা ওহী-লেখক বলা হতো। আয়াত বা সূরা অবর্তীণ হওয়ার সাথেসাথে তাঁরা পশুর চামড়া, গাছের পাতা, ছাল, পাথর, হাড় ইত্যাদিতে তা লিখে রাখতেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান

কুরআন সংরক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মাক্কী জীবনে আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা.) গৃহে এবং মাদানী জীবনে মসজিদে নববীতে সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণা করতেন। যা পরবর্তীতে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষক প্রেরণ

কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জনমানুষের অন্তরে কুরআন সংরক্ষণের জন্য মহানবী (সা.) বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবীদের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মদীনায় মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম (রা.) কে এবং হিজরতের পর মক্কায় মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) কে প্রেরণ করেন।[৪৮]

২.৬. আল-কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় কুরআন সংরক্ষণের যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তখন কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ তিনি জীবিত থাকাবস্থায় আরও আয়াত বা সূরা অবতীর্ণের সম্ভবনা বিরাজমান ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর আবূ বকর (রা.) এর খিলাফত আমলে ১২ হিজরীতে ইয়ামামা নামক স্থানে ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৭০ জন হাফিয সাহাবী শহীদ হওয়ার প্রেক্ষিতে উমর (রা.) খলীফাকে গ্রন্থাকারে কুরআন সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। উক্ত পরমর্শের আলোকে খলীফা আবূ বকর (রা.) বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কুরআনের লিখিত আয়াতগুলো একত্রিত করার জন্য প্রধান ওহী লেখক যাইদ ইবন সাবিত (রা.) কে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি অন্যান্য ওহী লেখককে সাথে নিয়ে দীর্ঘ ১ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে কুরআন গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করেন। সূরা ও আয়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত ও জিবরাইল কর্তৃক মহানবী (সা.) এর নিকট বর্ণনাকৃত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়।

৪৮ . ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১

কুরআনের এ গ্রন্থবদ্ধ কপিটি আবূ বকর (রা.) তাঁর ইন্তকালের পর উমর (রা.) ও তাঁর শাহাদাতের পর উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) নিকট সংরক্ষিত থাকে। উসমান (রা.) এর খিলাফাতকালে আঞ্চলিক পঠনরীতিতে কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলন দেখা দেয়। এতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মাঝে কুরআনের অর্থ নিয়ে ভিন্নতা দেখা দেয়। আর্মেনিয়া যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হুযাইফা (রা.) এর কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে আরও কয়েকটি কপি করে খলীফা ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং আঞ্চলিক পঠনরীতিতে লিখিত কপিগুলো নষ্ট করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৪৯]

২.৭. আল-কুরআনের মানযিল

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পড়ার সুবিধার্তে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। সপ্তাহে সাত দিনে পড়ার জন্য সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ নিম্নরূপ সাতটি মানযিলে বিভক্ত করা হয়েছে।[৫০] যথা-

মানযিল	সূরা থেকে শুরু	সূরার শেষ পর্যন্ত	সুরার সংখ্যা
প্রথম	আল-ফাতিহা	আন নিসা	৪টি
দ্বিতীয়	মায়িদা	তাওবাহ	৫টি
তৃতীয়	ইউনুস	নাহল	৭টি
চতুর্থ	বানী ইসরাঈল	আল-ফুরকান	৯টি
পঞ্চম	আশ-শুআরা	ইয়াসিন	১১টি
ষষ্ঠ	আস-সাফফাত	হুজুরাত	১৩টি
সপ্তম	ক্বাফ	নাস	৬৫টি

তালিক- ১ আল-কুরআনের মানযিলের তালিকা

২.৮. আল-কুরআনের পারার সংখ্যা

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সুবিধার্থে ৩০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যার এক একটি ভাগকে জুয বা পারা বলা হয়ে থাকে। একটি জুয বা পারা আবার চার ভাগে বিভক্ত।[৫১]

২.৯. আল-কুরআনের আয়াতের সংখ্যা

কুরআন মাজীদের সূরাসমূহকে ছোট-বড় আয়াতের মাধ্যমে বিভক্ত করা হয়েছে। আয়াতের শাব্দিক অর্থ, চিহ্ন, নিদর্শন, উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইত্যাদি। কুরআন মাজীদের মোট আয়াত সংখ্যা নিয়ে মুফাসসিরগণের

৪৯ . ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪

৫০ . মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ২১২

৫১ . প্রাগুক্ত, পৃ, ২১২

একাধিক মত রয়েছে। যেমন: হযরত আয়েশা (রা.) এর মতে, কুরআন মাজীদে ৬৬৬৬ টি আয়াত; হযরত উসমান (রা.) এর মতে, কুরআন মাজীদে ৬২৫০ টি আয়াত; হযরত আলী (রা.) এর মতে, কুরআন মাজীদে ৬২৩৬ টি আয়াত; হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর মতে, কুরআন মাজীদে ৬২৮১টি আয়াত; মক্কাবাসীদের মতে, কুরআন মাজীদে ৬২১২ টি আয়াত; বসরাবাসীদের মতে, কুরআন মাজীদে ৬২২৬টি আয়াত রয়েছে। ইরাকবাসীদের মতে, কুরআন মাজীদে ৬২১৪ টি আয়াত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে কুরআনের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৫২]

২.১০. আল-কুরআনের সূরার সংখ্যা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদকে ১১৪টি সূরায় বিভক্ত করেছেন। কুরআনের প্রতিটি সূরাই দুই এর অধিক আয়াত দ্বারা গঠিত। কুরআন মাজীদের সর্বনিম্ন ৩ আয়াত দ্বারা সূরা গঠন করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ২৮৬ আয়াত দ্বারা একটি সূরা গঠন করা হয়েছে।

অবতীর্ণের দিক থেকে এ সূরাসমূহ দু ভাগে বিভক্ত। মাক্কী ও মাদানী সূরা। কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ মুহাম্মদ (সা.) এর উপর দীর্ঘ তেইশ বছরে মক্কা ও মদীনা নগরীর বিভিন্নস্থানে সফররত ও বাসস্থানে থাকা অবস্থায় নাযিল হয়। হিজরতের পূর্বে যে সকল সূরা নাযিল হয়, সেগুলোকে মাক্কী সূরা বলা হয়। আর হিজরতের পর যে সকল সূরা নাযিল হয় সে গুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়। বাসস্থানে থাকা অবস্থায় যে সকল সূরা নাযিল হয় তাকে হযরী সূরা ও সফররত অবস্থায় যে সকল সূরা নাযিল হয় তাকে সফরী সূরা বলা হয়। প্রসিদ্ধ মতে, কুরআন মাজীদে ৮৪ বা ৮৬ বা ৯২টি মাক্কী সূরা। অবশিষ্ট ২২ বা ২৮ বা ৩০টি মাদানী সূরা।[৫৩]

কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার নাযিলের ধারাবাহিকতা, সূরার নাম ও অর্থ, নাযিলের স্থান, রুকু ও আয়াত সংখ্যার বিবরণ

সূরার ক্রম	নাযিলের ক্রম	সূরার নাম ও অর্থ	নাযিলের স্থান	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
১	০৫	الفَاتِحَة (আল-ফাতিহা) সূচনা	মক্কা	০১	৭
২	৮৭	البقرة (আল-বাকারা) গাভী	মদীনা	৪০	২৮৬
৩	৮৯	آل عمران (আল-ইমরান) ইমরানের পরিবার	মদীনা	২০	২০০
৪	৯২	النّساء (আন-নিসা) নারী	মদীনা	২৪	১৭৬

৫২. মুফতী মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮

৫৩ . https://www.islam.net.bd/content/view/41/27/1/12/Date: 18/11/2021

৫	১১২	المآئدة (আল-মায়িদাহ) খাদ্য পরিবেশিত টেবিল	মদীনা	১৬	১২০
৬	৫৫	الانعام (আল-আন'আম) গৃহপালিত পশু	মক্কা	২০	১৬৫
৭	৩৯	الأعراف (আল-আরাফ) উচু স্থানসমূহ	মক্কা	২৪	২০৬
৮	৮৮	الأنفال (আল-আনফাল) যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ	মদীনা	১০	৭৫
৯	১১৩	التوبة (আত-তাওবাহ্) অনুশোচনা	মদীনা	১৬	১২৯
১০	৫১	يونس (ইউনুস) নবী ইউনুস	মক্কা	১১	১০৯
১১	৫২	هود (হুদ) নবী হুদ	মক্কা	১০	১২৩
১২	৫৩	يوسف (ইউসুফ) নবী ইউসুফ	মক্কা	১২	১১১
১৩	৯৬	الرّعد (আর-রা'দ) বজ্রপাত	মদীনা	০৬	৪৩
১৪	৭২	إبراهيم (ইবরাহীম) নবী ইবরাহীম	মদীনা	০৭	৫২
১৫	৫৪	الحجر (আল-হিজর) পাথুরে পাহাড়	মক্কা	০৬	৯৯
১৬	৭০	النّحل (আন-নাহল) মৌমাছি	মক্কা	১২	১২৮
১৭	৫০	بني إسرائيل (বনী-ইসরাঈল) ইসরাঈলের বংশধর	মক্কা	১২	১১১
১৮	৬৯	الكهف (আল-কাহফ) গুহা	মক্কা	১২	১১০
১৯	৪৪	مريم (মারইয়াম) ঈসা নবীর মা	মক্কা	০৬	৯৮
২০	৪৫	طه (ত্বোয়া-হা) ত্বোয়া-হা	মক্কা	০৮	১৩৫
২১	৭৩	الأنبياء (আল-আম্বিয়া) নবীগণ	মদীনা	০৭	১১২
২২	১০৩	الحجّ (আল-হাজ্ব)	মদীনা	১০	৭৮

		হজ্জ			
২৩	৭৪	المؤمنون (আল-মু'মিনূন) মুমিনগণ	মদীনা	০৬	১১৮
২৪	১০২	النّور (আন-নূর) আলো	মদীনা	০৯	৬৪
২৫	৪২	الفرقان (আল-ফুরকান) সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী গ্রন্থ	মক্কা	০৬	৭৭
২৬	৪৭	الشّعراء (আশ-শুআরা) কবিগণ	মক্কা	১১	২২৭
২৭	৪৮	النّمل (আন-নম্‌ল) পিপীলিকা	মক্কা	০৭	৯৩
২৮	৪৯	القصص(আল-কাসাস) কাহিনী	মক্কা	০৯	৮৮
২৯	৮৫	العنكبوت (আল-আনকাবূত) মাকড়শা	মদীনা	০৭	৬৯
৩০	৮৪	الرّوم (আর-রুম) রোমান জাতি	মদীনা	০৬	৬০
৩১	৫৭	لقمان (লোকমান) একজন জ্ঞানী ব্যাক্তি	মক্কা	০৪	৩৪
৩২	২৩	السّجدة (আস-সেজদাহ্) সিজদা	মক্কা	০৩	৩০
৩৩	৯০	الأحزاب (আল-আহ্‌যাব) জোট	মদীনা	০৯	৭৩
৩৪	৫৮	سبا (সাবা) রানী সাবা	মক্কা	০৬	৫৪
৩৫	৪৩	فاطر (ফাতির) আদি স্রষ্টা	মক্কা	০৫	৪৫
৩৬	৪১	يس (ইয়াসীন) ইয়াসীন	মক্কা	০৫	৮৩
৩৭	৫৬	الصّافات (আছ-ছাফ্‌ফাত) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো	মক্কা	০৫	১৮২
৩৮	৩৮	ص (ছোয়াদ) ছোয়াদ	মক্কা	০৫	৮৮
৩৯	৫৯	الزّمر (আয্‌-যুমার) দলবদ্ধ জনতা	মক্কা	০৮	৭৫

৪০	৬০	المؤمن (আল-মু'মিন) বিশ্বাসী	মক্কা	০৯	৮৫
৪১	৬১	السّجدة حم (হা-মীম সেজদাহ্) হা-মীম সিজদাহ	মক্কা	০৬	৫৪
৪২	৬২	الشّورى (আশ্-শূরা) পরামর্শ	মক্কা	০৫	৫৩
৪৩	৬৩	الزّخرف (আয্-যুখরুফ) সোনাদানা	মক্কা	০৭	৮৯
৪৪	৬৪	الدّخان (আদ-দোখান) ধোঁয়া	মক্কা	০৩	৫৯
৪৫	৬৫	الجاثية (আল-জাসিয়াহ) নতজানু	মক্কা	০৪	৩৭
৪৬	৬৬	الأحقاف (আল-আহ্ক্বাফ) বালুর পাহাড়	মক্কা	০৪	৩৫
৪৭	৯৫	محمّد (মুহাম্মদ) নবী মুহাম্মদ	মদীনা	০৪	৩৮
৪৮	১১১	الفتح (আল-ফাতহ) বিজয়	মদীনা	০৪	২৯
৪৯	১০৬	الحجرات (আল-হুজুরাত) বাসগৃহসমুহ	মদীনা	০২	১৮
৫০	৩৪	ق (ক্বাফ) ক্বাফ	মক্কা	০৩	৪৫
৫১	৬৭	الذّاريات(আয-যারিয়াত) বিক্ষেপকারী বাতাস	মক্কা	০৩	৬০
৫২	৭৬	الطّور (আত্ব-তূর) তূর পাহাড়	মদীনা	০২	৪৯
৫৩	২৩	النّجم (আন-নাজম) তারা	মক্কা	০৩	৬২
৫৪	৩৭	القمر (আল-ক্বামার) চন্দ্র	মক্কা	০৩	৫৫
৫৫	৯৭	الرّحمن (আর-রাহমান) পরম করুণাময়	মদীনা	০৩	৭৮
৫৬	৪৬	الواقعة (আল-ওয়াক্বিয়াহ) নিশ্চিত ঘটনা	মক্কা	০৩	৯৬

৫৭	৯৪	الحديد (আল-হাদীদ) লোহা	মদীনা	০৪	২৯
৫৮	১০৫	المجادلة (আল-মুজাদালাহ) অনুযোগকারিণী	মদীনা	০৩	২২
৫৯	১০১	الحشر (আল-হাশ্‌র) সমাবেশ	মদীনা	০৩	২৪
৬০	৯১	الممتحنة (আল-মুম্‌তাহিনাহ) নারী, যাকে পরীক্ষা করা হবে	মদীনা	০২	১৩
৬১	১০৯	الصّفّ (আস-সাফ) সারিবদ্ধ সৈন্যদল	মদীনা	০২	১৪
৬২	১১০	الجمعة (আল-জুমুআহ) সম্মেলন/শুক্রবার	মদীনা	০২	১১
৬৩	১০৪	المنافقون (আল-মুনাফিকূন) কপট বিশ্বাসীগণ	মদীনা	০২	১১
৬৪	১০৮	التّغابن (আত-তাগাবুন) মোহ অপসারণ	মদীনা	০২	১৮
৬৫	৯৯	الطّلاق (আত-ত্বালাক) তালাক	মদীনা	০২	১২
৬৬	১০৭	التّحريم (আত-তাহ্‌রীম) নিষিদ্ধকরণ	মদীনা	০২	১২
৬৭	৭৭	الملك (আল-মুলক) সার্বভৌম কর্তৃত্ব	মক্কা	০২	৩০
৬৮	০২	القلم (আল-ক্বলম) কলম	মক্কা	০২	৫২
৬৯	৭৮	الحاقّة (আল-হাক্কাহ) নিশ্চিত সত্য	মক্কা	০২	৫২
৭০	৭৯	المعارج (আল-মাআরিজ) উন্নয়নের সোপান	মক্কা	০২	৪৪
৭১	৭১	نوح (নূহ) নবী নূহ	মক্কা	০২	২৮
৭২	৪০	الجنّ (আল-জ্বিন) জ্বিন সম্প্রদায়	মক্কা	০২	২৮
৭৩	০৩	المزّمّل (আল-মুয্‌যাম্মিল) বস্ত্রাচ্ছাদনকারী	মক্কা	০২	২০
৭৪	০৪	المدّثّر (আল-মুদ্দাসসির)	মক্কা	০২	৫৬

		পোশাক পরিহিত			
৭৫	৩১	القيامة (আল-ক্বিয়ামাহ) পুনরুত্থান	মক্কা	০২	৪০
৭৬	৯৮	الدّهر (আদ-দাহর) সময়/ যুগ	মদীনা	০২	৩১
৭৭	৩৩	المرسلت (আল-মুরসালাত) প্রেরিত পুরুষগণ	মক্কা	০২	৫০
৭৮	৮০	النّبا (আন-নাবা) মহাসংবাদ	মক্কা	০২	৪০
৭৯	৮১	النّزعت (আন-নাযিয়াত) প্রচেষ্টাকারী	মক্কা	০২	৪৬
৮০	২৪	عبس (আবাসা) তিনি ভ্রূকুটি করলেন	মক্কা	০১	৪২
৮১	০৭	التّكوير (আত-তাক্ভীর) অন্ধকারাচ্ছন্ন	মক্কা	০১	২৯
৮২	৮২	الانفطار (আল-ইন্ফিতার) বিদীর্ণ করা	মক্কা	০১	১৯
৮৩	৮৬	المطفّفين (আল-মুত্বাফ ফিফীন) প্রতারণা করা	মক্কা	০১	৩৬
৮৪	৮৩	الانشقاق (আল-ইন্শিকাক) খন্ড-বিখন্ড করণ	মক্কা	০১	২৫
৮৫	২৭	البروج (আল-বুরুজ) নক্ষত্রপুঞ্জ	মক্কা	০১	২২
৮৬	৩৬	الطّارق (আত-তারিক্ব) রাতের আগন্তুক	মক্কা	০১	১৭
৮৭	০৮	الأعلى (আল-আ'লা) সর্বোন্নত	মক্কা	০১	১৯
৮৮	৬৮	الغاشية (আল-গাশিয়াহ্) বিহ্বলকর ঘটনা	মক্কা	০১	২৬
৮৯	১০	الفجر (আল-ফাজ্র) ভোরবেলা	মক্কা	০১	৩০
৯০	৩৫	البلد (আল-বালাদ) নগর	মক্কা	০১	২০
৯১	২৬	الشّمس (আশ-শামস) সূর্য	মক্কা	০১	১৫

৯২	০৯	الليل (আল-লাইল) রাত্রি	মক্কা	০১	২১
৯৩	১১	الضحى(আদ-দুহা) পূর্বাহ্নের সুর্যকিরণ	মক্কা	০১	১১
৯৪	১২	الإنشراح (আল-ইনশিরাহ) বক্ষ প্রশস্তকরণ	মক্কা	০১	৮
৯৫	২৮	التين(আত-ত্বীন) ডুমুর	মক্কা	০১	৮
৯৬	০১	العلق(আল-আলাক) রক্তপিন্ড	মক্কা	০১	১৯
৯৭	২৫	القدر(আল-ক্বাদর) মহিমান্বিত	মক্কা	০১	৫
৯৮	১০০	البينة (আল-বাইয়্যিনাহ) সুস্পষ্ট প্রমাণ	মদীনা	০১	৮
৯৯	৯৩	الزلزال (আয-যিলযাল) ভূমিকম্প	মদীনা	০১	৮
১০০	১৪	العاديات (আল-আদিয়া) ধাবমান ঘোড়া	মক্কা	০১	১১
১০১	৩০	القارعة (আল-ক্বারিয়াহ) মহাসংকট	মক্কা	০১	১১
১০২	১৬	التكاثر (আত-তাকাসুর) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	মক্কা	০১	৮
১০৩	১৩	العصر (আল-আসর) সময়	মক্কা	০১	৩
১০৪	৩২	الهمزة (আল-হুমাযাহ) পরনিন্দাকারী	মক্কা	০১	৯
১০৫	১৯	الفيل (আল-ফীল) হাতি	মক্কা	০১	৫
১০৬	২৯	قريش (কুরাইশ) কুরাইশ গোত্র	মক্কা	০১	৪
১০৭	১৭	الماعون (আল-মাউন) সাহায্য-সহায়তা	মদীনা	০১	৭
১০৮	১৫	الكوثر (আল-কাওসার) প্রাচুর্য	মদীনা	০১	৩
১০৯	১৮	الكافرون(আল-কাফিরুন)	মদীনা	০১	৬

		অবিশ্বসী গোষ্ঠী			
১১০	১১৪	النصر (আন-নাসর) সাহায্য	মদীনা	০১	৩
১১১	০৬	لَهَبٍ (আল-লাহাব) আবূ লাহাব	মক্কা	০১	৫
১১২	২২	الإخلاص(আল-ইখলাস) একত্ব	মক্কা	০১	৪
১১৩	২০	الفلق (আল-ফালাক) নিশিভোর	মদীনা	০১	৫
১১৪	২১	الناس (আন-নাস) মানবজাতি	মদীনা	০১	৬

তালিক-২: সূরার ক্রমিক, নাম ও অর্থ, নাযিলের স্থান, রুকু ও আয়াত সংখ্যার তালিকা

সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির জীবন পরিচালনার শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থাপত্র। এ মহাগ্রন্থে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। এ প্রজ্ঞাময়গ্রন্থ মানুষের মুক্তির সোপান। আল-কুরআনের পঠন, অনুধাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমেই এ গ্রন্থ নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। যুগে যুগে এ মহা-গ্রন্থ গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে পশু-পাখি পরিচিতি ও জীবনধারা

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে পশু-পাখি পরিচিতি ও জীবনধারা

কুরআন মাজীদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর পরিচিতি ও জীবনধারা তুলে ধরেছেন। আল-কুরআনে মানুষ ব্যতীত বিভিন্ন প্রাণীর নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে গৃহপালিত, বন্য ও শিকারী পশু-পাখির বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন নবী ও রাসূলদের সাথে পশু-পাখির সম্পৃক্ত ঘটনা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। পশু-পাখি মানুষের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি। এ সকল প্রাণী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নি'আমতের অংশিদার। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে পশু-পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব, খাদ্যগ্রহণ, তাসবীহ পাঠ, বুদ্ধিমত্তা, দিনে ও রাতে অবস্থান, গতি, নানা রঙ ও বর্ণ, নানা ধরণের কণ্ঠস্বর ও পুনরুত্থান ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বর্ণিত পশু-পাখির পরিচিতি ও জীবনধারা বিষয়ক একটি আলোচনা অত্র অধ্যায়ে উপস্থাপিত হলো।

৩.১. পশু পরিচিতি

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে পশু অন্যতম। পশু প্রধানত লেজ এবং লোমযুক্ত চতুষ্পদ প্রাণী, জন্তু, জানোয়ার।[১] যেমনঃ গরু, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি। চার পা বিশিষ্ট লেজওয়ালা জন্তুদেরও পশু বলা হয়।

৩.১.১. আল-কুরআনে পশু পরিচিতি

আল-কুরআনে অসংখ্য প্রাণীর বর্ণনার পাশাপাশি লেজ বিশিষ্ট এবং লোমযুক্ত চতুষ্পদ প্রাণীরও বর্ণনা রয়েছে। আর সেগুলো হলোঃ গাভী, বাছুর, উট, উটনী, গাধা, গচ্চর, মেষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, হাতি, গাধা, খচ্চর, শূকর ও নাম উল্লেখ ছাড়া বন্য পশু ইত্যাদি।

আল-কুরআনে প্রধানত তিন শ্রেণীর পশুর বর্ণনা রয়েছে। আর সেগুলো হলোঃ

- **গৃহপালিত পশু।** যেমন- গাভী, বাছুর, উট, উটনী, গাধা, গচ্চর, মেষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি।
- **বন্য পশু।** যেমন- সিংহ, নেকড়ে বাঘ, বানর ও হাতি ইত্যাদি।
- **শিকারী পশু।** যেমন- কুকুর।

---

১. English- Bangla Online Dectionary https : //www.english-bangla.com/bntobn/index/ পশু Date : 05/02/2022

৩.১.২. আল-কুরআনে প্রাণীর নামে সূরার নামকরণ

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। এ মহাগ্রন্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। এতে তিনি বিভিন্ন জীবজন্তুর বর্ণনাও দিয়েছেন। এ মহাগ্রন্থে মানুষ ব্যতীত বিভিন্ন প্রাণীর নামে ৭টি সূরার নাকরণ করা হয়েছে। যথা :

১. সূরা আল-বাক্বরাহ (سورة البقرة)[২]

২. সূরা আল-আন'আম (سورة ٱلْأَنْعَام)[৩]

৩. সূরা আন-নাহল (سورة النحل)[৪]

৪. সূরা আন-নামল (سورة النمل)[৫]

৫. সূরা আল-আনকাবুত (سورة ٱلْعَنْكَبُوت)[৬]

৬. সূরা আল-আদিয়াত (سورة العاديات)[৭]

৭. সূরা ফীল (سورة ٱلْفِيل)।[৮]

---

২. আল বাকারা (سورة البقرة)। البقرة অর্থ : গাভী। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনের দ্বিতীয় সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ২৮৬ টি এবং এর রুকুর সংখ্যা ৪০ টি। আল-বাকারা সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। বাকারাহ অর্থ গাভী। এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত হযরত মুসা (আ.) এর সময়কালের বনি ইসরাইল এর গাভী কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। https : //bn.wikipedia.org/wiki/ সূরা_বাকারা, ১৬/০৬/২০২২

৩. সূরা আল আন'আম (سورة ٱلْأَنْعَام)। ٱلْأَنْعَام অর্থ : গৃহপালিত (গাবাদি) পশু কুরআন মাজীদের ৬ নম্বর সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৬৫টি এবং এর রূকুর সংখ্যা ২০টি। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছ। এই সূরাতে আল্লাহর একত্ববাদ, পূণরুত্থান, জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরায় ১৬ ও ১৭ রুকুতে আরবের মুশরীক কর্তৃক কোন কোন আন'আমের (গৃহপালিত পশু) হারাম এবং কোন কোনটির হালাল হওয়া সম্পর্কিত কাল্পনিক ও কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাকে আল আন'আম নামকরণ করা হয়েছ। https : //bn.wikipedia.org/wiki/ সূরা _আল আন'আম, ১৬/০৬/২০২২

৪. সূরা আল নাহল (سورة النحل)। النحل অর্থ : মৌমাছি। কুরআন মাজীদের ১৬তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ১২৮টি। এই সূরার ৬৮ আয়াতের وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ বাক্যাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। https : //bn.wikipedia.org/wiki/ সূরা _আন নাহল, ১৬/০৬/২০২২

৫. আন নম্‌ল (سورة النمل)। النمل অর্থ : পিপীলিকা। কুরআন মাজীদের ২৭তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ৯৩টি। দ্বিতীয় রুকূ'র চতুর্থ আয়াতে واد النمل এর কথা বলা হয়েছে। সূরার নাম এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। https : //bn.wikipedia.org/wiki/ সূরা_আন নমল, ১৬/০৬/২০২২

৬. আল আনকাবূত (سورة ٱلْعَنْكَبُوت) , ٱلْعَنْكَبُوت অর্থ : মাকড়শা। কুরআন মাজীদের ২৯ তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ৬৯টি। এই সূরার ৪১নং আয়াতে উল্লেখিত (ٱلْعَنْكَبُوت)'মাকড়শা' শব্দ থেকেই এ সূরার নাম " আনকাবূত" নামকরণ করা হয়েছে। https : //bn.wikipedia.org/wiki/ সূরা আল-আনকাবূত, ১৬/০৬/২০২২

৭. সূরা আল-আদিয়াত (سورة العاديات)। العاديات অর্থ : ধ্ববমান অশ্বরাজী। কুরআন মাজীদের ১০০ তম সূরা, এর আয়াতের সংখ্যা ১১টি, এর রূকুর সংখ্যা ১টি এবং ৩০ পারা। আ'দিয়াত সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল-আদিয়াত এর বাংলা অর্থ হল অভিযানকারী। এ সূরাতে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার ক্ষিপ্র গতি ও কলাকৌশল উল্লেখ রয়েছে। তাই এ সূরার নাম 'আল আদিয়াত' নামকরণ করা হয়েছে। https : //bn.wikipedia.org/wiki/ সূরা_আল আদিয়াত, ১৬/০৬/২০২২

৮. সূরা ফীল (سورة ٱلْفِيل)। ٱلْفِيل অর্থ : হস্তী বাহিনী। কুরআন মাজীদের ১০৫ম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৫। এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় হস্তী বাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ইয়ামানের তৎকালীন রাজা আবরাহা কা'বা গৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশে হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা নগণ্য

৩.১.৩. আল-কুরআনে চতুষ্পদ জন্তুর পরিচয় (بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ)

কুরআন মাজীদে চতুষ্পদ জন্তুর ধরণভেদে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। সকল ধরণের চতুষ্পদ জন্তু বুঝানোর জন্য বাহীমা (بَهِيمَة) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। বাহীমা শব্দটি আল-কুরআনের তিনটি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।[৯] (بهيمة) শব্দটি একবচন, বহুবচনে (بهائمُ), এর শাব্দিক অর্থ হলো: পশু, চতুষ্পদ প্রাণী, জন্তু।[১০] إبهام - بهم ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। এ সকল প্রাণীর বাকশক্তি, জ্ঞান ও বোধশক্তিতে যেহেতু (إبهام) রুদ্ধতা আছে, তার জন্য এদেরকে بهيمة বলা হয়েছে।[১১] যে কোন চতুষ্পদ জন্তু, পশুর ন্যায় নির্বোধ, বাকশক্তিহীন জন্তুকে বাহীমা (بهيمة) বলা হয়। এখানে 'বাহীমা' বলতে জবাইকৃত প্রাণীর উদরে প্রাপ্ত বাচ্চাকে বোঝানো হয়েছে।[১২] আরবদের পরিভাষায় হিংস্র প্রাণী ও পাখিকেও বাহীমা বলা হয়।[১৩] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> মুমিনগণ, তোমারা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু ইহরাম বাধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন।[১৪]

'বাহীমাতুল আন'আম' (بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) বলতে সে সমস্ত প্রাণীকে বোঝায়, যেগুলো সাধারণত শিকার করা হয়। যেমন: হরিণ, বন্য গরু, খরগোশ ইত্যাদি। কারণ, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম হওয়ার অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় তা হালাল। 'বাহীমা' (بهيمة) অর্থ চতুষ্পদ জীব আর 'আন'আম' (الْأَنْعَامِ)অর্থ উট, গাভী ও বকরি। বাহীমাতুল আন'আম (بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) সে সব বন্য চতুষ্পদ পশু, যা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় ঘাস মুখে তুলে জাবর কাটে এবং তাদের নখ হয় না। যেমন: হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি।[১৫] 'বাহীমা' বলতে যে কোন চার পা বিশিষ্ট প্রাণীকে বোঝায়, কিন্তু তার মধ্যে হালাল কেবল গৃহপালিত বা গবাদি পশু। অর্থাৎ গরু, উট, ছাগল, ভেড়া অথবা যেগুলো গবাদি পশুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন হরিণ, নীল গাই ইত্যাদি।[১৬]

পক্ষীকূলের মাধ্যেমে তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশিয়ে দেন। এ বিশাল হস্তী বাহিনীর আক্রমণের কারণে এ সূরার নাম 'ফীল' নামকরণ করা হয়েছে https : //bn.wikipedia.org/wiki/ সূরা_আল ফীল, ১৬/০৬/২০২২

৯. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ (আল-কুরআন, ৫ : ১)

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (আল-কুরআন, ২২ : ২৮)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (আল-কুরআন, ২২ : ৩৪)

১০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-কামূসুল ওয়াজীয*, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ.১৭০

১১. মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, (অনুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ), (আল-মাজমাআহ : ইসলামিক সেন্টার, ১৪২৯ হি :), পৃ. ১৮৫

১২. আল কুরতুবী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমেদ ইবনে আবু বকর আল আনসারি, *তাফসীর কুরতুবী*, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ), খ.৬, পৃ.৩১

১৩. করিম সিদ্দীক (মাওলানা আহমদ), *মুকাম্মাল লুগাতুল কুরআন*, (ঢাকা : ইসলামীয়া কুতুবখানা, ২০০০ খ্রি.), পৃ.২৫৫

১৪. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (আল-কুরআন, ৫ : ১)

১৫. ইবনে কাসীর, আবুল ফিদা ঈসমাইল, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, (রিয়াদ : দারু আত্তাইয়্যেবা, ১৯৯৯খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮

১৬. তকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, (অনুবাদ : মাওলানা আবাল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম), (ঢাকা , মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১০ খ্রি), পৃ.৩০১

৩.১.৪. আল-কুরআনে বর্ণিত স্থলচর পশুর নামসমূহ

আল-কুরআনে আলোচিত বিভিন্ন প্রাণীর মাঝে স্থলচর পশু প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। মানুষের উপকারে বিভিন্ন স্থলচর প্রাণী এবং নবী রাসূলদের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। গাভী, বাছুর, মেষ, ছাগল, উট, উটনী, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, নেকড়ে বাঘ, হাতি, শূকরসহ ১৮টি স্থলচর পশুর উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআনে উল্লেখিত স্থলচর পশুগুলো হলো :

তালিক- ৩ : আল-কুরআনে বর্ণিত পশুর তালিকা

ক্রমিক নং	পশুর নাম	আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	ক্রমিক নং	পশুর নাম	আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	ক্রমিক নং	পশুর নাম	আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ
১	গাভী	الْبَقَرَ[১৭]	৭	ঘোড়া	الْخَيْلِ[১৮]	১৩	নেকড়ে বাঘ	الذِّئْبُ[১৯]
২	বাছুর	عِجْلٍ[২০]	৮	মেষ	الْغَنَمِ[২১]	১৪	সিংহ	قَسْوَرَةٍ[২২]
৩	ভেড়া	الضَّأْنِ	৯	ছাগল	مَعْزِ[২৩]	১৫	হাতি	الْفِيلِ[২৪]
৪	ভেড়ী	نَعْجَةً[২৫]	১০	গাধা	الْحَمِيرَ[২৬]	১৬	শূকর	الْخِنْزِ
৫	উট	إِبِلِ[২৭]	১১	খচ্চর	الْبِغَالَ[২৮]	১৭	বানর	قِرَدَةً[২৯]

---

১৭. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (আল-কুরআন,২ : ৭০)

১৮. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (আল-কুরআন, ৩ : ১৪)

১৯. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ (আল-কুরআন, ১২ : ১৭)

২০. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (আল-কুরআন ১১ : ৬৯-৭৩)

২১. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ (আল-কুরআন ০৬ : ১৪৬)

২২. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (আল-কুরআন, ৭৪ : ৪৯-৫১)

২৩. ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ (আল-কুরআন, ৬ : ১৪৩-১৪৪)

২৪. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (আল-কুরআন, ১০৫ : ১-৫)

২৫. إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (আল-কুরআন, ৩৮ : ২১-২৫)

২৬. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ(আল-কুরআন , ৬২ : ০৫)

২৭. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (আল-কুরআন ৮৮ : ১৭)

২৮. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ০৮)

২৯. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ(আল-কুরআন, ২ : ৬৫-৬৬)

৬	উটনী	نَاقَةٌ[৩০]	১২	কুকুর	الْكَلْبِ[৩১]	১৪	বন্য পশু	الْوُحُوشُ[৩২]

৩.১.৫. আল-কুরআনে বর্ণিত স্থলচর পশুর প্রকারভেদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে উট, গরু, মেষ, ছাগল, ভেড়া, ভেড়ী, হাতি, নেকড়ে বাঘ, সিংহ, বানর, শূকর, গাধা, খচ্চরসহ বিভিন্ন স্থলচর পশুর বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে অবস্থানের দিক থেকে স্থলচর পশুকে ২ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর তা হলোঃ

(ক) গৃহপালিত পশু (ٱلْأَنْعَام)

(খ) বন্যপশু (الْوُحُوش)

নিম্নে কুরআন মাজীদে বর্ণিত গৃহপালিত পশু ও বন্যপশু সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৩.১.৬. আল-কুরআনে গৃহপালিত পশুর পরিচয় (ٱلْأَنْعَام)

কুরআন মাজীদে আন'আম (ٱلْأَنْعَام) তথা গৃহপালিত পশুর আলোচনা গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারার্থে অসংখ্য নি'আমাত এ জগতে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আন'আম (ٱلْأَنْعَام) তথা গৃহপালিত পশু। আল-আন'আম (ٱلْأَنْعَام) শব্দটি বহুবচন। একবচন (نعَم) না'আম এর অর্থ গৃহপালিত পশু, গবাদি পশু, পশু সম্পদ, গাভী, উট, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি।[৩৩] চতুষ্পদজন্তু, উট, বিচরণশীল প্রাণী।[৩৪] অধিকাংশ সময় উট এবং চতুষ্পদ জন্তু বুঝানোর জন্য এর ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে আন'আম দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমান্থনকারী জন্তুকে বুঝায়। যেমন হরিণ,নীল গাই, মহিষ, ইত্যাদি। কিন্তু ঘোড়া, গাধা এর অন্তর্ভূক্ত নয়।[৩৫]

---

৩০. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (আল-কুরআন, ৭ : ৭৩)

৩১. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন, ০৭ : ১৭৬)

৩২. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (আল-কুরআন, ৮৫ : ০৫)

৩৩. মাওলানা মুহাম্মদ নাসীম ও মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ নূরী, *লোগাতুল কোরআন*, (অনুবাদ : মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী), (ঢাকা : আল কাউসার প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৩০

৩৪. আবদুল হাফিজ বালয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত*, (দিল্লী, ভারত : মাকতাবায়ে বুরহান, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৮৮৯

৩৫. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনুল কারীম*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০০৭ খ্রি.), পৃ.১৫৭

আন‘আম (ٱلْأَنْعَام) তথা গৃহপালিত পশুর নামে আল-কুরআনে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আল-আনআম (ٱلْأَنْعَام) শব্দটি আল কুরআনে ৩২ স্থানে উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

---

৩৬. ১) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ **وَالْأَنْعَامِ** وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (আল-কুরআন, ৩ : ১৪)

২) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ **الْأَنْعَامِ** وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (আল-কুরআন, ৪ : ১১৯)

৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ **الْأَنْعَامِ** إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (আল-কুরআন, ৫ : ১)

৪) وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ **وَالْأَنْعَامِ** نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (আল-কুরআন,৬ : ১৩৬)

৫) وَقَالُوا هَٰذِهِ **أَنْعَامٌ** وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ **وَأَنْعَامٌ** حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا **وَأَنْعَامٌ** لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (আল-কুরআন,৬ : ১৩৮)

৬) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (আল-কুরআন,৬ : ১৩৯)

৭) وَمِنَ **الْأَنْعَامِ** حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (আল-কুরআন,৬ : ১৪২)

৮) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ **كَالْأَنْعَامِ** بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (আল-কুরআন,৭ : ১৭৯)

৯) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ **وَالْأَنْعَامُ** حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন,১০ : ২৪)

১০) **وَالْأَنْعَامَ** خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন,১৬ : ৫)

১১) وَإِنَّ لَكُمْ فِي **الْأَنْعَامِ** لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬)

১২) وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ **الْأَنْعَامِ** بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (আল-কুরআন, ১৬ : ৮০)

১৩) كُلُوا وَارْعَوْا **أَنْعَامَكُمْ** ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ৫৪)

১৪) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ **الْأَنْعَامِ** ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (আল-কুরআন, ২২ : ২৮)

---

১৫) ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (আল-কুরআন, ২২ : ৩০)

১৬) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (আল-কুরআন, ২২ : ৩৪)

১৭) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ২৩ : ২১)

১৮) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (আল-কুরআন, ২৫ : ৪৪)

১৯) لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (আল-কুরআন, ২৫ : ৪৯)

২০) أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (আল-কুরআন, ২৬ : ১৩৩)

২১) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (আল-কুরআন, ৩২ : ২৭)

২২) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮)

২৩) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১)

২৪) خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ (আল-কুরআন, ৩৯ : ৬)

২৫) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন,৪০ : ৭৯)

২৬) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (আল-কুরআন, ৪২ : ১১)

২৭) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (আল-কুরআন, ৪৩ : ১২)

২৮) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ (আল-কুরআন, ৪৭ : ১২)

২৯) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন, ৭৯ : ৩৩)

৩০) فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন, ৮০ : ৩২)

৩.১.৭. আল-কুরআনে বর্ণিত গৃহপালিত পশুর (ٱلْأَنْعَام) প্রকারভেদ

কুরআন মাজীদে বিভিন্ন ধরণের গৃহপালিত পশুর বর্ণনা রয়েছে। মানুষ এ সকল প্রাণী থেকে নানা উপকার লাভ করে থাকে। কিছু প্রাণী চলাচল ও বোঝা বহনের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার মানুষ কিছু প্রাণীর গোশত, দুধ, চামড়াসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ থেকে নানা প্রয়োজনে উপকার লাভ করে থাকে

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আর গবাদি-পশুর মধ্যে কতগুলো ভার বহনের জন্য আর কিছু ক্ষুদ্রাকার। আল্লাহ তোমাদের যা খাদ্যবস্তু দিয়েছেন তা থেকে আহার করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য সে হচ্ছে প্রকাশ্য শত্রু।[৩৭]

আল-কুরআনে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের দিক থেকে গৃহপালিত পশুকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

(১) হামুলাহ (حَمُولَةً) (ভারবাহী গৃহপালিত পশু)

(২) ফরশা (فَرْشًا) (ছোট গৃহপালিত পশু)

হামূলাতান (حَمُولَةً) বলতে বোঝা বহনকারী, ভারবাহী পশুদের বোঝান হয়েছে।। যেমন-উট, গরু ইত্যাদি।[৩৮] হামূলাতান (حَمُولَةً) দ্বারা ঐ সকল প্রাণীকে বুঝায়, যেগুলোর ওপর মানুষ আরোহণ করে।[৩৯] হামূলাহ (حَمُولَةً) অর্থ বড় প্রাণী যেগুলো বোঝা বহন করতে সক্ষম।[৪০]

ফারশ (فَرْشًا) শব্দটি বিশেষ্য, একবচন। বহুবচনে, ফুরূশ (فروش), এর একবচন ও বহু বচন অভিন্ন। অর্থ ছোট চতুষ্পদজন্তু, ছোট উট।[৪১] আল ফারশ (فَرْش) দ্বারা ঐ সকল প্রাণীকে বোঝায়, যেগুলো মানুষ ভক্ষণ করে এবং যাদের থেকে দুগ্ধ দোহন করে।[৪২] আল-ফারশ দ্বারা ক্ষুদ্রকার জন্তু বুঝায়, যার উপর বোঝা বহন করা যায় না। যেমন-ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি। ফারশ (فَرْش) হচ্ছে যমীনের কাছাকাছি হয়ে চলা ছোট পশু যেগুলোর ওপর মানুষ বিছানার মত আরোহন করে।[৪৩] হামুলাতান দ্বারা উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর

---

৩৭. আল-কুরআন, ৬ : ১৪২

৩৮. মাওলানা মুহাম্মদ নাসীম ও মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৩

৩৯. মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, মুহাম্মদ আলী, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*, (মক্কা আল মুকাররমাহ : দারুস সাবূনী, তা.বি.), খ.১, পৃ.৩৯৩

৪০. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী আল-বুরুসী, *তাফসীরে রুহুল মা'আনী*, (বৈরূত : দারুল কিতাব আরাবী, ২০০০), পৃ.৩৮৩

৪১. ইবনু মানজুর, *লিসানুল আরাব*, (বৈরুত : দারুস সাদির, ১৪১৪ হি :), খ.৫, পৃ.৩৩৮৬

৪২. আস-সাবূনী, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*, প্রাগুক্ত খ.১, পৃ.৩৯৩

৪৩. আল-আলূসী, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী আল-বুরুসী, *তাফসীরে রুহুল মা'আনী*, (বৈরূত : দারুল কিতাব আরাবী, ২০০০ খ্রি.), ৪,পৃ.৩৮৩

এবং বাহন হিসেবে ব্যবহার্য সকল প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে। আর ফারশ (فَرْش) দ্বারা বকরী ও মেষকে বুঝানো হয়েছে।[৪৪]

৩.১.৮. আল-কুরআনে বর্ণিত গৃহপালিত পশুর নামসমূহ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এ সকল প্রাণীর মধ্যে গৃহপালিত পশু অন্যতম। কুরআন মাজীদে গাভী, উট, ভেড়া, মেষ, ছাগল, গাধাসহ ১২টি গৃহপালিত পশুর নাম উল্লেখ রয়েছে। সে পশুগুলো হলো:

১. গাভী (الْبَقَرَ)
২. বাছুর (عِجْلٍ)
৩. ভেড়া(الضَّأْنِ)
৪. ছাগল (مَعْزِ)
৫. মেষ (الْغَنَم)
৬. ভেড়ী (نَعْجَةً)
৭. উট (إِبِلِ)
৮. উটনী (نَاقَةُ)
৯. ঘোড়া (الْخَيْلِ)
১০. গাধা (الْحَمِيرَ)
১১. খচ্চর (الْبِغَال)
১২. কুকুর (الْكَلْبِ)

৩.১.৯. আল-কুরআনে বর্ণিত বন্য পশুর নামসমূহ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বন্য পশুর স্বভাব ও বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআন মাজীদে ৫ টি বন্য পশুর নামসহ ৭টি স্থানে বন্য পশু বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআনে যে সকল বন্য পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো,

১. নেকড়ে বাঘ (الذِّئْبُ)
২. সিংহ (قَسْوَرَةٍ)
৩. শুকর (الْخِنْزِيرِ)
৪. হাতি (الْفِيلِ)
৫. বানর (قِرَدَةً)
৬. নাম ছাড়া বন্য পশু (الْوُحُوشُ)
৭. শিকারী বন্য পশু (السَّبُعُ)

৩.১.১০. আল-কুরআনে কুরবানীর পশুর বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পশু কুরবানীর নির্দেশনা দিয়েছেন।[৪৫] আর এ সকল পশু কুরবানীর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও একত্ববাদের ঘোষণা করে থাকে। আল-কুরআনের বিভিন্নস্থানে হযরত আদম (আ.) এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানী, জান্নাতী মহান পশু কুরবানীর ঘটনা, হজ্জে কুরবানীর

---

৪৪. প্রাগুক্ত

৪৫. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন" (আল-কুরআন, ১০৮ : ২)
মহান আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "আপনি বলুন আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।" (আল-কুরআন, ৬ : ১৬২)

জন্য প্রেরীত চতুষ্পদ পশুর বর্ণনা, চিহ্নযুক্ত পশুর বিশেষ নিরাপত্তা, পশু যবাইয়ের বিধান ও আল্লাহর জন্য কুরবানীর তাৎপর্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, অতএব তোমাদের আল্লাহত একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তারই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।[৪৬]

আল-কুরআনে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুকে بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (বাহীমাতুল আন'আম) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তু। তাই সেগুলোকে بَهِيمَةِ বলা হয়ে থাকে। আর بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে উট, গাভী, বলদ, মহিষ, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি হালাল পশুকে। অন্যান্য পশু ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে আন'আম বলা যায় না। এখানে بَهِيمَةِ এর পরে الْأَنْعَامِ যুক্ত করে ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর আন'আম দ্বারা এখানে যে গৃহপালিত পশুর কুরবানী জায়েয তা উল্লেখ করা হয়েছে ।[৪৭]

আল-কুরআনে কুরবানীর পশুর বৈশিষ্ট্য, পশুর নিরাপত্তা, পশু যবাইয়ে বিধান বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেগুলো হলো-

بِذِبْحٍ عَظِيمٍ	شَعَائِرَ اللَّهِ	الْقَلَائِدَ	الْهَدْيَ	بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
مَنسَكًا	قُرْبَانًا	انْحَرْ	بُدْن	ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদে হযরত আদম (আ.) এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে। তাদের বিবাহ জনিত বিরোধের মিমাংসায় কুরবানী করার সিদ্ধান্ত হয়। হাবীল একটি সুস্থ ও মোটাতাজা দুম্বা উৎসর্গ করে। আর কাবীল তার কিছু সবজি ও শস্য উৎসর্গ করে। তখন শস্যও কুরবানীর জন্য উৎসর্গ করার বিধান ছিল। আল্লাহ হাবীলের পশু কুরবানীকেই কবুল করন।[৪৮] এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে,

> আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়ে কিছু কুরবানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের কুরবানী কবুল হয়নি। [৪৯]

হাবীল-কাবীলের আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করাকে قُرْبَانًا শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ নৈকট্য, সান্নিধ্য, উৎসর্গ, কোরবানী।[৫০] قُرْبَان আরবী শব্দ। অর্থ উৎসর্গ। শব্দটি হিব্রু ভাষাতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কু-র-ব ধাতু থেকে নির্গত। ধাতুগত অর্থ 'নৈকট্য'। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দ্যেশ্যে যা উৎসর্গ করা

---

৪৬. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (আল-কুরআন, ২২ : ৩৪)

৪৭. সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, (করাচী : দারু আল ইশাআতি,১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৮০

৪৮. https : //bn.wikipedia.org/wiki/হাবিল-ও-কাবিল Date : 01/07/2022

৪৯. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (আল-কুরআন, ০৫ : ২৮)

৫০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনীক আরবী-বাংলা অভিধান*, (আল-মু'জামুল ওয়াফী) (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.) পৃ.৭৮৭

হয় তাই কুরবান নামে পরিচিত। মুসলিম সম্প্রদায় যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ এবং পরবর্তী দুই দিন মহান আল্লাহ উদ্দেশ্যে যে পশু যবাই করে তাকে কুরবানী বলা হয়।[৫১]

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কুরবানীর ইতিহাস উল্লেখ করেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে প্রত্যেক জাতির জন্যই কুরবানীর বিধান নির্দিষ্ট করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, অতএব তোমাদের আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাকো এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।[৫২]
> আপনি বলুন আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।"[৫৩]

আল্লাহ এখানে পশু কুরবানীর জন্য مَنسَكًا শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা। نسك এর একটি অর্থ আনুগত্য ও ইবাদত করা । যাবিহা (যবেহকৃত পশুকে) ও নাসিকাহ বলা হয়, যার বহুবচন নুসুক। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় পশু কুরবানী করাও তাঁর এক প্রকার ইবাদত।[৫৪]
আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.) কে স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানীর নির্দেশনা প্রদান করেন। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তাঁর পুত্রকে কুরবানী করার সময় আল্লাহ তা'আলা বেহেশত থেকে একটি পশু পাঠান। ইসমাঈল (আ.) এর পরিবর্তে ঐ পশু কুরবানী করা হয়। আল-কুরআনে এ পশুকে বিজিবহীন আযীম (بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকে যবাই করছি; এখন তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইবরাহীম তাঁকে যবাই করার জন্যে শায়িত করলো। তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাঁর পরিবর্তে দিলাম যবাই করার জন্যে এক মহান জন্তু।[৫৫]

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরীত কুরবানীর পশুকে بِذِبْحٍ عَظِيمٍ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। بِذِبْحٍ عَظِيمٍ অর্থ হৃষ্টপুষ্ট, সুঠাম দেহবিশিষ্ট শিঙবিশিষ্ট দুম্বা। অথবা পুণ্যের দিক থেকে সমুচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। এ পশুকে 'আজীম'

---

৫১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩৯
৫২. আল-কুরআন, ২২ : ৩৪
৫৩. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (আল-কুরআন, ৬ : ১৬২)
৫৪. মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, *তাফসীরে আহসানুল বায়ান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৮৭
৫৫. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (আল-কুরআন, ৩৭ : ১০২-১০৭)

(শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট) বলা হয়েছে এ কারণে যে, তা ছিল মকবুল(গৃহীত)।[৫৬] দুম্বাটি জান্নাতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিচরণ করেছিল।[৫৭]

হযরত ইবরাহীম যখন আওয়াজ শুনলেন 'হে ইবরাহীম, তখন তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখতে পেলেন হজরত জিবরাঈলকে। তাঁর হাতে রয়েছে একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা। তিনি বলেন, হে আল্লাহর নবী! এ দুম্বাটি হচ্ছে আপনার পুত্র কুরবানীর বিনিময়। এটাকে যবাই করুন। একথা বলেই হজরত জিবারাঈল উচ্চারণ করলেন "আল্লাহু আকবার"। দুম্বাটিও উচ্চারণ করলো "আল্লাহু আকবার"। সাথে সাথে " আল্লাহু আকবার" উচ্চারণ করলেন মহাপুণ্যবান পিতাপুত্রও। তারপর দুম্বাটিকে মীনার কুরবানীর গৃহে নিয়ে গিয়ে সেটিকে যবাই করলেন ইবরাহীম (আ.)। উল্লেখ্য, হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে যবাই করার জন্য কুরবানীর দুম্বাটি ছিলো আল্লাহর প্রতিদান। তাই ওই প্রতিদান বা বিনিময়ের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার নিজের সাথে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুক্ত করলেন এক কুরবানীর বিনিময়ে।[৫৮]

হজ্জের অন্যতম বিধান পশু কুরবানী করা। আল-কুরআনে হজ্জে কুরবানী দেওয়ার জন্য পশুর বিশেষ নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ পশুকে হাদঈ (الْهَدْيَ) নামকরণ করা হয়েছে। الْهَدْيَ শব্দটি ইসমে জিনস, যা একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ প্রেরণ করা, পথ দেখানো, পরিচালনা করা।[৫৯] আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জণের লক্ষ্যে কুরবানীর জন্য যে পশু হেরেম এলাকায় প্রেরণ করা হয়, তাকেই হাদী বলে।[৬০] আল-কুরআনে ছয়টি স্থানে এ ধরণের হাদী পশুর উল্লেখ রয়েছে।[৬১] মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

---

৫৬. সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, (অনুবাদ : মাওলানা তালেব আলী), (ঢাকা : শওকত প্রিন্টার্স, ১৯৯৭ খ্রি.), খ.১০, পৃ.১০৯

৫৭. ইবনে কাসীর ও হিফযুর রহমান, *কাসাসুল আম্বীয়া*, (সম্পাদনায় : হাফেয মাওলানা মু. হাবীবুর রহমান), (ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.) পৃ.-২৫৯

৫৮. সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, প্রাগুক্ত

৫৯. ইমাম আবুল হাসান কুদুরূ, *কুদুরী*, (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৭৯

৬০. আল্লামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আল-ফারগানী, *হিদায়া*, উত্তর প্রদেশ (ভারত) : সা'দ বুক ডিপো.

৬১. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ **الْهَدْيِ** ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ **الْهَدْيُ** مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ **الْهَدْيِ** ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [:] (আল-কুরআন, ২ : ১৯৬)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا **الْهَدْيَ** وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (আল-কুরআন, ৫ : ২)
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ **وَالْهَدْيَ** وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (আল-কুরআন, ৫ : ৯৭)

> হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে।[৬২]

আল-কুরআনে হজ্জে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুর নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ চিহ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। ইহরাম পরিধানের মাধ্যমে হাজীদের বিশেষ কর্ম থেকে বিরত থাকা এবং পশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। হজ্জের সময় কুরবানীর পশুর গলায় আল-কালাইদ (الْقَلَائِدَ) পরিধানের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন-

> হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে।[৬৩]
> আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কাবাকে মানুষের স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারাম কুরবানীর জন্তুকে ও যাদের গলায় আবরণ রয়েছে। এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।[৬৪]

এ সকল চিহ্নযুক্ত পশুদের বলা হয় আল-কালাইদ (الْقَلَائِدَ)। এর অর্থ, মালা, কণ্ঠাভরণ বিশিষ্ট পশু, চিহ্নযুক্ত পশু।[৬৫] এখানে হজ্জ ও উমরাহর সময় কুরবানীযোগ্য পশুকে বুঝানো হয়েছে। যাদের গলায় আলামত ও চিহ্নের জন্য ফিতা বেঁধে দেওয়া হতো। যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে এটা কুরবানীর পশু। সুতরাং এর ভাবার্থ হল, ঐ সমস্ত পশু, যেগুলোকে কুরবানী করার জন্য মক্কার হারামে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা 'হাদঈ' র অতিরিক্ত তাকিদ। উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত পশুকে কেউ যেন ছিনতাই না করে এবং হারাম পর্যন্ত পৌছানোর ব্যাপারে কেউ যেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে।[৬৬]

কুরবানীর পশুর নিরাপত্তায় কিলাদা সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

> হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) এর কুরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) পাকিয়ে দিয়েছি,পরে তিনি তাকে ইশারা করে কিলাদা বেঁধেছেন অথবা আমি বেঁধেছি। তারপর ঐ পশুগুলোকে তিনি খানায় কাবার দিকে মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং হালাল কোন জিনিস কে হারাম মনে করেননি।[৬৭]

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ **وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا** أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (আল-কুরআন, ৪৮ : ২৫)

৬২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا (আল-কুরআন, ৫ : ২)

৬৩. আল-কুরআন, ৫ : ২

৬৪. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (আল-কুরআন, ৫ : ৯৭)

৬৫. ইবনু মানজুর, *লিসানুল আরাব*, (বৈরুত : দারুস সাদির, ১৪১৪ হি :, তৃতীয় সংস্করণ), খ.১১, পৃ.২৭৬

৬৬. মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, *তাফসীরে আহসানুল বায়ান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৬

৬৭. عَنْ عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم (ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হজ্জ , পরিচ্ছেদ : ফাতলু আল কালাইদি লিলবাদানি আল বাকারি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০৮, হাদীস নং- ১৬১১)

আল-কুরআনে কুরবানীর পশুকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে شَعَائِرَ اللَّهِ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হজ্জ। নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে এ মহান ইবাদত সম্পন্ন করতে হয়। হজ্জ পরিপূর্ণভাবে আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান কাবা, আরাফা, মিনা, মুযদালিফায় গমন করতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে হজ্জে পশু কুরবানী করাও অন্যতম বিধান। কাবা, আরাফা, মিনা, মুযদালিফার ন্যায় হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট পশু উট, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা,গরু ও মহিষও ইসলামের প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে।[৬৮]

বিশেষ কোন চিহ্ন বা নিদর্শনকে شعائر বলা হয়ে থাকে। হজ্জের নিয়ম কানুন (কাবা, সাফা-মারওয়া, আরাফা) কে شعائر বলা হয়ে থাকে। شَعَائِرَ اللَّهِ বলতে কুরবানীর ঐসকল পশু বোঝানো হয়েছে যা হাজীগণ হজ্জের সময় প্রেরণ করে থাকেন।"[৬৯]

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন। তার মধ্যে বুদন (بُدْنَ) অন্যতম। হাজীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী দেওয়ার জন্য যে উট নিয়ে মক্কায় হাজির হন, তাকেই বুদন বলা হয়ে থাকে। বুদন সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> এবং কাবার জন্যে উৎসর্গকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবাই করার সময় তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আহার করাও যে অভাবী মানুষের কাছে হাত পাতে না ও যে অভাবী মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। এমনইভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭০]

আল-বুদন (بُدْنَ) শব্দটি বহুবচন। একবচনে বাদানাহ্ (بدنه), এর অর্থ, মক্কায় কুরবানীকৃত পশু।[৭১] بُدْنَ অর্থ মোটা-তাজা দেহবিশিষ্ট পশু। কুরবানীর পশু সাধারণত মোটা তাজা হয় বলে তাকে (بدنه) বাদানাহ বলা হয়। ভাষাবিদগণ শুধু উটের জন্যই এ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হাদীসের দৃষ্টিতে গরুর জন্যও (بدنه) বাদানাহ শব্দের ব্যবহারও সঠিক। অর্থ এই যে, উট বা গরু যা কুরবানীর জন্য (মক্কায়) নিয়ে যাওয়া হয় তাও আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন ও প্রতীক সমূহের মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ, তা আল্লাহর ঐ সকল নির্দেশের

---

৬৮. আল-কুরআন, ৫ : ২

৬৯. সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩২

৭০. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (আল-কুরআন, ২২ : ৩৬)

৭১. রাগীব ইস্পাহানী , *আল-মুফরাদাত ফী গারিবীল কুরআন*, (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ). পৃ.৫০

অন্তর্ভূক্ত, যা মুসলিমদের জন্যই নির্দৃষ্ট এবং তাদের বিশেষ চিহ্ন।[৭২] আরবী ভাষায়া তা শুধু উটের জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ঐ উটকেই বুদন বলা হয় যা কাবার জন্য 'হাদঈ; হিসেবে প্রেরণ করা হয়।[৭৩]

আল্লাহ তা'আলা এখানে বান্দার উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য উট সৃষ্টি করেছেন এবং তা তাঁর নিদর্শনস্বরূপ বানিয়েছেন। আর তা এভাবে যে, তিনি উটকে তাঁর সম্মানিত ঘরের প্রতি পাঠানো হাদিয়ার যোগ্য বানিয়েছেন। বায়তুল্লাহর প্রতি পাঠানো হাদিয়া সমূহের মধ্যে উটই সর্বোত্তম হাদিয়া।[৭৪]

আল- কুরআনে পশু যবাইয়ের সময়ল অবশ্যই আল্লাহর নাম নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, অতএব তোমাদের আল্লাহতো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।[৭৫]

যবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলার তাৎপর্য হচ্ছে তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করা, সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা হিসেবে তাঁকে মেনে নেওয়া। যবাইয়ের সময় পশুর হক হচ্ছে, পশুকে অবশ্যই ধারালো বস্তু দ্বারা যবাই করার মাধ্যমে যতটা সম্ভব কম কষ্ট দেওয়া এবং এক পশুর সামনে অন্য পশু যবাই দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি,

> আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ইহসান ফরজ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া উচিত এবং যবেহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত।[৭৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে উট কুরবানীর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আরবের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উটের ব্যাপক কদর ছিল। চলাচলের বাহন, খাদ্যের সংস্থান, আভিজাত্যের প্রতীক, যুদ্ধের বিশেষ বাহন, অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে উট আরবের পরিবেশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আল-কুরআনে উট যবেহ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে,

> অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।[৭৭]

আল-কুরআনে উট যবেহের জন্য نَحَرَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। نَحَرَ উটের বক্ষে মারা বা যবেহ করাকে বলা হয়।[৭৮] উট যবেহ করার পদ্ধতিকে নহর বলে।[৭৯] نَحَرَ অর্থ সীনার উপরের অংশ। উট দাঁড়ানো অবস্থায়

---

৭২. মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, *তাফসীরে আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৮

৭৩. আল-কুরতুবি, *তাফসীর কুরতুবী* : প্রাগুক্ত, খ.১২ পৃ.৫৯

৭৪. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৪২৫

৭৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩৪

৭৬. ইমাম আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস আস সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং ২৫৫০

৭৭. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (আল-কুরআন, ১০৮ : ২)

৭৮. মুহাম্মদ নাসীম ও আব্দুল ওয়াহিদ নূরী, *লোগাতুল কুরআন*, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৩২

৭৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরীফুল কুরআন*, (অনুবাদ : মাওলানা উহিউদ্দীন খান) (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ খ্রি.), খ.৮ম, পৃ.৮৮৫

তার কণ্ঠনালীর গোড়ায় অস্ত্রাঘাত করে রক্ত বের করে দিয়ে কুরবানী করা হয় বিধায় একে 'নহর' বলা হয়। অন্য সকল গবাদিপশু দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাতে মাটিতে ফেলে ক্বিবলামুখী হয়ে যবেহ করা হয়। এখানে 'সালাত' বলতে ফরয-নফল সকল সালাত বুঝানো হয়েছে এবং 'নহর' বলতে উট ও গরু-ছাগল সব কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে।[৮০]

মানুষ আল্লাহর জন্য পশু কুরবানীর মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণের পাশাপাশি তাঁর নৈকট্য লাভে পরকালীন মুক্তিও লাভ করতে পারে।

৩.১.১১. আল-কুরআনে কাফফারার পশুর বর্ণনা

হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ ও বিশ্বজনীন মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। হজ্জ পালনের জন্য ইহরাম বাঁধা ফরয। ইহরাম অবস্থায় বৈধ কিছু কর্ম ঐ সময়ের জন্য অবৈধ হয়ে যায়। এ অবৈধ কাজগুলোর মধ্য একটি হলো কোন প্রাণী হত্যা করা। যদি কেউ কোন প্রাণী হত্যা করে তার কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। আল-কুরআনে হজ্জ পালনের সময় কোন পশু হত্যা বা হত্যার প্রোরচনার কারণে অনুরূপ পশু কুরবানীর মাধ্যমে গুনাহ মাফের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ফয়সালা করবে-বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজিব-কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখতে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।[৮১]

হরমের সীমার ভিতরে ইহরাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু হোক, সবই হারাম। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত; যেমন, ভেড়া, দুম্বা, ছাগল, গরু, উট, মহিষ ইত্যাদিও শিকারের অন্তর্ভূক্ত নয়।[৮২]

ইহরাম অবস্থায় হরমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বা বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে হত্যা বা বধ করলেও কাফফারা ওয়াজিব।[৮৩] শিকারকৃত প্রাণীটি হালাল হলে সেই এলাকার দু'জন অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার লোক দ্বারা তার মূল্য নিরূপণ করতে হবে। তারপর সেই মূল্যের

---

৮০. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মুহাম্মদ, *তাফসীরুল কুরআন*, (৩০তম পারা), রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩ খ্রি.পৃ. ৫১৩,

৮১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (আল-কুরআন, ৫ : ৯৫)

৮২. লেখকবৃন্দ, *আল কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্ব কোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.), খ, ২, পৃ.১৪১

৮৩. আল-আলূসী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.১৩৩

কোন গৃহপালিত পশু, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি 'হরম' এলাকার ভেতর কুরবানী করতে হবে। অথবা সেই মূল্য গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। শিকারকৃত প্রাণীটি যদি হালাল না হয়, যেমন নেকড়ে ইত্যাদি, তবে তার মূল্যের একটি ছাগলের মূল্য অপেক্ষা বেশি গণ্য হবে না। যদি কারও কুরবানী দেওয়ার বা তার মূল্য গরীবদের মধ্যে বন্টন করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে রোযা রাখবে।[৮৪] আর এই মূল্য থেকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে মক্কার প্রত্যেক মিসকীনের মাঝে এক মুদ (৬২৫গ্রাম) হিসাবে বন্টন করে দিতে হবে।[৮৫] মুহরিম ব্যক্তির কাফফারা স্বরূপ মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা রোযা রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে; দুটির মধ্যে যে কোন একটি করা বৈধ্য। শিকারকৃত পশু হিসাবে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কম-বেশী হবে, অনুরূপ রোযা রাখার ব্যাপারেও কম-বেশী হবে। উদাহরণ স্বরূপ; মুহরিম যদি হরিণ শিকার করে বসে, তাহলে তার সমকক্ষ এবং সদৃশ হচ্ছে ছাগল। আর এই ফিদইয়ার পশু মক্কার হারামের মধ্যে যবাই করতে হবে। যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে হবে। যদি শিং-ওয়ালা বড় হরিণ, নীলগাভী অথবা এই ধরণের কোন জন্তু শিকার করে, তাহলে তার সদৃশ হচ্ছে, গৃহপালিত গাভী। আর যদি তা পাওয়া না যায় অথবা এ ধরণের ফিদইয়া আদায় করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে ২০জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে অথবা ২০দিন রোযা রাখতে হবে। যদি এমন জন্তু যেমন (উটপাখী কিংবা জংলী গাধা) শিকার করে, যার সদৃশ হচ্ছে উট, তাহলে তা না পেলে ৩০জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে অথবা ৩০দিন রোযা রাখতে হবে।[৮৬]

৩.১.১২. আল-কুরআনে অবিশ্বাসীদের পশুর সাথে তুলনা প্রসঙ্গ

মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠ জীব। তিনি মানুষকে ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে মনুষত্ববোধ হারিয়ে পশুর স্তর বা তার থেকেও নীচে নেমে যায়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহকে অস্বীকারকারীদে পশু থেকে নিকৃষ্ট হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

> সমস্ত জীবের মাঝে অল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ঈমান আনেনি।[৮৭] নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না।[৮৮]

আল্লাহকে অস্বীকারকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ সকল মানুষ হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব। চতুষ্পদ জন্তু ও প্রাণীদের মধ্যে ওরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম যারা সত্য কথা শোনার ব্যাপারে বধির ও সত্য কথা বলার ব্যাপারে মূক। তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা। কেননা, তারা সত্য কথা মোটেই বুঝে না। এরা নিকৃষ্টতম প্রাণী, এরাই

---

৮৪. তকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৪০

৮৫. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫

৮৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৯৫

৮৭. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (আল-কুরআন, ৮ : ৫৫)

৮৮. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (আল-কুরআন, ৮ : ২২)

কাফির। চতুষ্পদ জন্তু যে প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে ওরা ঐ ভাবেই চলাফেরা করে, কাজেই তারা যেন আল্লাহর অনুগত। কিন্তু মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে ইবাদতের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে, অথচ তারা কুফরী করে যাচ্ছে। অতএব প্রকৃতির বিপরীতভাবে চলার কারণে তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। এ জন্যেই তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৮৯]

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জ্ঞান-বুদ্ধি পাওয়ার পরও অনেক মানুষ দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না বুঝেও বুঝে না। আল-কুরআনে এ সকল মানুষকে পশু থেকে নিকৃষ্ট হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রসেঙ্গ মহান আল্লাহ আরো বলেন-

> আমি বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় রয়েছে কিন্তু তারা তা দ্বারা উলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না, তারাই হলো পশুর ন্যায়, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর, তারাই হলো গাফিল, অমনোযোগী।[৯০]

এ সকল মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

> অথবা তুমিকি মনে কর যে তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা পথ থেকে অধিকপথভ্রষ্ট।[৯১]

চতুষ্পদ জীব যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা সেভাবে চলছে। মানুষকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে নবীগনের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে শিরক করে এবং বিভিন্ন স্থানে নিজেদের (তুলনায় উত্তম অথবা অধম সৃষ্টির সামনে) মাথা নত করে। এই দিক দিয়ে তারা অবশ্যই জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট এবং পথভ্রষ্ট।[৯২] এরা কিছুই বোঝেনা, কোন কিছু দেখেও না এবং শুনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উম্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝে না। অন্ধও নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা বধিরও নয় যে, কোন কিছু শুনবে না। বরং প্রকৃত পক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বুঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শুনা উচিত ছিল তা তারা শুনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীবজন্তুর পর্যায় বুঝা, দেখা ও শুনা। যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান। এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে: "এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত", শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই হলো চিন্তার সার্বোচ্চ স্তর।

---

৮৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪

৯০. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنس. لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (আল-কুরআন ,৭ : ১৭৯)

৯১. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (আল-কুরআন, ২৫ : ৪৪)

৯২. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩৫

অতঃপর বলা হয়েছে, “ এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট ।” তার কারণ চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার শরী‘আতের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রদিতদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর-কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেজন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদেরে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নির্বুদ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভূ ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পালনকর্তার আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল। কাজেই বলা হয়েছে “এরাই প্রকৃত গাফেল” ।[৯৩]

আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে পশুদের আচার-আচরণের মাধ্যমে বিভিন্ন উপমা পেশ করেছেন। অবিশ্বাসীদের খাদ্যগ্রহণ পশুদের খাদ্য গ্রহণের সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

> যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফির, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।[৯৪]

দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের কাজ কেবল পেট ভরে খাওয়া। তারা পশুর ন্যায় খায়। পশুরা যেমন এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করে অবাধে পেট পুরে ভক্ষণ করে এরাও হালাল-হারাম, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে কেবল উদর বোঝাই করে।[৯৫] এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

> রাসূল (সা.) বলেন, মুমিনরা এক উদরে ভক্ষণ করে আর কাফির ভক্ষণ করে সাত উদরে।[৯৬]

যেভাবে জীবজন্তুদের উদর এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না, অনুরূপ অবস্থা কাফিরদের। তাদের জীবনের উদ্দেশ্যও (ইহকালে) খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালের ব্যাপারে তারা একেবারে উদাসীন।[৯৭] জীবজন্তু যেভাবে খায় অথচ চিন্তা করে না যে, এ রিযিক কোথা থেকে এসেছে, কে তা তৈরী করেছে এবং এ রিযিকের সাথে সাথে তার উপর রিযিকদাতার কি কি অধিকার বর্তাচ্ছে? ঠিক তেমনি এসব লোকও শুধু খেয়ে চলেছে। চড়ে বেড়ানোর ছাড়া আর কোন জিনিসই তাদের চিন্তায় নেই।[৯৮]

---

৯৩. আত-তাবারী, আবূ জারীর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আল-আমিলী, *জামি‘উল বায়ান ফী তা‘বীলিল কুরআন*,(বিশ্লেষণ : আহম মুহাম্মদ শাকের), (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.), খ, ১৩, পৃ. ২৭৮-২৮০

৯৪. إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ (আল-কুরআন, ৪৭ : ১২)

৯৫. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৭,পৃ.৩১১

৯৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, (বৈরুত, ইবনে কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি,) খ.১৫, পৃ.২০৬২, হা, ৫০৮১

৯৭. সালাহুদ্দীন ইউসুফ , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৮

৯৮. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আ‘লা, তাফহীমুল কুরআন, (অনুবাদ : ওয়ারেসুল হক), (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), খ.১৫, পৃ.১৮-১৯

৩.১.১৩.আল-কুরআনে নবী-রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত পশুর ঘটনা

আল-কুরআনে গৃহপালিত পশুর সাথে সম্পৃক্ত নবী-রাসূলদের ঘটনা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। ৮ জন নবী-রাসূলের সাথে গৃহপালিত পশুর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যে সব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে সে গুলো হলো:

০১. হযরত মূসা (আ.) এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের গাভী যবাইয়ের নির্দেশনা[৯৯] এবং মহান আল্লাহর সাথে বিশেষ লাঠির মাধ্যমে ছাগলের খাদ্যের ব্যবস্থা সম্পর্কে কথোপকথন,[১০০]

০২. হযরত সালেহ (আ.) এর সম্প্রদায় সামুদ জাতির নিকট আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক উটনী প্রেরণ,[১০১]

০৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক ফেরেশতাদের ভাজা মোটাতাজা বাছুর দ্বারা আপ্যায়ন,[১০২]

০৪. হযরত শোয়াইব (আ.) এর কন্যাদ্বয়ের পশুপালন ও মূসা (আ.) কর্তৃক পানি পান করানো,[১০৩]

০৫. হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক মিশরের রাজার স্বপ্নে দেখা গাভীর ব্যাখ্যা প্রদান, [১০৪]

০৬. হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক ঘোড়ার পা কর্তন, [১০৫]

---

৯৯. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (আল-কুরআন, ২ : ৬৭)

১০০. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ১৭-১৮)

১০১. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (আল-কুরআন, ৭ : ৭৩)

১০২. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১২ : ৪৬)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৬৯)

১০৩. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ .... فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (আল-কুরআন, ২৮ : ২৩-২৫)

১০৪. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (আল-কুরআন, ১২ : ৪৩)

১০৫. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (আল-কুরআন, ৩৮ : ৩১-৩৩)

০৭. হযরত দাউদ (আ.) এর ভেড়ী সংক্রান্ত বিচার,[১০৬]

০৮. হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) এর দরবারে মেষ সংক্রান্ত বিচারের ফয়সালা,[১০৭]

০৯. হযরত উযাইর (আ.) এর সময়ে মৃত গাধা জীবিত করণ,[১০৮]

১০. হযরত ইউসুফ (আ.) কে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলার মিথ্যা গল্প।[১০৯]

আল-কুরআনে বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের গুরুত্ব আরোও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২. পাখি পরিচিতি

পাখি উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট, দেহ পালকে আবৃত এবং অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত মেরুদন্ডী প্রাণী।[১১০] পাখি প্রধানত পালক ও পাখাবিশিষ্ট দ্বিপদী প্রাণী।[১১১] যেমন: কাক, কবুতর, শকুন, শালিক ইত্যাদি।

৩.২.১. আল-কুরআনে পাখি পরিচিতি

আল-কুরআনে পালক ও পাখাবিশিষ্ট দ্বিপদী প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে। আর তা হলো: হুদহুদ, কাক ও সালওয়া। নাম ছাড়াও বিভিন্ন পাখির উল্লেখ রয়েছে। পাখি বোঝানোর জন্য আল-কুরাআনের الطَّيْرِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৭ টি স্থানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাখির উল্লেখ রয়েছে। আর সেগুলো হলো:

- নাম উল্লেখসহ পাখি। যথা: হুদহুদ, কাক, সালওয়া।
- মৃতভোজী পাখি।
- শিকারী পাখি।
- পরিযায়ী পাখি।
- কাবাঘর রক্ষাকারী পাখি।
- নবী ও রাসূলদের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পাখি।

---

১০৬. نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ ... فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (আল-কুরআন, ৩৮ : ২১-২৫)

১০৭. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (আল-কুরআন, ২১ : ৭৮)

১০৮. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ...... فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ২ : ২৫৯)

১০৯. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (আল-কুরআন, ১২ : ১৭)

১১০. https : //bn.banglapedia.org/index.php/পাখি, Date 30.06.2022

১১১. https : //bn.m.wikipedia.org/wiki/পাখি, Date 30.06.2022

৩.২.২. আল-কুরআনে পাখি (الطَّيْرَ) প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদের বিভিন্নস্থানে পাখি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। পাখির মাধ্যমে মহান আল্লাহর একত্ববাদ, শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পাখিদের আল্লাহর স্মরণ, আনুগত্য প্রকাশ, জান্নাতে পাখির গোশত পরিবেশন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ, আল্লাহর নির্দেশে মৃত-পাখি জীবিত করণ ও নবী-রাসূলদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনা কুরআন মাজীদের বিভিন্নস্থানে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের ১২টি সূরার ১৭টি স্থানে পাখি (الطَّيْرَ) শব্দের উল্লেখ রয়েছে।[১১২] এ সকল পাখির মাঝে নামসহ ৩টি পাখি ও নাম ছাড়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাখির উল্লেখ রয়েছে।

---

১১২. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ **الطَّيْرِ** فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ (আল-কুরআন, ২ : ২৬০)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ **الطَّيْرِ** فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ **طَيْرًا** بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ৩ : ৪৯)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ **الطَّيْرِ** بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ **طَيْرًا** بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (আল-কুরআন, ৩ : ১১০)

إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ **الطَّيْرُ** مِنْهُ (আল-কুরআন, ১২ : ৩৬)

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ **الطَّيْرُ** مِنْ رَأْسِهِ (আল-কুরআন, ১২ : ৪১)

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى **الطَّيْرِ** مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯)

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ**الطَّيْرَ** (আল-কুরআন, ২১ : ৭৯)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ **الطَّيْرُ** (আল-কুরআন, ২২ : ৩১)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ**الطَّيْرُ** صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪১)

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ **الطَّيْرِ** (আল-কুরআন, ২৭ : ১৬)

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَ**الطَّيْرِ** (আল-কুরআন, ২৭ : ১৭)

وَتَفَقَّدَ **الطَّيْرَ** فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ (আল-কুরআন, ২৭ : ২০)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ**الطَّيْرَ** (আল-কুরআন, ৩৪ : ১০)

وَ**الطَّيْرَ** مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (আল-কুরআন, ৩৮ : ১৯)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى **الطَّيْرِ** فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯)

৩.২.৩. আল-কুরআনে নাম উল্লেখসহ পাখি

আল-কুরআনে নামসহ তিনটি পাখির উল্লেখ রয়েছে। আর তা হলো :

(১) কাক (الْغُرَابِ)[১১৩]

(২) হুদহুদ (الْهُدْهُدَ)[১১৪]

(৩) সালওয়া (السَّلْوَى)[১১৫]

৩.২.৪. আল-কুরআনে নাম উল্লেখ ব্যতীত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাখি

আল-কুরআনে নাম উল্লেখ ছাড়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাখির উল্লেখ রয়েছে। আর সে পাখিগুলো হলো:

(ক) কাবাকে হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (طَيْرًا أَبَابِيلَ)[১১৬]

(খ) শিকারী পাখি (الْجَوَارِحِ)[১১৭]

(গ) মৃতভোজী পাখি (تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ)[১১৮]

(ঘ) পরিযায়ী পাখি (مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا)।[১১৯]

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ **طَيْرًا أَبَابِيلَ** (আল-কুরআন, ১০৫ : ০৩)

১১৩. فبعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (আল-কুরআন, ৫ : ৩১)

১১৪. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (আল-কুরআন, ২৭ : ২২-৩১)

১১৫. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (আল-কুরআন, ২ : ৫৭)

১১৬. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (আল-কুরআন, ১০৫ : ১-৫)

১১৭. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আল-কুরআন, ৫ : 8)

১১৮. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (আল-কুরআন, ২২ : ৩১)

১১৯. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ১১ : ০৬)

৩.২.৫. আল-কুরআনে নবী-রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত পাখির ঘটনা

আল-কুরআনে পাখির সাথে সম্পৃক্ত নবী-রাসূলদের ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। ৫ জন নবী-রাসূলের সাথে পাখির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে পাখিদের যে সব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো:

(ক) হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মৃত পাখি জীবিত করে দেখান,[১২০]

(খ) হযরত সুলায়মান (আ.) কে পাখির ভাষা শিক্ষা দান[১২১], সাম্রাজ্য পরিচালনায় পাখিদের অংশগ্রহণ[১২২] এবং হুদহুদ পাখির মাধ্যমে সাবা সম্রাজ্যের সন্ধান লাভ,[১২৩]

(গ) হযরত দাউদ (আ.) এর সাথে পাখিদের আল্লাহর মহিমা প্রকাশ,[১২৪]

(ঘ) হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক দেখা স্বপ্নে পাখিদের রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা দান[১২৫],

(ঙ) হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক পাখির অবয়ব গঠন ও আল্লাহর নির্দেশে ফুৎকারের মাধ্যমে তা জীবিতকরণ,[১২৬]

(চ) হযরত আদম (আ.) এর পুত্রদের কাক কর্তৃক কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দান।[১২৭]

---

১২০. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আল-কুরআন, ০২ : ২৫৯)

১২১. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (আল-কুরআন, ২১ : ৭৯)

১২২. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (আল-কুরআন, ২৭ : ১৭)

১২৩. ان مِنَ الْغَائِبِينَ .... قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (আল-কুরআন, ২৭ : ২২-৩১)

১২৪. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (আল-কুরআন, ৩৪ : ১০)

১২৫. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ (আল-কুরআন, ১২ : ৩৬)

১২৬. أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ (আল-কুরআন, ৩ : ৪৯)

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (আল-কুরআন, ৫ : ১১০)

১২৭. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَفَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (আল-কুরআন, ৫ : ৩১)

৩.৩. আল-কুরআনে বিভিন্ন শ্রেণীর পশু-পাখির জীবনধারা

কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন শ্রেণীর পশু-পাখির বিবরণ তুলে ধরেছেন। পশু-পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব ও বংশবিস্তারের বিভিন্ন তথ্য আলোচিত হয়েছে। এ সকল পশু-পাখির মাঝে আকৃতি, রঙ, গতি, কণ্ঠস্বর ও জীবনাচরণে ভিন্নতা রয়েছে। এতদ্সম্পর্কিত একটি আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৩.৩.১. আল-কুরআনে পশু-পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পানিই হল সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মূল।[১২৮] প্রতিটি প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিসহ সকল জীবকে পানি থেকে তৈরি করেছেন এবং এসব জীবের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।[১২৯]

আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রাণীর মূল উপাদান এক ও অভিন্ন। অতপর তা বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। যেমন, পেটের উপর ভর করে চলা সরিসৃপ, দু পায়ে চলা পাখি ও মানুষ এবং চার পায়ে চলা পশু। এসবই আল্লাহর ইচ্ছা ও তারই প্রাকৃতিক নিয়ম ও রীতি অনুসারে হয়ে থাকে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অপরিকল্পিত কোনো ব্যাপর হিসেবে নয়।[১৩০]

সকল প্রাণীর পানি থেকে সৃষ্টি হওয়ার সত্যতা, এর দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে পানিই অভিন্ন মৌল উপাদান। প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র থেকে এবং মূলত পানির মধ্যেই তা জন্মেছে। অতপর তা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক প্রাণীর সৃষ্টিতে পানির প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। অনুসন্ধানী গবেষকদের মতে, কেবল মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মবিশিষ্ট নয়, বরং উদ্ভিদ, এমনকি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত। বলা বাহুল্য, এসব কিছু সৃজন, জীবনচক্র, বংশবৃদ্ধি, প্রজনন ইত্যাদিতে পানির বিশেষ ভূমিকা আছে।[১৩১]

জীববিজ্ঞানের ভাষ্যমতে, সাগরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পানিতেই প্রোটোপ্লাজম থেকেই জীবের সৃষ্টি। প্রোটোপ্লাজম হলো জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান। সকল জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি কোষের অন্যতম

---

১২৮. আল-আলূসী, *তাফসীরে রূহুল মাআনী*, (লেবানন : দারুল হাদীস), খ.৬, পৃ.১৯৩

১২৯. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪৫)

১৩০. সাইয়েদ কুতুব, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, (অনুবাদ : হাফেয মুনির উদ্দীন), (লন্ডন : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন), খ.১৪, পৃ,১৪৭

১৩১. মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরীফুল কুরআন*, (অনুবাদ : মাওলানা মহিউদ্দীন খান), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ খ্রি.),খ.৬, পৃ.৪৭০

মূল উপাদান হলো পানি।[১৩২] জীবনের প্রক্রিয়া হচ্ছে কার্বনভিত্তিক অণুর ব্যবহার দ্বারা সংগঠিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার এক ধারাবিশেষ। এ প্রক্রিয়ায় বস্তুকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে নেওয়া হয় এবং এই ব্যবস্থাও প্রজননকর্মে ব্যবহার করা হয় যাতে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিকে নির্গত বা বহিষ্কার করা হয়। জৈব ও অজৈব অসংখ্য বিন্যাস দ্বারা গঠিত এক বা একাধিক কোষ নিয়ে জীবদেহ গঠিত। প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির সংকেত থাকে কেন্দ্রীয় কোষ ডিএনএ-তে (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক এসিড)। ১৯৫০ সালে রসায়নবিদ এস. এল. মিলার (S.L. Miller)) হাইড্রোজেন, এমোনিয়া, মিথেন এবং জলীয় বাষ্পের এক গ্যাসীয় মিশ্রণকে একটা পানির পাত্রের ভিতর রাখেন এবং এর উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ প্রবাহিত করেন। কয়েকদিন পর পানির পাত্রটিতে ধারণ করে এমাইনো এসিডেরে দ্রবণ যার বিভিন্ন যৌগ আমিষ তৈরি করে। বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন, 'প্রাথমিক চোলাই' (Primary broth) এর ধরণের রাসায়নিক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রথম জীবকোষ সৃষ্টি হয়।[১৩৩]

৩.৩.২. আল-কুরআনে পশু-পাখির বংশবিস্তার প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে পশু-পাখির বংশবিস্তারের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মানুষের ন্যায় পশু-পাখিদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন।[১৩৪] এ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিটি সৃষ্টির বংশবিস্তারের মাধ্যমে একে অপরের কাছ থেকে বিভিন্ন উপকার লাভ করে আসছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।[১৩৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির মাধ্যমেই বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকেন।[১৩৬] স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে মানব ও পশুর বংশ ও সৃষ্টির ধারা অবশিষ্ট রেখেছেন।[১৩৭] জীবজগতের প্রধান দুটি অংশ হলো পুষ্টি ও বংশবিস্তার। মহান আল্লাহ প্রাকৃতিক জগৎ থেকে সকলের পুষ্টি সরবরাহ করে বংশ বিস্তার করেন। পুরুষ ও নারীর মিলনের মাধ্যমে এ ধরনের ব্যবস্থা মানুষ ও জীবজগতে বর্তমান রয়েছে। এ বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি প্রজাতির স্থিতি নিশ্চিত হয় এবং জিনের রদবদলের মাধ্যমে উন্নত প্রজন্ম সৃষ্টি হয়। যেন তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় টিকে থাকতে পারে।[১৩৮]

---

১৩২. আল কুরতুবি, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ.২৬৭

১৩৩. সম্পদনা পরিষদ কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬২-৩৬৩

১৩৪. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ৩৬ : ৩৬)

১৩৫. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (আল-কুরআন, ৪২ : ১১)

১৩৬. সাইয়েদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬, খ.১৮,

১৩৭. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭৩, খ.১০

১৩৮. সম্পদনা পরিষদ, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পশু-পাখিদের রক্ষার মাধ্যমে পশু-পাখির বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। হযরত নূহ (আ.) এর সময়ে মহা-প্লাবন থেকে পশু-পাখিদের রক্ষায় নৌকা তৈরির নির্দেশনা দেন। এবং প্রত্যেক প্রজাতীর পশু-পাখি জোড়ায় জোড়ায় তোলার নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছলো এবং যমীন হতে পানি উথলে উঠতে লাগলো, আমি বললাম, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী হতে একটি নর এবং একটি মাদী তাতে উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি।[১৩৯]

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত নূহ (আ.) পশু-পাখিদের নৌকায় উঠালেন। প্রথমে পাখিদের মধ্যে তোতা পাখি উঠানো হলো এবং সবশেষে গাধাকে উঠানো হলো।[১৪০]

আল্লাহ তা'আলা পাখিদের পরিযানের মাধ্যমে তাদের বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে। ফলে পাখিদের প্রজনন ব্যহত হয়। এ সময়ে পাখিরা খাদ্য, বংশবিস্তার ও শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিযান করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার ভার আল্লাহর উপরে নয়, আর তিনিই জানেন তার বাসস্থান ও তার বিশ্রামস্থল। সবই আছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।[১৪১]
> আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।[১৪২]

আল্লাহ তা'আলা এতই অনুগ্রহশীল যে, তিনি মানুষের জন্য মানুষের আকৃতি ও জাতের মধ্য হতে ভিন্ন লিংগ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পশুদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া। এভাবে মানব ও পশুদের বংশ বিস্তার হতে থাকবে।[১৪৩]

---

১৩৯. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (আল-কুরআন, ১১ : ৪০)

১৪০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩২৪

১৪১. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৬)

১৪২. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৫৬ ০

১৪৩. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.১৯৪

৩.৩.৩. আল-কুরআনে পশু-পাখির দৈহিক গঠন প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন আকার আকৃতি দিয়ে পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মাজীদে বিশালদেহী হাতির বর্ণনার পাশাপাশি কাবা রক্ষায় নিয়োজিত ছোট পাখির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[১৪৪] আল্লাহর সৃষ্টিতে কিছু প্রাণী পেটে ভর দিয়ে চলে, আবার কিছু প্রাণী দু পায়ে চলে আর কিছু প্রাণী চার পায়ে চলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভয় দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।[১৪৫]

আল্লাহ নিজ ক্ষমতা, শক্তি ও কুদরত দ্বারা পানি থেকে বিচিত্র ধরণের, বিচিত্র স্বভাবের, নানা স্বরের, নানা আকৃতি-প্রকৃতির, নানা বর্ণের জীবজন্তু সৃষ্টি করেন। তাদের কোনটি পেটে ভর দিয়ে চলে যেমন সাপ, কেঁচো ইত্যাদি। কোনটি দুই পায়ে চলে যেমন মানুষ, পাখি। কোনটি চার পায়ে চলে যেমন গৃহপালিত ও বন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ।[১৪৬] যেমন, গরু, উট, গাধা, ছাগল, বাঘ, সিংহ, হাতি ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদে বিশালদেহী পশুর বর্ণনা রয়েছে। বিশালদেহী পশুর উল্লেখযোগ্য হলোঃ হাতি, বোঝা বহনকারী উট, দৃষ্টিনন্দন ঘোড়া ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদে মাঝারি আকৃতির পশুর বর্ণনা রয়েছে। মাঝারি আকৃতির পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ গাভী, উট, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদে ছোট আকৃতির পশু-পাখির বর্ণনা রয়েছে। ছোট আকৃতির পশু-পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ভেড়া, মেষ, ছাগল, কুকুর, হুদহুদ ও সালওয়া পাখি ইত্যাদি।

৩.৩.৪. আল-কুরআনে পশু-পাখির বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গ

পশু-পাখি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অন্যতম সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলার এ সৃষ্টি মানুষের ন্যায় একটি জাতির অন্তর্গত। তিনি পশু-পাখির বোধ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। পশু-পাখি আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠরত জাতি। তারা মানুষ ও পরিবেশের কল্যাণ সাধনে তাঁর দেওয়া প্রতিটি নির্দেশনা পালনে নিয়োজিত আছে। তিনি পশু-পাখিদের বোধশক্তি দিয়েছেন, যাতে তারা পরস্পরের ইঙ্গিত বুঝাতে পারে এবং তাদের মধ্যে

---

১৪৪. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (আল-কুরআন, ১০৫ : ১-৫)

১৪৫. فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪৫)

১৪৬. আসসাবূনী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১১১

নারী-পুরুষ পার্থক্য বুঝতে পারে।[১৪৭] তারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং তারা আল্লাহকে চিনে এবং তাঁর ইবাদত করে।[১৪৮]

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে পশু-পাখির বোধ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> পশু-পাখিও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১৪৯]
>
> তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।[১৫০]

কুরআন মাজীদে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার বুদ্ধিমত্তার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ঘোড়ার প্রতিপক্ষের উপর ক্ষিপ্র গতিতে আক্রমণ করে তার মনিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আল-কুরআনে ঘোড়ার বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে-

> শপথ উর্ধ্বাশ্বাসে চলমান ঘোড়াসমূহের, অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক ঘোড়াসমূহের, অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী ঘোড়া সমূহের ও যারা সে সময় ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে, অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পরে।[১৫১]

গৃহপালিত পশুরা বন্য পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য শতর্ক অবস্থায় থাকে। কিন্তু অনেক সময় গৃহপালিত পশু বন্য পশুর শিকারে পরিণত হয়। আল-কুরআনে গৃহপালিত ও বন্য পশুর অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> তাদের কি হলো যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যেনো তারা ভীত-সন্ত্রস্ত গাধার দল, পালিয়ে যাচ্ছে সিংহের থেকে?[১৫২]

আল-কুরআনে কাকের বুদ্ধিমত্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কাকের মাধ্যমে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। হযরত আদম (আ.) এর ছোট ছেলে কাবীল তার বড় ভাই হাবীলকে হত্যা করে। কাবীলের কবর দেওয়ার পদ্ধতি জানা ছিলনা। তখন আল্লাহ তা'আলা দুটি কাক প্রেরণ করে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

১৪৭. ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত-তাফসীর*, খ.২,পৃ.২৬. (http : //www.altafsir.com)

১৪৮. প্রাগুক্ত,

১৪৯. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৪ : ০১)

১৫০. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (আল-কুরআন, ২২ : ১৮)

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৪৪)

১৫১. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (আল-কুরআন, ১০০ : ১-৫)

১৫২. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (আল-কুরআন, ৭৪ : ৪৯-৫১)

> অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভাইকে হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুললো, সুতরাং সে তাকে হত্যা করে ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব। ফলে সে লজ্জিত হল।[১৫৩]

আল-কুরআনে পাখির বুদ্ধিমত্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আবরাহার হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কাবা গৃহ রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পাখি প্রেরণ করেন। এ সকল পাখি তিনটি করে পাথর নিয়ে আসে এবং হাতির ওপর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাতে হস্তী বাহিনী ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কাবা ঘর রক্ষায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির পাথর নিক্ষেপের দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

> আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা তাদের ওপর পোড়া মাটির কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির মত করেন।[১৫৪]

আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি সৃষ্টিই শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালায়। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে পাখিরা পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে-

> তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।[১৫৫]

পশু-পাখি আল্লাহ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পশু-পাখির বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষ এ সকল প্রাণীর বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে নব নব উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন করছে।

৩.৩.৫. আল-কুরআনে পশু-পাখির বৈচিত্রতা প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান। পশু-পাখি সৃষ্টিতেও এ বৈচিত্র্যের সমারহ ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা সাদা, কালো, সোনালী, লাল, বেগুনী, হলুদ, ধূসরসহ নানা রঙের পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন পশু-পাখির মাঝে নানা রঙের মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

---

১৫৩. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (আল-কুরআন, ৫ : ৩১)

১৫৪. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (আল-কুরআন, ১০৫ : ০১-০৫)

১৫৫. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯)

> তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যে সব রং-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্ত-ভাবনা করে।[১৫৬]
>
> অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।[১৫৭]

আসমানের বিভিন্ন চিহ্ন ও নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আহবান জানানোর পর এখানে মাটিতে যে আশ্চর্যজনক বিষয়াদি রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন রং-বেরঙের জীবজন্তু, খনিজ সম্পদ ও উদ্ভিদরাজি রয়েছে। যারা আল্লাহর নি'আমতসমূহ স্মরণ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, তাদেরকে এগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করেতে বলেছেন।[১৫৮] আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি পশু-পাখির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

প্রাণীদের মধ্যে যে নানান রং-এর বাহার দেখা যায়, তা অনুকৃতি নামে পরিচিত লুকানো পদ্ধতির কারণেই সহজ হয়। যা প্রাণীদেরকে তাদের শত্রু কিংবা শিকারের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল করতে সহায়ক। সাদা পাখির পালক তাপ বিকিরণ শ্লথগতি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দেশগুলোতে তাপ সংরক্ষণে অপরিহার্য। অনুরূপভাবে, গ্রীষ্মমণ্ডীয় অঞ্চলে কৃষ্ণবর্ণ তাদের বাইরের প্রচণ্ড তাপ থেকে নিজ দেহকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। কিছু কিছু পুরুষ পাখি, যেমন ময়ূর তার উজ্জ্বলতর রঙকে ময়ূরীর সাথে ভাব জমাতে কাজে লাগায়।[১৫৯]

৩.৩.৬. আল-কুরআনে পশু-পাখির গতি প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পশু-পাখির গতির বিবরণ দিয়েছেন। পশু-পাখির শারীরিক বৈশিষ্ট্য ভিন্নতার কারণে গতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনে বিভিন্ন উপমা হিসেবেও পশু-পাখির গতির তারতম্য তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আদিয়াতে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া জীবন বাজি রেখে যে কলাকৌশল প্রদর্শন করে তার অপরূপ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার ক্ষিপ্রতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> শপথ উর্ধ্বাশ্বাসে চলমান ঘোড়াসমূহের, অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক ঘোড়াসমূহের, অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী ঘোড়া সমূহের ও যারা সে সময় ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে, অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পরে।[১৬০]

---

১৫৬. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (আল-কুরআন,১৬ : ১৩)

১৫৭. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮)

১৫৮. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ.১৮০

১৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ঢাকা: ইসলামিক পাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৩০০

১৬০. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (আল-কুরআন, ১০০ : ১-৫)

কুরআন মাজীদে হজ্জের সফরে বাহন হিসেবে উষ্ট্রের ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে কাবা ঘর যিয়ারতের আহ্বান জনাতে বলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে হাজীগণ উটের মাধ্যমে দীর্ঘপথ পরিভ্রমণের কারণে তাদের বাহনগুলো ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে-

> এবং মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।[১৬১]

আল্লাহ তা'আলা বন্য প্রাণীর গতির বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে মক্কার কাফির-মুশরিকদের সত্য প্রত্যাখ্যানের বিবরণ দিতে গিয়ে গাধা ও সিংহের গতি উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন-

> তারা যেন ভীতসন্ত্রস্ত গর্দভ। যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।[১৬২]

আল্লাহ তা'আলা সিংহের উপস্থিতিতে গাধার অবস্থার সাথে মক্কার কাফির-মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) আল-কুরআনের দাওয়াত নিয়ে তাদের কাছে গেলে তারা পালিয়ে যেত। তাদের অবস্থা ছিলো সিংহের আগমনে গাধার পলায়নের মতো। ভীত-সন্ত্রস্ত বন্যগাধা বাঘের ডাক শুনে চারদিকে ছোটাছুটি করে। আরবরা এ দৃশ্যের সাথে পরিচিত। এটা একটা মারাত্মক ও ভয়ংকর অবস্থা হলেও তার সাথে মানুষের সাদৃশ্য বর্ণনা করার মাধ্যমে হাস্যকর অবস্থায় পরিণত হয়।[১৬৩]

পাখিদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। মৃতভোজী পাখিদের শিকারের দৃশ্য আল-কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল শিকারী পাখি ক্ষিপ্রগতিতে তাদের শিকার বধ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে। এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো। অত:পর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।[১৬৪]

আল-কুরআনে পাখিদের পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাখিরা তাদের গতিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে থাকে। পাখিদের গতি প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

---

১৬১. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (আল-কুরআন, ২২ : ২৭)

১৬২. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (আল-কুরআন, ৭৪ : ৫০-৫১)

১৬৩. শাব্বীর আহমদ ওসমানী, *তাফসীরে ওসমানী*, (অনু : হাফেজ মুনিরুদ্দীন আহমদ), (লন্ডন : আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ.৭৫.

১৬৪. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (আল-কুরআন, ২২ : ৩১)

> তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয়ে দেখেন।[১৬৫]

> তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।[১৬৬]

আল-কুরআনে পশু-পাখির গতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ দ্রুত গতির পশু-পাখির উপর গবেষণা করে দ্রুত গতির যানবাহনের বিকাশ হচ্ছে।

৩.৩.৭. আল-কুরআনে পশু-পাখির কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখির কণ্ঠে বিভিন্ন স্বরের সমারহ ঘটিয়েছেন। তিনি কিছু পাখির কণ্ঠে দিয়েছেন শ্রুতি মধুর স্বর আবার কিছু প্রাণীর কণ্ঠে দিয়েছেন কর্কশ স্বর। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) কে সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী করেছিলেন। মহাগ্রন্থ যাবুর পড়ার সময় পাখিরাও তাঁর সাথে সুর মিলাতো। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাখিদের তাসবিহ পাঠের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন-

> অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম।[১৬৭]

> আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, (আমি পর্বতমালাকে) এই মর্মে আদেশ করেছিলাম যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম।[১৬৮]

কুরআন মাজীদে গাধার কণ্ঠস্বরকে সবচেয়ে কর্কশ কণ্ঠস্বর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> (হযরত লোকমান (আ:) তার সন্তানকে নির্দেশ দিচ্ছেন) তুমি চলাফেরা করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু; আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[১৬৯]

সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত স্বর হল গাধার স্বর। অতএব যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলবে তার স্বর গাধার সমতুল্য হবে। কারণ গাধার স্বরও উচ্চস্বর। অথচ, আল্লাহর কাছে তা ঘৃণিত। গাধার স্বরের সাথে তুলনা করা দ্বারা বুঝা যায়, অকারণে অধিক উচ্চস্বরে কথা বলা হারাম ও অতিশয় ঘৃণিত।[১৭০]

---

১৬৫. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯)

১৬৬. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯)

১৬৭. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (আল-কুরআন, ২১ : ৭৯)

১৬৮. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (আল-কুরআন, ৩৪ : ১০)

১৬৯. আল-কুরআন, ৩১ : ১৯

১৭০. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৬, ৩৩৯

৩.৩.৮. আল-কুরআনে দিবাচর ও নিশাচর পশু-পাখি প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে পশু-পাখির অবস্থান ও খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সকল পশু-পাখির মাঝে কিছু রাতে চলাচল করে খাদ্য সংগ্রহ করে। আর অধিকাংশ পশু-পাখি দিনে চলাচল করে খাদ্য সংগ্রহ করে। আল-কুরআনে দিবাচর ও নিশাচর পশু-পাখি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

> রাতে এবং দিনে যা কিছু অবস্থান করে, সব কিছুই আল্লাহরই; তিনি সব কিছুই শুনেন ও জানেন।[১৭১]
> নিদ্রা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম একটি নিদর্শন।[১৭২]
>
> নিদ্রার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শারীরিক ক্লান্তিদূর ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।[১৭৩]

নিশাচার প্রাণী প্রধানত: রাতে সক্রিয় থাকে। শিকার কিংবা খাদ্যের সন্ধানে রাতে বাইরে বের হয় বা বিচরণ করে। বিপরীতক্রমে দিবাভাগে অধিকাংশ প্রজাতির প্রাণী চলাফেরা করে ও খাদ্য সংগ্রহ করে। এছাড়াও এরা দিনের বেলা ঘুমায়। তাদের প্রাত্যহিক জীবন বংশ পরম্পরায় এভাবেই অগ্রসর ও প্রবাহিত হয়। নিশার প্রণীরা প্রকৃতিগতভাবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্রিয়শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। এদের শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অন্যতম। তাদের চোখ বিশেষ ধরণের হয় যা টর্চলাইটের আলো কিংবা অন্য কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোর সাহায্যে উজ্জ্বল লাল, কমলা, হলুদ ধরনের দেখা যায়। রাতে সক্রিয় থাকায় দিবাভাগের প্রাণীর সাথে তাদের খাদ্যের সাংঘর্ষিকতা হয় না। বাজপাখি এবং পেঁচা প্রায় একই ধরনের শিকার করলেও একটি দিবাচার ও অন্যটি নিশাচার প্রকৃতির।

আল্লাহ তা'আলা অগণিত পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। তাদের মাঝে কিছু দিনের বেলায় নিদ্রা যায় আর অধিকাংশ রাতে নিদ্রা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিনে ও রাতে অবস্থানরত (জাগ্রত ও নিদ্রায় থাকা) সকল প্রাণীর সম্পর্কে মহান পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

৩.৩.৯. আল-কুরআনে পশু-পাখি আল্লাহর পরিবারের সদস্য প্রসঙ্গ

পশু-পাখি মহান আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি ও পরিবারের সদস্য। মানুষের ন্যায় তারাও জন্ম-মৃত্যুর অধিন ও বংশ বিস্তার করে থাকে। তারাও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে এবং আল্লাহ তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে থাকেন। অণু-পরমাণু, এমনকি তার চেয়ে অধিক ক্ষুদ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী যে কোন জীবই আল্লাহ তা'আলার মাখলুক বা উম্মাত হিসেবে বিবেচ্য।[১৭৪] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই এককেটি শ্রেণী।[১৭৫]

---

১৭১. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (আল-কুরআন, ০৬ : ১৩)

১৭২. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (আল-কুরআন, ৩০ : ২৩)

১৭৩. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (আল-কুরআন, ৭৮ : ০৯ ও ২৫ : ৪৭)

১৭৪. তাবারী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৩৫৫

১৭৫. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم. (আল-কুরআন, ৬ : ৩৮)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, জীবজন্তুর প্রত্যেকটি শ্রেণী এক একটি উম্মত। মানব জাতির মত পাখি একটি উম্মত। কীট-প্রতঙ্গ একটি উম্মত। এদের প্রত্যেকে নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধি।[১৭৬] إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, হে মানুষ অন্য সকল সৃষ্টিও তোমাদের মতোই। জন্ম-মৃত্যু, সুস্থ্যতা-অসুস্থ্যতা, আহার-বিহার, বংশবিস্তার সবই তোমাদের মতোই। আল্লাহ তা'আলার পরিচিত লাভের যোগ্যতা কেবল দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে। তাই তোমরা অন্য সব সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার সকল নিয়ম কানুনে তোমরাও অন্যান্য সকল সৃষ্টির সমান্তরাল।[১৭৭]

আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল ছোট-বড় যে কোন জীব কিংবা আকাশে নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত যে কোন পাখির কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন গোত্র, জাতি ও শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে রেখেছেন। তাদের এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে চিনে। যে কাজের প্রতি এদেরকে অনুগত করা হয়েছে, তারা সেই কাজ করে থাকে। তাদের উপকার কিংবা অপকারের জন্য তারা যে কাজ করে থাকে তারা তার জন্য দায়ী হয়। তাদের সব রকমের কার্যকলাপের হিসাব মূল কিতাব বা লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যুদান করবেন, তাদের পুনরুত্থান করবেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের কাজের প্রতিফল দান করবেন।[১৭৮]

৩.৩.১০.আল-কুরআনে পশু-পাখির তাসবিহ পাঠ প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা এ যমিন ও আসমানের সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে থাকে। সৃষ্টিলোকে যা কিছু আছে তা সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রশংসায় রত রয়েছে। নিরন্তন তাঁর নির্দেশমতো চলার মাধ্যমে এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে যে, সকল শক্তি ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।[১৭৯] কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে পশু-পাখির তাসবীহ পাঠ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।[১৮০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১৮১]

---

১৭৬. আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত-তানযীল ফিত তাফসীর*, (বৈরুত : দার ইয়াহয়া আততুরাস, ১৪২০ হি :), খ.২, পৃ.২১১

১৭৭. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৫৩

১৭৮. প্রাগুক্ত

১৭৯. সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ, ১৪৫

১৮০. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (আল-কুরআন, ৫৭ : ০১)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (আল-কুরআন, ৬২ : ০১)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৪ : ০১)

১৮১. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৪ : ০১)

> তুমি কি দেখনা যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করত: আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা ও পদ্ধতি জানে।[১৮২]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকাশের ফেরেশতা, পৃথিবীর মানুষ জীন ও অন্যান্য সৃষ্টি এবং উড়ন্ত বিহঙ্গপাল সকলেই তাদের নিজ নিজ ভাষা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিরন্তনভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করছে। আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি সকলের জানা। আর আল্লাহ তা'আলাও তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। সকল সৃষ্ট জীবই আল্লাহ তা'আলার মহিমা প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেরই মহিমা প্রকাশ পদ্ধতি আলাদা। মানুষের পদ্ধতি আলাদা, ফেরেশতাদের পদ্ধতি আলাদা, জীবজন্তুর পদ্ধতি আলাদা ও জড় পদার্থের পদ্ধতি আলাদা।[১৮৩]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক সৃষ্টিকে তাঁর মহিমা প্রকাশের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিই তার নিজ নিজ পদ্ধতিতে মহিমা ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির মহিমা প্রকাশ বুঝতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[১৮৪]

এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রতিনিয়ত তাদের নড়াচড়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর গুণাগুণ করে চলেছে। মানুষ যখন গভীর দৃষ্টিতে এই বিশ্বের দিকে তাকায় ও অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চায়, তখন ছোট-বড় প্রত্যেকটি নুড়ি ও পাথর, প্রত্যেকটি দানা-কনা, প্রত্যেকটি পল্লব, প্রত্যেকটি ফুল-ফল, প্রত্যেকটি চারা ও গাছ, প্রতিটি কীট-পতঙ্গ ও বুকে হাঁটা প্রাণী এবং প্রত্যেকটি জীবজন্তু ও মানুষ এবং পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি জীবজন্তু অদৃশ্য কোন শক্তির টানে এগিয়ে চলছে, সবাই একই নিয়মে বিচরণ করছে, সবাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অবশ্যই তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু তারা যেমন ধরণের প্রাণী বা বস্তু তাদের তাসবীহও সেই রকম এবং তারা তাসবীহ পড়ে তাদের আপন ভাষায়। لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ তোমরা বোঝ না কারণ তোমরা তো মাটি দ্বারা সৃষ্ট মানুষ । এই মাটির

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

১৮২. আল-কুরআন,২৪ : ৪১

১৮৩. যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ*, (তাহকীক : আব্দুর রাজ্জাক আলমাহদী), (বৈরুত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী,তা.বি.), খ. ৩,পৃ. ২৫০

১৮৪. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৪৪)

আবরণে তোমাদের দেহ গড়া মাটির আবরণ ভেদ করে যেমন আলো আসেনা, তেমনি তোমাদের দেহাবরণ ভেদ করে জীবজন্তুর ভাষা তোমাদের কাছে পৌছায় না।[১৮৫]

সৃষ্টিকূলের মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ প্রসঙ্গে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

> হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, একটি পিঁপড়া নবীকূলের কোন নবীকে কামড় দিলেন তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, একটি মাত্র পিঁপড়া তোমাকে কাঁমড় দিল, তাতে কিনা তুমি উম্মত ও সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টি দলকে জ্বালিয়ে দিলে যারা তাসবীহ পাঠ করছিল।[১৮৬]

আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর তাসবীহ পাঠ রত। কিন্তু কেউ কারো তাসবীহ পাঠ বুঝতে পারে না।

৩.৩.১১.আল-কুরআনে পশু-পাখির খাদ্য প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে পশু-পাখিদের জীবন জীবিকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পিপীলিকাকে ভূমির প্রান্তে, পাখিকে বাতাসে, চতুষ্পদজন্তুদের মাঠে-প্রান্তরে মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীদের পানিতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের ন্যায় পশু-পাখিও আল্লাহর নি'আমতের অংশীদার। আলো-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি, লতা-পাতা, নদী-নালা, গাছ-পালাসহ আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টি থেকে পশুরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। ভূচর, জলচর ও খেচর সকলেরই রিজিকের প্রয়োজন। অথচ তারা সঞ্চয়ী নয়। কুরআন মাজীদের বিভিন্নস্থানে পশু-পাখির খাদ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১৮৭] এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে-

---

১৮৫. সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৩০-২২৩১

১৮৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ ৪৩, হাদীস নং ৫৯৮৯

১৮৭. إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন, ২৪ : ১০)

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (আল-কুরআন, ৬০ : ২৯)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (আল-কুরআন, ২৭ : ৩২)

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন ৮০ : ২৪-৩২)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (আল-কুরআন, ৩২ : ২৭)

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ১০)

> এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১৮৮]

পৃথিবীতে বিচরণকারী হাজারো জীবজন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। পক্ষীকূল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।[১৮৯] অথচ তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোনো কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটভর্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়। বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।[১৯০]

আল্লাহর দুনিয়ায় কত প্রাণী এমন আছে যারা নিজেদের খাদ্য খাবার, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা নিজেরা করে না, এসব তারা জমা করেও রাখে না, নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার তারা বহন করে বেড়ায় না বা এ নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনাও করে না। তারা এটাও জানে না যে, এসব কেমন করে বৃদ্ধি পায় এবং এগুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায়। জানেনা কেমন করে এসব খাদ্য খাবার তাদের কাছে পৌছানো হয় এবং কিভাবে তাদের তিনি হিফাযত করেন। সব কিছুর উপর যে চিন্তাটা তাদের করা দরকার তা হচ্ছে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের খাওয়াচ্ছেন।[১৯১] আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শষ্য উদগত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা এবং তারা কি দেখে না?[১৯২]

الْأَرْضِ الْجُرُزِ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা এমন এক ভূমি যাতে অতি সামান্য বৃষ্টি যথেষ্ট নয়। কেবল ঢলের মাধ্যমে যে পানি তথায় পৌছায় উহা দ্বারাই শষ্য উৎপন্ন হতে পারে।[১৯৩] আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিস্তার সাধন, পানি প্রবাহ করা, গুপ্তধন প্রকাশ করা, নদী-নালা প্রবাহিত করা, ফসলাদি, গাছ-গাছড়া, তরুলতা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করা ইত্যাদি সবই মানুষ এবং সে সব জীবজন্তুর ভোগের জন্য যা এই দুনিয়ার জীবনে মানুষের বিভিন্ন উপকারে আসে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে পশু-পাখিসহ অন্যান্য সৃষ্টির খাদ্যের জন্য শস্য, শাক-সব্জী, ফল-মূল ও ঘন উদ্যান সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

১৮৮. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (আল-কুরআন, ২৯ : ৬০)

১৮৯. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৭৩, হাদিস নং ২৩৪৪

১৯০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ২৯২

১৯১. সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ, ২২১

১৯২. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (আল-কুরআন, ২৭ : ৩২)

১৯৩. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৫৭৫

> আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জী, যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস, তোমাদের এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর উপকারার্থে।[১৯৪]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য আকাশ থেকে বারি বর্ষণ ও মাটিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করে তাতে উৎপন্ন করেন শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজী, যয়তূন, খর্জুর বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান। وَأَبًّ দ্বারা গবাদি পশুর জন্য বিশেষ ঘাস বুঝানো হয়েছে। وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (ওয়াফাকিহাতুন ওয়া আব্বা) দ্বারা উদ্দেশ্য ভূমিতে উৎপন্ন সেই সব খাদ্য, যা গবাদি পশুর খাদ্য। মানুষের নয়। যেমন, ঘাস লতাপাতা ইত্যাদি।[১৯৫] আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখির খাদ্য সম্পর্কে বলেন,

> তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ চড়াও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।[১৯৬]

এ সকল বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন ফল-ফসল মধ্যে কিছু তোমাদের পানাহার ও বিলাস-ভোগের জন্য, আর কিছু তোমাদের জীবজন্তুদের জন্য।[১৯৭] আল-কুরআনে পশু-পাখির খাদ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এলো যা মানুষ ও জীবজন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এলো রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে।[১৯৮]

মানুষ ও পশু-পাখির খাদ্য উৎপাদনের জন্য আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি, খাল-বিল, নদী-নালার মাধ্যমে অনাবাদি ভূমিতে পানি প্রবাহিত করেন। কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে-

> তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শষ্য উদগত করি, যা ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা এবং তারা কি দেখে না?[১৯৯] তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ

---

১৯৪. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন, ৮০ : ২৪-৩২)

১৯৫. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৩২৫

১৯৬. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪)

১৯৭. মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫০

১৯৮. আল-কুরআন, ২৪ : ১০

১৯৯. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (আল-কুরআন, ৩২ : ২৭)

> করেছেন। এই পানি তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।[২০০]

পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আকাশের পানি, নদী-নালা, ঝরনা ও উপত্যকার পানি। যা আল্লাাহ তা'আলা অনাবাদী ভূমির দিকে প্রবাহিত করে নিয়ে যান, ফলে তাতে ঘাস ও ফল-ফসল উৎপন্ন হয়; যা মানুষ ভক্ষণ করে এবং তা তাদের পশুখাদ্যও হয়। এখানে কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা ভূমি উদ্দেশ্য নয়। বরং তা সাধারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যাতে সকল অনাবাদী ও অনুর্বর ভূমি এবং মরুভূমি শামিল আছে।[২০১] মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে এভাবে প্রতিটি সৃষ্টির খাদ্য সরবরাহের তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.৩.১২. আল-কুরআনে পশু-পাখির পুনরুত্থান প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা মানুষের ন্যায় হাশরের ময়দানে মানুষের পাশাপাশি সকল পশু-পাখি ও জীবজন্তুও পুনরুত্থিত হবে। এমনকি একটি মাছিকেও একত্রিত করা হবে।[২০২] দুনিয়াতে যে সব পশু-পাখি অন্য পশু-পাখির উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছিলো বা একে অপরের প্রতি জুলুম করেছিলো সে দিন মহান আল্লাহ তাদের থেকে কেসাস বা সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। তারপর আল্লাহর হুকুমে সেগুলো পুনরায় মাটিতে মিশে যাবে।[২০৩] কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

> আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।[২০৪] আর যত প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।[২০৫]

মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে বন্যপশুদের একত্রিত করবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে; যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে।[২০৬]

পশু-পাখির কিয়ামত দিবসে একত্রিত হওয়া প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে,

---

২০০. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ১০)

২০১. মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫০

২০২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৫৩

২০৩. আত-তাবারী, আবূ জারীর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আল-আমিলী , *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, (বিশ্লেষণ : আহম মুহাম্মদ শাকের), (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৪৭৭

২০৪. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ৪২ : ২৯)

২০৫. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (আল-কুরআন, ৬ : ৩৮)

২০৬. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (আল-কুরআন, ৮১ : ১-৭)

> আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা অনেকে রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলাম, তখন দুটি বকরিকে গুতাগুতি করতে দেখে তিনি বলেন, তোমরা কি জানো এদের মধ্যে অত্যাচারী কে? আমরা বললাম, না, আমরা জানি না। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি এদের বিচার করবেন।[২০৭]

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিদের কিয়ামতের দিন সমবেত করার কথা উল্লেখ করেছেন। সৃষ্টির প্রথম হতে এ পর্যন্ত যত জীব জন্ম নিয়েছে তাদের সকলকে তিনি কিয়ামতের দিন এমন এক ময়দানে সমবেত করবেন, যেখানে একই সময় আহ্বানকারীর ডাক সকলকে শুনাতে পারবেন এবং দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। অতঃপর তাঁর আদেশে সকলের ব্যাপারে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার সমাধা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জিন, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন। এমনকি দুনিয়ায় কোনও শিং বিশিষ্ট জন্তু কোনও শিং বিহীন জন্তুকে আঘাত করে থাকলে সে তার প্রতিশোধ নিবে। যখন একটি পশুরও অন্য পশুর প্রতি আর কোনও দাবী-দাওয়া ও অভিযোগ থাকবে না, তখন আল্লাহ বলবেন, "তোমরা মাটি হয়ে যাও।" এ সময় কাফিররা আক্ষেপ করে বলবে, يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا "হায় আফসোস! আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম।"[২০৮]

আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন শ্রেণীর পশু-পাখির বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষের ন্যায় পশু-পাখিও আল্লাহর পরিবারের সদস্য । এ সকল প্রাণী তাঁর নির্দেশনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করার চিত্র ফুটে উঠেছে। পশু-পাখির দৈহিক ও কর্মক্ষমতানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারে বিভক্তের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। পশু-পাখির শারিরীক গঠন, কণ্ঠস্বর ও চলাচলের গতি উপস্থাপন করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের সাথে সম্পৃক্ত পশু-পাখির বিভিন্ন ঘটনা নতুন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। আলো-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত, তরু-লতাসহ মহান আল্লাহর সকল নি'আমতে পশু-পাখির অংশিদারিত্বে চিত্র ফুটে উঠেছে। কিয়ামতের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে পশু-পাখির পুনরুত্থানের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে।

---

২০৭. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, (বৈরুত : আল মাকতাবাতু মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯ খ্রি.), খ.৩৫, পৃ.৩৪৫, হা. ২১৪৩৮

২০৮. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৩১১

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে আলোচিত পশু

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে আলোচিত পশু

আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছেন। এ সকল প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন পশুর বর্ণনা এসেছে। গৃহপালিত, বন্য, শিকারী, ভারবাহী, যুদ্ধে ব্যবহৃত, কুরবানীর পশুসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশুর বর্ণনা রয়েছে। এ সকল পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ গাভী, বাছুর, বিভিন্ন শ্রেণীর উট ও ঘোড়া, ভেড়া ও ভেড়ী, ছাগল, মেষ, গাধা, খচ্চর, শুকর ও কুকুর, হাতি, বাঘ, সিংহ, বানরসহ বিভিন্ন বন্যপশু। কুরআন মাজীদে গৃহপালিত পশুর বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ নির্দেশে বনী ইসরাঈলের গাভী যবেহের ঘটনা ও বাছুরের আকৃতি গঠন করে পূঁজা, হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক ফেরেশতাদের ভাজা বাছুরের গোশত পরিবেশন বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উট, উটের বিভিন্ন উপমা ও সামুদ জাতি কর্তৃক বিশেষ উটনী হত্যা প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার আত্ম-ত্যাগ ও উৎকৃষ্টমানের ঘোড়ার বর্ণনা রয়েছে। মেষ, ছাগল ও ভেড়ার লালন-পালন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল-কুরআনে কুকুরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মানুষের জন্য ক্ষতিকর শূকরের গোশত ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা রয়েছে। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন বন্যপশুর বর্ণনা রয়েছে। আল-কুরআনে কাবাগৃহ ধ্বংসে হস্তী বাহিনীর আক্রমণ প্রসঙ্গে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সিংহের ভয়ে গাধার অবস্থা, হযরত ইউসুফ (আ.) কে বাঘ খাওয়ার মিথ্যা গল্প, কিয়ামতের সময় বন্য পশুদের একত্রিত হওয়া সহ বিভিন্ন বন্য পশুর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। নবী-রাসূলদের সাথে বিভিন্ন পশুর সম্পর্কিত ঘটনা গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। তৎকালীন আরবের মুশরিকরা বিভিন্ন পশু হারাম করেন। আল্লাহর রাব্বুল আলামীন এ সকল পশুর বর্ণনা দিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণার জবাব দেন। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে মানুষকে পশুর আকৃতি দান করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে আল-কুরআনে আলোচিত পশু প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

৪.১. আল-কুরআনে গৃহপালিত পশু প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে যে সকল পশুর উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে গৃহপালিত পশু অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা গৃহপালিত পশুর উপর মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সকল পশু থেকে মানুষ নানা উপকার লাভ করে থাকে। বিভিন্ন জাতির সাথে সম্পৃক্ত গৃহপালিত পশুর ঘটনা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে যে সকল গৃহপালিত পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো :

১. গাভী (الْبَقَر) ২. বাছুর (عِجْلٍ) ৩. উট (إِبِلٍ)

৪. উটনী (نَاقَةٌ) ৫. মেষ (الْغَنَم) ৬. ভেড়া (الضَّأْنِ)

৭. ভেড়ী (نَعْجَةً) ৮. ছাগল (مَعْزِ) ৯. ঘোড়া (الْخَيْلِ)

১০. গাধা (الْحَمِيرَ) ১১. খচ্চর (الْبِغَالَ) ১২. কুকুর (الْكَلْبِ)

১৩. শূকর (الْخِنزِيرِ)

৪.২. আল-কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীর (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) গৃহপালিত পশু প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য বিভিন্ন প্রকার পশু সৃষ্টি করেছেন। এ সকল পশুর মাঝে আট শ্রেণীর পশু গৃহপালিত রয়েছে। যেগুলো দ্বারা মানুষ নিজেদের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণসহ নানাবিধ উপকার লাভ করে থাকে।[১] জাহেলী যুগে অজ্ঞ আরবরা কতগুলো পশু নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল এবং এগুলোর শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করেছিল। সে সকল গৃহপালিত পশু হলো: 'বাহীরা', সায়েবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের সূরা আল-আন'আমে বলা হয়েছে,

> তিনি সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে ? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর উট থেকে দুটো ও গরু থেকে দুটো। বলো, তিনি কি নিষেধ করেছেন নর দুটি অথবা মাদী দুটি, না মাদী-দুটির গর্ভ যা ধারণ করেছে তা? অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদের জন্য এই বিধান দিয়েছিলেন? সুতরাং কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে, যেন সে লোককে বিভ্রান্ত করতে পারে জ্ঞানহীনভাবে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন না অন্যায়কারী লোকদের।[২]

আল-কুরআনের বাণী ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী পশু। أَزْوَاجٍ হল زَوْج এর বহুবচন। একই জাতের নর ও মাদীকে زَوْج বলা হয়। আল-কুরআনের এই স্থানে (জোড়া-জোড়া) দ্বারা এক একটি প্রকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ আট প্রকার জন্তু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।[৩] অজ্ঞ আরবরা নিজেদের জন্য বিভিন্ন পশু হারাম করে নিয়েছিল। আল-কুরআনে উল্লেখিত আট শ্রেণীর গৃহপালিত পশু হলো :

---

১. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ (আল-কুরআন, ৩৯ : ৬)

২. ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (আল-কুরআন, ৬ : ১৪৩-১৪৪)

৩. সালাহুদ্দীন ইউসুফ , মওলানা, *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, (অনুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ), (আল-মাজমাআহ : ইসলামিক সেন্টার, ১৪২৯ হি :), পৃ.২৬৪

(১) ভেড়া দু'প্রকার। (নর ও মাদী) (الضَّأْنِ اثْنَيْنِ)

(২) ছাগল দু'প্রকার। (নর ও মাদী) (الْمَعْزِ اثْنَيْنِ)

(৩) উট দু'প্রকার । (নর ও মাদী) (الْإِبِلِ اثْنَيْنِ)

(৪) গরু দু'প্রকার । (নর ও মাদী) (الْبَقَرِ اثْنَيْنِ)

চিত্র-১ : নর ও মাদী ভেড়া

চিত্র-২ : নর ও মাদী ছাগল

চিত্র-৩ : নর ও মাদী উট

চিত্র-৪ : নর ও মাদী গরু

এ আট শ্রেণীর পশু প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য আট প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো ভক্ষণ করা হালাল করেছেন। এর মাঝে মেষ-এর নর ও মাদী এবং ছাগল এর নর ও মাদী। মেষ এর জোড়া দ্বারা নর দুম্বা এবং মাদী দুম্বা উদ্দেশ্য, আর ছাগলের জোড়া দ্বারা নর ছাগল (পাঁঠা-খাসি) এবং মাদী ছাগল (পাঠী-ছাগী) উদ্দেশ্য।[৪]

মহান আল্লাহ হালাল-হারামের বিধানের একমাত্র অধিকারী। অথচ মুশরিকরা নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করেছে। তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশুর উদেরে জন্ম নেওয়া পশুকে পুরুষের জন্য হালাল এবং নারীদের জন্য হারাম নির্ধারণ করে নিয়েছে।[৫] জাহেলী যুগে আরব সমাজে তাদের ফসল, জীবজন্তু ও সন্তানাদিকে ঘিরে বিভিন্ন জাহেলী রীতি প্রথা পালন ও অলীক ধ্যান-ধারণা পোষণ করত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে সম্পদ তথা ফসল ও পশু দিয়েছিলেন, তাকে তারা দুই ভাগে ভাগ করত। একটা অংশ আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করত এবং দাবী করত যে, এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। আর একটা অংশ নির্দিষ্ট করত তাদের মনগড়া অসংখ্য খোদা তথা দেবদেবীর জন্য। তাদেরকে তারা তাদের নিজ সম্পদ ও সন্তানদের ওপর আল্লাহর অতিরিক্ত অংশিদার মনে করত। এরপর তারা আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট অংশটির ওপর অবিচার করত। তার একটি অংশ তারা নিয়ে নিত এবং তাদের মনগড়া শরীকেদেরকে দিয়ে দিত। অথচ শরীকদের জন্যে নির্ধারিত অংশটি আল্লাহকে দিত না। তারা কতক পশু ও কতক ফসলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করত এবং দাবী করত যে, ওগুলো আল্লাহর বিনা অনুমতি ছাড়া খাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে, কতক পশুর ওপর আরোহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করত, আবার কতক পশুকে যবাই করা বা তার পিঠে আরোহণ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণকে নিষিদ্ধ করত। কতক পশুকে কুরবানীতে যবাই করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করত। কেননা হজ্জে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই ছিলো জাহেলী যুগের আরব সমাজের ধ্যান ধারণা, রীতিপ্রথা ও কর্মকান্ড। কুরআনের এই মাক্কী সূরার আলোচ্য দীর্ঘ পর্বটি এই রীতি প্রথাগুলোর অবসান ঘটানো, মানুষের মন থেকে এগুলোর আকর্ষণ মুছে ফেলা এবং সমাজ থেকে এগুলোর উচ্ছেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়।[৬]

৪.৩. আল-কুরআনে গাভী (بَقَرَةً) প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে গাভী (بَقَرَةً) প্রসঙ্গ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। গাভীর (بَقَرَةٌ) নামেই এ মহাগ্রন্থের দীর্ঘতম সূরার নামকরণ করা হয়েছে। বাকারাহ (بَقَرَةً) শব্দটি আরবী শব্দ, যার মূল শব্দ হচ্ছে بَقَر । بَقَرَةً অর্থ গাভী এর বহুবচন بَقَرَاتٍ।[৭] বাকারাহ (بَقَرَةً) (আল-জামুস) মহিষ প্রজাতিকেও অন্তর্ভূক্ত করে থাকে।[৮] আল-কুরআনে بَقَرَةً শব্দটি (ب ق ر) শব্দমূল থেকে তিনরূপে মোট নয়বার এসেছে।[৯]

---

৪. আল-আলূসী, প্রাগুক্ত, খ.১ পৃ.২৯৩

৫. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩২৯

৬. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ৩৪৬

৭. মাওলানা মুহাম্মদ নাসীম , *লোগাতুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৮. ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, (কায়রো, মিশর : মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ.৬৫

৯. https : //corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=bqr 27/08/2021

এক. তিনবার (بَقَر) শাব্দিক গঠনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১০]

দুই. দুইবার (بَقَرَٰت) শাব্দিক গঠনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

তিন. চারবার (بَقَرَة) শাব্দিক গঠনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১২]

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে গাভী (بَقَرَةٌ) প্রসঙ্গ এসেছে তার তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক	ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	بَقَرَةً	গাভী	আল-বাকারা	৬৭	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়কে গাভী যবেহের নির্দেশ
২	بَقَرَةً	গাভী	আল-বাকারা	৬৮	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের গাভী নিয়ে প্রশ্ন
৩	بَقَرَةً	গাভী	আল-বাকারা	৬৯	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের গাভী নিয়ে প্রশ্ন
৪	بَقَرَةً	গাভী	আল-বাকারা	৭১	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের গাভী নিয়ে প্রশ্ন
৫	الْبَقَرَ	গাভী	আল-বাকারা	৭০	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের গাভী নিয়ে প্রশ্ন
৬	الْبَقَرَ	গরু প্রজাতি	আল-আন'আম	১৪৪	আট শ্রেণীর গবাদী পশুর মাঝে গাভী অন্যতম
৭	الْبَقَرَ	গরু প্রজাতি	আল-আনআম	১৪৬	আট শ্রেণীর গবাদী পশুর মাঝে গাভী অন্যতম
৮	بَقَرَاتٍ	অনেক গাভী	ইউসুফ	১৪৩	মিশরের রাজার স্বপ্নে গাভী দেখা ও হযরত ইউসূফ (আ.) কর্তৃক ব্যাখ্যা দান
৯	بَقَرَاتٍ	অনেক গাভী	ইউসুফ	১৪৬	মিশরের রাজা স্বপ্নে গাভী দেখা ও হযরত ইউসূফ (আ.) কর্তৃক ব্যাখ্যা দান

তালিক-৪: কুরআন মাজীদে উল্লেখিত গাভীর তালিকা

---

১০. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (আল-কুরআন, ২ : ৭০)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ (আল-কুরআন,৬ : ১৪৪)

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا (আল-কুরআন,৬ : ১৪৬)

১১. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ (আল-কুরআন ১২ : ৪৩)

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ(আল-কুরআন ১২ : ৪৪)

১২. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا (আল-কুরআন ২ : ৬৭)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (আল-কুরআন ২ : ৬৮)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (আল-কুরআন ২ : ৬৯)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا (আল-কুরআন ২ : ৭০)

৪.৩.১. বনী ইসরাঈলের গাভী (بَقَرَةٌ) যবাই সংক্রান্ত ঘটনা

আল-কুরআনে গাভী প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের নয় স্থানে এ পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ পশু যবাইয়ের নির্দেশনার মাধ্যমে বানী ইসরাঈল জাতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা, মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন ও তাদের বিরোধের মিমাংসা করেন। সূরা আল-বাকারা এর নামকরণও করা হয়েছে এ সূরায় আলোচিত বাকারা (بَقَرَةً) এর প্রেক্ষিতে। সেখানে বনী ইসরাঈলদের মাঝে সংঘটিত একটি হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনের জন্য আল্লাহ হযরত মূসা (আ.) এর মাধ্যমে তাদের প্রতি একটি গাভী যবাইয়ের নির্দেশ এসেছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

> স্মরণ কর, যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন।[১৩]

চিত্র-৫ : বকনা গাভী

বানী ইসরাঈলয়ের একজন ব্যক্তি বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিল। তার কোন সন্তান ছিল না। তার উত্তরাধিকারী ছিল এক ভ্রাতুষ্পুত্র। এক রাতে সে (ভ্রাতুষ্পুত্র) তার চাচাকে হত্যা করে লাশ স্বগোত্রের জনৈক ব্যক্তির বাড়ী সামনে রেখে দেয়। সকালে উঠে সে ওই ব্যক্তি ও তার দলবলের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়ে যায়। তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলল, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা পরস্পরকে হত্যা করছ? এ কথা শুনে তারা সাথে সাথে সদলবলে হযরত মূসা (আ.) এর নিকট গিয়ে সমস্ত

---

১৩. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (আল-কুরআন, ২ : ৬৭)

ঘটনা বিবৃত করল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটি গাভী যবেহের নির্দেশ দেন।[১৪] কিন্তু বানী ইসলাঈল বারবার গাভীটি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকে। এই পশুর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বানী-ইসরাঈলের স্বভাব প্রকাশ করেন এবং তার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষা প্রদান করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

> যখন মূসা (আ.) তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবাই করতে বলেছেন। তারা বললো, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছো? মূসা (আ.) বললেন, মূর্খদের অর্ন্তভূক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা বললো, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আ.) বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়, বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যে, তার রং কিরূপ হবে? মূসা (আ.) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। তারা বললো, তুমি প্রভুর কাছে প্রার্থণা কর, তিনি আমাদের বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেননা, গাভী আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। মূসা (আ.) বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়, হবে নিষ্কলঙ্ক ও নিখুঁত। তারা বললো, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটি যবাই করল, অথচ যবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।[১৫]

তারা কোন প্রশ্ন না তুলে যে কোন একটি গাভী যবেহ করলে চলত। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কষ্টসাধ্য নির্দেশ ডেকে আনল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুঃসাধ্য নির্দেশ প্রদান করলেন। তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এমন এক বিশেষত্বপূর্ণ গাভী যবাইয় জন্য আদিষ্ট হলো যা সারা দেশে মাত্র একটিই ছিল এবং তার মালিক সুযোগ বুঝে গাভীটির চামড়ার থলিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ভরা যায়, সেই পরিমাণ স্বর্ণ তার মূল্যস্বরূপ দাবি করল। সে পরিষ্কার ঘোষণা করল, আল্লাহর কসম! এর কমে আমি গাভী বিক্রি করবো না। অগত্যা তারা সে মূল্যে গাভী ক্রয় করল। তারপর গাভীটি যবাই করল এবং তার একটি অংশ মৃত ব্যক্তির দেহে লাগাবার সাথে সাথে সে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সকলে জিজ্ঞাসা করল, তোমার হত্যাকারী কে? সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়ে বলল, এ ব্যক্তি। এ বলেই সে মারা গেল। ফলে হন্তা ভ্রাতুষ্পুত্র তার সম্পত্তির সামান্যতম অংশও পেল না। এ ঘটনার পর হতে আর কোন হত্যাকারী নিহতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়নি।[১৬]

---

১৪. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ.২৯৪

১৫. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (আল-কুরআন, ০২ : ৬৭-৭১)

১৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ.২৯৭

মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.) এর উম্মতকে পশু যবাইয়ের মাধ্যমে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন তাতে সকল যুগের মানুষের জন্য অগণিত শিক্ষা নিহিত আছে। যার অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহর হুকুম পালনে কখনও অতিরিক্ত প্রশ্ন না কারা । সহজ-সরলভাবে মেনে নেওয়াই বান্দার কাজ[১৭]।

৪.৩.২. মৃতগাভীর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণ প্রসঙ্গ

জীবন ও মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। তিনি শেষ বিচারের দিন সকলকে আবার জীবিত করবেন। কিন্তু অবিশ্বাসীগণ আল্লাহর এ ক্ষমতাকে অস্বীকার করে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলের এক মৃত ব্যক্তিকে যবাইকৃত গাভীর একটি অংশ স্পর্শ করার মাধ্যমে জীবিত করেন । মূলত আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

> যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে, যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললাম, গাভীর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন–যাতে তোমরা চিন্তা কর।[১৮]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃতকে পুনরায় জীবন দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর এ অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে।

৪.৩.৩. হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক বাদশাহর স্বপ্নেদেখা গাভীর ব্যাখ্যা

কুরআন মাজীদে মিশরের বাদশাহর মোটা-তাজা ও জীর্ণ-সীর্ণ গাভী স্বপ্নদেখা এবং হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিরাপরাধ হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মিশরের জেলে বন্দী ছিলেন, তখন মিশরে বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন সাতটি মোটা তাজা গাভী সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভীকে খেয়ে ফেলছে। বাদশাহ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) কে জেল থেকে মুক্তি দেন এবং তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> বাদশাহ বললো আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী-এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শষ্য ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক।[১৯]

---

১৭. সম্পাদনা পরিষদ, *আল কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্ব কোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৬০৪

১৮. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (আল-কুরআন, ০২ : ৭২-৭)

১৯. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (আল-কুরআন, ১২ঃ ৪৩)

সে তথায় পৌঁছে বললো, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ অন্যগুলো শুষ্ক; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন, যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি।[২০]

৪.৩.৪. মিশরের বাদশাহর গাভীর স্বপ্ন ও হযরত ইউসুফ (আ.) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ

হযরত ইউসুফ (আ.) কে মিথ্যা অপবাদে মিশরের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.) কে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, সাত বছর পর্যন্ত খুব বৃষ্টি হবে এবং খুব স্বাচ্ছন্দ্য হবে ও খুব ফসল উৎপন্ন হবে। সাতটি মোটা গাভী দ্বারা সাতটি স্বাচ্ছন্দ্যের বছর বুঝানো হয়েছে। কারণ গাভী দ্বারা যমীন চাষাবাদ করা হয় এবং ঐ যমীন হতেই নানা প্রকার ফলমূল ও শষ্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এই উপদেশও দান করলেন এই সাত বছরে যে ফসল উৎপন্ন হবে তা শীষসহ সংরক্ষিত করে রাখবে। যেন তা কোন প্রকার নষ্ট না হতে পারে। অবশ্য যতটুকু পরিমাণ তোমাদের খাওয়ার প্রয়োজন হবে তা শীষ ছাড়া রাখতে পারবে। এবং অতিরিক্ত খরচ করবে না যেন পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছরেও তোমরা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারো। এই দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরকেই সাতটি দুর্বল গাভী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যা মোটা গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। কারণ স্বাচ্ছন্দ্যের বছর যা কিছু জমা করা হয়ে থাকে দুর্ভিক্ষের বছর তা খেয়ে শেষ করা হয়।

চিত্র-৬ : রোগা, শীর্ণ গাভী

২০. يوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১২:৪৬)

চিত্র-৭ : স্বাস্থ্যবান ও মোটা গাভী

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে সাথে সাথে এই সুসংবাদও দান করলেন যে, দুর্ভিক্ষের সাত বছর শেষ হবার পর যে বছরটি আসবে তা খুব শান্তিময় হবে। সে বছর খুব বৃষ্টি হবে এবং খুব ফসল উৎপন্ন হবে। আর লোকেরা খুব পরিতৃপ্ত হবে। তারা তাদের অভ্যাসানুসারে যায়তুন ও অন্যান্য জিনিসের তেল বের করবে এবং আঙ্গুরের রস বের করে পান করবে। আর পশুর স্তনেও অনেক দুধ জমা হবে এবং তারা দুধ বের করবে ও পান করবে।[২১] আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) এর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের সময় মিশর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগণের কষ্ট লাঘব করেন।

৪.৪. আল-কুরআনে বাছুর (الْعِجْلَ) প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে বিভিন্নস্থানে বাছুর প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বাছুর বোঝাতে الْعِجْلَ (ঈজল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। الْعِجْلَ (ঈজল) এর অর্থ গোবৎস, বাছুর। গাভীর বাচ্চা জন্মের সময় থেকে পূর্ণ একমাস হলে তাকে الْعِجْلَ বলে।[২২] কুরআন মাজীদে দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাছুরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং দশটি আয়াতে বাছুর প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআনে বাছুর দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ফেরেশতাদের আপ্যায়ন ও হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের নির্মিত বাছুরের আকৃতির পূজা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

---

২১. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪ পৃ. ৩৯২.

২২. আব্দুর রশিদ নোমানী, *লুগাতুল কুরআন*, (করাচী : দারুল ইশা'আত, ১৯৯৪ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ২৪৬

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে বাছুর (الْعِجْلَ) প্রসঙ্গ এসেছে তার তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রম সংখ্যা	ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	الْعِجْلَ	বাছুর	আল-বাকারা	৫১	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুরের মূর্তি তৈরি ও পূজা
২	الْعِجْلَ	বাছুর	আল-বাকারা	৫৪	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুরের মূর্তি তৈরি ও পূজা
৩	الْعِجْلَ	বাছুর	আল-বাকারা	৯২	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুরপ্রীতি
৪	الْعِجْلَ	বাছুর	আল-বাকারা	৯৩	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুরের মূর্তি তৈরি ও পূজা
৫	الْعِجْلَ	বাছুর	আন-নিসা	১৫৩	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুরের মূর্তি তৈরি ও পূজা
৬	الْعِجْلَ	বাছুর	আল-আ'রাফ	১৪৮	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুরের মূর্তি তৈরি ও পূজা
৭	الْعِجْلَ	বাছুর	আল-আ'রাফ	১৫২	বাছুর পূজার কারণে শাস্তির হুশিয়ারী
৮	عِجْلٍ	বাছুর	আল-হুদ	৬৯	হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক ফেরেশতাদের বাছুর দ্বারা আপ্যায়ন
৯	الْعِجْلَ	বাছুর	ত্বহা	৮৮	হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুরের মূর্তি তৈরি ও পূজা
১০	عِجْلٍ	বাছুর	আয যায়িাত	৬২	হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক ফেরেশতাদের বাছুর দ্বারা আপ্যায়ন

তালিকা- ৫: আল-কুরআনে উল্লেখিত বাছুরের তালিকা

৪.৪.১. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক ফেরেশতাদের ভাজা মোটাতাজা বাছুর দ্বারা আপ্যায়ন

আল-কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক ফেরেশতাদের ভাজা মোটাতাজা বাছুর দ্বারা আপ্যায়নের ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। এ ঘটনাটি আল-কুরআনের দুটি সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৩]

২৩. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (আল-কুরআন ১১ : ৬৯-৭৩)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বাড়ীতে ফেরশতারা অপরিচিত মানুষরূপে আগমন করেন। তিনি মেহমানদারীতে তাড়াতাড়ি তাদের জন্য মোটাতাজা বাছুর ভেজে নিয়ে আসেন। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> আর আমাদের বাণীবাহকরা ইবরাহীমের কাছে এসেছিলেন সুসংবাদ নিয়ে, তারা বললেন, "সালাম"। তিনিও বললেন "সালাম", আর তিনি দেরি করলেন না একটি কাবাব করা বাছুর আনতে।[২৪]

> অতঃপর ইবরাহীম তাঁর পরিজনের নিকট গেলেন এবং একটি মাংসল ভাজা গো বৎস নিয়ে এলেন।[২৫]

চিত্র-৮ : বাছুর

হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ফেরেশতারা যুবক বয়সের মানুষরূপে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। ফেরেশতারা ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মিকাঈল (আ.) এবং হযরত ইসরাফীল (আ.)। তাঁরা সুশ্রী যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তাদের চেহারায় মর্যাদা ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের খাদ্য তৈরীতে মগ্ন ছিলেন। ইবরাহীম (আ.) বেদুইনদের অভ্যাস অনুযায়ী মেহমানদারী করতে গিয়ে ফেরেশতাদের মোটা তাজা বাছুর রোস্ট করে

صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (আল-কুরআন, ৫১ : ২৪-৩১)

২৪. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (আল-কুরআান, ১১ : ৬৯)

২৫. فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (আল-কুরআন, ৫১ : ২৬)

একটা বিরাট খাঞ্চার ওপর সাজিয়ে পরিবেশন করেন।[২৬] আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার মাধ্যমে মেহমানদারীর মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। মেহমান হাজির হওয়ার পর আহার্য-পানীয় যা কিছু তাৎক্ষণিকভাবে গৃহে মজুদ থাকে তা মেহমানের সামনে পেশ করা এবং সামর্থ্যবান হলে উপাদেয় আহার্যের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। মেহমান আপ্যায়নের জন্য বাড়াবাড়ি বা সাধ্যাতিরিক্ত আয়োজন করা সমীচীন নয়। সহজে যতটুকু ভাল খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যায়, তাই মেহমানের সামনে নিঃসঙ্কোচে পেশ করা উচিত।[২৭]

৪.৪.২. হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা

হযরত মূসা (আ.) আসমানী গ্রন্থ তাওরাত আনার জন্য ৪০ দিনের জন্য তূর পাহাড়ে অবস্থান করেন। এর মাঝে তাঁর সম্প্রদায় সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তির প্ররোচনায় স্বর্ণালংকার দ্বারা নির্মিত বাছুরের মূর্তির পূজা শুরু করে। কুরআনুল কারীমের চারটি সূরার দশ স্থানে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> আর যখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির। অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুত তোমরা ছিলে যালিম।[২৮]

চিত্র-৯ : বনী ইসরাঈল কর্তৃক স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত বাছুরের কল্পিত আকৃতি

আল্লাহ তা'আলা বাছুর প্রসঙ্গে আরো বলেন,

> আর মূসার লোকেরা তাঁর পরে গ্রহণ করলো তাদের অলংকার দিয়ে একটি গোবৎস এটি একটি দেহ, যাতে ফোকলা আওয়াজ হতো। তারা কি দেখলো না যে এটি তো তাদের সঙ্গে কথা বলে

---

২৬. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত,খ. ১৯, পৃ. ২১৯
২৭. আল কুরতুবি, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ.৪৩
২৮. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (আল-কুরআন, ২ : ৫১)

> না আর তাদের পথে পরিচালিতও করে না? তারা এটিকে গ্রহণ করলো, আর তারা ছিল অন্যায়কারী।[২৯]
>
> আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর। তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করলো না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুত তারা ছিল জালেম।[৩০]

হযরত মূসা (আ.) যখন তাওরাত কিতাব গ্রহণের জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন, যাওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন ৩০দিন ৩০রাত পর আবার ফিরে আসবেন। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যখন ধ্যানের মেয়দ আরও ১০দিন বাড়ালেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করল। তাঁর সম্প্রদায়ে সামিরী নামে এক লোক এ বলে ফতোয়া দিলো যে, তোমাদের কাছে ফির'আউন সম্প্রদায়ের যে সব অলংকার রয়েছে সেগুলো তো তোমরা কিবতীদেতর কাছ থেকেও ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে। কাজেই এগুলো তোমাদের জন্য হালাল নয়। সে আরো বললো, তোমরা এগুলো আমার কাছে জমা রাখ। বনী ইসরাঈলরা তার কথামতো সব অলংকার তার কাছে জমা দিলো। সে ঐ সকল স্বর্ণালংকার দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরি করল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি, যা পূর্বে থেকেই তার কাছে সংরক্ষিত ছিল, সোনা-রূপা আগুনে গলাবার সময় তাতে মিশিয়ে দিলো। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিতে জীবনীশক্তির সৃষ্টি হলো এবং গাভীর মত হাম্বা রব করতে লাগল। সামিরী এই বিস্ময়কর অভিনব আবিষ্কার দেখে তারা অভিভূত হয়ে গেলো এবং সামিরীর কথামত প্রভু মনে করে সবাই উপাসনা করতে লাগল।[৩১] হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বাছুরকে পুড়িয়ে ছাইভস্ম নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> মূসা বললো, দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটিই থাকলো যে, তুমি বলবে, আমাকে স্পর্শ করো না। আর তোমার জন্য থাকলো এক নির্দিষ্ট কাল, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ করো যার পূজায় তুমি রত ছিলে। আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।[৩২]

---

২৯. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ১৪৮)

৩০. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ১৪৮)

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا (আল-কুরআন, ৪ : ১৫৩)

৩১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৬৭

৩২. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (আল-কুরআন, ২০ : ৯৭)

বাছুর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাছুরটির নিজস্ব কোন শব্দ ছিলো না বরং তার গুহ্যদ্বারে হাওয়া প্রবেশ করে মুখ হতে বের হবার সময় শব্দ শোনা যেত। বাছুরের নাম ছিল বাহমূত।[৩৩] এই বাছুরটির মধ্যে কতগুলো ছিদ্র রেখে দেয়া হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে যখন বাতাস প্রবেশ করতো তখন হাম্বা হাম্বা রব বের হতো। অথচ এর মধ্যে কোন জীবন বা আত্মা কিছুই ছিলো না। এ ছিলো নিছক একটি মূর্তি। মূর্তি কথাটি প্রযোজ্য সেই শারিরীক বস্তুর ওপর, যার মধ্যে কোন প্রাণ থাকে না। কিন্তু আফসোস, স্বর্ণ নির্মিত এই গো-শাবক মূর্তির মধ্যে থেকে শব্দ নির্গত হতে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের রবকে ভুলে গেলো সে জাতি। আর তারা এই স্বর্ণ নির্মিত বাছুরের পূজা করতে শুরু করে দিলো এবং চিন্তার বিভ্রান্তি কবলিত হয়ে বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা বলে ওঠলো; এটিই হচ্ছে তোমাদের পূজনীয় সর্বময় ক্ষমতার মালিক প্রভু, আর মূসারও প্রভু এটাই। অর্থাৎ সে বিভ্রান্ত নেতৃবৃন্দ এবং তাদের জনগণকে বুঝালো যে, মূসা এই প্রভুরই সন্ধান করতে গেছে পর্বতের ওপরে। অথচ তিনি তো এখানে আমাদের সাথে বর্তমান রয়েছেন। হায়, মূসা তার রব এর সান্নিধ্যে পৌছানোর পথটা ভুলে গেল এবং তার থেকে দূরে সরে পড়ল।[৩৪]

৪.৫. আল-কুরআনে উট প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সকল পশুর বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে উট অন্যতম। উটের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর সৃষ্টির নির্দশন ও জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তির উপমা প্রদান করেছেন। তৎকালনি আরবে মানুষের নানা কাজে উটের ব্যবহার এবং নবী-রাসূলগণের সাথে সম্পৃক্ত উটের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। উটের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে আল-কুরআনে নয় ধরণের উট সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর তা হলো :

(ক)	ইবল (إِبِل)	:	সাধারণ উট, মাদি উটকেও বুঝায়।[৩৫]
(খ)	বাঈর (بَعِير)	:	লিঙ্গ নির্বিশেষে কোন একটি উট ।[৩৬]
(গ)	নাকা (نَاقَةٌ)	:	মাদি উট।[৩৭]

---

৩৩. ইবনে কাসীর, আবুল ফিদা ঈসমাইল, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩১৩

৩৪. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৩ পৃ.১০৯

৩৫. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ (আল-কুরআন, ৬ : ১৪৪)
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (আল-কুরআন, ৮৮ : ১৭)

৩৬. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (আল-কুরআনে, ১২ : ৬৫)

৩৬. قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (আল-কুরআন, ১২ : ৭২)

৩৭. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (আল-কুরআন, ৭ : ৭৩)
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ৭৭)

(ঘ) জামাল (الْجَمَلُ) : নর উটকে বুঝায়।[৩৮]

(ঙ) রিকাব (رِكَابٍ) : যুদ্ধে ব্যবহৃত উট।

(চ) হীম (الْهِيمِ) : পিপাসার্ত উট।

(ছ) ইশার (الْعِشَارُ) : গর্ভবতী উটনী।

(জ) দ্বামির (ضَامِرٍ) : ক্লান্ত পরিশ্রান্ত উট।

(ঝ) বুদন (بُدْنَ) : কুরবানীর জন্য ব্যবহৃত উট।

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে উট প্রসঙ্গ এসেছে তার তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	إِبِلِ	উট	আল-গাশিয়া	১৭	আল্লা তা'আলা আসমান-যমিন, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির সাথে উটের তুলনা করেছেন
২	جِمَالَتٌ	হলুদ বর্ণের উট	আল-মুরসালাত	৩৩	জাহান্নামের অগ্নি শিখার সাথে হলুদ বর্ণের উটের পালের তুলনা
৩	الْجَمَلُ	উট	আল-আনফাল	৪০	কাফিরদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব এর উপমা হিসেবে সুই এর ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ অসম্ভব বোঝানো হয়েছে
৪	بَعِيرٍ	বোঝা বহনকারী উট	ইউসুফ	৬৫	হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক উট বোঝাই করে খাদ্য প্রদান
৫	بَعِيرٍ	বোঝা বহনকারী উট	ইউসুফ	৭২	হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক উট বোঝাই করে খাদ্য প্রদান
৬	رِكَابٍ	যুদ্ধে ব্যবহৃত উট	আল-হাশর	৬	ফাই এর সম্পদের বিবরণ
৭	الْهِيمِ	পিপাসার্ত উট	আল-ওয়াক্বিয়াহ	৫৫	জাহান্নামীদের পিপাসার সাথে পিপাসার্ত উটের তুলনা করা হয়েছে
৮	بُدْنَ	কুরবানীর উট	আল-হাজ্জ	৩৬	মক্কায় কুরবানীর জন্য আনীত পশুর বিবরণ

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (আল-কুরআন, ১১ : ৬৪)

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৫৯)

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (আল-কুরআন, ২৬ : ১৫৫)

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا (আল-কুরআন, ৯১ : ১৩-১৫)

৩৮. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ৪০)

৯	الْعِشَارُ	দশ মাসের গর্ভবতী উটনী	আত-তাকভীর	৪	কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় গর্ভবতী উটনীর অবস্থার বর্ণনা
১০	ضَامِر	ক্লান্ত পরিশ্রান্ত উট	আল-হাজ্জ	২৭	দূরদূরান্ত থেকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত উটে চড়ে হাজীদের মক্কায় আগমন
১১	نَاقَةُ	মাদী উট	আল-আনফাল	৭৩	সামুদ জাতির নিকট প্রেরিত আল্লাহর নিদর্শন গর্ভবতী উটনী
১২	نَاقَةُ	মাদী উট	আল-আনফাল	৭৭	পূর্বোক্ত
১৩	نَاقَةُ	মাদী উট	ইউসুফ	৬৪	পূর্বোক্ত
১৪	نَاقَةُ	মাদী উট	বনী ইসরাঈল	৫৯	পূর্বোক্ত
১৫	نَاقَةُ	মাদী উট	আশ-শুরা	১৫৫	পূর্বোক্ত
১৬	نَاقَةُ	মাদী উট	আল-ক্বামার	২৭	পূর্বোক্ত
১৭	نَاقَةُ	মাদী উট	আশ-শামস	১৩	পূর্বোক্ত

তালিকা- ৬: আল-কুরআনে বর্ণিত উটের তালিকা

৪.৫.১. আল-কুরআনে ইবিল নামক উট (إِبِلِ) প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে ইবিল নামক উটের বর্ণনা গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। উত্তপ্ত মরুভূমিতে খাদ্য-পানীয় ব্যতীত শতশত মাইল অতিক্রম করতে পারে আল্লাহর এ সৃষ্টি। উটের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। আল কুরআনের ২টি স্থানে বিশেষ উট বোঝাতে إِبِلِ (ইবিল) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইবিল (إِبِلِ) আল-ইবিলু শব্দটি বহুত্ববোধক শব্দ। যার কোন একবচন নেই এবং এটি সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গ হয়।[৩৯] আরবী আল-ইবল (الْإِبِلِ) শব্দের অর্থ উট। এটি এক কুঁজ ও দুই কুঁজবিশিষ্ট প্রধান দু'টি জাতের সমষ্টিগত নাম। এটি অভিনব আকৃতি-প্রকৃতি, প্রচন্ড শক্তি ও সহনশীলতার অধিকারী মহান আল্লাহ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ভারী বোঝা বহনে সক্ষম, প্রভু বা আরোহীর অনুগত, দুর্গম গিরি, কান্তর মরু, দুস্তর পারাপারে এক অতি উপকারী গৃহপালিত প্রাণী। যার দুধ পুষ্টিকর, সুস্বাদু, সুপেয়, গোশত অতি লোভনীয় ও হালাল খাদ্য। মরুবাসীর অতি প্রয়োজনীয় একমাত্র প্রধান অনুগত বাহন যা মরুভূমির জাহাজ নামে খ্যাত।[৪০] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩৯. আল-কুরতুবি, প্রাগুক্ত , খ.২০, পৃ. ৩৩

৪০. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.১. পৃ.৩১২

> তিনি সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে ? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর উট থেকে দুটো ও গরু থেকে দুটো। বলো, তিনি কি নিষেধ করেছেন নর দুটি অথবা মাদী দুটি, না মাদী-দুটির গর্ভ যা ধারণ করেছে তা?[৪১]

৪.৫.২. আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন সৃষ্টির সাথে ইবিল (إِبِل) নামক উটের তুলনা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে থাকে আকাশ, নিচে ভূপ্রষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা।[৪২] মহান আল্লাহ বিস্ময়কর বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার নির্দেশনা দেন। এ সকল সৃষ্টির মধ্যে উটের গঠন ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

> তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না যে তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? [৪৩]

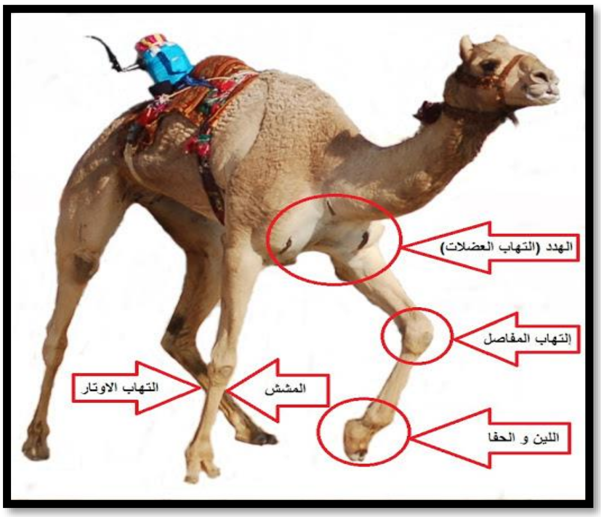

চিত্র-১০ : উটের শারীরিক গঠন (১)

ইবিল (إِبِل) এর পরিচয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, উট একটি বড় অদ্ভুত প্রাণী, এর দেহের গঠন বড় আশ্চর্যজনক। শক্তি ও সাহসে এর নজীর মেলা ভার। তদুপরি ভারী ভারী বোঝা বহন এর জন্য কোন বিষয়ই নয়। একাধারে এর গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায় এবং পশম কাজে লাগে। অন্যান্য প্রাণীর পরিবর্তে উটের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, ঐ সময় উটই ছিল আরবদের উল্লেখযোগ্য প্রাণী। এখানে আল্লাহ তাআলা এমন কয়েকটি সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বলেছেন, যা সর্বদাই মানুষের চোখের সামনে থাকে। একজন বেদুঈনও উটের পিঠে আরোহণ করে থাকে, আকাশ তাদের মাথার উপর দৃশ্যমান, পাহাড়-পর্বতও মানুষের সচারচর দেখা বস্তু এবং পৃথিবী তো সর্বদাই পায়ের নীচে অবস্থান করে। এইগুলির প্রতি চিন্তা করে সে বুঝতে পারে, আল্লাহ তা'আলাই এগুলির সৃষ্টি কর্তা, তিনি সকলের পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের সার্বভৌমত্বের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য, গোটা সৃষ্টিজগত যার উপাসনা আনুগত্য করতে পারে। (- ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৩৮৭)

৪১. আল-কুরআন, ৬ : ১৪৩-১৪৪

৪২. মুফতী মুহাম্মদ শফী,প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৭৭২

৪৩. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (আল-কুরআন, ৮৮ : ১৭)

চিত্র-১১ : উটের শারীরিক গঠন (২)

মরুচারী আরবদের সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ হলো উট। দূরের সফরে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উট তাদের প্রধান বাহন। যারা কম খায় অথচ অধিক বোঝা বহন করে। উঠের পিঠের কুঁজোতে পানি সঞ্চিত থাকে। ফলে একাধারে দশদিনের অধিক সময় পানি না পেলেও সে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে না। তাবূক অভিযানে যাওয়ার পথে পিপাসায় কাতর হয়ে বাহনের কমতি থাকা সত্ত্বেও ছাহাবীগণ উট যবেহ করে তার কুঁজোর পানি পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মরুভূমির বালুঝড়ে সে বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতে পারে। তার গোশত ও দুধ অতীব উপাদেয় খাদ্য ও পানীয়। তার পেশাব কঠিন রোগের ঔষধ। তার পশম খুবই উপকারী। সে অত্যন্ত শক্তিশালী। অথচ মনিবের প্রতি অতীব অনুগত ও অতিশয় প্রভুভক্ত। মরুভূমির একমাত্র বাহন হিসেবে উটকে 'মরুভূমির জাহায' বলা হয়।[৪৪]

উল্লেখ্য, উটের নাসারন্ধ্রের আর্দ্রতা শোষণের জন্য এক বিশেষ ঝিল্লী রয়েছে, যা শ্বাস ত্যাগকালে তার আর্দ্রতা বেরিয়ে যেতে দেয় না। উট ব্যতীত আর কোন পশুর দেহে এ ধরণের ঝিল্লীর অস্তিত্ব কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যান্য পশুর শ্বাসত্যাগের সাথে সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে যে পরিমাণ আর্দ্রতা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, তার ৬৮ শতাংশ রক্ষা করা সম্ভব হয়। যার ফলে তারা মরুভূমিতে পানি ব্যতীত জীবন যাপন করতে পারে।[৪৫]

৪.৫.৩. আল-কুরআনে জিমাল নামক উট (جِمَالَ) প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে যে সকল উটের বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে জিমাল (جِمَالَ) অন্যতম। এ শ্রেণীর উটের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে উপমা পেশ করেছেন। জিমালাত (جِمَالَتٌ) বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ। জিমাল (جِمَالَ) শব্দের বহুবচন।[৪৬] জিমালাত (جِمَالَتٌ) শব্দটি আল কুরআনে একবার এসেছে। জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিংগকে হলুদ বর্ণের উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৪৭]

---

৪৪. আল কুরতুবি , প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ,৩৩

৪৫. সম্পাদনা পরিষদ কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৩২৪

৪৬. ইবনু মানজুর, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ.১২৩

৪৭. প্রাগুক্ত

৪.৫.৪. জাহান্নামের হলুদ অগ্নিকুন্ডের সাথে উটের (جِمَالَتٌ) পালের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বিভিন্ন বিষয় সহজে হৃদয়াঙ্গম করাতে উপমা ব্যবহার করেছেন। তিনি আল-কুরআনে জাহান্নামের আগুনের তীব্রতার বর্ণনা দিতে গিয়ে উটের পালের ন্যায় হলুদ বর্ণের উল্লেখ করেন। কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা এবং তাদের শাস্তির ধরণ হলুদ বর্ণের উটের ন্যায় হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

> চলো তোমরা তারই (জাহান্নামের) দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। চলো তোমরা তিন কুন্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে। যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী।[৪৮]

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে জাহান্নামে কাফিরদের অবস্থা ও তাদের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। জাহান্নাম সেদিন বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহান্নামের বিশালতা। আল্লাহ তা'আলা এই বৃহদাকার স্ফুলিঙ্গকে দুটি জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন। আর তা হলো:

১. কাসর (قَصْرٍ) এর সাথে, আর কাসরের (قَصْرٍ) দুটি অর্থ, প্রাসাদ, অট্টালিকা বা কাঠের স্তুপের ন্যায়।

২. পীতবর্ণের উটের (جِمَالَتٌ صُفْرٌ) পালের ন্যায়।

এখানে আল্লাহ তা'আলা প্রাসাদের সাথে তুলনা করেছেন বৃহদাকারের দিক থেকে। আর উটের সাথে তুলনা করেছেন রং, ধারাবাহিকতার ও দ্রুততা বা গতির দিক থেকে। প্রথমে এই স্ফুলিংগ বৃহদাকারে প্রকাশ পাবে, এমনকি সেগুলো প্রাসাদের ন্যায় হবে। এরপর সেগুলো পৃথক হবে ও বিখণ্ড হবে। আর সেই পৃথক খণ্ড-বিখণ্ডগুলো পীতবর্ণ উটের পালের ন্যায় দেখা যাবে।[৪৯]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন জাহান্নাম প্রাসাদতুল্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছড়াবে। জাহান্নামের এই অগ্নিস্ফুলিংগকে উটের পালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরপর তা খন্ড-বিখন্ড হয়ে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তখন এ খন্ডগুলো পীতবর্ণ উষ্ট্রপাল সদৃশ্য মনে হবে। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে (جِمَالَتٌ صُفْرٌ) দ্বারা কালো উট উদ্দেশ্য।[৫০] কাফির সম্প্রদায় কিয়ামতের পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অবিশ্বাস করে থাকে। তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যে শাস্তি ও জাহান্নামকে অস্বীকার করতে তা আজ বিদ্যমান রয়েছে। তাতে প্রবেশ কর। ওর অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রয়েছে এবং উঁচু হয়ে তাতে তিনটি টুকরো হয়ে গেছে। সাথে সাথে ধুম্রও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে যেন নীচে ছায়া পড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা ছায়াও নয় এবং এটা আগুনের তেজস্বিতা।

---

৪৮. انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (আল-কুরআন, ৭৭ : ২৯-৩৩)

৪৯. আল রাযী, ইমাম ফখরুদ্দিন, *মাফাতীহুল গায়িব*, (বৈরুত : দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ), খ. ৩০, পৃ.২৪৩

৫০. আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ.১৮-৪৯

এই জাহান্নাম এতো তেজ, গরম এবং অধিক অগ্নি বিশিষ্ট যে, এর যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলো উড়ে যায় সেগুলো এক একটা দুর্গের মত এবং বড় বড় গাছের চওড়াকান্ডের মত। দর্শকদের ওগুলোকে মনে হয় যেন কালো রঙের উট বা নৌকার রজ্জু অথবা তামার টুকরো।[৫১] এ উপমার মাধ্যমে কিয়ামতের দিন পাপীদের জাহান্নামের আগুন দিয়ে যে শাস্তি প্রদান করা হবে, তার সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

৪.৫.৫. সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট (الْجَمَلُ) প্রবেশের উপমা

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিভিন্ন উপমা পেশ করেছেন। 'অসম্ভব' বোঝানোর জন্য সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশের উপমা প্রদান করেছেন। আল্লাহর নাফরমান কাফির সম্প্রদায় কস্মিণকালেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ বিষয়টি কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সুইয়ের ছিদ্রদিয়ে উট প্রবেশ যেমন অসম্ভব, তেমনি আল্লাহর বাণী মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেন-

> নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্তনা সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি।[৫২]

আলোচ্য আয়াতে সুচের ছিদ্র বুঝাতে সাম্মুন (سَمِّ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাম্মুন অর্থ, ছিদ্র, সুচের ছিদ্র, বিষ, গরল। যে কোন বিষাক্ত বস্তু, যে কোন সংকীর্ণ ছিদ্র, যেমন সুচের ছিদ্র, নাকের ছিদ্র, কানের ছিদ্র ইত্যাদি।[৫৩]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফিরদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব বলে উল্লেখ করে একটি উপমা পেশ করেন। যেমনিভাবে সুচের ছিদ্র পথে বিশাল আকৃতি উটের প্রবেশ চুড়ান্ত পার্যায়ের অসম্ভব। তেমনিভাবে কাফিরদেরও জান্নাতে প্রবেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে অসম্ভব। উপমার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা উট ও সুচকে বেছে নিয়েছেন।[৫৪] এই উপমা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সুচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।[৫৫]

উট অপেক্ষা অবয়ব ও শক্তিতে আরো বৃহদাকার প্রাণী থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা উটকে অসম্ভবের উপমা প্রদানের জন্য উল্লেখ করার কারণ হলো, আরবেদের নিকট শক্তি ও অবয়বে উট অনেক বিশাল মনে হতো। তাই আরবদের সেই মানসিকতার প্রতি লক্ষ করে আল্লাহ এ ধরণের উপমা পেশ করেছেন।[৫৬]

---

৫১. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ.৩০০

৫২. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ৪০)

৫৩. ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* কায়রো, (মিশর : মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা),পৃ.৪৫১

৫৪. আশ শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* , কায়রো, ২০০৩, খ.৩, পৃ.৩৬ http : //www.altafsir.com

৫৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.৩ পৃ. ৪৯৪

৫৬. ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর*, (বৈরুত ২০০৩ খ্রি.), খ.২, পৃ.৪৮৭

৪.৫.৬. আল-কুরআনে অধিক বোঝা বহনকারী উট (بَعِيرٍ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে অধিক বোঝা বহনকারী উটের বর্ণনা দিয়েছেন। অধিক বোঝা বহনকারী উট প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে بَعِيرٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بَعِيرٍ শব্দটির শাব্দিক অর্থ উট, উষ্ট্র।[৫৭] بَعِيرٍ শব্দটি পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। بَعِيرٍ দ্বারা চার বা নয় বছরের উট বা উটনী বুঝানো হয়।[৫৮] এমন উট যা মালামাল বহন করতে পারে। কোন কোন আঞ্চলিক ভাষায় গাধাকেও بَعِيرٍ বলা হইয়া থাকে।[৫৯] আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফে এমন এক উটের বর্ণনা দিয়েছেন যা অনেক বোঝা বহন করতে পারে। মিশরের দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ইউসূফ (আ.) বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের জন্য বাৎসরিক এক উট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নির্ধারণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুললো, তখন দেখতে পেলো যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বললো হে আমাদের পিতা, আমর আর কি চাইতে পারি? এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনবো এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করবো এবং এক এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশষ্য আমরা অতিরিক্ত আনবো। ঐ বরাদ্দ সহজ।[৬০]
>
> তারা বলল, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, আর যে এটি নিয়ে আসবে এক উট-বোঝাই মাল, আর আমি এর জন্য জামিন।[৬১]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে মিশরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশে ব্যাপক ফসল উৎপন্ন হয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নির্দেশক্রমে উদ্বৃত্ত ফসলের বৃহৎ অংশ সঞ্চিত রাখা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশের বাস্তবতা শুরু হয় এবং দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি জানতেন যে, এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হবে এবং আশপাশের রাজ্যগুলোয় বিস্তৃত হবে। তাই সংরক্ষিত খাদ্যশস্য খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যয় করা শুরু করেন। তিনি ফ্রি-তে খাদ্য বিতরণ না করে স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সঙ্গে মাথা প্রতি খাদ্য বিতরণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। তাঁর আগাম হুঁশিয়ারি মোতাবেক মিশরীয় জনগণের বেশির ভাগ বাড়িতে সঞ্চিত খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। ফলে পার্শ্ববর্তী দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্যগুলো থেকে দলে দলে লোকেরা মিশরে আসতে শুরু করে। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের প্রত্যেককে বছরে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে প্রদানের নির্দেশ দেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে খাদ্য বিতরণের তদারকি হযরত ইউসুফ (আ.) নিজেই করতেন। এতে ধরে নেওয়া যে খাদ্যশস্যের সরকারি রেশনের প্রথা বিশ্বে প্রথম ইউসুফ (আ.)-এর হাতেই শুরু হয়।[৬২]

---

৫৭. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩

৫৮. সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ.৪৯৫

৫৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত,খ.৪, পৃ.৩৯৯

৬০. هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (আল-কুরআনে, ১২ : ৬৫)

৬১. قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (আল-কুরআন, ১২ : ৭২)

৬২. কালের কণ্ঠ, ২১ মার্চ, ২০২০

চিত্র-১২ : বোঝা বহনকারী উট

মিশরের দুর্ভিক্ষ সে দেশের সীমানা পেরিয়ে পাশ্ববর্তী দূর-দূরান্ত এলাকা সমূহে বিস্তৃত হয়। ফলে হযরত ইয়াকূবের (আ.) পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। এ সময় ইয়াকূব (আ.)-এর নিকট খবর পৌঁছে যায় যে, মিশরের নতুন বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালূ। তিনি স্বল্পমূল্যে এক উট পরিমাণ খাদ্যশষ্য অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করছেন। এ খবর শুনে তিনি পুত্রদের বললেন, তোমরাও মিশরে গিয়ে খাদ্যশষ্য নিয়ে এসো। তারা দশ ভাই দশটি উট নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসেন।[৬৩]

৪.৫.৭. আল-কুরআনে পিপাসার্ত উটের (الْهِيمِ)উপমা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে উটের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরেছেন। এ মহা গ্রন্থে পিপাসার্ত জাহান্নামীদের পিপাসা রোগে রোগ্রাক্রান্ত উটের উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

উটের এক প্রকার রোগের নাম الْهِيمِ। এ রোগের ফলে উটের পিপাসা নিবারণ হয় না। হীম (الْهِيمِ) শব্দের অর্থ নরম বালি, বালিময় ভূমি। তাতে যতই পানি ঢালা হোক না কেন, তা অদৃশ্য হয়ে যায়। পিপাসার কারণে উটের যে রোগটি হয় তাকে হিয়াম বলে।[৬৪] কঠিন তৃষ্ণার্ত উটকে هائم বলা হয়, যার পিপাসাযুক্ত রোগ আছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দূর হয় না। এ রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[৬৫]

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও শাস্তি দিবেন। তারা পানির আবদার করলে তাদেরকে গরম পানি প্রদান করা হবে, তা পান করে তাদের পিপাসা দূর হবে না। বরং কঠিন রোগে আক্রান্ত উটের

৬৩. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, *নবীদের কাহিনী*, (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি., স.৩), খ.১, পৃ. ২০৯

৬৪. ইস্পাহানী, আল্লামা রাগীব, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৫

৬৫. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.৫৩৮

ন্যায় তাদেরও তৃষ্ণা মিটবে না। উটের এ রোগের কারণে যতই পানি পান করুক না কেন তৃষ্ণা নিবারণ হয়না, বরং এক সময় মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেন,

আর তারা (জাহান্নামীরা) পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।[৬৬]

চিত্র-১৩ : পিপাসার্ত উটের পানি পানের দৃশ্য

জাহান্নামীদের আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে শাস্তি দিবেন। তাদের একপ্রকার শাস্তি পানি পান করার পরও পিপাসা দূর হবে না। মরুভূমির জাহাজ উটের পিপাসা দূর না হওয়ার কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে। জাহান্নামী গরম পানি পান করবে, যা এমনিতেই একটা জঘন্যতম শাস্তি হবে। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা নিবারণ হবে না।[৬৭]

এখানে নবীদের দাওয়াত অস্বীকারকারী লোকদের জন্য জাহান্নামের অবধারিত চরম অসহনীয় যন্ত্রণা ও তাদের খাদ্য উপকরণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,যাক্কুম খাওয়ার পর পানিও ঐভাবে পান করবে না, যেভাবে সাধারণত পান করা হয়। বরং প্রথমত, শাস্তি স্বরূপ তারা ফুটন্ত পানিই পাবে। দ্বিতীয়ত, তোমরা সে পানিকে পিপাসার্ত উটের মত পান করেই যাবে; কিন্তু তাদের পিপাসা নিবৃত্ত হবে না।[৬৮]

৪.৫.৮. আল-কুরআনে যুদ্ধে ব্যবহৃত উট (رِكَابٍ) প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে যুদ্ধে ব্যবহৃত উটর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। রাসূল (সা.) অধিকাংশ যুদ্ধে উট ও ঘোড়ার ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত উটকে রিকাব বলা হয়। রিকাব (رِكَابٍ) শব্দের অর্থ উষ্ট্রবাহন।[৬৯] কিন্তু কিছু কিছু যুদ্ধে উট ও ঘোড়ার ব্যবহার না করেই যুদ্ধ জয় লাভ করেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

---

৬৬. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (আল-কুরআন, ৫৬ : ৫৫)

৬৭. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.৫৩৮

৬৮. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫১

৬৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২০

আয়ত্ত করেন। আল-কুরআনে এ সকল সম্পদকে ফাই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে ফাই তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা (মুসলমানরা) অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৭০]

৪.৫.৯. উট ও ঘোড়া ব্যবহার না করে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের বিধান

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিবরণ দিয়েছেন। কাফিরদের নিকট হতে যে সব সম্পদ যুদ্ধ ছাড়া হস্তগত হয়, তাকে ফায় বলে। যেমন, বনূ নাযীরের সম্পদ। এই সম্পদ ফায় এ জন্য যে, মুসলমানরা ইয়াহুদীদের এই সম্পদ যুদ্ধ করে হস্তগত করেনি। বরং তারা রাসূল (সা.) এর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে তা দান করেন এবং তাঁকে এই সম্পদ ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অধিকার দান করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) উপযুক্ত ও কল্যাণমূলক খাতেই তা ব্যয় করেন।[৭১]

এখানে أَوْجَفْتُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য ঘোড়া বা উট ইত্যাদি দ্রুত দাবড়ানো বা হাঁকানো, আর رِكَابٍ অর্থ উট। যে সম্পত্তি ইহুদী গোত্র বনু নযীর রেখে গেছে, মুসলমানরা তা ঘোড়া বা উট দাবড়িয়ে অর্থাৎ যুদ্ধ করে জয় করেনি। এ সম্পত্তি সম্পর্কে আল্লাহর বিধান হলো, এর সমগ্রটাই আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল, আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্যে নির্দিষ্ট। রাসূল (সা.) স্বয়ং এ সম্পত্তি এই খাতগুলোর মধ্যে যেমন ইচ্ছা ব্যয় করার ক্ষমতা ভোগ করেন।[৭২]

৪.৫.১০. কুরবানীর জন্য উৎসর্গকৃত উট (بُدْن) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কুরবানীর উটের বর্ণনা দিয়েছেন। কুরবানরী জন্য উৎসর্গকৃত পশুকে বুদন (بُدْن) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-বুদন (بُدْن) শব্দটি বহুবচন। এক বচনে বাদানাহ্ (بدنه) অর্থ- মক্কায় কুরবানীকৃত পশু।[৭৩] بُدْن অর্থ মোটা-তাজা দেহবিশিষ্ট পশু। কুরবানী পশু সাধারণতঃ মোটা তাজা হয় বলে তাকে (بدنه) বাদানাহ বলা হয়। ভাষাবিদগণ শুধু উটের জন্যই এ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হাদীসের দৃষ্টিতে গরুর জন্যও (بدنه) বাদানাহ শব্দের ব্যবহার সঠিক। উট বা গরু যা কুরবানীর জন্য (মক্কায়) নিয়ে যাওয়া হয় তাও আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ, তা আল্লাহর ঐ সকল নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত, যা মুসলিমদের জন্যই নির্দৃষ্ট এবং তাদের বিশেষ চিহ্ন।[৭৪] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

---

৭০. وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (আল-কুরআন, ৫৯ : ০৬)

৭১. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৬৫

৭২. সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ.৪৮

৭৩. আল্লামা রাগীব ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০,

৭৪. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮

এবং কাবার জন্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আহার করাও যে অভাবী মানুষের কাছে হাত পাতে না ও যে অভাবী মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭৫]

চিত্র-১৪ : কুরবানীর উট

আল্লাহ তা'আলা এখানে বান্দার উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য উট সৃষ্টি করেছেন এবং তা তাঁর নিদর্শনস্বরূপ বানিয়েছেন। আর তা এভাবে যে, তিনি উটকে তাঁর সম্মানিত ঘরের প্রতি পাঠানো হাদিয়ার যোগ্য বানিয়েছেন। বায়তুল্লাহর প্রতি পাঠানো হাদিয়াসমূহের মধ্যে উটই সর্বোত্তম হাদিয়া।[৭৬] আল-কুরআনে হজ্জের জন্য উৎসর্গকৃত এ উটের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে এবং ইসলামের বিশেষ নিদর্শন হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

৪.৫.১১. আল-কুরআনে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও দশ মাসের উটনী প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। মানুষ কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে মহামূল্যবান সমগ্রীর কথা ভুলে যাবে। আরবদের নিকট দশ মাসের উটনী এক মূল্যবান সামগ্রী। এ উটনীর মালিক তাকে সযত্নে লালন করে এবং আর্থিক উপকার লাভের আশা করে। কিন্তু কিয়ামতের সময় এই মূল্যবান উটনীর কথা তার মালিক ভুলে যাবে এবং এর কোনরূপ গুরুত্বই থাকবে না।

কুরআন মাজীদে দশমাসের গর্ভবতী উটনীর জন্য ইশারু (عِشَارُ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইশারু' (عِشَارُ) এর বহুবচন 'আশারা' (عشَر) অর্থ দশ মাসের গর্ববতী উটনী। পুরো একবৎসর পর শাবক প্রসব করলেও আরববাসীগণ এরকম উটনীকে বলেন 'আশারা'।[৭৭] আরবদের নিকটে গাভীন উটনী অত্যন্ত মূল্যবান

৭৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩৬
৭৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৪২৫
৭৭. পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.১২ পৃ.৩৬৪

বস্তু। তারা একে সব সময় আগলে রাখে। কখনোই ছেড়ে দেয় না। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, দশমাসের গর্ভবতী উটনীসমূহ উপেক্ষীত হবে, যখন বন্যপশুরা একত্রিত হবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, যখন আত্মা সমূহকে যুগল করা হবে, যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো, যখন আমলনামা খোলা হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করা হবে, যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কী উপস্থিত করেছে।[৭৮]

চিত্র-১৫ : গর্ভবতী উটনী

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের আল-কুরআনের বিভিন্ন বিষয় সহজে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছেন। কিয়ামতের ভয়াবহতা উপস্থাপনের জন্য সময় চন্দ্র-সূর্য্য, পাহাড়-পবর্ত এর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এ সময় মানুষের মহামূল্যবান বস্তুর কোন খেয়াল থাকবে না। কিয়ামতের দিন মানুষ কতটা হতবিহ্বল ও কতটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে তার উপমা দিতে গিয়ে গর্ভবতী উটনীর কথা উল্লেখ করেছেন। আরবদের কাছে গর্ভবতী মাদী উটের চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না। এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশোনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেওয়া হতো। এ ধরণের উটনীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে দাঁড়ায় যে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে, যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা খেয়ালই থাকবে না।[৭৯]

দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মূল্য সর্বাধিক হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সে তখন বাচ্চা ও প্রচুর পরিমাণে দুধ উভয়টি দান করার পর্যায়ে এসে গেছে। এমনি পযার্য়ে আসার পর যখন উটনীর মালিক ও তার গোটা পরিবার তৃপ্তির সাথে দুধ খাবে বলে আশা করছে। সেই মুহূর্তে ওই লোমহষর্ক বিপদ আসার কারণে তারা এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে যে, ওই মহামূল্যবান জীবের প্রতি খেয়াল রাখার মতো মানসিকতা ও ক্ষমতা

---

৭৮. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (আল-কুরআন, ৮১ : ৪)

৭৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৩৩০

থাকবে না। এমনকি ওই জিনিসের কোনো মূল্যই তাদের কাছে তখন অনুভূত হবে না। আরব বেদুঈনদের লক্ষ্য করেই প্রথমত কথাটি বলা হয়েছে, একথাটি বলা তাদের জন্যে যথোপযুক্ত। যেহেতু সর্বাত্মক মহা বিপদ ছাড়া এমন মূল্যবান পশুকে অবহেলায় ছেড়ে দেয় না দিতে পারে না।[৮০] এ জন্য আল্লাহ তা'আলা লোকদের কাছে মহামূল্যবান গর্ভবতী উটনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ এতটাই দিশেহারা ও সম্বিতহীন হয়ে পড়বে যে, তার পরম প্রিয় বস্তু বস্তু এবং মহামূল্যবান সম্পদ যা যেখানে যে অবস্থায় ছিল, তা সেখানে রেখেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। একমাত্র নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে রক্ষা করার কথা মানুষের চেতনা থেকেই মুছে যাবে। তার চোখের সামনেই পরম প্রিয়জন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ছুটতে থাকবে, প্রাণ প্রিয় সম্পদসমূহ ধ্বংস হতে থাকবে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার মতো অবসর থাকবে না।[৮১]

৪.৫.১২. আল-কুরআনে হাজীদের বহনকারী ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত উট (ضَامِرٍ) প্রসঙ্গ

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হজ্জ। সামর্থ্যবান মুসলামানদের উপর হজ্জ আদায় করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে হজ্জের ঘোষণা দিতে বলেন এবং দূরদূরান্তের মানুষকে উটসহ বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে আল্লাহর গৃহে আসার জন্য আহ্বান জানান। যে উট অধিক শ্রম জনিত কারণে ক্লান্ত পরিশ্রন্ত হয়ে যায় তাকে ضَامِرٍ বলা হয়। হাজীগণ উটে চড়ে হজ্জে আসার কারণে তাদের বাহনগুলো ক্লান্ত-পরিশ্রন্ত হয়ে যায়, আল-কুরআনে সে সকল উটগুলোকে দ্বামির বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে এভাবে হজ্জের ঘোষণা দিতে বলেন-

> এবং মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্র সমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।[৮২]

---

৮০. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ২২ পৃ. ৮০

৮১. সাইদী, মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, *তাফসীরে সাইদী*, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ.

৮২. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (আল-কুরআন, ২২ : ২৭)

চিত্র-১৬ : হজ্জের সফরে বাহন হিসেবে ব্যবহৃত উটের কল্পিত চিত্র

মুসলমানগণ পৃথিবীর নান প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে মক্কা গমন করে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মানুষকে উটের মাধ্যমে হজ্জের কার্যাদী সম্পাদনের ঘোষণা দেন। যখন ইবরাহীম (আ.) কে হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! এ তো এক জনমানবহীন প্রান্তর, ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই। আর যেখানে জনবসতী আছে সেখানে আমার আওয়াজ কীভাবে পৌছাবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা আর বিশ্বে পৌছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমে দাড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ তা'আলা তা বুলন্দ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা বিশ্বের কোণে কোণে পৌছে দেন। তখনকার জীবিত মানুষ ছাড়াও ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সকল বনী আদমের কানে এ আওয়াজ পৌছেয়ে দেন।[৮৩] সামর্থ ও সচ্ছল লোকেরা বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে আসে। আর যে দরিদ্র ব্যক্তির পা ছাড়া আর কোনো বাহন নেই কেউ পায়ে হেটেই আসে।[৮৪] যারা সাওয়ার হয়ে আসে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যায়।[৮৫] আল-কুরআনে হজ্জের বাহন হিসেবে উটের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছিবি ফুটে উঠেছে ।

আল-কুরআনে হজ্জের বাহন হিসেবে উটের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছিবি ফুটে উঠেছে ।

৮৩. আর-রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.১১, পৃ.১১২. http : //www.altafsir.com Date : 21/04/2021

৮৪. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২০

৮৫. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৫

৪.৫.১৩.আল-কুরআনে সামুদ জাতির জন্য আল্লাহর বিশেষ উটনী প্রেরণ (نَاقَةُ اللَّهِ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা সামুদ জাতির জন্য বিশেষ নিদর্শন ও পরীক্ষা স্বরূপ গর্ভবতী উটনী প্রেরণ করেন। কুরআন মাজীদে এ মাদী উটকে নাকাহ (نَاقَةُ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৬] সামুদ জাতি আল্লাহর নিদর্শন এ উটনীকে হত্যা করে আযাবের সম্মুখীন হয়। আল্লাহ তা'আলা এ উটনী সম্পর্কে আল-কুরআনের সাত স্থানে আলোকপাত করেন। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

> আর আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহ (আ.) কে প্রেরণ করলাম, সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভুমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।[৮৭]

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে উটনীকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি পাকড়াও করে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

> তখন আল্লাহর রসূল তাদের বলেন আল্লাহর উটনী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। অতঃপর ওরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উটনীর পা কর্তন করেছিলো। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন।[৮৮]
> অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের প্রভাত হল নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।[৮৯]

আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে হযরত ছালেহ (আ.) কওমে সামূদ-এর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। হযরত ছালেহ (আঃ) সর্বপ্রথম তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শিরক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহের প্রতি আনুগত্যের আহবান জানান। তখন তারা তাকে নিরুত্তর ও অসহায় বানিয়ে দেওয়ার জন্যে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবি করল। তিনি নিদর্শনরূপে এক ব্যতিক্রমধর্মী উটনী উপস্থিত করলেন। তারা বলেছিল যে, কাছিবা রামের এই পাথর থেকে দশ মাস মাসের গর্ভবতী বিরাট ভুড়ি ও ঘন লোমবিশিষ্ট বুখতী উটনীর ন্যায় একটি উটনী বের করে দিন। এমন করতে পারলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা কবূল হলো। তাদের সম্মুখে ওই পাথর থেকে বড় ভূড়ি ও ঘন লোমবিশিষ্ট একটি গর্ভবতী উটনী বেরিয়ে এলো। অতঃপর সেটি অনুরূপ বিশালদেহী একটি বাচ্চা প্রসব করলো।[৯০]

গ্রীষ্মকালে উটনীটি মাঠের সম্মুখ ভাগে অবস্থান করত, তার ভয়ে অন্যান্য পশুপাল মাঠের ভেতরে পালিয়ে যেত আর শীতকালে সেটি মাঠের ভেতরে অবস্থান করত। তার ভয়ে অন্যান্য পশু-প্রাণী মাঠের সম্মুখভাগে

---

৮৬. জুবরান মুসউদ,*আর-রাইদ*, (বৈরুত: দারুল উলুম, তা.বি), পৃ.৮৭৫

৮৭. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (আল-কুরআন, ৭ : ৭৩)

৮৮. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا (আল-কুরআন, ৯১ : ১৩-১৫)

৮৯. আল-কুরআন, ৭ : ৭৮

৯০. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ৪৯৭

চলে যেতো এবং ঠাণ্ডা ভোগ করত। এক পর্যায়ে তারা উটনীটিকে হত্যা করলো। বাচ্চাটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আত্মরক্ষা করলো।[৯১]

হযরত সালিহ (আ.) বাড়িতে ফিরে আসার পর উটনী হত্যার ঘটনা সম্পর্কে জানতে পরলেন। তিনি বললেন, উটনী তো শেষ হয়েছে। এখন বাচ্চাটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করো। লোকজন বাচ্চাটিকে ধরে আনার জন্যে পাহাড়ে যায়। আল্লাহর কুদরতে বাচ্চাসহ পাহাড়টি বারবার উচু হতে থাকে। এ পর্যায়ে হযরত সালিহ (আ.) বাচ্চাটিকে নিতে এলেন। তাঁকে দেখে বাচ্চাটি কেঁদে উঠল এবং তিনবার সজোরে চীৎকার করে তৎক্ষণাৎ ফাঁক হওয়া পাথরের মধ্যে ঢুকে গেল।[৯২]

আল্লাহর নিদর্শন ঐ উটনী হত্যার ঘটনা ঘটেছিল বুধবারে। হযরত সালিহ (আ.) পরবর্তী তিন দিনের বিবরণ দিয়ে তাদেরকে বললেন, বৃহস্পতিবার সকালে তোমাদের চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যাবে। শুক্রবার তোমাদের চেহারা লাল বর্ণ হয়ে যাবে। শনিবার তোমাদের চেহারা কালো বর্ণ হয়ে যাবে। রবিবার ভোরে প্রতিশ্রুত আযাব ও শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হবে। বস্তুত হযরত সালিহ (আ.) এর বিবরণ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার তাদের মুখমণ্ডল হলুদ বর্ণ হয়ে গেল, শুক্রবার লাল ও শনিবারে কালো বর্ণ ধারণ করলো। ইতোমধ্যে তারা নিজেদের ধ্বংস অনিবার্য মনে করে হযরত সালিহ (আ.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে রক্ষা করলেন। অবশেষে রবিবার ভোরে ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হয় এবং উপরের দিক থেকে বিকট ও ভয়াবহ চীৎকার শোনা যায়। এতে তারা যেখানে ছিল সেখানে ধ্বংস হয়। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তাঁর বিশেষ নিদর্শন উটনী হত্যা করার কারণে তাদের ওপর কঠিন শাস্তি আরোপ করা হয়।

৪.৫.১৪. আল-কুরআনে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গকৃত উটনী বাহীরা প্রসঙ্গ

জাহিলী যুগে কাফির-মুশরিকরা যে সকল পশু দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতো তার মাঝে বাহীরা (بَحِيرَةٍ) অন্যতম। বাহীরা বলতে সেই পশু যার কান চিড়ে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়।[৯৩] বাহীরা (بَحِيرَةٍ) সেই গৃহপালিত জন্তুকে বলা হয়, যাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয় এবং তার দুধ দোহন করা হয় না। যার দুধ কেউ পানও করে না।[৯৪] কোন উটনী যদি পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করত এবং পঞ্চম বারে নর বাচ্চা প্রসব করলে তা পুরুষরা ভক্ষণ করত, মহিলারা নয়। আর এ বাচ্চা মরে গেলে পুরুষ মহিলা সবাই তা ভক্ষণ করত। মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তা রেখে দিত। কিন্তু এর কান কেটে দিত। তারপর এর পশম কাটত না এবং এর দুধ পান করত না। এর উপর আরোহন করত না। এমনকি এর উপর আল্লাহর নামও উচ্চারণ করত না।[৯৫] নিজেদে মনগড়া ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার দ্বারা এ সকল পশুর উপকার গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখতো। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

---

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯৯
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০০
৯৩. তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৪৩
৯৪. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.১৭৬
৯৫. আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.২১৭-২২২

আল্লাহ বাহীরা, সয়েবা, ওসীলা এবং হাম শরী'আতে নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু কাফেরগণ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।[৯৬]

৪.৫.১৫. আল-কুরআনে প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত উটনী সায়েবা (سَائِبَةٍ) প্রসঙ্গ

বর্বর যুগে আরব কাফির-মুশরিকরা প্রতিমার নামে উৎসর্গ কৃত পশুকে সায়েবা (سَائِبَةٍ) নামে অবহিত করত। এটি এমন উটনী যা দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। তার দুধ দোহন করা হতো না এবং তার উপর আরোহন করা হতো না, তার দুধ শিশু ও অতিথি ব্যতীত আর কেউ পার করত না। এমন পশুকে 'সায়েবা' বলা হয়।[৯৭] এরূপ পশুকে কোন হাউযে পানি পান করতে নিষেধ করা হতো না এবং কোন চারণভূমিতে বিচরণ করতেও নিষেধ করা হতো না। এমন পশু যাকে জাহিলী যুগে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো।

৪.৫.১৬. আল-কুরআনে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া উটনী ওয়াসীলা (وَصِيلَةٍ) প্রসঙ্গ

জাহেলী যুগে কাফির-মুশরিকরা আল্লাহ কর্তৃক বিভিন্ন হালাল প্রাণীকে নিজেদের জন্য হারাম করে ছিলেন। তাদের মনগড়া এ সকল হারাম প্রাণীর মধ্যে ওয়াসীলা অন্যতম। ওয়াসীলা (وَصِيلَةٍ) শব্দটির অর্থ যা দিয়ে কোন কিছুকে সম্পৃক্ত করা যায়, দূরবর্তী প্রশস্ত ভুমি[৯৮]। ওয়াসীলা বলা হত এমন উটনীকে, যা পর পর কয়েকটি মাদী বাচ্চা জন্ম দেয়, মাঝখানে কোনও নর বাচ্চা জন্মায় না, এমন উটনীকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো।[৯৯] ওয়াসীলা (وَصِيلَةٍ) বলা হয় সেই উটনীকে, যে উটনী প্রথমবার একটি নর বাচ্চা প্রসব করার পর, পর পর দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। তারপর দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হয়।[১০০] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাহেলী যুগে আরবেরন মুশরীকরা আল্লাহ কর্তৃক হালার প্রাণী নিজেদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কখনো এসব প্রথা নির্ধারণ করেননি; বরং তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মহান আল্লাহর প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধজনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোট কথা, এখানে হুশিয়ার করা হয়েছে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরী'আত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।[১০১]

---

৯৬. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
(আল-কুরআন, ৫ : ১০৩)

৯৭. আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.২১৭-২২২

৯৮. ইবরাহীম মুস্তফা, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, (ইস্তাম্বুল : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, তা.বি) , পৃ.১০৩৮

৯৯. তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৪৩

১০০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত,খ.৬, পৃ.১৭৬

১০১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২৭২

৪.৫.১৭. আল-কুরআনে প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত নর উট হাম (حَامٍ) প্রসঙ্গ

জাহেলী যুগে মুশরিকরা প্রতিমার জন্য যে সকল পশু ছেড়ে দিত তার মধ্যে (حَامٍ) হাম অন্যতম। হাম (حَامٍ) বলতে উটের রক্ষাকারী, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, প্রজননের জন্য ব্যবহৃত উট, প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া উট বুঝানো হয়। যখন কোন নর উট সঙ্গমের ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যক, কারো কারো মতে ১০টি বাচ্চা জন্ম দেয়, তখন তাকে বলা হয় হাম(حَامٍ)। অর্থাৎ সে তার পিঠকে বোঝা বহন ইত্যাদি হতে নিরাপদ করল। ফলে সেই উটকে কোন কাজে ব্যবহার করা হতো না এবং খাদ্য-পানীয় হতে তাকে বারণ করা হতো না।[১০২] কোন নর উট সঙ্গম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তার মাথায় ময়ূরের পালক যুক্ত করে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো, তাকে হাম বলা হয়। তারা সেই উটের পিঠে আরোহণ করত না এবং সেটি ঘাস-পানি হতে কেউ কখনো বারণ করত না।[১০৩] তারা আল্লাহর দেওয়া হালাল পশুদেরকে বিভিন্ন প্রথার মাধ্যমে নিজেদের জন্য হারাম করত।

৪.৬. আল-কুরআনে ঘোড়া প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে বিভিন্ন ধরণের ঘোড়া ও তার নানাবিধ বৈশিষ্ট্য গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। কুরআন মাজীদের সাত স্থানে ঘোড়া প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ঘোড়া ও মানুষের সম্পর্কের নানা দিক আল-কুরআনে উন্মোচিত হয়েছে। ঘোড়ার বোঝা বহন, শোভা বর্ধন ও যুদ্ধে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার আত্ম-ত্যাগের বর্ণনা দিয়ে আল-কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতদ্বসম্পর্কিত একটি বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে ঘোড়া প্রসঙ্গ এসেছে, নিম্নে তালিকা আকারে একনজরে তা উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক নং	কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	শাব্দিক অর্থ	সূরার নাম	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	الْخَيْلَ	ঘোড়া	আলে-ইমরান	১৪	বোঝা বহনকারী ও শোভা বর্ধনকারী ঘোড়া
২	الْخَيْلَ	ঘোড়া	আন-নাহাল	৮	ঘোড়া মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু
৩	الْخَيْلَ	ঘোড়া	আনফাল	৬০	যুদ্ধের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখার নির্দেশনা
৪	خَيْل	ঘোড়া	বানী ইসরাঈল	৬৪	শয়তান মানুষকে ঘোড়াসহ বিভিন্নভাবে ধোঁকা দেয়
৫	الْخَيْلَ	ঘোড়া	হাশর	৬	ফাই সম্পদের বিধান

১০২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.১৭৭
১০৩. আল কুরতুবি, প্রাগুক্ত, খ. ৬. পৃ.৩১১

৬	الْعَادِيَاتِ	ঘোড়ার পাল	আদিয়াত	১	যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান ঘোড়ার পালের বিবরণ
৭	الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	উৎকৃষ্ট ঘোড়ার পাল	ছোয়াদ	৩১	হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক উৎকৃষ্টমানের ঘোড়ার পালের পা কাটার বিবরণ

তালিকা- ৭: আল-কুরআনে বর্ণিত ঘোড়ার তালিকা

৪.৬.১. আল-কুরআনে বোঝা বহনকারী ও শোভা বর্ধনকারী ঘোড়া (الْخَيْلَ) প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে সৃষ্টি করার পাশা-পাশি তাদের যাতায়াতের বাহন, শোভা বর্ধনসহ বিভিন্ন কল্যাণে ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন। আল-কুরআনে ঘোড়ার জন্য আল-খায়ল (الْخَيْلَ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল-খায়ল (الْخَيْلَ) শব্দটির অর্থ ঘোড়ার পাল, অশ্বারোহীর দল।[১০৪] আল-খায়ল (الْخَيْلَ) এ শব্দটি বহুবচন একবচন হয় না। এর অর্থ অহংকার, ঘোড়ার পাল।[১০৫] যেহেতু ঘোড়া চলার সময় গর্বসহকারে চলে তাই একে এ নাম দেওয়া হয়েছে। ঘোড়ার মালিকের দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় সম্পদ অন্য কিছুতে নেই মনে হয়, তাই তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।[১০৬] ঘোড়াকে খায়ল নামকরণের কারণ হলো ঘোড়া চলার সময় একদিকে ঝুকে চলে।[১০৭]

চিত্র-১৭ : ঘোড়ার পাল

---

১০৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন, *আল কাউছার*, (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান), (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২২০

১০৫. ড. ইবরাহীম আল-মাদকূর, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৬-২৬৭

১০৬. আলূসী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১০

১০৭. আল কুরতুবি, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩৪
ঘোড়া Equidae গোত্রের স্তন্যপায়ী প্রজাতির সাধারণ নাম। সহজে পোষ মানে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ঘোড়াকে এখন তিনটি দলে ভাগ করা হয়। যেমন স্যাডল (saddle) ও ঘোড় দৌড়ের জাত। ড্রাফট ব্রিড (draft breeds) এবং হারনেস হর্স (harness horse)। কিছু কিছু ঘোড়া আছে যাদের সৌন্দর্য, সৌমাত্য ও দ্রুত গতির বিচারে উচ্চমানের। এসব ঘোড়া বিশেষভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে দেখানো হয়ে থাকে। মাদি ঘোড়া ১-২ বছর বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করলেও সাধারণত তিন বছরের আগে এমনটি ঘটে না। প্রায় ১১ মাস গর্ভ ধারণের পর প্রতি বছর একটি বা দুটি শাবক এরা প্রসব করে। ঘোড়ার সর্বোচ্চ আয়ু ৬০ বছর লিপিবদ্ধ করা হলেও গড় আয়ু ৩৫ বছর। (- মুহাম্মদ তালিব, *বিজ্ঞানময় আল-কুরআন*, (ঢাকা : ঢাকা বুক কর্ণার, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২৪৪)

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের কল্যাণে ঘোড়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১০৮] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন।[১০৯]

চিত্র-১৮: ঘোড়ার বোঝা বহনের দৃশ্য

বোঝা বহনকারী ও শোভা বর্ধনকারী ঘোড়া প্রসঙ্গটি কুরআন মাজীদে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের নানাবিধ উপকারের জন্য ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই পশুকে অন্যান্য পশুর উপর মর্যাদা দান করেছেন।[১১০] উল্লেখ্য যে, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর, যাদেরকে শুধু যে যানবাহন হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে তা নয়, বরং কিছু কিছু ভাল জাতের ঘোড়া তাদের সুদর্শন চেহারা, উজ্জলতা ও দ্রুততার কারণে প্রদর্শনী এবং দৃশ্যাভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

> নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুন্দর করা হয়েছে এই সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু।[১১১] এদের দ্বারা তোমাদের সৌন্দর্য বাড়ায়, যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও।[১১২]

---

১০৮. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (আল-কুরআন, ৩ : ১৪)

১০৯. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৮)

১১০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫৮

১১১. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (আল-কুরআন, ৩ : ১৪)

১১২. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৬)

চিত্র-১৯ : শোভাবর্ধনকারী ঘোড়ার দৃশ্য

প্রাচীনকাল থেকে ঘোড়া মানুষের যাতায়াত ও পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। মানুষ ঘোড়া লালন-পালন ও ক্রয়-বিক্রয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকে। এ সকল পশুর দ্বারা মানুষের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ীর চত্বরে এগুলো একত্রিত হলে আঙ্গিনা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাতে দর্শকদের চোখে মালিকের শান-শওকতও বেড়ে যায়। চারণভূমি হতে ফিরে আসার সময় যেহেতু তারা পূর্ণ-উদর ও স্ফীত স্তন নিয়ে আসে, তাই তখন এ সৌন্দর্য অধিকতর প্রতিভাত হয়।[১১৩]

এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,

> কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুঈনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর শান্তি বকরির পালের মালিকেদের মধ্যে।[১১৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্য, সৌন্দর্য চর্চা ও পরিবহনের সুবিধার জন্য আল্লাহ তা'আলা গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরসহ বিভিন্ন পশু সৃষ্টি করেছেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বোঝাতে চেয়েছেন যে, যাতে মানুষের চিন্তাধারার আওতার মধ্যে সম্ভাব্য নতুন প্রয়োগের দ্বার উন্মুক্ত থাকতে পারে এবং পরিবহন, আরোহন ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হতে পারে।[১১৫]

মানুষের দৃষ্টিতে এসবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকাল ভুলে যায়। আয়াতে সেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধাণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা বাসনা লক্ষ্য। আর এগুলোর প্রতি আকর্ষণেরও অনেক রহস্য রয়েছে। প্রথমত, এসকল বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠত

---

১১৩. পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৮-২৪৯

১১৪. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم (ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বাদইল খালকিখ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৪৮, হদীস নং ২৬৯৮)

১১৫. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৬১-২১৬২

না। দ্বিতীয়ত, জাগতিক নি'আমতের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নি'আমতের স্বাদ জানা যেত না ও তার প্রতি আকর্ষণও হতো না। তৃতীয়ত, যে গুরুত্বপূর্ণ রহস্য তাহল, এসব বস্তুর ভালবাসা স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে পরকালকে ভুলে যায়, কে এগুলোর আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয়, এবং পরকালীন কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে এগুলোর সূচারুরূপে ব্যবহার করে।[১১৬]

৪.৬.২. আল-কুরআনে যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহার (رِّبَاطِ الْخَيْلِ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যুদ্ধযান প্রস্তুত রাখারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের বাহন হিসেবে আল-কুরআনে ঘোড়ার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের বাহন ঘোড়া প্রসঙ্গে বলেন,

> আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।[১১৭]

চিত্র-২০ : যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত ঘোড়া

---

১১৬. আল কুরতুবি, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩৪

১১৭. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ (আল-কুরআন, ৮ : ৬০)

আল-কুরআনে যুদ্ধের জন্য অশ্ব প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে অশ্ব প্রস্তুত (رِّبَاطِ الْخَيْلِ) রাখার অর্থ "অশ্ব প্রতিপালন করা"।

এ সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'রিবাতি' শব্দটি। জিহাদের জন্য নির্ধারিত ঘোড়াকে রিবাত বলা হয়।[১১৮]

গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি এটা এক স্থায়ী নির্দেশ যে, তারা যেন ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সব রকম প্রতিরক্ষা শক্তি গড়ে তোলে। কুরআন মাজীদ সাধারণভাবে 'শক্তি' শব্দ ব্যবহার করে বোঝাচ্ছে যে, রণপ্রস্তুতি বিশেষ কোনও অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং যখন যে ধরনের প্রতিরক্ষা-শক্তি কাজে আসে, তখন সেই রকম শক্তি অর্জন করা মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মুসলমানদের জাতীয়, সামাজিক ও সামরিক উন্নতির জন্য যত রকমের আসবাব-উপকরণ দরকার হয় সে সবও এর মধ্যে পড়ে।[১১৯] যারা যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঘোড়া লালন-পালন করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।[১২০]

যে সকল যুদ্ধে বাহন হিসেবে ঘোড়া ব্যবহৃত হয় এবং মুসলমানগন বিজয় লাভ করে, ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালে ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত,

> যে আল্লাহর রাসূল (সা.) গনীমতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু'অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেন।[১২১]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন,

> ঘোড়া কখনো হবে পাপের বোঝা, কখনো হবে পরিত্রাণের উপকরণ এবং কখনো হবে দোজখের আড়াল। যারা ঘোড়া প্রতিপালন করবে অহমিকা ও আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য তাদের ঘোড়া হবে পাপের বোঝা। আর নাজাতের অসিলা হবে যারা তাদের ঘোড়াকে ব্যবহার করবে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে। আর ওই সকল লোকের ঘোড়া হবে তাদের ও দোজখের আড়াল, যারা জিহাদের জন্য ধর্ম যোদ্ধাদেরকে তাদের প্রতিপালিত ঘোড়া প্রদান করবে। জিহাদের ঘোড়া চারণভুমিতে যা ভক্ষণ করবে তার জন্যও পুণ্যলাভ করবে তাদের প্রতিপালনকারী। জিহাদের ঘোড়ার মলমূত্র পরিস্কারের কারণেও তার মালিক পাবে নেকী। রশি ছিড়ে ফেলে জিহাদের ঘোড়া কৌতুকভরে দৌড়াদৌড়ি করলে তাদের খুরের চিহ্ন ও মলমূত্রের কারণেও তাদের মালিকেরা লাভ করবে পুণ্য। ওই সকল ঘোড়াকে যদি কোন জলাশয়ে পানি পান করানো হয়, তবে পানকৃত পানির বিনিময়েও পুণ্য লাভ করবে তার মালিকেরা।[১২২]

---

১১৮. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.১৮৯

১১৯. আল কুরতুবি, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৩৫

১২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল জিহাদু ওয়াস সিয়ার, পরিচ্ছেদ : মান ইহতাসাবা ফারাসান ফী সাবীলিল্লাহি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৪৮, হদীস নং ২৬৯৮,

১২১. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ : সিহামুল ফারাসি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৫১, হদীস নং ২৭০৮

১২২. প্রাগুক্ত, অধ্যায় : যাকাত , পরিচ্ছেদ : ইসমু মানিউ যাকাত, (বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি.) খ.৩, পৃ. ৭০, হা. ২৩৩৯

আল-কুরআনে যুদ্ধের বাহন হিসেবে ঘোড়া প্রস্তুত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের ঘোড়া লালন-পালনে বিশেষ মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে।

৪.৬.৩. যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার আক্রমণের স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া জীবন বাজি রেখে যে কলাকৌশল প্রদর্শন করে তার অপরূপ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। আল-কুরআনে সূরা আল-আদিয়াতে উর্ধ্বাশ্বাসে চলমান ঘোড়ার নামে শপথ করা হয়েছে। শপথকৃত বিষয়ের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> শপথ উর্ধ্বাশ্বাসে চলমান ঘোড়াসমূহের, অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক ঘোড়াসমূহের, অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী ঘোড়া সমূহের ও যারা সে সময় ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে, অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পরে।[১২৩]

চিত্র-২১ : যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আদিয়াতের প্রথম পাঁচ আয়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমাণকারী ঘোড়ার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আরবরা ছিল দুর্ধর্ষ জাতি। যুদ্ধের জন্য অশ্ব পালন ছিল তাদের পেশা ও নেশা। অশ্বের সাথে তাদের এ সংযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অশ্বের শপথ করা হয়েছে। আদিয়াত (الْعَادِيَاتِ) দ্বারা ধাবমান অশ্বরাজি এবং দাবহান (ضَبْحًا) দ্বারা ঘোড়া দৌড় দেওয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বুঝানো হয়েছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের উপরে ভীষণ জোরে অতর্কিত হামলা করার লক্ষ্যে(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا) 'উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহের শপথ' করা হয়েছে।

(مُورِيَاتِ) মুরিয়াত শব্দ দ্বারা অগ্নি নির্গত করা এবং (قَدْحًا) কাদহান দ্বারা ক্ষুরাঘাত অর্থ নেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ঘর্ষণের ফলে আগুন উৎপাদন হওয়া বুঝানো হয়েছে।[১২৪] (فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا) দ্বারা লোহার জুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় ভূমিতে ক্ষুরাঘাত করতে করতে দৌড় দেয়, তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। মুগিরাত (مُغِيرَاتِ) শব্দটি দ্বারা হানা দেওয়া এবং (صُبْحًا) সুবহান দ্বারা আরবদের প্রথা অনুযায়ী

---

১২৩. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (আল-কুরআন, ১০০ : ১-৫)

১২৪. ইবনে মানজুর, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ৩৩

প্রভাতকালের হানাকে বুঝানো হয়েছে। বীর আরবরা রাতের আধারে শত্রু শিবিরে হানা দেওয়াকে কাপুরুষতা মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ ধরণের কাজ করত।

(أَثَرْنَ) আছারনা শব্দটি দ্বারা ধূলি উড়ানো এবং নাকউন (نَقْعًا) দ্বারা ধূলি বুঝানো হয়েছে। (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا) ঘোড়াগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ স্বভাবত এটা ধূলি উড়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি-কণা বাতাসে উড়তে পারে। فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا দ্বারা এসব ঘোড়া শত্রু দলের ভেতর নির্ভয়ে ঢুকে পড়া বুঝানো হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল 'আদিয়াতে' ধাবমান অশ্বের বর্ণনা দিয়েছেন।[১২৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরার শুরুতে বর্ণিত পাঁচটি আয়াতে সুপ্রশিক্ষিত, সুদক্ষ ও মালিকের প্রতি অনুগত সামরিক অশ্বের শত্রুপক্ষের উপরে দুঃসাহসিক হামলাকারীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি একান্তই অকৃতজ্ঞ। অথচ অবলা চতুষ্পদ জন্তু হওয়া সত্ত্বেও সামরিক অশ্বগুলি তাদের মনিবের প্রতি কতই না বিশ্বস্ত ও অনুগত ।[১২৬]

সামরিক ঘোড়া যুদ্ধেক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। অথচ এ ঘোড়া মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদের যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তা তাদের সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌছে দেয় মাত্র। আর ঘোড়া, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে তার জীবনকে নির্ঘাত বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। সূরা আল আদিয়াতে আল্লাহ তা'আলা ধাবমান অশ্বরাজির বর্ণনা দিয়ে মানুষকে এধরণের অশ্বের ন্যায় কৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

৪.৬.৪. উট ও ঘোড়া ব্যবহার না করে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের বিধান প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন যুদ্ধ এবং যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের বিবরণ দিয়েছেন। ফাই যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের অন্যতম। রাসূল (সা.) অধিকাংশ যুদ্ধে উট ও ঘোড়ার ব্যবহার করেছেন। কিছু কিছু যুদ্ধে উট ও ঘোড়ার ব্যবহার না করেই যুদ্ধ জয় লাভ করে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আয়ত্ত করেন। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এ সকল সম্পদকে ফাই হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে ফাই তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা (মুসলমানরা) অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১২৭]

---

১২৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ৮৪৬

১২৬. আল-গালিব, মুহাম্মদ আসাদুল্লা, প্রাগুক্ত, ৪২২পৃ.

১২৭. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (সূরা হাশর, ৫৯ : ০৬)

রাসূল (সা.) যুদ্ধের বাহন হিসেবে ঘোড়া ও উট ব্যবহার করেন। কোন কোন যুদ্ধে রাসূল (সা.) এর আগমনের সংবাদেই কাফির মুশরিকরা পলায়ন করে। এ সকল যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল রাসূল (সা.) এর ইচ্ছাধীন করা হয়। এভাবে আল-কুরআনে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া ও উট ব্যবহার না করে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের বিধান আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.৬.৫. মানুষকে প্রতারিত করতে শয়তানের ঘোড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ঘোড়ার বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অভিশপ্ত শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার জন্য ঘোড়ার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যাতে করে মানবজাতির পদস্খলন ঘটিয়ে জাহান্নামের অধিবাসী করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> (আল্লাহ তা'আলা ইবলিস শয়তানকে বলছেন) আর তাদের (বান্দাদের) যাকে পার তোমার আহ্বানে প্রতারিত কর, আর তাদের উপরে হামলা চালাও তোমার ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা, আর তোমার পদাতিক বাহিনী দ্বারা, আর তাদের অংশী হও ধনসম্পত্তিতে এবং সন্তানসন্ততিতে, আর তাদের ওয়াদা করো। আর শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় না প্রতারণা ছাড়া।[১২৮]

ঘোড়া যেমনিভাবে জীবন বাজি রেখে দ্রুতগতিতে যুদ্ধের ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানে গমন করতে পারে, শয়তান ও তার অনুসারীরাও বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সকল প্রচেষ্টা প্রয়োগকরে দ্রুতগতিতে মানবজাতিকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। যারা মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করার জন্য সোওয়ারীর ওপর আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেটে প্রচেষ্টা করে তারা পদাতিক বাহিনী ও অশ্বারোহী সেনাদলের অন্তর্ভূক্ত।[১২৯]

৪.৬.৬. হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক উৎকৃষ্ট ঘোড়ার পা কাটার বিবরণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত সুলায়মান (আ.) কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেন। এ সাম্রাজ্য পরিচালনা ও বিস্তার করতে গিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য উৎকৃষ্টমানের দ্রুত ধাবমান ঘোড়া সংগ্রহ করেন। আল-কুরআনে এ সকল ঘোড়ার জন্য (الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সা ফিনাতুন'(صَافِنَاتٌ)- 'সাফিন' (صافِن) এর বহুবচন। এর অর্থ এমন অশ্বারাজী যা তিন পায়ে ভর করে দাঁড়ায়। আর জিয়াদু (جِيَاد) জাওয়াদ (جود) এরবহুবচন। এর অর্থ দ্রুতগামী অশ্বরাজী।[১৩০]
'সাফিনাতুন' বলতে এমনসব ঘোড়া বোঝায়, যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ায়।[১৩১] আস সাফফিনাতিল যিয়াদ

---

১২৮. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৬৪)

১২৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৯৪

১৩০. মওলানা সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯৫

১৩১. আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযিল ফিত-তাফসীর ওয়াত তা'বীল*, (বৈরূত : দারুত তায়্যিবাতি লিন নাশির), খ.৪, পৃ. ৩৫৮

(الصَّافِنَاتُ) বলতে ঐ সকল অশ্বকে বুঝায়, যারা দৌড়ের জন্য প্রস্তুতকল্পে তিন পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ায় এবং চর্তুথ পায়ের কেবল খুরের উপর ভর থাকে। 'আল জিয়াদ' অর্থ দ্রুতগতি সম্পন্ন।[১৩২] এরকম অশ্বই হয়ে থাকে অভিজাত শ্রেণীর, উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভূত[১৩৩]। হযরত সুলায়মান (আ.) একদিন বিকেলে এ ঘোড়া পরিদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে যান। এ কারণে তিনি ঘোড়ার পা ও গর্দান কেটে দেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

> যখন তার সামনে অপরাহ্নে অশ্বরাজি পেশ করা হল। তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রভুর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। এ গুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল।[১৩৪]

চিত্র-২২ : উৎকৃষ্টমানের ঘোড়া

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) এক দিন যোহরের নামায শেষে তাঁর রাজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় তাঁর সামনে উৎকৃষ্টমানের ঘোড়াগুলো পেশ করা হচ্ছিলো। একে একে নয়শত ঘোড়া দেখার পর তার আসরের নামাযের কথা স্মরণ হলো, কিন্তু তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে। তিনি নামায আদায় করতে পারেননি। ভয়ে কেউ তাকে নামাযের কথা স্মরণ করে দেননি। এ ঘটনায় তিনি খুবই মর্মাহত হন।[১৩৫] হযরত সুলায়মান (আ.) তরবারী দ্বারা সে গুলোর পা ও গলা কেটে ফেলেন। আর তিনি এরূপ করেন আল্লাহর নির্দেশক্রমে। আল্লাহর যিকির সম্পর্কে উদাসীন থাকার ত্রুটি থেকে তাওবা স্বরূপ তাঁর নৈকট্য অর্জন ও সন্তুষ্টি

১৩২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত,খ.৭, পৃ.৬৪
১৩৩. পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.১০ পৃ.১৮৫
১৩৪. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (আল-কুরআন, ৩৮ : ৩১-৩৩)
১৩৫. পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.১২৭

বিধানের লক্ষ্যে তিনি এরূপ করেন।[১৩৬] হযরত সুলায়মান (আ.) এ ঘোড়াগুলো হত্যা করার পর এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর চেয়ে উত্তম ও দ্রুত বাহন প্রদান করেন। সেটি ছিল প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন বায়ু। তাঁর নির্দেশে এটি পরিচালিত হতো।[১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.) নি'আমতরাজী দিয়ে সম্মানিত করেন। এ গুলোর মাধ্যমে তাঁকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। উৎকৃষ্টমানের ঘোড়ার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

৪.৭. আল-কুরআনে মেষ (الْغَنَمِ) প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যে সকল গৃহপালিত পশুর বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে মেষ অন্যতম। মেষের জন্য الْغَنَمِ (গানাম) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল-গানাম (الْغَنَمِ) ইসমে জামিদ-এর অর্থ মেষ, ছাগল, বকরি। শব্দটি একবচন, বহুবচনে (اغَنَائِمِ)আগা নিম, (اغَنَمِ) আগ নাম।[১৩৮]

আল-কুরআনের তিনটি সূরায় মেষ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। সূরা আল-আনআম ২বার, সূরা ত্ব-হা ১ বার, সূরা আল-আম্বিয়াতে ১ বার সহ মোট চার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে মেষের বিবরণ রয়েছে, নিম্নে তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হলো :

ক্রমিক নং	কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	শাব্দিক অর্থ	সূরার নাম	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	الْغَنَمِ।	মেষ	আল-আনআম	১৪৬	বনী ইসরাঈলের জন্য গরু ও মেষের চর্বি হারাম প্রসঙ্গ
২	الْغَنَمِ।	মেষ	আত-ত্বহা	১৮	লাঠির দ্বারা মেষের খাদ্য প্রদান সম্পর্কে আল্লাহর সাথে হযরত মূসা (আ.) এর কথোপকথন
৩	الْغَنَمِ।	মেষ	আল-আম্বিয়া	৭৮	হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এর মেষের বিরোধ বিচার সম্পর্কিত ঘটনা

তালিকা- ৮: আল-কুরআনে বর্ণিত মেষের তালিকা

৪.৭.১. হযরত মূসা (আ.) এর মেষ পালন প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা মেষকে মানুষের জন্য উপকারী পশু হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল মেষ পালন করেন। হযরত মূসা (আ.) মিশর থেকে মাদয়ানে যাওয়ার পর হযরত শো'আইব (আ.) এর কন্যাদ্বয়ের সাথে সাক্ষাত হয়। তারা মেষপালকে পানি পান করানোর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি মেষপালকে পানি করান। পরবর্তীতে হযরত শো'আইব (আ.)এর কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মূসা (আ.) মাদয়ানে তাঁর শ্বশুরালয়ে মেষ লালন-পালন করেন। মাদয়ান থেকে মিশরে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি মেষপাল নিয়ে

১৩৬. আল-বাগাভী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৫৯
১৩৭. ইবনুল জাওযী, *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ.৫৭২
১৩৮. লুইস মা'লুফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আলম*, (বৈরূত : দারুল মাশারিক, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ.৫৫৭

যান। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) কে তার লাঠি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি লাঠি দ্বারা মেষপাল পরিচালনাসহ লাঠির বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> (আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন) হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে।[১৩৯]

আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে মুসা (আ.) যে জবাব দিলেন তা ছিলো লাঠি সম্পর্কে তাঁর জানা সর্বশেষ ও সর্বাধিক তথ্য। সে লাঠিতে তিনি ভর দেন, তা দিয়ে তিনি হযরত শোয়াইবের মেষপালের রাখালগিরি করতে গিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তাদেরকে খেতে দেন এবং আরো অনেক প্রয়োজনে লাঠিটা ব্যবহার করেন, যা তিনি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি এগুলোর বিশদ বিবরণ দেননি, বরং নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করেছেন। শ্বশুরালয় থেকে স্বদেশে যাওয়ার সময় তিনি মেষপালের একটা অংশ সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তাঁর প্রাপ্য ছিলো।[১৪০]

৪.৭.২. হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এর মেষ সংক্রান্ত বিচার ও ফয়সালা প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.) এর মেষ সংক্রান্ত বিচার ও ফয়সালা বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা আল-আম্বিয়াতে হযরত দাউদ (আ.) এর তাঁর পুত্র হযরত সুলায়মান (আ.) এর প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শষ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালের কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল।[১৪১]

চিত্র-২৩ : মেষ পালের দৃশ্য

---

১৩৯. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ১৮)

১৪০. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ.৭৯

১৪১. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (আল-কুরআন, ২১ : ৭৮)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তির ক্ষেতে আঙ্গুরের ছড়া মেষ নষ্ট করে দেয়। হযরত দাউদ (আ.) এর মীমাংসা করেন যে, আঙ্গুর ক্ষেতের মালিককে এই ক্ষতির বিনিময়ে মেষপাল দেওয়া হবে।[১৪২] অতঃপর মেষের মালিক শুধু কুকুরগুলো সঙ্গে নিয়ে ফিরল। পথে হযরত সুলায়মান (আ.) এর সাথে তাদের সাক্ষাত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কী মীমাংসা করা হয়েছে? তারা মীমাংসার কথা উল্লেখ করলো। তখন তিনি বলেন, যদি আমি তোমাদের মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করতাম তবে ভিন্ন ফয়সালা করতাম। হযরত দাউদ (আ.) কে এ বিষয়ে অবগত করা হলে, তিনি হযরত সুলায়মান (আ.) কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস! তুমি এই সমস্যার কি বিচার করবে? তিনি বলেন, আমার মীমাংসা হলো ক্ষেতের মালিককে মেষগুলো দেওয়া হবে এবং সে তার বাচ্চা ও দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হবে। মেষের মালিককে ক্ষেতের দায়িত্বে দেওয়া হবে, সে তাতে চারা লাগিয়ে এর তত্ত্বধান করতে থাকবে। যখন ক্ষেত পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে তখন ক্ষেতের মালিক তার ক্ষেত ফিরে পাবে এবং মেষগুলোও তার মালিককে দিয়ে দিবে।[১৪৩] হযরত দাউদ (আ.) তাঁর রায়ে খামার মালিককে একটা ক্ষতি পুরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থেকে ছিলেন। এতে শুধু ন্যায়বিচারের দাবীই পূর্ণ হয়েছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) যে রায় দিলেন, তাতে ন্যায়বিচারের সাথেসাথে গঠনমূলক ব্যবস্থাও যুক্ত ছিল। তিনি ন্যায়বিচারকে গঠন ও উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করলেন। এটা ছিলো ইতিবাচক, গঠনমূলক ও জীবন্ত রায়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিলো এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা দান করেন, এভাবে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দেন।[১৪৪]

৪.৭.৩. বনী ইসরাঈলের জন্য গরু ও মেষের চর্বি হারাম প্রসঙ্গ

বনী ইসরাঈলরা নিজেদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে হালালকে হারাম হিসেবে সাব্যস্ত করত। আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়গুলো আল-কুরআনের উল্লেখ করেন। তারা গরু ও মেষের চর্বি নিজেদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে। এ সমস্ত খাদ্যবস্তু বানী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। যেগুলোকে তাওরাত নাযিলের পূর্বে বনী ইসরাঈলারা নিজেরাই নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং মেষ ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্টে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।[১৪৫]

---

১৪২. আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ.৪৭৫
১৪৩. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩৫৫
১৪৪. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৩, প.১৭৪
১৪৫. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (আল-কুরআন, ৬ : ১৪৬)

চিত্র-২৪ : চর্বিযুক্ত মেষের গোশত

আলোচ্য আয়াতে পশুর নিতম্বে ও অস্থিতে স্থূল আকারে যে তৈলাক্ত বস্তু থাকে তা বুঝানো হয়েছে।[১৪৬] ইয়াহুদীরা বলত যে, আল্লাহ তা'আলা গরু ও মেষের চর্বি নিষিদ্ধ করেছেন। অবশ্য পিঠের চর্বি এবং নাড়িভুড়িতে ও হাড়ে মিশ্রিত চর্বি হারাম ছিল না। তাদের উপর এই কড়াকড়ির কারণ ছিল এই যে, তারা আল্লাহর আইন লংঘন করত। তারা বলে, তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আ.) নিজেই নিজের উপর এগুলোকে নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তারা তাঁ অনুকরণে সেই জিনিসগুলোই নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। মূলতঃ এগুলো ইয়াকুব (আ.) এর জন্য হালাল ছিল। কিন্তু তাদের খোদা দ্রোহিতার জন্য হারাম করা হয়েছে। এভাবে এই পবিত্র জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।[১৪৭]

৪.৭.৪. হযরত শোয়াইব (আ.) এর কন্যাদ্বয়ের পশু পালন প্রসঙ্গ

প্রাচীনকাল থেকেই মানবজাতি পশু-পাখিকে অবলম্বন করে জীবনধারণ করে আসছে। বিভিন্ন নবী-রাসূলগণও পশু চড়াতেন। হযরত শোয়াইব (আ.) বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার কন্যাদ্বয় পশু চড়ান। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন।[১৪৮]

---

১৪৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত,খ.৩, পৃ.৩৫৪

১৪৭. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৬, প.৩৪৬

১৪৮. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا
نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ

চিত্র-২৫ : পশু পালনের দৃশ্য

হযরত মূসা (আ.) যখন মাদয়ানের এক কূপের পাশে পৌছালেন, যেখানে রাখালরা তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছিল। আর এক পাশে দুইজন মহিলা তাদের ছাগলগুলোকে পৃথক করে রেখে ছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদের পশুগুলোকে পানি পান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন? তারা বললেন, তাদের পিতা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অক্ষম। ঐ রাখালরা তাদের জন্তুদের পানি পান করানো শেষ না করলে তারা তাদের পশুদের পানি পান করাতে পারেন না। তখন মূসা (আ.) তাদের পশুগুলোকে পানি পান করান।[১৪৯]

৪.৮. আল-কুরআনে গাধা (الْحِمَارِ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য যে সকল পশু সৃষ্টি করেছেন তার মাঝে গাধা অন্যতম। আল-কুরআনের বিভিন্নস্থানে গাধার বোঝা বহন ও শোভা বর্ধন, মৃত গাধা জীবিত করণ, গাধার কণ্ঠস্বর, বনী ইসরাঈলদের গাধার বোঝা বহনের তুলনা ও সিংহের ভয়ে গাধার পলায়নের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে গাধা বোঝানোর জন্য আল-হিমার (حِمَار) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি (ر +م +ح) মাদ্দাহ হতে নির্গত। আল-হিমার একবচন (حِمَار), বহুবচনে (حُمُرٌ) হুমুর, অর্থ গর্দভ, গাধা।[১৫০]

হিমার (حِمَار) শব্দটি কুরআনুল কারীমে দুটি রূপে ছয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৫১] গাধার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, গাধা বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, গাধার উপর আরোহন করে কঠিন পথও

إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (আল-কুরআন, ২৮ : ২২-২৪)

১৪৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত. খ. ৬, পৃ.২২৬

১৫০. ড. ইবরাহীম মাদকূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

১৫১. وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ (আল-কুরআন ,২ : ২৫৯)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (আল-কুরআন, ১৬ : ৮)

অতিক্রম করা যায়। এই পশুর রোগ-ব্যাধিও কম হয়। গাধা দামে সস্তা এবং সবচেয়ে পরিশ্রমী প্রাণী। এমন কোন প্রাণী নাই যে, তার স্বজাতি ব্যতীত অন্য কারো সাথে সঙ্গম করে।[১৫২] আল-কুরআনে গাধার মাধ্যমে বিভিন্ন উপমা প্রদান করা হয়েছে। মৃত গাধাকে জীবিত করার মাধ্যমে কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে গাধা প্রসঙ্গ এসেছে তার একটি তালিকা নিম্নরূপ :

তালিকা- ৯ : আল-কুরআনে বর্ণিত গাধার তালিকা

ক্রমিক নং	কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	শাব্দিক অর্থ	সূরার নাম	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	حِمَارِكَ	গাধা	বাকারা	২৫৯	মৃত গাধা জীবিত করণ প্রসঙ্গ
২	الْحَمِيرَ	গাধা	নাহল	৮	গাধা আরোহন ও শোভার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে
৩	الْحَمِيرِ	গাধা	লুকমান	১৯	গাধার কর্কশ কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গ
৪	الْحِمَارِ	গাধা	আম্বিয়া	৫	তাওরাতের অনুসারীদের গাধার সাথে তুলনা
৫	حُمُرٌ	গাধা	মুদ্দাস্‌সির	৫০	সিংহের ভয়ে গাধার পলায়ন প্রসঙ্গ

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (আল-কুরআন, ৩১ : ১৯)

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (আল-কুরআন, ৬২ : ৫)

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ (আল-কুরআন, ৭৪ : ৫০)

১৫২. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, *হায়াতুল হায়াওয়ান*,(অনুবাদ-মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান), (ঢাকা : সোলায়মানিয়া বুক হাউস)
গাধার পরিচয়ে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, গাধা স্বাভাবিকভাবে (Equidae) গোত্রের (Peissodactyla) বর্গের সদস্য। এরা এখন সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে গৃহপালিত এবং এদেরকে প্রধানত ভারবাহী প্রাণী হিসেবে পালন করা হয়। এরা কঠোর পরিশ্রমী। তবে ঠাণ্ডা পারিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার দরুন উষ্ণ আবাহাওয়ায় এরা ভাল থাকে। এশিয়ার বন্য গাধা (Equas hemionus,) অনেকগুলো সাধারণ নামে পরিচিত। ব্যাপক বিস্তৃত কারণে এ প্রজাতিকে এখন কয়েকটি জাত(race) অথবা উপজাতে ভাগ করা হয়েচে। মঙ্গোলিয়ার মধ্য এলাকায় এটি কুলান (kulan-E.h. hemionus), ইরান ও ভারতে ওনগার (E.h. Onager)। এতএব, যখন থেকে মানুষ উল্লেখিত প্রাণীদেরকে যানবাহনের কাজে নিয়োজিত করেছে তখন থেকেই এদেরকে মডেল করে মানুষ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছু যান্ত্রিক যান বিশেষ চিন্তার মাধ্যমে তৈরী করেছে। যেমন স্থলযান, জলযান ও আকাশসান। এগুলো এখন আধুনিক যুগের যানবাহন। বর্তমানে মহাকাশ ভ্রমণের যুগে শুধুমাত্র পৃথিবীতে কেন মহাশূন্যেও আরামদায়ক ও দ্রুত ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষ প্রযুক্তি জ্ঞানের বদৌলতে আরো অধিকতর উন্নতি সাধন করবে। অবশ্য এসব উন্নতির কথা এখন আমরা জানি না। যিনি জানেন তিনি মহাজ্ঞানী সর্বোত্তম আল্লাহপাক।
-মুহাম্মদ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৪.৮.১. গাধার বোঝা বহন প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা গাধাকে মানুষের উপকারী প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে গাধা ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে গাধা বোঝা বহন ও পরিবহনের কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে গাধার বোঝা বহন প্রসঙ্গটি আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।[১৫৩]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের খাদ্য, সৌন্দর্য চর্চা ও পরিবহনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পশু সৃষ্টি করেছেন। বিশেষত গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরকে পরিবহনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সকল পশু সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নতুন নতুন জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছেন। এ সকল পশুর দ্বারা মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে সম্ভাব্য নতুন প্রয়োগের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে এবং পরিবহন, আরোহন ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হবে। সমকালিন পরিবেশ ও রীতি প্রথার বাইরে চিন্তাভাবনার পথ ইসলাম রুদ্ধ করতে চায় না। বস্তুত প্রত্যেক যুগের প্রচলিত রীতি প্রথার বাইরেও কিছু রীতি প্রথা থাকতে পারে।

চিত্র-২৬ : গাধার বোঝা বহনের দৃশ্য

ইসলাম হচ্ছে এমন একটি উন্মুক্ত ও উদার আদর্শের নাম, যা সকল শক্তিকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা রাখে এবং জীবনের সকল অবস্থায় সচল থাকে। এ জন্য কুরআন মানুষের মস্তিষ্ককে এমন যাবতীয় জিনিস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত রাখে, যা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রতিভা ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ভবিষ্যতে উদ্ভাবন করবে। এগুলোকে সে উদার ধর্মীয় আবেগ উদ্দীপনা নিয়েই গ্রহণ করবে। যা প্রাকৃতিক জগতের নিত্য নতুন বিস্ময়কর

---

১৫৩. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৮)

সৃষ্টিকে, বিজ্ঞানের নিত্য নতুন উদ্ভাবনাকে, জীবনের সকল নব উদ্ঘাটিত রহস্যকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

পরিবহন, যাতায়াত ও ভ্রমনের এমন বহু নতুন বাহন এ যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে, যার কথা সে কালের লোকেরা জানতই না। আবার ভবিষ্যতেও এমন বহু নতুন উপকরণ উদ্ভাবিত হবে, যা একালের লোকের অজানা। এর দ্বারা মন মস্তিষ্ককে সব ধরণের হটকারিতা ও গোঁড়ামী ঝেরে ফেলে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত করে।[১৫৪]

৪.৮.২. গাধার বোঝা বহনের সাথে ইহুদীদের তুলনা প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিভিন্ন পশুর বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানুষের আচার আচারণের উপমা পেশ করেন। গাধা তার পিঠে বহুমূল্যবান গ্রন্থ বহন করলেও তা থেকে কোন উপকার গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে ইহুদীরা তাওরাত প্রাপ্ত হয়েও তা থেকে উপকার গ্রহণ করতে পরেনি। তাওরাতের দায়িত্বভার অবজ্ঞাকারীদেরকে গর্দভের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

> যাদেরকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।[১৫৫]

চিত্র-২৭ : গাধার গ্রন্থসামগ্রী বহনের দৃশ্য

---

১৫৪. সায়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৭২

১৫৫. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (আল-কুরআন, ৬২ : ৫)

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে গাধার বোঝা বহনের সাথে তুলনা করছেন। গাধা শুধুই বৃহৎ বৃহৎ কিতাবের বোঝা বহন করে, তার মধ্যস্থ জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও তার লাভ হয় না। এখানে আমলবিহীন ইয়াহুদীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন গাধা, তার যে কিতাবগুলো বোঝাই করা আছে তাতে কি লেখা আছে অথবা তার উপর যা বোঝাই করা হয়েছে তা কিতাব, না ঘাস-ভুসি তা জনে না। অনুরূপ এই ইয়াহুদীরাও; তাদের কাছে তাওরাত আছে। তা পড়া ও মুখস্থ করার দাবীও করে, কিন্তু তারা তা বোঝে না, আর না তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে না। বরং তার অপব্যাখ্যা এবং তাতে হেরফের, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এরা গাধার থেকেও বেশি নিকৃষ্ট। কারণ, গাধা জন্মগতভাবেই বিবেক ও বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়, আর এদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বিদ্যমান, কিন্তু এরা তার সঠিক ব্যবহার করে না। এই জন্য পরে বলা হয়েছে যে, এদের দৃষ্টান্ত বড়ই নিকৃষ্ট। কারণ, গাধা জন্মগতভাবেই বিবেক ও বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়, আর এদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বিদ্যমান, কিন্তু এরা তার সঠিক ব্যবহার করে না।[১৫৬]

৪.৮.৩. আল্লাহর নির্দেশে মৃত গাধাকে জীবিতকরণ প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে পশু-পাখির মাধ্যমে তাঁর অসীম শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক গাধাকে একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখার পর জীবিত করে পুনরুত্থানের ক্ষমতা প্রকাশ করেন। এ ঘটনাটি বায়তুল মাকদাসের সংলগ্ন এলাকায় সংঘঠিত হয়েছিল। এ ঘটনাটি হযরত উযাইর (আ.) প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[১৫৭] এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাঁকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাঁকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? তিনি বলেন, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়র দিকে-সেগুলো পঁচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন বলে উঠল-আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।[১৫৮]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের বিভিন্নস্থানে মৃতকে জীবিত করণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি মৃত গাধা জীবিত করে পুনরুত্থান নিয়ে সংশয়ের জবাব দেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, বখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন জনপদে তার হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাবার পর সেই এলাকাটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ঐ এলাকা দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রমকালে দুঃখ করেন এবং বলছিলেন ধ্বংসস্তুপে পরিণত এই জনপদটিকে

---

১৫৬. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮৪

১৫৭. আত-তাবারী, প্রাগুক্ত , খ.৫, পৃ. ৪৪৩,

১৫৮. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ.... وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ২ : ২৫৯)

কি আর কখনও পূর্বের ন্যায় আবাদ করা সম্ভব?[১৫৯] অতঃপর তিনি তাঁর গাধাটিকে একটি নতুন রশি দ্বারা বেধে একস্থানে শুয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলা তার উপর নিদ্রা চাপিয়ে দেন। তিনি সেখানে একশত বছর শুয়ে রইলেন। এই সময় তাঁর গাধাটিও মরে গেল। কিন্তু তার সাথে নেওয়া আঙ্গুরের রস ও আনারগুলো যেমন ছিল তেমনই তরতাজা রয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পঁচন বা দুর্গন্ধ কিছুই হলো না। এই রাস্তায় চলাচলকারী সকল লোক ও অন্যান্য প্রাণীর চোখে পর্দা লাগায়ে দেয়া হয়। সুতরাং এই একশত বছর তাঁকে কেউ দেখতে পেলনা। পশুপাখি ও হিংস্র জন্তুদেরকে সেই গাধার গোশত ভক্ষণ হতে বিরত রাখা হলো। ঘুম থেকে উঠে লোকটি সর্ব প্রথম তাঁর গাধার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন গাধাটি পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং হাড়-গোড়ের উপর সাদা আবরণ পড়ে গেছে।

অতঃপর আসমান থেকে একটি আওয়াজ আসল যে, হে ফোকলা হাড়গোড়! আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন যে, একস্থানে একত্রিত হয়ে যাও। সুতরাং হাড়গুলো একত্রিত হয়ে গেল। দ্বিতীয় আওয়াজে সেই হাড়গুলোর উপর গোশত ও চামড়া লেগে গেল। তৃতীয় আওয়াজে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হল এবং গাধাটি জীবিত হয়ে দাড়িয়ে আওয়াজ করতে লাগল।[১৬০]

ঘটনার এই বিভিন্নতাকে মানুষের চোখের সামনে তুলা ধরা হয়েছে, যাতে তারা এ বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর কুদরতের সামনে নুয়ে পড়ে, গভীরভাবে তারা যেন অনুভব করে যে আল্লাহ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতার মালিক। যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। তাঁর কাজকে ঠেকানোর ক্ষমতা কারোও নেই। তাঁর কাজের জন্যে বস্তুগত গতানুগতিক পদ্ধতির অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। এখানে এ ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে, যাতে করে মানুষ মৃত্যুর পর আবার হায়াত লাভ করার বাস্তবতা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়।[১৬১]

৪.৮.৪. গাধার কর্কশ কণ্ঠস্বর

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিভিন্ন পশুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এ মহা গ্রন্থে গাধার কর্কশ কণ্ঠস্বর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেন এবং গাধার ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

> (হযরত লোকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে নির্দেশ দিচ্ছেন) তুমি চলাফেরা করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু; আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[১৬২]

গাধার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হলো, গাধার উপর আরোহণ করে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা যায় না; আবার গাধার আওয়াজও খুবই অপছন্দনীয়। যে গাধা ঢোক গিলার সময় দশটি আওয়াজ করে তাকে তা'শীরে হিমার বলে। "তা'শীরে হিমার" দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন আওয়াজ যা গাধা ঢোক গিলে বের করে।

---

১৫৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ১৯৯৯, খ.১, পৃ.৬৮৮
১৬০. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, *হায়াতুল হায়াওয়ান*, *প্রাগুক্ত*
১৬১. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৯, ৩৪০
১৬২. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (সূরা লোকমান, ৩১ : ১৯)

চিত্র-২৮ : উচ্চস্বরে আওয়াজরত গাধা

আরবগণ এই উদাহারণটি তখনই দিয়ে থাকেন যখন কেউ বিপদের ভয়ে গাধার মতো চিৎকার দিয়ে থাকে। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে বিভিন্ন কুপ্রথা ছিল। যে শহরে কলেরা মহামারীর প্রকোপ হতো সেই শহরে প্রবেশের পূর্বেই গাধার মতো ১০টি হিঁচো হিঁচো আওয়াজ করত। কেননা তাদের আকীদা ছিল যে, এইরূপ করলে তারা মহামারী হতে রক্ষা পবে। আরবের মধ্যে নিয়ম হলো, যখন কারো নিন্দাবাদ অথবা বদনাম করা উদ্দেশ্য হয় তখন তাকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়।

পাক-ভারত উপমহাদেশেও এই নিয়ম চালু আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে গাধার বাচ্চা বলে। আর যখন কারো বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশের উদ্দেশ্য হয় তখন বলা হয় যে, লোকটি নিরেট গাধা।[১৬৩] বিকট ও চীৎকার করে কথা বলা ইত্যাদি হাস্যকর বাক্য ভংগীকে রূপকভাবে গাধার অপ্রীতিকর স্বরের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। [১৬৪]

সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত স্বর হল গাধার স্বর, আল্লাহর কাছে তা ঘৃণিত। যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলবে তার স্বর গাধার সমতুল্য হবে। গাধার স্বরের সাথে তুলনা করা দ্বারা বুঝা যায় অকারণে অধিক উচ্চস্বরে কথা বলা, হারাম ও অতিশয় ঘৃণিত।[১৬৫] হাদীসে গাধার কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

> তোমরা যখন মোরগের শব্দ শুনতে পাও তখন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর; আর যখন গাধার ডাক শুনতে পাও তখন শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ সে শয়তান দেখেছে।[১৬৬]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কথা বলার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি গাধার ন্যায় উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে নিরুৎসাহিত করেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কথা বলার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি গাধার ন্যায় উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে নিরুৎসাহিত করেন।

---

১৬৩. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪২
১৬৪. কুতুব শহীদ, খ.১৬, পৃ.৩৮
১৬৫. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ১৯৯৯, খ.৬, পৃ.৩৩৯
১৬৬. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আয যিকির, পরিচ্ছেদ : আদ দু'আ ওয়াত তাওবাহু, খ.৮, পৃ.৮৫, হা ৭০৯৬

৪.৯. আল-কুরআনে খচ্চর (الْبِغَالَ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা মানুষের শোভাবর্ধণ, বোঝাবহন ও পরিবহনের জন্য খচ্চর সৃষ্টি করেছেন। আল-কুরআনে মানুষের কল্যাণে খচ্চরের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আল-কুরআনে খচ্চরের জন্য الْبِغَالَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের একটি স্থানে খচ্চর (الْبِغَالَ) বর্ণনা করা হয়েছে।[১৬৭] الْبِغَالَ শব্দটি বহুবচন, একবচন (بغل)বাগালু; (الْبِغَالَ) খচ্চর হলো গাধা ও ঘোড়ার মিলনে জন্ম লাভ করা প্রাণী ।[১৬৮]

খচ্চর অত্যন্ত মসৃণ জন্তু, যার উপর আরোহণ করা হয়। খচ্চরের উপর চড়ে আরামদায়ক ভ্রমণ মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রচলিত প্রথা। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে এটা খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় যে, পুরুষ গদর্ভ (E.asinus) এবং স্ত্রী ঘোড়ার (E. caballus) যৌন মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট শংকর (Hybrid) খচ্চর নামে পরিচিত। স্ত্রী গদর্ভ ও পুরুষ ঘোড়ার ম্যামে যে শংকর হয় তাকে সাধারণত বলা হয় হিনি (Hinny)। স্বাভাবিক নিয়মে কখনো শংকর সৃষ্টি হয় না। আর খচ্চর ও হিনি সাধারণত বন্ধ্যা হয়ে থাকে।[১৬৯]

৪.৯.১. খচ্চরের বোঝা বহন

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে খচ্চর এক প্রকার সৃষ্টি। এ পশু তিনি মানুষের আরোহণ, সৌন্দর্য বর্ধনসহ নানা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন।[১৭০]এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

> তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।[১৭১]

চিত্র-২৯ : খচ্চরের বোঝা বহনের দৃশ্য

আল-কুরআনে বোঝা বহন করতে পারে এমন প্রাণীর তালিকায় খচ্চরও রয়েছে। খচ্চর শান্ত, পরিশ্রমী এবং অনুগত প্রাণী। খচ্চরের মাঝে ঘোড়া ও গাধা উভয়ের ভালো গুণগুলো রয়েছে। ফলে এই প্রাণীটি বোঝা বহন করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে।

---

১৬৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৮
১৬৮. রাগীব আল ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪
১৬৯. মুহাম্মদ আবূ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
১৭০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৫৫৮
১৭১. আল-কুরআন, ১৬ : ৮

৪.১০. আল-কুরআনে ভেড়ী (نَعْجَةٌ) প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে নবীদের সাথে সম্পৃক্ত পশুদের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) কে বিশাল সম্রাজ্য দান করেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। কুরআনুল মাজীদে হযরত দাউদ (আ.) এর ভেড়ী সংক্রান্ত মিমাংসা গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। কুরআন মাজীদে এই প্রাণীর জন্য না'জাহ (نَعْجَةٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। না'জাহ (نَعْجَةٌ) শব্দ বিশেষ্য, একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন, নিআজ অর্থ ভেড়ী, দুম্বী।[১৭২]

চিত্র-৩০ : ভেড়ীর পালের দৃশ

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) কে বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। আল-কুরআনে দুই ভায়ের মাঝে ভেরী সংক্রান্ত বিচার উপস্থাপান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> আপনার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদত খানায় প্রবেশ করেছিল। যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করলো, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা বললো, ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই ভেড়ীর মালিক আর আমি মালিক একটি ভেড়ীর। এরপরও সে বলে, এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বল প্রয়োগ করে। দাউদ বললো, সে তোমার ভেড়ীকে নিজের ভেড়ীগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদ (আ.) এর খেয়াল হলো যে, আমি তাঁকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব করো

১৭২. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২৪

> এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।[১৭৩]

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) হিকমত দান করেন। তিনি প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিভিন্ন বিচার ফয়সাসালা করেন। ভেড়ী সংক্রান্ত বিচারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরীক্ষা করেন। তিনি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জালিমকে সম্বেধন না করে মজলুমকে সম্বোধন করেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সর্তক হয়ে গেলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[১৭৪]

৪.১১. আল-কুরআনে শূকর (الْخِنزِيرِ) প্রসঙ্গ

আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শূকর প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এ মহাগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম নিষিদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বিধানের অবাধ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু মানুষকে শূকরে রুপান্তরের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। শূকর বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদে الْخِنزِيرِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। খিনযীর (الْخِنزِيرِ)(الْخِنزِيرِ)শব্দটি একবচন, বহুবচনে খানাযীর (خنازير) এর অর্থ শূকর।[১৭৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা যবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালঙ্ঘন কারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৭৬]

নিম্নে এতদ্‌সম্পর্কিত একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

---

১৭৩. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (আল-কুরআন, ৩৮ : ২১-২৫)

১৭৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৮৯

১৭৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১৭৬. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন, ২ : ১৭৩)

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে শূকর প্রসঙ্গ এসে

ক্রমিক নং	আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	لَحْمَ الْخِنْزِيرِ	শূকরের গোশত	বাকারা	১৭৩	শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম
২	وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ	শূকরের গোশত	মায়িদা	৩	শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম
৩	الْخَنَازِيرَ	শূকর	মায়িদা	৬০	আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে শূকরে রুপান্তর
৪	لَحْمَ خِنْزِيرٍ	শূকরের গোশত	আল-আনআম	১৪৫	শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম
৫	لَحْمَ خِنْزِيرٍ	শূকরের গোশত	আন নাহাল	১১৫	শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম

তালিকা- ১০ : আল-কুরআনে বর্ণিত শূকরের তালিকা

চিত্র-৩১ : সাদা শূকরের পালের দৃশ্য

চিত্র-৩২ : কালো শূকরের পালের দৃশ্য

৪.১১.১. আল-কুরআনে শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে যে সকল পশুর গোশত হারাম করা হয়েছে তার মধ্যে শূকর অন্যতম। আল-কুরআনের চারটি স্থানে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।[১৭৭] শূকরের গোশতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বর্তমানে বিজ্ঞানও শূকরের গোশতে ক্ষতিকারক পরজীবির অস্তিত্ত পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা যবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালঙ্ঘন কারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৭৮]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবে শূকরের গোশত নিষিদ্ধ বা হারাম করেন। শুকরের চুল বা পশম ব্যবহার করা ও উপকার লাভ করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন।[১৭৯] শূকরের গোশত সর্বাবস্থায়ই হারাম। তা যবাই করা হোক বা স্বভাবিক বা অস্বাভাবিকাবে মারা যাক, যে কোন

---

১৭৭. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ (আল-কুরআন, ২ : ১৭৩)
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (আল-কুরআন, ৫ : ৩)
قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন, ৬ : ১৪৫)
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন, ১৬ : ১১৫)

১৭৮. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন, ২ : ১৭৩)

১৭৯. আল জাসসাস, আবূ বকর আলী আহমদ বিন আলী, *আহকামুল কুরআন*, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী,) খ. ১ পৃ. ২৭৫

অবস্থায়ই তা অবৈধ। শূকরের চর্বি ও গোশতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাতে গোশতের অধিক্যের কারণে কিংবা নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণ লাভের কারণে তা অবৈধ হওয়াটা কিয়াসের দাবি।[১৮০]

শূকরের গোশত হারাম প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, শূকরের গোশতে Trichiniasis নামক এক প্রকার পরজীবী সংক্রামণ বাহিত হয়। এই পরজীবীর নাম Trichinella spiralis যা মানব দেহে বসবাসকারী সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির গোল কৃমি। কাঁচা অথবা অল্পসিদ্ধ করে রান্না করা শূকরের গোশতে দলবদ্ধভাবে এ কৃমির শুককীট জীবিত রয়ে যায়, যা হতে মানুষ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই শুককীট দেহের বৃহদান্ত্রে বৃদ্ধি লাভ ও বংশ বিস্তার ঘটায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন শুককীটের জন্ম দেয়, যা শরীরের প্রবাহমান রক্ত দ্বারা মাংসপেশী ও দেহকোষে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে তারা দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ ও অন্যান্য জটিলতা সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক এই রোগে আক্রান্ত। কোন উপসর্গ না থাকায় এদের অধিকাংশই অনাবিষ্কৃত রয়ে যায়। দেহের ভেতর মাংসপেশী ও কোষকলায় একবার Trichinae প্রবেশ করতে পারলে তা দূর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। জটিল পর্যায়ে হৃদযন্ত্র বা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মারা যায়। বস্তুত কৃমির হৃদপিণ্ড ও ঝিল্লি কোষে আক্রমণ করে মায়োকার্ডিয়া হৃদরোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাতে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।[১৮১]

সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি মাত্রই তা শূকরের গোশত ঘৃণা করে। কেননা তা নাপাক। শূকরের গোশতের প্রতি সুস্থ রূচিসম্পন্ন কোন মানুষ আকর্ষণ বোধ করতে পারে বোধ করতে পারে বলে কল্পনাও করা যায় না। কেননা শূকরের অতি লোভনীয় খাদ্য হয় সব রকমের পায়খানা ও ময়লা-আর্বজনা। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তা খাওয়া বিশেষ করে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে খুবই ক্ষতিকর। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, শূকরের গোশত আহার করা হলে দেহে এমন এক প্রকারের পোকার সৃষ্টি হয়, যা স্বাস্থ্যকে কুরে কুরে খায়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে শুকরের গোশত সব সময় আহার করলে মানব চরিত্রে নির্লজ্জতা জাগে, আত্মমর্যাদা বোধ শেষ হয়ে যায়।[১৮২]

৪.১১.২. অবাধ্য বনী ইসরাঈলদের শূকরে রূপান্তর প্রসঙ্গ

বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বিভিন্ন আযাব ও গযব নাযিল করেন। শনিবারে মৎস শিকারের বিধান লঙ্ঘন করায় তাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তর করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

> (হে রাসূল (সা.)) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই নিকৃষ্টস্থানের অধিকারী এবং সরল পথ হতে অধিকতর বিপথগামী।[১৮৩]

---

১৮০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৪৮১

১৮১. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০-৮১।

১৮২. আল-কারযাভী, আল্লামা ইউসূফ, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, (অনূদিত- মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম),(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.), পৃ.৬৮

১৮৩. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ (আল-কুরআন, ৫ : ৬০)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে,

> আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শূকর ও বানর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এইগুলো কি ইয়াহুদীদের কোন বংশধর? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, না, আল্লাহ যদি কোন জাতির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন তবে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। আসলে শূকর ও বানর আল্লাহর সৃষ্ট জীব। তাদের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করেন। উল্লেখ্য, তারা বানরে পরিণত হওয়ার তিনদিন পর মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের যুবকেরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানরেরা একে অপরকে চিনতো এবং তাদের কাছে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।[১৮৪]

ইহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক শনিবারের মৎস শিকারের বিধান লঙ্ঘন করে। ফলে আল্লাহ তাদের চেহারা শুকর ও বানরে রূপান্তর করে দেন। আল-কুরআনে এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে ইহুদী জাতির উপর আল্লাহর গজবের চিত্র ফুটে উঠেছে। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারীদের সাবধান করা হয়েছে।

৪.১২. আল-কুরআনে কুকুর (الْكَلْبِ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে প্রভূভক্ত প্রাণী কুকুর প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। কুকুরের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আল-কুরআনে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। আল-কুরআনে কুকুর শব্দটি (الْكَلْبِ) পাঁচ স্থানে এসেছে।[১৮৫] কুকুরের জিহ্বা বের হওয়ার সাথে বনী-ইসরাঈলের আলেমের তুলনা, আসহাবে কাহাফের পাহাড়ায় নিয়োজিত কুকুর ও প্রশিক্ষিত কুকুরের শিকার প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের বিভিন্নস্থানে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে এতদ্‌সম্পর্কিত একটি আলোচনা উপস্থান করা হলো।

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে কুকুর প্রসঙ্গ এসেছে তার একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

তালিকা- ১৩ : আল-কুরআনে বর্ণিত কুকুরের তালিকা

ক্রমিক নং	আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	الْكَلْبِ	কুকুর	আল-আ'রাফ	১৭৬	কুকুরের জিহ্বা বের হওয়ার সাথে বনী-ইসরাঈলের আলেমের তুলনা
২	كَلْبُ	কুকুর	আল-কাহাফ	১৮	আসহাবে কাহাফ এর পাহাড়ায় নিয়োজিত কুকুর

১৮৪. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.১৪৩

১৮৫. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন, ০৭ : ১৭৬)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ (আল-কুরআন, ১৮ : ২৬)

وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ (আল-কুরআন, ১৮ : ২৬)

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (আল-কুরআন, ১৮ : ২৬)

৩	كَلْبُ	কুকুর	আল-কাহাফ	২২	আসহাবে কাহাফের সদস্য সংখ্যা
৪	كَلْبُ	কুকুর	আল-কাহাফ	২২	আসহাবে কাহাফের সদস্য সংখ্যা
৫	كَلْبُ	কুকুর	আল-কাহাফ	২২	আসহাবে কাহাফের সদস্য সংখ্যা
৬	مُكَلِّبِينَ	শিকারী কুকুর অন্যান্য প্রাণীর প্রশিক্ষক	আল-মায়িদা	৪	কুকুরসহ যে সকল প্রাণীকে শিকারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের শিকারকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার বিধান

৪.১২.১. কুকুরের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে বনী-ইসরাঈলের আলেমের তুলনা প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কুকুরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উপমা পেশ করেছেন। এ মহা গ্রন্থে কুকুরের জিহ্বা বের করে হাপানোর সাথে বনী-ইসরাঈলের বালআম ইবনে বাউরার নামক লোভী আলেমের তুলনা করেছেন। প্রত্যেক প্রাণী খুব সহজেই নাক ও গলার মাধ্যমে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু কুকুর একমাত্র প্রাণী, যে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য জিহবা বের করে থাকে। যার উপর বোঝা চাপালেও সে হাঁপায়, না চাপালেও হাঁপায়।

হযরত মূসা (আ.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কারণে আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য বনী-ইসরাঈলের সেই আলেমের কুকুরের ন্যায় জিহবা বের করে দেন, যার ফলশ্রুতিতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস কুকুরের মতো হয়ে যায়। সে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল এবং ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হলে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। এ লোকটি উপদেশ ও ঈমানের প্রতি দাওয়াত দ্বারা উপকৃত হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> অবশ্যই আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শন সমূহের বদৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মতো, যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হলো সে সব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শন সমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে।[১৮৬]

১৮৬. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন, ০৭ : ১৭৬)

চিত্র-৩৩ : কুকুরের জিহ্বা বের হওয়া দৃশ্য

লাহিসা (لهث) বলা হয় ক্লান্তি ও পিপাসার কারণে জিহ্বা বের হয়ে আসা। কিন্তু কুকুরের অভ্যাস এই যে, তাকে ধমক দেওয়া হোক, তাড়িয়ে দেওয়া হোক অথবা তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হোক, সকল অবস্থাতেই সে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। অনুরূপ তার পেট পূর্ণ থাক বা খালি, সুস্থ থাক বা অসুস্থ, ক্লান্ত থাক বা তাজা, সব সময় সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকবে। অনুরূপ অবস্থা ঐ ব্যক্তির, তাকে উপদেশ দাও বা না দাও, তার অবস্থা একই থাকবে এবং পৃথিবীর সুখ-সম্পদের জন্য সে লালায়িত থাকবে।[১৮৭]

কুরআন মাজীদে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত বনী ইসরাঈলের এক কিতাবের অধিকারী আলেম বালআম ইবনে বাউরার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যার আসমানী কিতাবের জ্ঞান ছিল। কিন্তু সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুকে পড়ে। প্রবৃত্তির লালসার মুকাবিলা করার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে এক অধঃপতন থেকে আরেক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয়, যারা তার ফাঁদে পা দিয়ে বুদ্ধি বিবেক সব কিছু হারিয়ে ছিল।[১৮৮]

অন্যান্য পশু হাঁপায় কেবল তখনই যখন তাদের পিঠে বোঝা চাপানো হয় অথবা তাদের হামলা চালানো হয়। কিন্তু কুকুর ব্যতিক্রম। তার শ্বাস গ্রহণের জন্য সর্বাবস্থায়ই হাপানো দরকার হয়। বালআম ইবনে বাউরার অপকর্মের কারণে তার জিহ্বা কুকুরের মত বের হয়ে যায়। তাই তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা তার জৈবিক লালসার উপমা। যখন কুকুরের দিকে কোনও জিনিস ছুঁড়ে মারা হয়, তা যদি তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যও হয়, তবুও সে জিহ্বা বের করে এই লোভে ছুটে যায়। সেভাবে সেটা কোন

---

১৮৭. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২

১৮৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.১১৯

খাদ্যবস্তুও হতে পারে। এই ভাবেই যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি লালায়িত, সে সব কিছু দিয়েই পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে এবং তার জন্য সর্বাবস্থায় হাঁপাতে থাকে।[১৮৯]

৪.১২.২. আসহাবে কাহাফের পাহাড়ায় নিয়োজিত কুকুরের ভূমিকা প্রসঙ্গ

ইসলামে সম্পদ পাহারা ও শিকারের জন্য কুকুর পালন বৈধ করা হয়েছে। আল-কুরআনের সূরা আল-কাহাফ-এ গুহাবাসীর বর্ণনা এসেছে। তাদের সাথে একটি কুকুর ছিলো। তারা একটি গুহায় আশ্রয়নেয়। কুকুরটি গুহার মুখে অবস্থান করে তাদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল। আসহাবে কাহাফের সাথে যে কুকুরটি ছিল তার সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কারো মতে, কুকুরটি ছিল শিকারী কুকুর। আবার কেউ কেউ বলেন কুকুরটি ছিল বাদশার এক বাবুর্চির। যে যুবকদের মতাদর্শে বিশ্বসী হয়ে তাদের সঙ্গী হয়েছিল।

হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেন যে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দুম্বার নাম ছিলো জরীর, হযরত সুলায়মান (আ.) এর হুদহুদ এর নাম ছিল উনফুয, আসহাবে কাহাফ এর কুকুরের নাম ছিলো ক্বিতমীর এবং বনী ইসরাঈল যেই বাছুরটির পূজা করেছিল তার নাম ছিলো ইয়াহ্‌সূত। যে সকল কুকুর পাহাড়া দেয়, তাদের অভ্যাস হলো দরজার পাশে বসে থাকা।[১৯০] গুহাবাসী ও তাদের কুকুর প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা বলছিল: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম জানবার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছি। তারা ছিলো কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন উঠে দাড়ালো এবং বললোঃ "আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মা'বুদকে আহবান করবো না; যদি করে বসি তা অতিশয় গর্হিত হবে। আমাদেরই এই স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক মা'বুদ গ্রহণ করেছে, তারা এইসব মা'বুদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হতে ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন।
>
> তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সে-ই সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উকি দিয়ে তাদের দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্থ হয়ে

---

১৮৯. তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৪৭৩

১৯০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.১৪৪

পড়তে। এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

তাদের একজন বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করছো? কেউ কেউ বললো, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ; কেউ কেউ বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করছো, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন; এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম, তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্যে; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করবে অথবা ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। এবং এইভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল। তখন অনেকে বললো : তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর; তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন, তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললো : আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো।

অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বললো, তারা ছিলো তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর; এবং কেউ কেউ বললো, তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর; আর কেউ কেউ বলে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর; বলো, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং তাদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না। কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না আমি ওটা আগামীকাল করবো, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' এই কথা না বলে; যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো ও বলো, সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরো নয় বছর। তুমি বলো, তারা কত কাল ছিলো, তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞতা বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই; তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।[১৯১]

---

১৯১. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, পাহাড়ের মধ্যে একটি অন্ধকার গুহায় কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনের দিকে কুকুরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতো তারাই ভয়ে পালিয়ে যেতো। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ভীতি ঢেলে দিয়েছিলেন, সুতরাং যে কেউ তাদের দেখত, তারাই ভয়ের উদ্রেক হতো।[১৯২]

গুহাবাসীর কুকুরটি প্রভুভক্তি ও প্রাণ উৎসর্গের প্রমাণ দিয়েছিল। সৎকর্মপরায়ণ মানুষের সৎসর্গ লাভ করেছিল। কুরআন মাজীদের তার ভালো আলোচনা করে তাকে সম্মান দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের ঈর্ষার পাত্র বানিয়ে দিয়েছে।[১৯৩] তাদের কুকুরটা স্বভাব অনুসারেই গুহার দরজার পাশেই প্রহরী হিসেবে আবা মেলে অবস্থান করতে থাকে । সে তার অজান্তেই এভাবে দর্শকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে যাতে কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস না পায়। তাই তাদেরকে জাগ্রত মানুষের মতো নড়তে চড়তে ও পাশ ফিরতে দেখা গেলেও আসলে তারা জাগ্রত নয়।[১৯৪] আল-কুরআনে গুহাবাসীর ঘটানার মাধ্যমে কুকুরের প্রভূভক্ত ও নিরাপত্তায় নিয়োজিত এক প্রশিক্ষিত প্রাণীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

৪.১৩. আল-কুরআনে বন্যপশু প্রসঙ্গ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বন্যপশু ও বন্যপশুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। হস্তী বাহিনীর কাবা আক্রমণ, ইউসুফ (আ.) কে নেকড়ে বাঘ খাওয়ার মিথ্যাগল্প, সিংহের আগমনে বন্য গাধার পলায়নের দৃশ্য, অবাধ্য বনী ইসরাঈলদের বানরে রূপান্তর ও কিয়ামতের ভয়াবহতায় বন্য পশুদের একত্রিত হওয়ার দৃশ্য কুরআন মাজীদের বিভিন্নস্থানে আলোচিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে পাঁচটি বন্যপশুর নাম এসেছে। বন্যপশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআনে যে সকল বন্য পশুর নাম এসেছে সেগুলো হলো- (১) হাতি, (২) নেকড়ে বাঘ, (৩) সিংহ, (৪) বন্য গাধা, (৫) বানর।

কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে বন্যপশু প্রসঙ্গ এসেছে তার একটি তালিকা নিম্নরূপ :

তালিকা-১২: আল-কুআনে বর্ণিত বন্যপশুর তালিকা

ক্রমকি নং	আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	فِيلِ	হাতি	আল-ফীল	০১	বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক হস্তী বহিনী দ্বারা কাবা গৃহ ধ্বংসোর ব্যর্থ প্রয়াস

مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (আল-কুরআন, ১৮ : ৯-২৬)

১৯২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.১৪৪

১৯৩. মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি, *কাসাসুল কুরআন* , (অনুবাদ : মাওলানা আব্দুস সাত্তার আইনী), (ঢাকা : মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১৫ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৪৮

১৯৪. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, পৃ.

২	الذِّئْبُ	নেকড়ে বাঘ	ইউসুফ	১৩	হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) কে নেকড়ে বাঘ ভক্ষণের আশংক্ষা
৩	الذِّئْبُ	নেকড়ে বাঘ	ইউসুফ	১৪	হযরত ইউসূফ (আ.) এর ভাইগণ কর্তৃক তাঁকে নেকড়ে বাঘ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা
৪	الذِّئْبُ	নেকড়ে বাঘ	ইউসুফ	১৭	হযরত ইউসূফ (আ.) কে নেকড়ে বাঘে ভক্ষণের বানোয়াট গল্প
৫	قِرَدَةً	বানর	আল-বাকারা	৬৫	শনিবারের বিধান লঙ্ঘনের কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে বানরে রুপান্তর
৬	الْقِرَدَةَ	বানর	আল-মায়িদা	৬০	শনিবারের বিধান লঙ্ঘনের কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে বানরে রুপান্তর
৭	قِرَدَةً	বানর	আল-আ'রাফ	১৬৬	শনিবারের বিধান লঙ্ঘনের কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে বানরে রুপান্তর
৮	السَّبُعُ	বন্যপশু	আল-মায়িদা	০৩	বন্যপশু দ্বারা আক্রমণের শিকার মৃতপশু ভক্ষণের বিধান
৯	الْوُحُوشُ	বন্যপশু	আত-তাকভীর	০৫	কিয়ামতের দিন বন্য পশুদের অবস্থা
১০	قَسْوَرَةٍ	সিংহ	আল-মুদ্দাসসির	৫১	বন্যপশুর উপমার মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর দাওয়াতে কাফিরদের ভীতিকর অবস্থার বর্ণনা
১১	حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ	ভীতসন্ত্রস্ত বন্য গাধা	আল-মুদ্দাসসির	৫০	ভীতসন্ত্রস্ত বন্য গাধা উপমার মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর দাওয়াতে কাফিরদের অবস্থা

৪.১৩.১. আল-কুরআনে হাতি প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে যে সকল বন্য পশুর উল্লেখ রয়েছে তার মাঝে হাতি অন্যতম। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেনের তৎকালীন বাদশাহ আবরাহা[১৯৫] কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য বিশাল এক হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কায় আগমন করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টি এক প্রকার বিশেষ পাখির মাধ্যমে তা রক্ষা করেন এবং হস্তীসহ তাদের ধ্বংস করেন। আল-কুরআনে (فِيلِ) ফীল তথা হাতি নামে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন। তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা

১৯৫. তিনি ছিলেন খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আরবের একজন খৃষ্টান বাদশাহ। ইসলামের ইতিহাসে তার প্রসিদ্ধি এই কারণে যে, তিনি একটি ইয়ামিনী বাহিনী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৭০ খৃ. মক্কা আক্রমণ করেন। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি সানআয় একটি গির্জা নির্মাণ করেন এবং ইয়ামানের আরবদের মক্কার পরিবর্তে সেখানে হজ্জ করতে আহবান জানান। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছ থেকে হাতি আনেন এবং মক্কা আক্রমণ করেন। (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ, ৪৩-৪৪)

তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।[১৯৬]

আল-কুরআনে হাতির জন্য فِيل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল-ফীল (الْفِيلِ) একবচন, বহুবচনে (افيال) বা (فيول) শব্দটির অর্থ হাতি। হাতি (فِيل) হলো বৃহত শরীরবিশিষ্ট একটি প্রাণী, যার আছে একটি লম্বা শুড়, যা দিয়ে সে হাতের ন্যায় খাদ্য এবং বিভিন্ন জিনিস গ্রহণ করে। এর আছে বড় বড় দু'টি দাঁত যা প্রকাশ্য দেখা যায়।[১৯৭]

হস্তী বাহিনী (أَصْحَابِ الْفِيلِ) দ্বারা ইয়ামানের পরাক্রমশালী খ্রিস্টান শাসক আবরাহা আল-আশরাম ও তার সেনাবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে।[১৯৮] আবরাহা বাহিনীর সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতি ছিল। এরকম হাতি আগে কখনো দেখা যায়নি। হাতিটির নাম ছিল মাহমুদ। ঐ হাতির সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতি নিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বায়তুল্লাহর দেয়ালে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতির গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতিগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধসিয়ে দিবে।[১৯৯] আবরাহা আরবদেরকে কাবা শরিফে হজ্জ করতে দেখে সানআতে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করে। যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ্জ করে। কিননা গোত্রের এক লোক তা শুনার পর রাতে গির্জায় প্রবেশ করে, দেয়ালগুলোকে পায়খানা ও মলদ্বারা ময়লা করে দেয়। আবরাহা এ কথা শোনার পর ক্ষেপে উঠল। ৬০ হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কাবা শরিফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হলো। নিজের জন্য সে সব চেয়ে বড় হাতিটা পছন্দ করল। সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতি ছিল। সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে মক্কা প্রবেশ করতে উদ্ধত হলো। কিন্তু হাতি বসে গেল। কোনক্রমেই কাবার দিকে অগ্রসর করানো গেলনা।

---

১৯৬. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (সূরা ফীল, ১০৫ : ০১-০৫)

১৯৭. আল-ফায়উমী, *মিসবাহুল মুনির*,(বৈরূত : দারুল কিতাবীল ইলমিয়্যা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ.২, পৃ.৪৮৬

১৯৮. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআন বিশ্ব কোষ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১১৭২

১৯৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ.৪৮৩।

চিত্র-৩৪ : হস্তী বাহিনীর দৃশ্য

এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি যা তাদের উপর পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করা শুরু করে দেয়। অতঃপর তাদরেকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক পাখি তিনটি করে পাথর বহন করেছিল। একটি পাথর ঠোঁটে আর দুটি পায়ে। পাথর দেহে পড়ামাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে যেত। যারা পলায়ন করে তাঁরাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। আবরাহা এমনি একটি রোগে আক্রান্ত হয় যার ফলে তাঁর সব আঙ্গুল পড়ে যায়। সে সানআয় পাখির ছানার মত অবস্থায় পৌছলো এবং সেখানে মৃত্যু হল। কুরাইশরা গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নেয়। রাসূল (সা.) এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।[২০০] এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত বছরকে হস্তীবর্ষ নামকরণ করা হয়।

৪.১৩.২. আল-কুরআনে নেকড়ে বাঘ (الذِّئْبُ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে বন্য প্রাণীর হিংস্রতার বর্ণনা দিয়েছেন। হযররত ইউসুফ (আ.) ও নেকড়ে বাঘ প্রসঙ্গটি আল-কুরআনে সূরা ইউসুফের তিনটি স্থানে গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভাইয়েরা তাঁকে কূয়ায় ফেলে দেয়। কিন্তু তাদের পিতার কাছে মিথ্যা গল্প উপস্থাপন করে। তারা বলে হযরত ইউসুফ (আ.) কে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তারা বললো হে আমাদের আব্বা! তোমার কি হয়েছে যে জন্যে তুমি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করো না। অথচ নিঃসন্দেহ আমরা তো তার শুভাকাঙ্খী? তাকে আমাদের সঙ্গে কালকে পাঠিয়ে দাও, সে আমোদ করুক ও খেলাধুলা করুক, আর আমরা তো নিশ্চয়ই তার হেফাজতকারী। তিনি বললেন, এতে অবশ্যই আমাকে কষ্ট দেবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর আমি ভয় করছি পাছে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে, যদি তোমরা তার প্রতি বেখেয়াল হয়ে যাও! তারা বললো, আমরা দল ভারী হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে তবে আমরাই তো নিশ্চয় সর্বহারা হব। তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেলো এবং সবাই একমত হলো যে তারা

২০০. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ১৯৯৯ খ্রি., খ.৮, পৃ.৪৮৬

> তাকে ফেলে দেবে কুয়োর তলায়, তখন আমরা তার কাছে প্রত্যাদেশ দিলাম তুমি তাদের অবশ্যই জানিয়ে দেবে তাদের এই কাজের কথা, যখন তারা তোমাকে চিনবে না। আর তারা তাদের পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এলো রাত্রিবেলায়। তারা বললো হে আমাদের আব্বা! আমরা দৌড়াদেড়ি করছিলাম, আর ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের আসবাবপত্রের পাশে, তখন নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু তুমি তো আমাদের প্রতি বিশ্বাসকারী হবে না, যদিও আমরা হচ্ছি সত্যবাদী। আর তারা তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনলো। তিনি বললেন না, তোমাদের অন্তর তোমাদের জন্য এই বিষয়টি উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু ধৈর্যধারণই উত্তম। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে বিষয়ে আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্য স্থল।"[২০১]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভাইয়েরা তাকে কূপের মধ্যে নিক্ষে করার পর রাতের অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদেতে তাদের পিতার নিকট এসে ইউসুফকে বাঘ খেয়ে ফেলেছে বলে অনুতাপ করতে লাগলো। তারা ওজর প্রদর্শন করে যে, আমরা তীর নিক্ষেপ ও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের কাপড় ও মালামাল আসবাবের নিকট রেখে গিয়েছিলাম। তারা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি বকরির বাচ্চা ধরে যবাই করে তার রক্ত ইউসুফ (আ.) এর জামায় মাখায় নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাদের সাজানো ঘটনা ধরা পরে যায়। কেননা তারা ইউসুফ (আ.) এর অক্ষত জামা নিয়ে এসেছিল। সত্যিই বাঘ যদি তাকে খেয়ে থাকে, তাহলে তার জামা ক্ষত-বিক্ষত থাকার কথা।[২০২]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ রযেছে, হযরত ইউসুফের ভাইয়েরা জঙ্গল থেকে একটি বাঘ ধরে এনেছিল। তার পিতাকে বললো, এই বাঘটি আমাদের প্রিয় ভাই ইউসুফকে ভক্ষণ করেছে। হযরত ইয়াকুব বাঘটিকে জিজ্ঞাসা করলো, এবার তুমি বলো ঘটনাটি কি সত্যি? বাঘ বললো, না। আমি তো তাকে চোখেও কোনদিন দেখিনি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি এ অঞ্চলে এসেছো কেন? সে বললো, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। আপনার এ সন্তানেরা আমাকে এখানে জোর করে ধরে এনেছে।[২০৩]

---

২০১. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (আল-কুরআন, ১২ : ১১-১৮)

২০২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ১৯৯৯,খ.১৫, পৃ.৫৮১

২০৩. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৫০

চিত্র-৩৫ : নেকড়ে বাঘের দৃশ্য

হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর সন্তানদের বানোয়াট গল্প বুঝতে পারলেন। কিন্তু তার করার কিছু ছিল না। তাই তিনি আল্লার উপর ধৈর্য ধারন করেন।

৪.১৩.৩.আল-কুরআনে সিংহ ও বন্য গাধা প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা উপমা হিসেবে সিংহ ও বন্য গাধার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। বন্য গাধা বিপদের আঁচ করতে পারলে ভয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। বিশেষত, সিংহ আগমনের আভাস পেলে হতবিহ্বল হয়ে পালাতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়কে সিংহ ও বন্য গাধার উপমা সাথে দিয়ে বলেন-

> তাদের কি হলো যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যেনো তারা ভীত-সন্ত্রস্ত গাধার দল, পালিয়ে যাচ্ছে সিংহের থেকে?[২০৪]

আলোচ্য আয়াতে قَسْوَرَةٍ এর অর্থ শক্তিশালী, বিজয়ী, শক্তিমান ও সাহসী, বাঘ, বা সিংহ।[২০৫] ফারসী ভাষায় যাকে 'শীর' বলে, আরবী ভাষায় তাকে 'আসাদ' বলে, আর হাবশী ভাষায় তাকে ক্বাসওয়ারাহ বলা হয়।[২০৬] আর حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ভীত-সন্ত্রস্ত গাধার দল। مُّسْتَنفِرَةٌ শব্দটি ইসমে ফায়িল, একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ ভীত হয়ে পলায়নকারী।[২০৭] ভয়ে পলায়ন করা জন্তুকে মুসতানফিরাহ বলা হয়।[২০৮] বন্য গাধার বৈশিষ্ট্য হলো

---

২০৪. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (আল-কুরআন, ৭৪ : ৪৯-৫১)

২০৫. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার*, (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ত.বি.) খ. ৪, পৃ. ৬৩

২০৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.২৪, পৃ.৪০

২০৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয, *লুগাতুল কুরআন*,(ঢাকা : ফয়জুল্লাহ প্রকাশনা, ২০০০ খ্রি.), পৃ.১২০৮-১২০৯

২০৮. ড. ইবরাহীম মাদকূর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৯৩৯

বিপদের আভাস পাওয়ামাত্র এতো অস্থির হয়ে পালাতে থাকে যে, আর কোন জন্তু তেমন করে না। গাধা যখন সিংহের গন্ধ পায় তখন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পালাতে থাকে।[২০৯]

চিত্র-৩৬ : সিংহের ভয়ে পলায়নরত বন্য গাধার দৃশ্য

আরবরা এ দৃশ্যের সাথে পরিচিত। এটা একটা মারাত্মক ও ভয়ংকর অবস্থা হলেও তার সাথে মানুষের সাদৃশ্য বর্ণনা করার পর এটা একটা দারুণ হাস্যকর অবস্থায় পরিণত হয়। এই মানুষগুলো যে এভাবে বন্য গাধায় পরিণত হয়, সেটা তাদের ভয়ের করাণে নয়। বরং শুধুমাত্র এ জন্যে যে, একজন মহান ব্যক্তি তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কথা ও কর্মফলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে ভয়াবহ, লজ্জাকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। এক নিপুণ তুলি দিয়ে অপরাধীদের এই দৃশ্যটি অংকন করা হয়েছে এবং তাকে বিশ্ব প্রকৃতির স্মরণীয় দৃশ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাতে সকলেই এ দৃশ্যকে কলংকময় মনে করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে এই অপমানজনক দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে না চায়।[২১০]

৪.১৩.৪. আল-কুরআনে বানর (قِرَدَةٌ) প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে যে সকল বন্যপশুর বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে বানর অন্যতম। আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু অনুসারীকে বানরের আকৃতিতে রূপান্তর করা হয়। আল-কুরআনে এই শ্রেণীর প্রাণীর জন্য কিরাদাতুন(قِرَدَةٌ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিরাদাতুন (قِرَدَةٌ) বিশেষ্য ও বহুবচন। একবচন কিরদুন(قِرْدٌ) স্ত্রীলিঙ্গ কিরদাতুন(قردة) ব্যবহৃত হয়। এর শব্দ মূল (ق ر د) ক্বাফ-রা- দাল।[২১১] এর অর্থ- বানর। বানর স্তন্যপায়ী, অনুকরণে আসক্ত প্রাণী। প্রাণীদের মধ্যে বানর সাদৃশ্যের দিক দিয়ে মানুষের নিকটবর্তী।[২১২] আল-কুরআনে শব্দটি তিন স্থানে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

---

২০৯. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, প্রাগুক্ত পৃ.৪৪২
২১০. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.২১, পৃ.২৪০
২১১. আল-ইস্ফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০০
২১২. ড. ইবরাহীম মাদকূর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৭২৪

> তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছো, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘণ করেছিলো। আমি বলেছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। এইভাবে আমরা এটিকে একটি দৃষ্টান্ত বানিয়েছিলাম যারা ওদের সমসাময়িক ছিলো তাদের জন্য ও যারা ওদের পরবর্তীকালে এসেছিলো, আর ধর্ম ভীরুদের জন্য উপদেশ বিশেষ।[২১৩]

৪.১৩.৫.অবাধ্য বনী ইসরাঈলদের বানরে রূপান্তর

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য বনী ইসরাঈল জাতির উপর বিভিন্ন শাস্তি প্রেরণ করেন। তাদের পবিত্র দিন শনিবার মৎস শিকারের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে লাঞ্ছিত বানরে রূপান্তর করা হয়। এ ঘটনা আল-কুরআনের তিনটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে।[২১৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

> তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছো, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘণ করেছিলো। আমি বলেছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। এইভাবে আমরা এটিকে একটি দৃষ্টান্ত বানিয়েছিলাম যারা ওদের সমসাময়িক ছিলো তাদের জন্য ও যারা ওদের পরবর্তীকালে এসেছিলো, আর ধর্ম ভীরুদের জন্য উপদেশ বিশেষ।[২১৫]

আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যেভাবে জুমআর দিনকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন নির্ধারণ করেছেন, তেমনি বনী ইসরাঈলের জন্যও জুমআর দিনকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন নির্ধারণ করেন। কিন্তু তারা তা অমান্য করে শনিবারকে তাদের উৎসবের দিন নির্ধারণ করে। সে দিনটিকে তারা বিরাট মর্যাদার দিন মনে করত। তাদের এই মনগড়া মর্যাদার দিনটি তারা কিছুতেই ছাড়তে রাযী হলো না। তাই আল্লাহ তাআ'লা শাস্তিস্বরুপ অন্যান্য দিন যা তাদের জন্য বৈধ ছিল শনিবারে তা অবৈধ করেন।

তারা ছিল 'ইলা' ও 'তূর' পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাদয়ান এলাকার বাসিন্দা। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার ও ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন। অথচ শনিবারেই সমুদ্র উপকুলবর্তী তাদের এলাকার জলাশয়ে মৎসকুল বিপুল সংখ্যায় আসত। শনিবার পার হলেই সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যেতো। এভাবে বিপুল সংখ্যক মৎস্য দেখে তারা ধৈর্য্যহারা হলো। একদিন তাদের একজন গোপনে এক শনিবারে একটি মাছ ধরে তা সুতায় বেধে খুটির সাথে রাখলো। পরদিন তা তুলে বাড়ী নিয়ে গেল। ভাবখানা এই, যেন সে শনিবারে মাছ ধরেনি। এইভাবে সে পরবর্তী শনিবারেও করলো। অতঃপর অন্যরাও সে পথ অনুসরণ করলো। এভাবে কিছুদিন গোপনে তাদের মৎস্য শিকার চলতে থাকল। তখনও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কোন শাস্তি প্রদান করলেন না। অতঃপর তারা বেপরোয়া হয়ে শনিবারে প্রকাশ্যে মাছ ধরে হাট-বাজারে বেচা-কেনা শুরু করলো। তাদের এ কার্যক্রম

---

২১৩. আল-কুরআন, ২ : ৬৫-৬৬

২১৪. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (আল-কুরআন, ২ : ৬৫-৬৬)

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ (আল-কুরআন, ৫ : ৬০)

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ১৬৬)

২১৫. আল-কুরআন, ২ : ৬৫-৬৬

দেখে পুণ্যবানরা নিষেধ করতে লাগলো এবং তা সত্ত্বেও তারা তা চালাতে লাগলো। তাদের একদল নিরেপক্ষ ভূমিকা নিয়ে মাছও ধরতো না আবার নিষেধও করতো না। তারা পুণ্যবানদের ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে নীরব ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানালো। তাদের যুক্তি ছিলো এই যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দিবেন কিংবা ধ্বংস করবেন তারা কিছুতেই উপদেশ শুনবে না। কিন্তু পুণ্যবানরা যুক্তি দেখাল যে, তারা শুনুক বা না শুনুক, আমরা আমাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবো না। তা ছাড়া উপদেশ শুনতে শুনতে হয়ত তাদের ভিতরেও শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। শনিবারের বিধান লঙ্ঘন করার জন্য আল্লাহ তাদের বানরে রূপান্তর করে দেন।[২১৬]

চিত্র-৩৭ : অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের বানরে রূপান্তরের দৃশ্য

একদিন সকালে পূন্যবানগণ ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে এমন আশ্চর্যজনক অবস্থা দেখলেন। তারা ওই আত্মীয়-স্বজনদের দেখে তাদের পায়ের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিলো এবং ইশারা-ইঙ্গিতে নিজেদেরে লাঞ্ছনাগ্রস্ত অবস্থা প্রকাশ করছিলো। সৌভাগ্যবান লোকদের দল আক্ষেপ ও হতাশার সঙ্গে তাদেরকে বললো, আমরা কি বার বার তোমাদেরকে এই ভয়ঙ্কর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিনি? নাফরমানরা তা শুনে পশুর মতো মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করলো এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরাতে লাগল। এভাবে তারা তাদের লাঞ্ছনা ও অপদস্ততার যন্ত্রণাময় দৃশ্য প্রকাশ করলো। উল্লেখ্য, তারা বানরে পরিণত হওয়ার তিনদিন পর মৃত্যুবরণ করেছিল।[২১৭]

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত চিকিৎসক ও চিকিৎসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ যাকারিয়া রাযি কুষ্ঠরোগের আলোচনা করে এর বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর প্রকার এটিকে বলেছেন যে, শরীরে বিষ ছড়িয়ে গিয়ে রক্ত এতটাই নষ্ট হয়ে যায় যে তা ধমনী ও শিরাগুলোর মধ্যে সঙ্কোচন সৃষ্টি করে দেয়। আর এর ফলে রোগীর দেহ একটি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বানরের মতো দৃশ্যমান হতে থাকে। এই পর্যায়ে পৌছে ব্যাধি চিকিৎসাহীন হয়ে পড়ে। যাকারীয়া রাযি এটাও বলেছেন যে, কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত এই গবেষণা তাঁর ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফল নয়, গ্রিক চিকিৎসকগণও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২১৮] এভাবে মহান আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করায় বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে লাঞ্ছিত বানরে রূপান্তর করে শাস্তি দেন।

---

২১৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৭৪
২১৭. মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ৮ খ্রি. পৃ. ৪৬
২১৮. হিফজুর রহমান সিওহারবী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬

৪.১৩.৬.আল-কুরআনে বন্যপশুর শিকার (أَكَلَ السَّبُعُ) প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে বন্যপশুদের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন পশুর গোশতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বন্য পশু নিজের খাদ্যের জন্য যে সকল পশু শিকার করে থাকে, সে সকল পশুর গোশত মানুষের খাদ্যের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিংহ, চিতা ও নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি (শিকারী বা ছেদক দাঁতবিশিষ্ট) হিংস্র জন্তু যদি কোন শিকারকে নিজে খাওয়ার উদ্দেশ্যে ধরার ফলে মৃত্যু বরণ করে এমন পশুর গোশত খাওয়া হারাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২১৯] যদি বন্য পশু-পাখি দ্বারা শিকার করা উদ্দেশ্য হয় এবং শিকারের বিধান পালন করা হয়, তবে ঐ মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবাই করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবাই করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহের কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।[২২০]

আলোচ্য আয়াতে وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ দ্বারা শিকারের প্রশিক্ষণ ছাড়া অন্যান্য বন্য পশুদের বুঝানো হয়েছে। وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'যা হিংস্র জন্তুতে ভক্ষণ করেছে।' অর্থাৎ সিংহ, বাঘ, চিতা ও কুকুর যদি কোন জন্তুকে শিকার করে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলার কারণে তা মারা যায়, তবে ঐ মৃত খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আঘাত যদি যবাইয়ের স্থানেও লাগে, তবুও আলেমদের ইজমাতে তা হারাম। উল্লেখ্য যে, জাহিলী যুগের লোকেরা হিংস্র জন্তু কর্তৃক শিকারকৃত ছাগল, উট, গরু বা এই জাতীয় কোন প্রাণীর কিয়দাংশ যদি ঐ সকল হিংস্র পশু কর্তৃক ভক্ষিত হতো, তবুও তার উহার অবশিষ্টাংশ নির্দ্বিধায় হালাল করে ফেলত। তাই আল্লাহ মুমিনদের জন্য তা হারাম করেয় দিয়েছেন।[২২১]

---

২১৯. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬;

২২০. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (আল-কুরআন, ৫ : ৩)

২২১. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২২

চিত্র-৩৮ : গবাদি পশুকে বন্য পশুর আক্রমণের দৃশ্য

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ আরো উল্লেখ করা হয়েছে, হিংস্র পশুকে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবাই দ্বারা পবিত্র করেছো। এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, শিকারী জানোয়ার যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, আর ওই অবস্থায় পশুটি যদি মরে যায়, তবে তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে না। তবে মৃত্যুর পূর্বে যবাই করে নিলে তার গোশত খাওয়া যাবে। এখানে যবাই দ্বারা পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র করা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'তাযুকয়াতুন' শব্দটি। সৃষ্টিগতভাবে সকল পশুর রক্ত অপবিত্র। এই অপবিত্রতা দূর করতে গেলে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করতে হবে এবং যবাই করতে হবে শরিয়ত নির্ধারিত নিয়মে কণ্ঠনালী ও তার কিনারের দুটি রগ কেটে রক্ত প্রবাহিত করে দিতে হবে।[২২২]

৪.১৩.৭. কিয়ামত দিবসে বন্যপশুদের অবস্থা প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে কিয়ামত দিবসে বন্যপশুদের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় বিহ্বল হয়ে বন্য পশুরাও একত্রিত হয়ে যাবে। এ সকল পশু বুঝানোর জন্য আল-কুরআনে আল-ওহুশ (الْوُحُوشُ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল-ওহুশ (الْوُحُوشُ) বিশেষ্য, অর্থ বন্য পশু, বন্য জন্তু, দৈত্য-দানব, এর শাব্দিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সদ্ভাবের বিপরীত। এমন সব প্রাণীকে (الْوُحُوشُ) বলা হয় যারা মানুষের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে না, সুন্দর আচরণ করে না।[২২৩] আল-ওয়াহুশ (الْوُحُوشُ) বলা হয় স্থলভাগের ঐ সকল চতুষ্পদ প্রাণীকে যেগুলো থেকে সদাচরণের আশা করা যায় না।" অর্থাৎ যেগুলো মানুষের সাথে বা অন্যান্য প্রাণীদের সাথে হিংস্র আচরণ করে।[২২৪]

---

২২২. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩৮৩

২২৩. আল-ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩০

২২৪. ইবন মানজুর, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১৬৮

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে কিয়ামতের বিবরণ দিয়েছেন। এ মহাগ্রন্থে কিয়ামত দিবসে মানুষ, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বিভিন্ন প্রাণীসহ বন্যপশুদের অবস্থাও বর্ণনা করেন। কিয়ামতের ভয়াবহতায় বন্যপশুরা একত্রিত হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষীত হবে, যখন বন্যপশুরা একত্রিত হবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, যখন আত্মা সমূহকে যুগল করা হবে, যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো, যখন আমলনামা খোলা হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করা হবে, যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কী উপস্থিত করেছে।[২২৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাশরের ময়দানে মানুষের পাশাপাশি পশুদেরও একত্রিত করবেন। কিয়ামতের প্রলংকারী কাণ্ড শুরু হয়ে গেলে এসব চতুষ্পদ জন্তু ও বন্যজন্তুসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং একদল অপর দলের মধ্যে ঢুকে পড়বে।[২২৬] কিয়ামতের সময় প্রথম ফু দেওয়ার পর অস্থির অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে চতুর্দিক থেকে একত্রিত করা হবে অথবা দ্বিতীয় ফুৎকারের পর তাদের পরস্পর হতে কিসাস বা বদলা নেওয়ার জন্য তাদেরকে পূনরুত্থিত করা হবে। কিসাস নেওয়া হলে আবার তাদের মৃত্যু দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে।[২২৭]

এই সকল বন্য হিংস্র জন্তু যখন দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে, তখন বনের মধ্যেও অপর বন্য জন্তুর জন্যে এরা এক আতংক হিসেবে বিরাজ করে। কিন্তু সেই ভয়ানক দিনে এরা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ এ ভয়ংকর দিনটি এতোই কঠিন হবে সবার জন্যে যে, কেউ কারো দিকে তাকানো বা অন্য কোনো চিন্তার অবসর পাবে না। ওই কঠিন দুঃসময়ের ভয়াবহতায় এরা নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না। যারা গর্তের মধ্যে থাকবে, তারা বেরও হতে পারবে না, অন্য কোন জন্তুকে আক্রমণের তো কথাই আসতে পারে না। জীবজন্তুর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে মানুষের অবস্থা কী হতে পারে একবার ভেবে দেখা দরকার।[২২৮]

৪.১৩.৮.আল-কুরআনে শিকারীপশু (الْجَوَارِحِ) ও প্রশিক্ষক (مُكَلِّبِينَ)

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের খাদ্যের অন্যতম উৎস শিকার। পশু-পাখি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিকার করা হয়। আল্লাহ তা'আলা শিকারের জন্য পশু-পাখিদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে শিকারীপশুর মাধ্যমে প্রাপ্ত খাদ্য হালাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের সুরা মায়িদাতে পবিত্র খাদ্য দ্রব্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শিকারী প্রশিক্ষিত পশু-পাখির কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

---

২২৫. আল-কুরআন, ৮১ : ৪

২২৬. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ.৯৬

২২৭. সম্পাদনা পরিষদ, *আল কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্ব কোষ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৪৮৬

২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সত্তর হিসাব গ্রহণকারী।[২২৯]

আল-কুরআনে শিকারী পশু-পাখির জন্য (الْجَوَارِحِ) যাওয়ারিহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (الْجَوَارِحِ) যাওয়ারিহ শব্দটি বহুবচন, অর্থ শিকারী পশু, শিকারী প্রাণী, চতুষ্পদজন্তু বা পাখি। যেমন কুকুর, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, বাজপাকী, বলাকা, শাহীন ইত্যাদি।[২৩০] শিকারী প্রাণীকে যাওয়ারীহ বলা হয় এই কারণে যে, এরা মালিকের জন্য শিকার করে তার খাদ্য উপার্জন করে দেয়। অথবা জারাহ (جرح) অর্থ জখম করা, আহত করা। এ সব প্রাণী ধৃত শিকারকে জখম করে বিধায় (الْجَوَارِحِ) বলা হয়েছে।[২৩১] যখন তাকে শিকারের জন্যে প্রেরণ করা হবে, তখন ছুটে যাবে। যখন তাকে ডাকা হবে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। শিকার করার পর মালিক তার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত শিকারী তার জন্য অপেক্ষা করবে, নিজের জন্য গ্রহণ করবে না।[২৩২]

চিত্র-৩৯ : শিকারী পশুদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য

---

২২৯. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আল-কুরআন, ৫ : ৪)

২৩০. আবদুল হাফিজ বালয়াভী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

২৩১. ড. ইবরাহীম মাদকূর, প্রাগুক্ত, পৃ.১১

২৩২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩২

আল-কুরআনে শিকারের প্রশিক্ষক ও শিকারী পশু বুঝাতে মুকাল্লিবীন (مُكَلِّبِينَ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। مُكَلِّبِينَ শব্দটি مُكَلِّبِ এর বহুবচন। আরবীতে কুকুরের প্রশিক্ষক কে مُكَلِّبِ বলে। পরবর্তীতে অন্যান্য জন্তুর প্রশিক্ষকেও مُكَلِّبِ বলা হয়ে আসছে।[২৩৩] مُكَلِّبِينَ দ্বারা উদ্দেশ্য কুকুর, চিতা বাঘ, ইত্যাদি পশু যেগুলোকে শিকারের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার পর পশু-পাখি শিকার করে।[২৩৪]

এ সকল প্রশিক্ষিত জন্তুর মধ্যে রয়েছে বাজ পাখি, শকুন, চিল, শিকারী কুকুর, বাঘ বা সিংহ ইত্যাদি। এ ধরনের প্রাণীর শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার শর্ত এই যে, শিকার ধরার পর উক্ত শিকারী জন্তু নিজে তা খাবে না, বরং তার মালিকের জন্য রেখে দিবে। অবশ্য মালিক যদি উপস্থিত না থাকে এবং সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার কথা স্বতন্ত্র। অন্যথায় শিকার ধরেই শিকারী জন্তু বা পাখি নিজেই যদি তা খায়, তা হলে প্রমাণিত হবে যে, সে প্রশিক্ষিত নয় এবং সে তার মালিকের জন্য নয়, বরং নিজের জন্যে শিকার ধরেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সে যদি শিকারের বেশীর ভাগ মালিকের জন্যেও রেখে দেয় এবং তাকে যদি জীবিতও এনে দেয়, কিন্তু খানিকটা নিজে খেয়ে নিয়েছে, তবে তা যবাই করলেও হালাল হবে না। এ সব প্রশিক্ষিত শিকারী জন্তুও যে আল্লাহর নি'আমত, সে কথাও আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে প্রশিক্ষণদানের কৌশল তাদেরকে শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এই সব শিকারী জন্তুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণদানের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়েছেন। কুরআনের শিক্ষাদানের একটি নমুনা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, শিকারী জন্তুকে শিকার ধরতে ছাড়ার সময় যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। কেননা সে তার দাঁত বা নখর দ্বারা তাকে মেরে ফেলতে পারে। তেমন হলে সেটা যবাই করার পর্যায়ভুক্ত হবে। যেহেতু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে হয়। একইভাবে শিকারী জন্তুকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিলে তা যবাই করার পর্যায়ভুক্ত হবে।[২৩৫]

আল-কুরআনের বড় একটি অংশ জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পশু প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গৃহপালিত পশুর মাধমে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ক্ষমতা ও নিদর্শন ফুটে উঠেছে। ইসলামী বিধি-বিধান পালনে এ সকল পশুর গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে। পশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে উপমা হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে আল-কুরআনের ভাষ্য সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার ব্যবহার ও আত্ম-ত্যাগের চিত্র ফুটে উঠেছে। গৃহপালিত ও বন্য পশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মুশরীকদের অবস্থা ফুটে উঠেছে। কিয়ামতের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) কে নেকড়ে বাঘ খাওয়ার মিথ্যা কাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানরে ঈমানী শক্তি মজবুত হয়েছে। গুহাবাসীর নিরাপত্তায় কুকুরের অবিচল পাহাড়া দেওয়ার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কুকুর প্রভূভক্ত প্রাণী হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে। জাহেলী যুগের মুশরীকদের মনগড়া নিষিদ্ধ পশুর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অবাধ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু অধিবাসীদের শূকর ও বানরে রূপান্তরের ঘটনা ঈমানদারদের আল্লাহর বিধান প্রতিপালনের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবে।

---

২৩৩. সম্পাদা পরিষদ, *আল-কুরআন বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৬১

২৩৪. আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৫৪৮

২৩৫. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ, ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে আলোচিত পাখি

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে আলোচিত পাখি

পাখি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অন্যতম সৃষ্টি। মানুষের ন্যায় তারাও আল্লাহর পরিবারের সদস্য। পাখিরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর নি'আমতের অংশীদার। আল-কুরআনে কাক, হুদহুদ, সালওয়াসহ বিভিন্ন শ্রেণীর পাখির উল্লেখ রয়েছে। আর সেগুলো হলো: শিকারী, পরিযায়ী, মৃতভোজী ও নখরবিশিষ্ট পাখি। আল-কুরআনে পাখির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার, মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন ও পাখির ভাষা অনুধাবনের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। আল- কুরআনে বাতাসে পাখির অবস্থান, পরিযায়ী পাখির পৃথিবী ভ্রমণ, শিকারী ও বন্য পাখির শিকারের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে। হযরত সুলায়মান (আ.) এর সৈন্য দলে পাখির অবস্থান ও রানী বিলকিসের সাম্রাজ্যের সন্ধান লাভ, কাকের মাধ্যমে হযরত আদম (আ.) এর পুত্রকে কবর দেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দান, হযরত দাউদ (আ.) এর সাথে পাখিদের তাসবীহ পাঠ ও হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক বন্দীদের স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের সালওয়া পাখির গোশত পরিবেশন ও ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মাধ্যমে হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কাবাগৃহ রক্ষার ঘটনা দ্বারা মহান আল্লাহর অলৌকিকত্বের প্রকাশ পেয়েছে। বক্ষমান অধ্যায়ে কুরআন মাজীদে আলোচিত পাখি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

পবিত্র কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে পাখি প্রসঙ্গ এসেছে তার একটি তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সূরা	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	الْهُدْهُدَ	হুদহুদ	আন নামল	২০	হযরত সুলাইমান (আ.) এর সফরসঙ্গী ছিল হুদহুদ পাখি। এ পাখির মাধ্যমে তিনি সাবা সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে পারেন এবং রানী বিলকীসের নিকট পত্র প্রেরণ করেন ও তাহীদের দাওয়াত দেন।
২	غُرَاب	কাক	আল-মায়িদা	৩১	হযরত আদম (আ.) এর পুত্র কাবীল কর্তৃক নিহত হাবীলকে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষাদান।
৩	السَّلْوٰى	সালওয়া	আল-বাকারাহ	৫৭	আল্লাহ তা'আলা এ পাখি বনী ইসরাঈলদের বিশেষ খাদ্য হিসেবে প্রেরণ করেন।
			আল-আ'রাফ	১৬০	
			ত্বহা	৮০	
৪	طَيْرًا أَبَابِيلَ	ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি	আল-ফীল	০৩	আবরাহার হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কাবা ঘর রক্ষায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ
৫	فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ	মৃতভোঁজী পাখি	আল-হজ্জ	৩১	মুশরিকদের অবস্থা মৃতভোঁজী পাখির ন্যায়

৬	الْجَوَارِحِ	শিকারী পাখি	আল-মায়িদা	০৩	শিকারী পাখির শিকার হালাল হওয়া প্রসঙ্গ
৭	أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ	চারটি পাখি	আল-বাকারা	২৬০	আল্লাহ তা'আলার আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক মৃতপাখি জীবিত করণ
৮	كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ	পাখির অবয়ব	আলে ইমরান	৪৯	হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক পাখির অবয়ব গঠন
			মায়িদা	১১০	
৯	وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ	পাখিদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত	আন-নামল	১৭	হযরত সুলায়মান (আ.) এর সেনাবাহিনীতে পাখিদের অবস্থান
১০	عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ	পাখির ভাষা শিক্ষা	আন-নামল	১৬	হযরত সুলায়মান (আ.) কে পাখির ভাষা শিক্ষা দান
১১	يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ	পাখিরা অনুগত	আল-আম্বিয়া	৭৯	পাখিদের হযরত দাউদ (আ.) এর অনুগত করার বর্ণনা
			আস-সাবা	১০	
			সোয়াদ	১৮	
১২	خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ	পাখির রুটি খাওয়া	ইউসুফ	৩৬	হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক কারারক্ষীর স্বপ্নে পাখি রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান
১৩	فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ	পাখিরা তার মাথা থেকে খাবে	ইউসুফ	৪১	কারারক্ষীর শূলবিদ্ধ হওয়া এবং পাখি তার মাথা থেকে খাওয়া প্রসঙ্গ
১৪	الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ	ভাসমান পাখি	আন-নাহাল	৭৯	পাখিদের ভাসমান অবস্থায় থাকা ও বিভিন্নস্থানে পরিযান

তালিকা-১৩: আল-কুরআনে বর্ণিত পাখির তালিকা

৫.১. আল-কুরআনে পাখির বর্ণনা

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে পাখির বর্ণনা এসেছে। এ মহাগ্রন্থের বারোটি সূরার সতেরোটি স্থানে পাখি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।[১] আল-কুরআনে সরাসরি তিনটি পাখির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো :

(১) হুদহুদ,

(২) সালওয়া এবং

(৩) গুরাব (কাক)

---

১. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ **الطَّيْرِ** فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ (আল-কুরআন, ২ : ২৬০)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ **الطَّيْرِ** فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ৩ : ৪৯)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ **الطَّيْرِ** بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ **طَيْرًا** بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (আল-কুরআন, ৩ : ১১০)

إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ **الطَّيْرُ** مِنْهُ (আল-কুরআন, ১২ : ৩৬)

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ **الطَّيْرُ** مِنْ رَأْسِهِ (আল-কুরআন, ১২ : ৪১)

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى **الطَّيْرِ** مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯)

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ **وَالطَّيْرَ** (আল-কুরআন, ২১ : ৭৯)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ **الطَّيْرُ** (আল-কুরআন, ২২ : ৩১)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ **وَالطَّيْرُ** صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪১)

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ **الطَّيْرِ** (আল-কুরআন, ২৭ : ১৬)

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ **وَالطَّيْرِ** (আল-কুরআন, ২৭ : ১৭)

وَتَفَقَّدَ **الطَّيْرَ** فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ (আল-কুরআন, ২৭ : ২০)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ **وَالطَّيْرَ** (আল-কুরআন, ৩৪ : ১০)

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (আল-কুরআন, ৩৮ : ১৯)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى **الطَّيْرِ** فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯)

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ **طَيْرًا** أَبَابِيلَ (আল-কুরআন, ১০৫ : ০৩)

৫.২. আল-কুরআনে বর্ণিত হুদহুদ (الْهُدْهُدَ) পাখি প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে যেসব পাখির বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে হুদহুদ অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.) বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী করেন। বিশাল সাম্রজ্য পরিদর্শনের সময় হুদহুদ পাখিও তাঁর সফরসঙ্গী হতো। তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে মুশরিক সাবা সম্রাজ্যের তথ্য পান। এ পাখির মাধ্যমে তিনি মুশরীক সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আন-নামলে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

> সুলায়মান পক্ষীদের খোজ খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেনো? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দিব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বললো, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সিজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক।[২]

চিত্র-৪০ : উড়ন্ত হুদহুদ পাখির দৃশ্য

---

২. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (আল-কুরআন, ২৭ : ২০-২৫)

হুদহুদ একটি পৃথিবী বিখ্যাত প্রসিদ্ধ পাখি। এ পাখির শরীরে ডোরা কাটা থাকে। তার মাথায় তাজের মতো রয়েছে। এ জন্য তাকে আরবিতে আবুল আখবার, আবু ছামামা, আবু রবি, আবু রুহ, আবু সাজ্জাদ, আবু আব্বার বলা হয়। এগুলো তার উপাধি। হুদহুদকে বহুবচনের মতো হাদাহিদও বলা হয়। হুদহুদ জন্ম ও স্বভাবগত ভাবে দুর্গন্ধময় হয়। দুর্গন্ধময় স্থানে তারা বাসা বানায়।[৩] হযরত সুলায়মান (আ.) এর রাজত্বে পশু-পাখিদের মধ্যে হুদহুদ আনুগত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল।[৪] এ পাখি ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশে পানির সন্ধান দিতেও সক্ষম ছিল।[৫]

৫.২.১. হুদহুদ পাখির অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যতম সৃষ্টি পাখিদেরও বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ অদৃশ্য বস্তু দেখতে পায়না। কিন্তু অনেক পাখি তা দেখতে পায়। যার মাধমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। হুদহুদ পাখির মাধ্যমে হযরত সুলায়মান (আ.) সফররত অবস্থায় পানির সন্ধান পান। তারা মাটির নিচে এমন ভাবে পানি দেখে যেমনি স্বচ্ছ গ্লাসে পানি দেখা যায়। হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে নতুন সাম্রাজ্যেরও সংবাদ পান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

> কিছুক্ষণ পর হুদহুদ পাখি এসে বলল 'আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।[৬]

হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে মাটির নিচে পানি ও সাবা নামক রাজ্যের সন্ধান লাভ করেন।

৫.২.২. হুদহুদ পাখি ও রাণী বিলকিস

হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে রাণী বিলকিসের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন এবং তাঁর সম্রাজ্য সফরের আমন্ত্রণ জানান। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

> সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পন কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়। বিলকীস বলল, হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা অসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু।[৭]

---

৩. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২২৮

৪. আল কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ.১৩, পৃ.১৭৮

৫. লুইস মা'লুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৭

৬. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (আল-কুরআন, ২৭ : ২২)

৭. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (আল-কুরআন, ২৭ : ২৭-৩১)

হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে রাণী বিলকিসের সা'বা সাম্রাজ্যের সন্ধান লাভ করেনে। হযরত সুলায়মান (আ.) মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে যাত্রা করলেন। ইমেনের রাজধানী সানায়া নামক জায়গায় দ্বিপ্রহর হলো। শস্য-শ্যামল দেখে সুলায়মান (আ.) এখানে তাবু ফেললেন। তিনি তাঁর এ অবস্থানে নামায আদায়সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্তির প্রস্তাব দিলেন। সুলায়মান (আ.) এর বাহিনীর হুদহুদের এ নাম ছিল ইয়াফূর। সে চিন্তা করলো দীর্ঘসময় আমি ভাল করে সফর করে নিতে পারবো। সে এ চিন্তা করে উড়ে সারা পৃথিবীর সব কিছু অবলোকন করে নিলো। দুনিয়ার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে নিলো। সে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে বিলকীস রাণীর সিংহাসন ও সাম্রাজ্য দেখতে পেলো। সেখানে গিয়ে আরেক হুদহুদ পাখির সাথে তার সাক্ষাত হলো। দুজন দুজনের অবস্থান ইত্যাদি একে অন্যকে সবিস্তারে বলল। সুলায়মান (আ.) এর হুদহুদ যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করল। ইয়াফূর বললো যে, সুলায়মান (আ.) পানির জন্য আমাকে খোঁজাখুজি করবেন, না পেলে আমার জন্য কঠিন বিপদ হবে। অপর হুদহুদ বললো, চিন্তা করো না, তোমাকে আমি এমন জায়গার সন্ধান দিবো, যা শুনে সুলায়মান (আ.) খুশি হবেন। ইয়ামানী হুদহুদ বললো, এখানে বিলকিস নামীয় এক বাদশাহ আছে, আমি তোমাকে বিলকিসের সব প্রাসাদ ও স্থাপনা দেখাবো। তুমি তোমার বাদশাহকে বিলকিসের সংবাদ দিতে পারলে তিনি অবশ্যই তোমার উপর খুশি হবেন।

এদিকে তাবু ফেলার পর সুলায়মান (আ.) হুদহুদ পাখির তলব করলেন। হুদহুদ পাখিকে খোঁজাখুজি করে পেলেন না। এ সময়ে হুদহুদ পাখি দ্রুত বাদশাহর দরবারে পৌছে পাখা বিছিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে। সুলায়মান (আ.) তাকে ধরলেন আর বললেন, জবাব দাও কোথায় ছিলে? হুদহুদ বললো, বাদশাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আল্লাহকে স্মরণ করুন। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে ক্ষমা করে দিয়ে সবিস্তারে জানতে চাইলেন। হুদহুদ বললো, আমি এক প্রসিদ্ধ রাণী বিলকিস রাজপ্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম। এ সব শুনে সুলায়মান তাকে সাধুবাদ দিলেন।[৮]

৫.২.৩. হুদহুদ পাখির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার

হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে রানী বিলকীসকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেন। তিনি পাখির মাধ্যমে জনতে পারলেন যে, সাবার অধিবাসীরা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। তখন তিনি তাদের নিকট আল্লাহর একত্বাদের দাওয়াত পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নামলে বলেন,

> সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ করো। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক। সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের

৮. সম্পাদনা পরিষদ, *(আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫১৫

কাছে অর্পণ করো। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখো, তারা কি জওয়াব দেয়। বিলকীস বললো, হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই, অসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু।[৯]
সে নারী (বিলকিস) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম, সুলায়মান (আ.) এর সাথে জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি।[১০]

হযরত সুলাইমান (আ.) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে হুদহুদ পাখিকে সঙ্গে রাখতেন। এ পাখির মাধ্যমে তিনি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। সাবা নামক মুশরিক সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

৫.৩. আল-কুরআনে সালওয়া (السَّلْوَى) পাখি প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলদেরকে যে সকল নি'আমত দিয়েছিলেন তার মধ্যে সালওয়া পাখির গোশত অন্যতম। সালওয়া এক প্রকার পাখি, যা চড়ুই পাখি হতে কিছু বড় এবং তার গায়ের রং লাল। সালওয়া (السَّلْوَى) হলো তিতির জাতীয় পাখি, দক্ষিণা বাতাস এগুলোকে বনী ঈসরাঈলের নিকট একত্র করত। এ বাতাসে এদের গলা কাটত, পেট ফেড়ে পরিষ্কার করত, গায়ে লোম (পালক) পরিষ্কার করত, আর সূর্য এগুলো সিদ্ধ করত। তারা 'মান্ন সহ' এগুলো খেতো।[১১] সালওয়া আরবী শব্দ। এ শব্দ কোয়েল (Quail) পাখিকে বুঝানো হয়। কোয়েল পরিযায়ী পাখি (Migratory birds)। এ ফায়েস্যান্ট (Phaesant), পারট্রিজ(Partride) ও টার্কী(Turky) পাখির গোত্রভূক্ত। এ প্রজাতির পাখি হাজার হাজার মাইল একটানা ভ্রমণ করতে পারে এবং এদের এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সর্বত্র দেখা যায়।[১২]

চিত্র-৪১ : সালওয়া পাখির দৃশ্য

---

৯. আল-কুরআন, ২৭ : ২০-২৫
১০ . আল-কুরআন, ২৭ : ৪৪
১১. ইসমাঈল হাক্কী, *রূহুল বায়ান*, (বৈরুত : ইয়াহয়া আত তুরাস আল আরাবী ১৯৯০ খ্রি.), খ.১, পৃ.১৬১-১৬২
১২. মুহাম্মদ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৯
সালওয়া পাখি সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, সালওয়া (السَّلْوَى) প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, সালওয়া হচ্ছে কোয়েল তথা গ্যালিফর্ম শ্রেণীর ফিসেন্ট, তিতির এবং টার্কি জাতীয় এক প্রকার অতিথি পাখির আরবী প্রতিশব্দ। কোটারনিস ভালগারিস নামে এ জাতের একটি অতি পরিচিত অতিথি পাখি যা সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়। বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মার্চ মাসে এদের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। শীতকালে এরা আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায় পাড়ি জমায়। (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫০)

হযরত মূসা (আ.) এর অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলকে ত্বীহ নামক পর্বতে ৪০ বছর আবদ্ধ করে রাখেন এবং তাদের খাদ্যের জন্য মান্না-সালওয়া নামক বিশেষ খাদ্য আকাশ থেকে প্রেরণ করেন। কুরআনুল কারীমের তিন স্থানে সালওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১৩] আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলের জন্য বিশেষ এ পাখি খাদ্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন-

> এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম, আমি তোমাদের উপর যে জীবিকা দান করেছি সেই পবিত্র জিনিস হতে ভক্ষণ কর; এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করেনি বরং তারা নিজেদেরই অনিষ্ট করেছিল।[১৪]

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের শত্রু থেকে রক্ষা করেছিলেন, বিপদ-আপদ ও সংকীর্ণ অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আর তাদেরকে তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শে তাদের নবী মুসা (আ)-এর সঙ্গ দান করার জন্যে অঙ্গীকার করেন। যাতে তিনি তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারের জন্যে গুরুত্বপুর্ণ বিধান অবতীর্ণ করতে পারেন। তাদের খাদ্যের জন্য তিনি মান্না প্রত্যুষে আসমান থেকে প্রতি নাযিল করেন। মান্না তারা রুটির মতো করে তৈরি করত এটা ছিল ধবধবে সাদা এবং অতি মিষ্টি। দিনের শেষ বেলা সালওয়া নামক পাখি তাদের কাছে আসত। রাতের খাবারের প্রয়োজনমত পরিমাণ পাখি অনায়াসে শিকার করত।[১৫] আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে সালওয়া নামক বিশেষ পাখির গোশতের মাধ্যমে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন।

৫.৪. আল-কুরআনে কাক (غُرَاب) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে যে সকল পাখির নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কাক অন্যতম। এ মহাগ্রন্থে কাকের মাধ্যমে মানুষকে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষাদানের ঘটনা গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। কুরআন মাজীদে কাকের জন্য غُرَاب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় কালো রঙকে (غُرَاب)গুরাব বলা হয়। কালো রঙের জন্যই একে কাক (غُرَاب)গুরাব বলা হয়। (غُرَاب) গুরাব একবচন, বহুবচনে

১৩. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
(আল-কুরআন, ০২ : ৫৭)
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
(আল-কুরআন, ৭ : ১৬০)
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ৮০)

১৪. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
(আল-কুরআন, ০২ : ৫৭)

১৫. ইবনে কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, অনু : সম্পাদনা পরিষদ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.) খ.১, পৃ.৬২৬, ২০০৭

(غربًا) গারবান।[১৬] (غُرَاب) আল-গুরাব শব্দটি ইসমে জামিদ। অর্থ কাক, বায়স, কাউয়া।[১৭] কাক একটি চালাক প্রাণী এবং বিভিন্ন জটিল কাজ সমাধান করতে পারে।[১৮]

চিত্র-৪২ : কাকের দৃশ্য

সুরা আল-মায়িদার ৩১ নং আয়াতে দুই বার কাকের নাম উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

> অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভাইকে হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুললো, সুতরাং সে তাকে হত্যা করে ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব। ফলে সে লজ্জিত হলো।[১৯]

আল্লাহ তা'আলা হাবীলের হত্যার পর কাবীলকে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য দু'টি কাক প্রেরণ করেন। একটি কাক আরেকটি কাককে হত্যা করে মাটি খুড়ে সেখানে রেখে দেয়। কাবীলও মাটি খুড়ে তার ভাই হাবীলের মৃতদেহ কবর দেয়।

---

১৬. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮২

১৭. ইবনে মানজুর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ.৩৯

১৮. In these experiments, ravens were given very complex tasks which they have never encountered before and they're not programmed for doing naturally, yet they managed to succeed every time, finding creative, logical solutions to the tasks. More surprisingly, they did it right the first time, every time, with no trial and error process whatsoever!" Sahar El-Nadi, Neurology & Qur'an Speak About Smartest Bird on Earth. https : //aboutislam.net/muslim-issues/science-muslim-issues/neurology-quran-speak-smartest-bird-earth/ Date : 15/02/2021

১৯. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (আল-কুরআন, ৫ : ৩১)

৫.৫. আল-কুরআনে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (طَيۡرًا أَبَابِيلَ) প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার পাখির মাধ্যমে কাবা ঘর রক্ষা করেন। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আবরাহা কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য বিশাল এক হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় আগমন করে; আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টি আবাবীল[২০] অর্থাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মাধ্যমে তা রক্ষা করেন এবং তাদের ধুলিস্মাৎ করেন। আর এ বিশেষ পাখিগুলোকে একত্রে আবাবীল বলা হয়ে থাকে। আবাবীল দ্বারা সেসব পাখি উদ্দেশ্য যারা আকাশে ও যমীনের মাঝামাঝিতে বাসা বানায়। অন্যান্য পাখির মত এদের ঠোঁটও আছে। আর কুকুরের বাহুর মত এদের বাহু।[২১] মহান আল্লাহ রাব্বুল অলামীন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রসঙ্গে বলেন,

> তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা তাদের ওপর পোড়া মাটির কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির মত করেন।[২২]

চিত্র-৪৩ : হস্তী বাহিনীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির আক্রমণের কল্পিত দৃশ্য

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মাধ্যমে কা'বা ঘর রক্ষা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে রক্ষা করার জন্য এক পাল চড়ুইপাখির মত পাখি প্রেরণ করলেন। পাখিরা মুখে ছোট ছোট পাথর বহন করে। এ সব পাথর তারা সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করলো। এর মাধ্যমে আবরাহার সেনাদল ভূষির মতো নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। আর এই চড়ুঁই পাখিগুলো ছিল আবাবিলের মতো। প্রতিটি পাখি তিনিটি পাথর বহন করেছিল।

---

২০. আবাবীল অর্থ গোষ্ঠি, দলে দলে পাখি. এক ঝাক পাখি। আবাবীল প্রধানত চার শ্রেণীর হয়ে থাকে। (১) যা সমুদ্র উপকূলে থাকে, আর সে সেখানে জমি খনন করে বাসা বানায়। এদের শরীর ছাই রঙ্গের এবং এরা সুনুন নামে প্রসিদ্ধ। (২) এরা ঐ শ্রেণীর যার রং সবুজ আর পিঠের অংশ লাল বর্ণের হয়। মিশরবাসী এদের সবুজ রঙের হওয়ার কারণে এদরকে খাজিরি বলে। এদের খাদ্য মশা-মাছি আর ফড়িং প্রজাপতি ইত্যাদি। (৩) এরা ঐ শ্রেণীর যার বাহু দীর্ঘ ও পাতলা হয়, আর এরা পাহাড়ে থাকে, আর পিপীলিকা ওদের খাদ্য এবং এ শ্রেণীকে মামাইম (বিষধর) বলে। (৪) এরা ঐ শ্রেণীর যাকে সুনুন বলে। এ আবাবীল অধিকন্তু মসজিদে হারামে থাকে। আর বাবে ইব্রাহীম ও বাবে বনী শাইবার ছাদে বাসা বানায় থাকে। সুনুনুই সে পাখি যার দ্বারা আল্লাহ তা'অলা আসহাবে ফীল অর্থাৎ আবরাহা ও তার সৈন্যদরকে ধ্বংস করেন। (কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬)

২১. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৭

২২. وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ (আল-কুরআন, ১০৫ : ০৩-০৫)

একটি মুখে অন্য দু'টি দুই পাখার নীচে।[২৩] আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষুদ্র পাখির মাধ্যমে বিশাল হস্তী বাহিনীকে পর্যদুস্ত করেন। আল-কুরআনে বর্ণিত এ ঘটনার মাধ্যমে অহংকারী সম্প্রদায়কে সাবধান করা হয়েছে।

৫.৬. আল-কুরআনে শিকারী (الْجَوَارِحِ) পাখি প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিভিন্ন শিকারী পাখির বর্ণনা দিয়েছেন। শিকারী এ পাখির মাধ্যমে মানুষের খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। আল-কুরআনে শিকারী পাখির জন্য (الْجَوَارِحِ) যাওয়ারিহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (الْجَوَارِحِ) যাওয়ারিহ শব্দটি বহুবচন, অর্থ শিকারী পশু, শিকারী প্রাণী, চতুষ্পদজন্তু হোক বা পাখি, যেমন কুকুর, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, বাজপাখী, বলাকা, শাহীন ইত্যাদি।[২৪]

শিকারী প্রাণীকে যাওয়ারীহ বলা হয় এই কারণে যে, এরা মালিকের জন্য শিকার করে তারা খাদ্য উপার্জন করে দেয়। অথবা জারাহ(جرح) অর্থ জখম করা, আহত করা। এ সব প্রাণী ধৃত শিকারকে জখম করে বিধায় (الْجَوَارِحِ) বলা হয়েছে।[২৫] আল-কুরআনে শিকারী পাখির বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।[২৬]

চিত্র-৪৪ : বিভিন্ন শ্রেণীর শিকারী পাখির দৃশ্য

---

২৩. মোবারকপুরী, আল্লামা ছফিউর রহমান, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, (অনূদিত : খাদিজা আক্তার রেজায়ী)(*লন্ডন :* আল কুরআন একাডেমী,২০০০ খ্রি.), পৃ.৭৩.

২৪. আবদুল হাফিজ বালয়াভী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

২৫. ড. ইবরাহীম মাদকূর, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১০৪

২৬. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আল-কুরআন, ৫ : ৪)

এ সকল প্রশিক্ষিত জন্তুর মধ্যে রয়েছে বাজ পাখি, শকুন, চিল, শিকারী কুকুর, বাঘ বা সিংহ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা প্রশিক্ষিত এ প্রাণীদের মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষ এ সকল পাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে আসছে।

৫.৭. আল-কুরআনে নখর (ذِي ظُفُرٍ) বিশিষ্ট পাখি প্রসঙ্গ

কুরআন মাজীদে মহান রাব্বুল আলামীন নখর বিশিষ্ট পাখির (ذِي ظُفُرٍ) বিবরণ দিয়েছেন। ইহুদী সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার কারণে এ সকল পাখি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। ذِي ظُفُرٍ এমন পশু-পাখি যেগুলোর পাঞ্জা রয়েছে এবং নখ বা পায়ের অঙ্গুলিসমূহ সংযুক্ত। যেমন, উট পাখি, হাঁস, ঈগল পাখি। নখ বিশিষ্ট পশু বলতে এমন পা-বিশিষ্ট পশু, যার আঙ্গুলগুলো ফাঁক-ফাঁক অর্থাৎ, পৃথক পৃথক নয়। যেমন, উটপাখি, হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি। এই ধরনের সমস্ত পশু-পাখি হারাম ছিল। কেবল সেই পশু ও পাখি তাদের জন্য হালাল ছিল যাদের ক্ষুর বা আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক হতো।[২৭] ইহুদী সম্প্রদায়ের আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জন্য বিভিন্ন হালাল বস্তু হরাম করা হয়। আল-কুরআনে তাদের অবাধ্যতার কারণে নখরযুক্ত পশু-পাখি হারাম প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্টে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।[২৮]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে, ইহুদীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নখর বিশিষ্ট প্রাণী নিষিদ্ধ করেন। তাদের উপর এই কড়াকড়ির কারণ ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর আইন লংঘন করত। তারা বলে যে, তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আ.) নিজেই নিজের উপর এগুলোকে নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তারা তাঁর অনুকরণে সেই জিনিসগুলোই নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। এগুলো ইয়াকুবের জন্য হালাল ছিলো। কিন্তু তাদের খোদা দ্রোহিতার জন্য এগুলো হারাম করা হয়েছে। এভাবে এই পবিত্র জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।[২৯]

৫.৮. আল-কুরআনে মৃতভোজী পাখি (فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ) প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে মৃতভোজী পাখির বর্ণনা রয়েছে। এ পাখিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয় সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মৃতভোজী পাখি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মৃতজন্তুকে গ্রাস করে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মৃতভোজী পাখির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

---

২৭. ইবনে কাসীর,প্রাগুক্ত, ১৯৯৯,খ.৩, পৃ.৩৫৪

২৮. আল-কুরআন, ৬ : ১৪৬

২৯. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৬ পৃ.৩৬০

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে। এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো। অত:পর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।[৩০]

৫.৮.১. মৃতভোজী পাখির শিকারের সাথে মুশরিকদের উপমা

আল-কুরআনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় শিরক বর্জন ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়, সে এই আকাশ তথা ঈমানের সমুচ্চ স্থান থেকে নিচে পড়ে যায়। তার পর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অর্থাৎ, তার কু-প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশি তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে এদিক-সেদিক নিয়ে যায়। তারপর বাতাস তাকে দূর-দূরান্তে নিয়ে ছুঁড়ে মারে, অর্থাৎ শয়তান তাকে আরও বেশি গোমরাহীতে লিপ্ত করে এবং সে বিপথগামীতায় বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এরূপ বক্তি ঈমানের উচ্চতর স্থান থেকে অধঃপতিত হয়ে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায় ও তা তাকে প্রবৃত্তি প্ররোচনা দিয়ে গোমরাহীর চরম সীমায় পৌছিয়ে দেয়।[৩১]

চিত্র-৪৫ : শিকাররত মৃতভোজী পাখির দৃশ্য

এটা আসলে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্তকারীদের নিখুঁত চিত্র। তারা ঈমানের সুউচ্চ অবস্থান থেকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। কেননা তাওহীদের ভিত্তির উপর মানুষ পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করে এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ কওে থাকে। কিন্তু একজন মুশরিক তা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তার অসংযত কামনা বাসনাগুলো তাকে শিকারী পাখির মতো ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ও কুড়ে কুড়ে খায় এবং নানারকমের ভিত্তিহীন

---

৩০. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (আল-কুরআন, ২২ : ৩১)

৩১. তকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, খ.২য়, পৃ.৩৮০

কল্পনা তাকে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অথচ সে কোনো অটুট বন্ধনের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখে না, যা তাকে তার আবাসস্থল এই পৃথিবীর সাথে বেঁধে রাখে।[৩২]

যেমন বড় বড় পাখি ছোট কোন জীবকে অত্যন্ত দ্রুত ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, দূরে কোথাও নিক্ষেপ করে এবং যার কোন হদিস পাওয়া যায় না। ঠিক অনুরূপ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে সে সুস্থ প্রকৃতি ও আন্তরিক পবিত্রতার দিক দিয়ে পবিত্রতা ও নির্মলতার এক উচ্চাসনে আসীন হয়। কিন্তু যখনই সে শির্কের পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে নিজেকে উঁচু হতে একদম নীচে, পবিত্রতা হতে অপবিত্রতায় এবং নির্মলতা হতে কর্দম ও পঙ্কিলতায় নিক্ষেপ করে।[৩৩]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উপমার ব্যবহার করা হয়েছে। এ উপমা কুরআন মাজিদের বিশেষ একটি ব্যবহার পদ্ধতি। যা কুরআনের বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গি এবং অলৌকিক হওয়ার দিকগুলোকে অনন্য করেছে। আল-কুরআনে বিভিন্ন শ্রেণীর পাখিদের উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে একদিকে আল-কুরআন অনুধান সহজ হয়েছে। অন্যদিকে এসকল উপমিত পাখির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৯. নবী-রাসূল (আ.)-দের জীবনে পাখি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী

মহান আল্লাহর অপূর্ব এক সৃষ্টি পাখি। এ প্রাণী আল্লাহর সৃষ্টির অতুলনীয় নিদর্শন। আল-কুরআনে নবী-রাসূলদের জীবনে পাখি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক মৃত পাখি জীবিতকরণ, হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক পাখির অবয়ব গঠন, হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি পাখিদের আনুগত্য ও যাবূর পাঠ, হযরত সুলায়মান (আ.) এর রাজ্য পরিচালনায় পাখির অংশ গ্রহণ; হুদহুদ পাখির মাধ্যমে নতুন সাম্রাজ্যের সন্ধান লাভ ও আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার এবং হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে নবী-রাসূলদের জীবনে পাখি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী আলোকপাত করা হলো।

৫.৯.১. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক মৃত পাখিকে জীবিতকরণ

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পাখির মাধ্যমে মহাশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কের এক পর্যায়ে নিজেকে জীবন-মৃত্যুর মালিক বলে দাবী করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহই একমাত্র এ ক্ষমতার মালিক উল্লেখ করে তাঁকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান।[৩৪]

---

৩২. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, ১৩খন্ড, ২২৪ পৃ.

৩৩. মওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৬

৩৪. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : (আল-কুরআন, ০২ : ২৫৮)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

> আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। তিনি (আল্লাহ) বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এ জন্য চাইছি যাতে অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও, এবং সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর (যবাই করে) দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে রেখে দাও। তারপর সে গুলোকে ডাকো; তোমার নিকট (জীবিত হয়ে) দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।[৩৫]

আলোচ্য আয়াতে কোন ধরণের পাখি যবাই করা হয়েছিল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিগুলি ছিল কলুঙ্গ, ময়ূর, মোরগ ও কবুতর। আবার কেউ কবূতর, মোরগ, ময়ূর ও কাকের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৬] আবার কেউ ময়ুর, একটি মোরগ, একটি কবুতর ও একটি কাক উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ শকুনের কথা উল্লেখ করেছেন । আবার কেউ একটি সবুজ রংয়ের হাঁস, একটি কালো কাক, একটি সাদা কবুতর ও একটি লাল মোরগ কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

৫.৯.২. হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক পাখির অবয়ব গঠন ও জীবিতকরণ

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে বিভিন্ন মু'জিযা প্রদান করেন। তিনি পাখির অবয়ব তৈরি করে তাতে ফুঁ দেন এবং আল্লাহর নির্দেশে তা জীবন লাভ করত। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত ঈসা (আ.) এর পাখির অবয়ব গঠন ও জীবনদান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

> আর বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল হিসেবে তাঁকে মনোনীত করবেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আসো। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৩৮]

> যখন আল্লাহ বলেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত

---

৩৫. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (আল-কুরআন, ০২ : ২৬০)

৩৬. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৬৯০

৩৭. ইবনূল জাওযী, প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ.২৬৮

৩৮. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ৩ : ৪৯)

> ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেতো এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো, তারা বললো: এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।[৩৯]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করে পাঠালেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.) কে বিভিন্ন মুজিযা দিয়েছিলেন এবং পাখি তৈরি তার মধ্যে অন্যতম।[৪০] তিনি কাদা মাটি থেকে পাখির আকৃতি তৈরী করে তাতে ফু দিলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যেতো। কারও মতে, সে পাখিটি ছিল চামচিকা।[৪১] আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) এর মাধ্যমে পাখির অবয়ব গঠন ও তাতে জীবন দানের মাধ্যমে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ঘটান।

৫.৯.৩. হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি পাখিদের আনুগত্য প্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) কে বিভিন্ন নি'আমত দান করেন। নবুওয়ত ও রাষ্ট্র ক্ষমতার পাশাপাশি আল্লাহ দাউদ (আ.) কে ধ্যানমগ্ন অন্তর ও সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেন। ফলে তিনি যখন ধ্যানে মগ্ন এবং তিলাওয়াতে মশগুল হতেন তখন তাঁর অস্তিত্ব এই গোটা প্রকৃতির অস্তিত্বের সাথে একাকার হয়ে যেত। পাহাড় পর্বত ও পশু-পাখি অস্তিত্বের সাথে তাঁর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়ে একক সত্ত্বা হিসেবে স্রষ্টার গুণগান ও আরাধনায় মত্ত হয়ে যেত। তখন দেখা যেত, পাহাড় পর্বত ও তাঁর কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তসবীহ পাঠ করছে আর পশু পাখিও তার সুরে সুর মিলিয়ে মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের গুণগান গাচ্ছে।[৪২]

পাখিরা হযরত দাউদ (আ.) এর ভাষা বুঝতো এবং তিনি পাখিদের নিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের তাসবিহ পাঠের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

> আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম।[৪৩]

---

৩৯. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (আল-কুরআন, ৫ : ১১০)

৪০. আত-তাবারী, আবূ জারীর মুহাম্মদ বিন জারীর, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.৪২৬

৪১. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ.১, পৃ.১১২, http : //www.alwarraq.com Date : 21/04/2021

৪২. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ.২২৩

৪৩. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (আল-কুরআন, ৩৪ : ১০)

> অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম।[৪৪]

হযরত দাউদ (আ.) এর সাথে পাহাড় পর্বত ও পক্ষীকুলও তাসবীহ পাঠ করতো। এক দিন পাখি তাঁর সাথে চলছিলো। তিনি শুন্য আকাশে বায়ুর মধ্যে পাখিকে তাসবীহ পাঠ করতে শুনলেন। তখন তিনি 'যাবুর' আবৃতি করছিলেন। পাখিগুলো তিলাওয়াতের কারণে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে পারছিলো না এবং থেমে যাচ্ছিল।[৪৫] আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিকেও তাঁর করায়ত্ত করে দেন। ফলে সেগুলো তাঁর সামনে জড়ো হয়ে সুর করে আল্লাহর গুণগান গাইত। এগুলো ছিলো একান্তই আল্লাহর দান। নবুওয়াত, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপ্রত্তির পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তাকে এসব অসাধারণ গুণাবলীও দান করেন।[৪৬]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ দিয়েছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) কে অলৌকিক ধরনের সুলিত কণ্ঠস্বর দেয় হয়েছিল। এই কণ্ঠস্বর দিয়ে তিনি ধর্মীয় তাসবীহ পাঠ করতেন। আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠের সময় তার সাথে পাহাড় পর্বত ও পক্ষীকূল এমনভাবে কণ্ঠ মেলাতো যে, সকলে একাকার হয়ে এই তাসবীহর সাথে মিলিত হতো।[৪৭]

৫.৯.৪. হযরত সুলায়মান (আ.) ও পাখির ভাষা

আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.) কে অসংখ্য নি'আমতের অধিকারী করেন। তাঁকে পাখির ভাষা বুঝার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনায় পাখিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে-

> সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোক সকল আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।[৪৮]

---

৪৪. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ (আল-কুরআন, ২১ : ৭৯)

৪৫. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.১৮১

৪৬. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ.২২৩

৪৭. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ.১৮১

৪৮. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (আল-কুরআন, ২৭ : ১৬)

হযরত সুলায়মান (আ.) পিপীলিকার ভাষাও বুঝতেন : حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (আল-কুরআন, ২৭ : ১৮-১৯)

আলোচ্য আয়াতের عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ দ্বারা হযরত সুলাইমান (আ.) এর একটা বিশেষ মর্যাদা বোঝানো হয়েছে। তিনি খেচর-ভূচর সবকিছুরই ভাষা বুঝতে পারতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাজত্ব পরিচালনার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন (পশু-পাখির সহযোগিতা) তা দান করেন। এটা ছিল তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর প্রকাশ্য অনুগ্রহ।[৪৯]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার এক সমাবেশে হজরত সুলায়মান তাঁর লোকজন নিয়ে বসেছিলেন। অদূরে একটি বন্য কবুতর চিৎকার করছিলো। তিনি জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবুতরটি কী বলছে জানো? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলেছে, মৃত্যুর জন্য জীবনকে এবং ধ্বংসের জন্য গৃহকে প্রস্তুত রাখো। আর একবার চিৎকার করছিলো একটি পক্ষীশাবক। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, জানো, সে কী বলে চলেছে? তারা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে, আক্ষেপ! এ বিশাল সৃষ্টিশালা যদি অস্তিত্বলাভ না করতো।

ময়ূরের ডাক শুনে একবার তিনি বললেন, জানো, তার এ কেকার অর্থ কী? লোকেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে বলছে, অপরের জন্য যেমন আচরণ করবে, তেমনি আচরণ পাবে তুমিও। পেঁচকের ডাক শুনে বললেন, সে কী বলছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, তার ভাষা তো আমরা জানি না। তিনি বললেন, পেঁচাটি বলছে, অন্যকে যে করুণা করে না, সে নিজেও করুণাসিক্ত হয় না। বাজ পাখির চেঁচামেচি শুনে একবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো সে কী বলে? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলে, ওহে পাপী-তাপীর দল! আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর একদিন তিতিরের কর্কশ স্বর শুনে তিনি তার সঙ্গীদের কাছে প্রশ্ন করলেন, বলতে পারো, তার এ উচ্চারণের মানে কী? সঙ্গীরা জবাব দিলো, না। তিনি বললেন, তার আওয়াজের মানে প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুপথগামী, আর প্রতিটি নতুন অবক্ষয়প্রবণ।

একবার পাখির কিচির মিচির শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই পাখিটির উচ্চারণে কী প্রকাশ পাচ্ছে? তারা বললো, বলতে পারবো না। তিনি বললেন, সে উপদেশ দিচ্ছে, পূর্বাহ্নে পুণ্য প্রেরণ করো, সবটাই পেয়ে যাবে। কবুতরের বাকবাকুম শুনে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, সে কী জানাতে চায়? উপস্থিত জনেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে জানাতে চায়, আমার সুমহান প্রভুপালনকর্তা গুণকীর্তন দ্বারা আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে দাও। একবার একটি পাখি শিস দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, বলো, তার শিসের মর্ম কী? লোকেরা বললো, আমাদের জানা নাই। তিনি বললেন, সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বর্ণনা করো আমার মহামহিম প্রভুপালকের মহিমা। তিনি আরো বললেন, এক দশমাংশ কর সংগ্রহকারীকে কাকেরা অভিসম্পাত দেয়। ফিঙ্গে বলে, স্বল্পবাকেরা নিরাপদ। তোতাপাখি সতর্ক করে দেয়, পার্থিবতা যাদের লক্ষ্য, তাদের পরিণাম অশুভ। ভেক ও তার সঙ্গনী বলে, বর্ণনা করো আমার সুমহান আল্লাহর পবিত্রতা।[৫০] আল-কুরআনে হযরত

---

৪৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮২

৫০. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.২৯

সুলায়মান (আ.) পাখিদের ভাষা অনুধাভনের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। পাখির সাথে কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

৫.৯.৫. হযরত সুলায়মান (আ.) এর সেনাবাহিনীতে পাখিদের অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা হজরত সুলায়মান (আ.) কে বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী করেন। তার এ সম্রাজ্য শুধু মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং জিন ও পশু-পাখির উপরও তা ব্যাপ্ত ছিল। তিনি যখন কোন দিকে বের হতেন, তখন তার সেনাদলে যেমন থাকত মানুষ, তেমনি থাকত জিন ও পাখির দল।[৫১] আল-কুরআনে হযরত সুলায়মান (আ.) এর সম্রাজ্যে পাখির বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

> সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো। জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অত:পর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।[৫২]

হযরত সুলায়মান (আ.) এর বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন। তাঁর সেনাবহিনীতে মানুষের পাশাপাশি পাখিরাও অবস্থান করত। হযরত সুলাইমান (আ.) এর সৈন্য একত্রিত হল। যাদের মধ্যে মানুষ, জিন, পাখি ইত্যাদি সবাই ছিল। তাঁর নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তারপর জিন পাখি তাঁর মাথার উপর থাকত। গরমের সময় তারা তাঁকে ছায়া দিত। একশত মাইল পরিসর জুড়ে অবস্থান করতো হযরত সুলায়মানের সেনাবাহিনী। ওই সুবিস্তৃত সেনানিবাসে মানব সেনাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল পঁচিশ মাইল, জ্বিন সেনাদের জন্য পঁচিশ মাইল এবং বিহঙ্গবাহিনীর জন্য পঁচিশ মাইল। অবশিষ্ট পঁচিশ মাইল ছিলো অন্যান্য প্রজাতির সৈন্যদের জন্য।[৫৩]

৫.৯.৬. হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইউসুফ (আ.) কে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা দেন। আল-কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে থাকা অবস্থায় রাজ দরবারের বন্দীদের স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তাঁর সাথে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি। অপরজন বলল: আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে

---

৫১. তকী উসমানী, প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ.৫০৭

৫২. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (আল-কুরআন, ২৭ : ১৭)

৫৩. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৩৫

> পাখি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি।[৫৪]
>
> হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, হে কারাগারে সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।[৫৫]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, হজরত ইউসুফকে (আ.) যখন কারাগারে প্রবেশ করানো হল, তার একটু আগে পরে, অথবা সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে ঢোকান হলো দুজন যুবককে। তারা ছিল রাজা রাইয়ানের ক্রীতদাস। একজন ছিল রন্ধনশালার প্রধান, আরেকজন ছিল পানশালার মদ্য পরিবেশনকারী। মিশর রাজাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে পড়েছিলো যুবকদ্বয়। রাজা তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

জেলখানায় তারা স্বপ্ন দেখল এবং হযরত ইউসুফ (আ.) কে তাদের স্বপ্নের কথা বললেন। একজন বলল, আমি দেখলাম, রাজার জন্য মদ্য প্রস্তুতত করছি। অতঃপর রাজার পানপাত্র নিয়ে বাগানে গেলাম। দেখলাম একটি বৃক্ষাকুঞ্জে ঝুলে রয়েছে তিন গুচ্ছ আঙ্গুর। আমি ওই তিন গুচ্ছ আঙ্গুর নিষিক্ত করে শরাব প্রস্তুত করলাম। পরিবেশন করলাম রাজার সামনে। রাজা হৃষ্টচিত্তে সেই শরাব পান করলেন। অপরজন বললেন, আমি দেখলাম, তিন টুকরী রুটি ও গোশত মাথায় নিয়ে আমি পথ চলছি। আর শিকারী পাখিরা ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে টুকরির রুটি ও গোশত।

হজরত ইউসুফ (আ.) বললেন, হে সহবন্দীদ্বয়! তোমাদের স্বপ্নের তাবীর হল, প্রথম জনকে বলল তুমি শীঘ্রই মুক্তি পাবে। বহাল হবে পূর্ব পদে। রাজা পুনরায় তোমাকে দান করবেন মদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব। স্বপ্নে তিনটি আঙ্গুর গুচ্ছ দেখেছিলে তুমি। এর অর্থ – তুমি কারা মুক্ত হবে তিনদিন পর। দ্বিতীয় জনকে বললেন, তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে, রুটি ও গোশতের তিনটি টুকরি রয়েছে তোমার মাথায়। আর শিকারী পাখিরা সেগুলো ঠুঁকরে ঠুঁকরে খাচ্ছে। ওই তিনটি টুকরি দেখার অর্থ তোমাকেও তিনদিন পর জেলখানা থেকে বের করা হবে। তারপর শুলবিদ্ধ করা হবে তোমাকে। পাখিরা তখন ঠুকরে ঠুকরে খাবে তোমার মাথার মগজ। হে আমার সঙ্গীদ্বয়! এই হচ্ছে তোমাদের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা।[৫৬]

হযরত ইউসুফ (আ.) এর যুগে মিশরে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের প্রচলন ছিল। ঐ সময় আল্লাহর সাথে অংশীদারের মাধ্যমে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হতো। মহান আল্লাহ হযরত ইউসুফ (আ.) কে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের মু'জিযা দান করেন। এর মাধমে তাঁর জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা এবং দিয়ে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেন।

---

৫৪. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (আল-কুরআন, ১২ : ৩৬)

৫৫. يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (আল-কুরআন, ১২ : ৪১)

৫৬. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.১৮৮

৫.১০. আল-কুরআনে পরিযায়ী পাখি প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে পরিযায়ী পাখির বর্ণনা দিয়েছেন। এ সকল পাখি বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা খাদ্য, প্রজনন, শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা ও পরিবেশগত কারণে বছরের বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমন করে থাকে। এ পরিভ্রমণকালে এ সকল পাখি হাজারও মাইল পাড়ি দিয়ে নিজ নীড়ে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল পাখির দেহ এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা শতশত মাইল পাড়ি দিতে পারে। এদের আকাশে শূন্যগর্ভে চলাচলে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়। এই শ্রেণীর পাখি বহু দূরে নিখুঁতভাবে গন্তব্যস্থান নির্ধারণ করতে পারে। এ পাখিরা কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই হাজার হাজার মাইল আকাশপথে পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।[৫৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয়ে দেখেন। [৫৮]
> তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণী রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের বসবাসের উপযোগী করে যমিনকে বিস্তৃত করেছেন। পরিযায়ী পাখির পরিযানের অন্যতম কারণ খাদ্যের সংস্থান করা। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহর নির্দেশেই পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার ভার আল্লাহ্‌র উপরে নয়, আর তিনিই জানেন তার বাসস্থান ও তার বিশ্রামস্থল। সবই আছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।[৬০]

আল্লাহ তা'আলা পাখির যে শক্তি দিয়েছেন এবং যে নিয়ম চালু রেখেছেন সেই নিয়ম অনুযায়ী পাখিরা মহাশূন্যে ডানা মেলে উড়তে পারে। তার ক্ষমতার রশিতে বাঁধা থাকার কারণেই এই মহাশূণ্যলোক ও আশ-পাশের সমস্ত পরিবেশ পাখিগুলোকে ঘন্টার পর ঘন্টা মহাকাশে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আকাশকে পাখির উড্ডয়নের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনিই পাখিগুলোকে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহাশূন্যে উড়বার এই ক্ষমতা দিয়েছেন। তার আশে পাশের পরিবেশকেও পাখিকুলের উড়ে বেড়ানোর জন্যে উপযোগী বানিয়েছেন। তিনিই মহাকাশের শূণ্যতায় পাখিদের ধরে রেখেছেন। তারা দীর্ঘ সময় ধরে উড়া সত্তেও ক্লান্ত হয় না এবং নীচে পড়ে যায় না।[৬১] এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, অতিথি পাখিরা তাদের দীর্ঘ ভ্রমণকালে অন্যান্য কৌশলের মধ্যে বাতাসের প্রবাহকে কজে লাগায়। অনুকূল বাতাসের সাহায্যে তারা আফ্রিকা থেকে

---

৫৭. কালের কণ্ঠ, ২৫ জানুয়ারী, ২০২০

৫৮. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯)

৫৯. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯)

৬০. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৬)

৬১. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, ১৯৯৭, খ. ১২, পৃ.১২৭

হাজারে হাজারে, লাখে লাখে হঠাৎ করেই কখনও বা মাত্র একরাতেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফিরে আসে।[৬২]

চিত্র-৪৬ : পাখিদের পরিযানের দৃশ্য

পাখি পরিযানের অন্যতম দুটি কারণ হচ্ছে, খাদ্যের সহজলভ্যতা ও বংশবৃদ্ধি। উত্তর গোলার্ধের অধিকাংশ পাখি বসন্তকালে উত্তরে আসে প্রচুর পোকামাকড় আর নতুন জন্ম নেওয়া উদ্ভিদ ও উদ্ভিদাংশ খাওয়ার জন্য। এ সময় এরা ঘর বাঁধে ও বংশবৃদ্ধি ঘটায়। শীতকালে বরফ জমার কারণে বা অন্য কোনো সময় খাবারের অভাব দেখা দিলে এরা দক্ষিণে যাত্রা করে।

আবহাওয়াকেও পরিযানের আরেকটি কারণ ধরা হয়। শীতের প্রকোপে অনেক পাখিই পরিযায়ী হয়। বসন্তের সময় মার্চ-এপ্রিলের দিকে শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোতে বরফ গলতে শুরু করে। কিছু কিছু গাছপালা জন্মাতে শুরু করে। ঠিক এরকম সময়ে অতিথি পাখিরা নিজ বাড়িতে ফিরে যায়। আল্লাহ তা'আলা পাখির শারিরীক কাঠামো আকাশে দীর্ঘক্ষণ উড়ার মতো করে তৈরি করেছেন। ফলে পাখিরা দেশে থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে। নিজেদের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে দূরে রাখে। জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ অধ্যায়ে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন শ্রেণীর পাখির আলোচনা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। রাজ্য পরিচালনায় মানুষের সাথে পাখির অংশগ্রহণের বর্ণনা আল-কুরআনের অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেছে। হুদহুদ পাখির মাধ্যমে নতুন সাম্রাজ্যের সন্ধান ও তাওহীদের বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির গুরুত্ব প্রামাণিত হয়েছে। কাকের কবর দেওয়ার শিক্ষা, সালওয়া নামক পাখির গোশত দ্বারা বনী ইসরাঈলের খাদ্যের

---

৬২. সম্পাদনা পরিষদ কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত পৃ. ৫০

ব্যবস্থাপনা ও ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মাধ্যমে হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কাবা ঘর রক্ষার ঘটনা নব নব উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে। যুগে যুগে মানুষের খাদ্যের সংস্থানে শিকারে পাখির ব্যবহারের তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। পাখিদের সাথে নবী-রাসূলগণের তাসবীহপাঠ ও কথোপকথনের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মৃত-পাখি জীবিত করার বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের পুনরুত্থানে বিশ্বাস মজবুত হয়েছে। এ সকল ঘটনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার মৃতকে জীবিত করার অসীম ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব কল্যাণে পশু-পাখির অবদান

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব কল্যাণে পশু-পাখির অবদান

পশু-পাখি মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ নি'আমত। সৃষ্টির শুরু থেকে এ সকল প্রাণী মানুষকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। আল-কুরআনের বিভিন্নস্থানে মানব কল্যাণে পশু-পাখি প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এ সকল প্রাণী থেকে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, পরিবহন, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সহ বিভিন্ন কল্যাণ লাভ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির মালিক হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে পশু-পাখির উপর মালিকানা দিয়েছেন । এ সকল প্রাণী নিজেদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। সে খাদ্য থেকে সঞ্চিত শক্তির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। তাদের এ আত্ম ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ পরোপকারের শিক্ষা লাভ করে। এ সকল পশু কুরবানীর মাধ্যমে মানুষ ইসলামের মৌলিক ইবাদত প্রতিপালন করে এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে থাকে। পশু-পাখির উপর গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নিত্য-নুতন বিভিন্ন উপকরণ উদ্ভাবন করছে। যার মাধ্যমে তাদের প্রতিদিনকার জীবন যাপন সহজ ও আরামদায়ক হয়ে উঠছে। পশু-পাখির মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য, দায়িত্বশীলতা, কর্মনিষ্ঠার শিক্ষা লাভ করে থাকে । মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতের অন্যতম উপাদান পশু-পাখি। পশু-পাখির চামড়া ও পশমের পোশাক শীত নিবারণে অন্যতম উপাদান। চামড়ার পাদুকা মানুষের ব্যবহারের অন্যতম উপকরণ। পশু-পাখির মাঝে মানুষের জন্য শিক্ষা ও গবেষণার উপাদান রয়েছে। পশু-পাখি লালন-পালন, বিপণন, পশু-পাখির গোশত প্রক্রিয়াজাতকরণের দ্বারা মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হযেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে মানব কল্যাণে পশু-পাখির অবদান সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৬.১. মানব কল্যাণে পশুর অবদান

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পশুদের মানুষের অধীন করে মালিকানা দান করেছেন। এ পশুর মাধ্যমে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, পরিবহন, কর্মসংস্থান, সমাজিক মর্যাদা ও আর্থ-সামাজিক কল্যাণসহ নানাবিধ উপকার লাভ করে থাকে। এ সকল পশু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করে থাকে। পশুর মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন উপকার লাভ করে থাকে। মানব কল্যাণে পশুর অবদান সম্পর্কিত একটি বিবরণ নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

৬.১.১. পশুর উপর মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তা'আলা এ জগতের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও একচ্ছত্র মালিক। তিনি পশু থেকে মানবজাতিকে নানাবিধ উপকার গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার দিয়ে পশুর উপর মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরি বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক।[১]

পশুর উপর মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সকল চতুষ্পদ জন্তু, আল্লাহ তা'আলাই তো তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাদের এগুলোর মালিক বানিয়েছেন। ফলে এগুলো বাহন হিসেবে ব্যবহার করে, এগুলোর দুধ পান করে এবং এগুলো দ্বারা বিভিন্ন উপকার লাভ করে। এইসব তো আল্লাহরই কুদরত, তাঁরই কর্ম, তাঁরই কৌশল। আর এই কুদরত ও কৌশলের ফলেই তিনি মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এবং এর দ্বারা উপকার লাভের যোগ্যতা। আর চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে সৃষ্টি করেছেন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থেকে প্রয়োজন মেটানোর যোগ্যতা ও অনুভূতি।[২] যার ফলে মানুষ পশুকে নানাভাবে ব্যবহার করে। প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ও করে।

৬.১.২. পশুকে মানুষের জন্য বশীভূতকরণ

মানুষ আল্লাহর ব্যতিক্রম এক সৃষ্টি। আকারে অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে ছোট হলেও বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী তাদের কাছে অসহায়। উট, ঘোড়া, গরু, ও মহিষ মানুষের কাছে বশীভূত। এ সকল প্রাণীর মাধ্যমে যোগাযোগ সহজ হয়েছে ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে মানুষ এ সকল পশু যবাই করে তাদের গোশত ভক্ষণ ও চামড়ার মাধ্যমে উপকার লাভ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> এবং কাবার জন্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আহার করাও যে অভাবী মানুষের কাছে হাত পাতে না ও যে অভাবী মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৩]

শক্তিশালী এ গবাদিপশুগুলো মানুষের কাছে অসহায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, উট, ঘোড়া, হাতি, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীবজন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনই এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূত করেছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটা মানুষের কোনোও বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দান।[৪]

---

১. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১)

২. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫২১-২৫২২

৩. আল-কুরআন, ২২ : ৩৬

৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরীফুল কুরআন*, (দেওবান্দ : মাকতাবাতু মোস্তাফাইয়াহ, তা.বি.), খ. ৭,পৃ. ৬২২

৬.১.৩. খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে গবাদি পশুর ভূমিকা

গবাদি পশু বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর বড় নি'আমত। এদের দ্বারা তিনি মানুষের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক সৃষ্টির খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। খাদ্যশৃঙ্খল ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাঁর সৃষ্ট জীবদের একে অপরের নির্ভরশীল করেছেন। গরুর গোশতে প্রোটিন, ভিটামিনস, মিনারেলস বা খনিজ উপাদান রয়েছে। জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ ছাড়াও এ গোশতে ভিটামিন বি$_{২}$ বি$_{৩}$, বি$_{৬}$ ও বি$_{১২}$ রয়েছে।[৫] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহই তোমাদের জন্যে গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণের জন্যে, কতক আহারের জন্যে।[৬]
>
> এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর।[৭]

আল্লাহ এ সকল পশুর গোশত নিজেদের জন্য খাওয়ার বিধান দিয়েছেন আবার আত্মীয়-স্বজন সহ গরিবদের মাঝে বিতরণের আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

> এবং কাবার জন্যে উৎসর্গকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবেহ করার সময় তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আহার করাও যে অভাবী মানুষের কাছে হাত পাতে না ও যে অভাবী মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়। এমনইভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৮]

চিত্র-৪৭ : গরুর রান্না করা গোশত

---

৫. httpswww.dailynayadiganta.comlast-page519423,Date 22/02/22

৬. اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯)

৭. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ২৩ : ২১)

৮. আল-কুরআন, ২২ : ৩৬

মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে গবাদি পশুর গোশতের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

> তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাবে না, কেননা, এটি অনারবদের রীতি, বরং তোমরা দাঁত দিয়ে গোশত কেটে খাবে, কেননা, এতে বেশী মজা পাওয়া যায় এবং খাবার সহজে হযম হয়ে যায়।[৯]

> হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (সা.) এর সঙ্গে খাওয়ার সময় আমার হাত দিয়ে হাড় থেকে গোশত ছাড়াচ্ছিলাম। তখন তিনি বলেন, হাড়খানা তোমার মুখে দাও। কেননা, দাঁত দিয়ে গোশত কেটে খাওয়াতে বেশ মজা পাওয়া যায় এবং তা সহজে হযম হয়।[১০]

গবাদি পশুর গোশত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; পেশি, দাঁত ও হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে; ত্বক, চুল ও নখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এ ছাড়া এ গোশত শরীরের বৃদ্ধি ও বুদ্ধি বাড়াতে ভূমিকা রাখে; দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে; দেহে শক্তি জোগান দেয়; স্মৃতিশক্তি বাড়ায় ও অবসাদ; মানসিক বিভ্রান্তি ও হতাশা দূর করে।[১১] গোশত মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিশেষ নি'আমত। মানুষ এ গোশত পশু-পাখির মাধ্যমে পেয়ে থাকে। যার মাধ্যমে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়ে থাকে।

৬.১.৪. পরিবহন ও বোঝা বহনে পশুর ভূমিকা

মানুষ পশু থেকে যে সকল উপকার গ্রহণ করে আসছে তার মধ্যে পরিবহন ও বোঝা বহন অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে গৃহপালিত পশু যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখনও পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চল, বালুকাময় মরুভূমি, বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে তাদের সাহায্যে যাতায়াত করা হয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

> আল্লাহই তোমাদের জন্যে গবাদিপশু (আনআম) সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণের জন্যে, কতক আহারের জন্যে।[১২]

> এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছাতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।[১৩]

পশুর পরিবহন ও বোঝাবহনের অতীত ও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যে পরিবেশে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল কেবল সে ধরণের পরিবেশেই নয়, আজও গৃহপালিত পশু যে কত বড় নি'আমত,

---

৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত্বআম, পরিচ্ছেদ : ফি আকলি আল লাহমি, প্রাগুক্ত, খ. ৩ , পৃ. ৪১১, হাদীস নং ৩৫৮০

১০. প্রাগুক্ত, ৩৫৮১

১১ . http//www.dailynayadiganta.comlast-page519423,Date 22/02/22

১২. اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯)

১৩. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন, ১৬ : ০৭)

তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। পশু ছাড়া বলতে গেলে মানুষের জীবনই অচল। সে যুগে সাধারণত উট, গরু, ভেড়া ও দুম্বা যে সকল পশুর ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর শুধু বাহন ও বিলাসোপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এই নি'আমতটির বর্ণনা দেওয়ার সময় কুরআন এ কথাও জানিয়ে দেয় যে, এতে মানুষের প্রয়োজন ও শখ দু'টোই পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। পশুর চামড়া, পশম, গোশত, দুধ ও ঘি ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ তো রয়েছেই। উপরন্তু দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে মালামাল পরিবহনের ব্যবস্থাও রয়েছে, যা কিনা মানুষ নিজে বহন করতে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হতো।[১৪]

চিত্র-৪৮ : মহিষের গাড়িতে কৃষকের মাঠের ফসল পরিবহনের দৃশ্য

পশুর পরিবহন ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যখন পশুকে গৃহে পালন করা শিখে, ঠিক তখন থেকেই সে এ সকল জন্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালামাল বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগিয়ে আসছে। কাজেই আধুনিক পরিবহন পদ্ধতি যখন ছিল না, সে সময়ে গৃহপালিত পশুই ছিল একমাত্র পরিবহন মাধ্যম। এমনকি আজও উটই ভারবাহী জন্তু হিসেবে মরুবাসীদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। মধ্য এশিয়ার বলখীয় উট এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার আরবী উট এখনও যে কোন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রশংসনীয় ক্ষমতা রয়েছে। যার কারণে এ সকল পশু মরু অঞ্চলে যোগাযোগের বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। তাদেরকে যথার্থই বলা হয়ে থাকে মরু জাহাজ। ঘোড়া, গাধা, খচ্চর এবং হাতিকে একই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে উঁচু-নিচু এবং পার্বত্যাঞ্চলে। পোষা কুকুর এবং বলগা হরিণও জুতসই ভারবাহী পশু হিসেবে কাজ করে থাকে এবং এরা হিমশীতল মেরু অঞ্চলে কঠিন পরিবেশে পরিভ্রমণ করে। তিব্বতীয় চমরী গাই এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুভীয় মেষ হচ্ছে গৃহপালিত পশুর আরো দু'টো দৃষ্টান্ত যারা পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। একমাত্র আল্লাহর সীমাহীন কৃপা ও দয়ায়ই মানুষ তার জীবনমান উন্নয়নে আল্লাহর প্রদত্ত এই উপহার উপভোগ করছে।[১৫]

---

১৪. সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৬১-২১৬২

১৫. গবেষণা বোর্ড কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

৬.১.৫. কৃষি কাজে গবাদি পশুর ভূমিকা

আল-কুরআনে গবাদি পশুর নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যুগে যুগে কৃষিকাজে এ সকল পশু ব্যবহার করে মানবজাতি তাদের অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে। গরু ও মহিষ স্মরণাতীতকাল থেকে কৃষক জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগেও বিশ্বের এক বৃহৎ অংশে গাভী, বলদ, মহিষ, ঘোড়া এবং উট কৃষি জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।[১৬] আল্লাহ তা'আলা এ সকল পশুকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করেছেন। তারাও আল্লাহর নির্দেশেই মানুষকে কৃষিসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা করে আসছে। আল-কুরআনে গবাদি পশুর নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি গবাদি জন্তু এবং তারাই এগুলোর অধিকারী। আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি, ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। তাদের জন্যে এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না? [১৭]

চিত্র-৪৯ : গবাদি পশুর মাধ্যমে কৃষিজমিতে হালচাষের দৃশ্য

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিতে গবাদি পশু বিভিন্নভাবে অবদান রেখে আসছে। জমিতে হালচাষ, নিড়ানি, মাড়াই, শষ্য পরিবহন, ঘানি টানা, জ্বালানিতে শুকনো গোবর ব্যবহার, জমিতে গোবর ও কম্পোস্ট সারসহ নানাভাবে গৃহপালিত পশু কৃষিকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী পশুগুলোকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। একটি ছোট শিশুও যদি একটি উটের নিকট এসে তাকে বসাতে চায় তবে তাকে বসাতে পারে। আবার তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। অনুরূপভাবে একশত কিংবা শতাধিক উটের

---

১৬ . প্রাগুক্ত, ২৯৪

১৭. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১-৭৩)

এক দীর্ঘ সারীকেও একটি ছোট শিশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারে।[১৮] উট, ঘোড়া, হাতি, বলদ, ইত্যাদি অধিকাংশ জীবজন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ গবাদি পশুকে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে গৃহপালিত পশু যুগে যুগে কৃষিকে সমৃদ্ধ করেছে।[১৯]

৬.১.৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গবাদি পশুর ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা গবাদি পশু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে মানুষ গবাদি পশুর মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। নবী-রাসূলগণও এ সকল পশু লালন-পালন করেছেন। হযরত মূসা (আ.) এর গবাদিপশু লালন-পালন প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

> (আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন) হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে।[২০]

গবাদি পশুর প্রজনন, লালন-পালন, পরিবহন, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বিপণন, মাংস ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির সাথে বহু মানুষের কর্মসংস্থান জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সকল পশুর উন্নয়ন ও তাদের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি দেশে প্রাণী ও পশুবিষয়ক মন্ত্রণায় ও বিভাগ রয়েছে। যেখানে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থান হয়ে থাকে।

৬.১.৭. গবাদি পশুর পশম ও চামড়ার বহুমুখী ব্যবহার

যুগ যুগ ধরে গবাদি পশুর পশম ও চামড়া মানবজাতির নানা কল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ সকল পশু জীবিত অবস্থায় যেমনিভাবে মানব কল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। তেমনই মৃত্যুর পরও তাদের চামড়া, হাড়, পশম, দাঁত ইত্যাদি মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল পশুর চামড়ার মাধ্যমে ঘরের তাবু, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ব্যবহারিক সামগ্রী (জুতা, বেল্ট,ব্যাগ, পাত্র) ও পশম দ্বারা শীত নিবারণের জন্য পশমী পোশাক এবং হাড় ও দাঁত দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। গৃহপালিত পশুর চামড়ার ব্যবহার সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আল্লাহ তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা করে দিয়েছেন এবং চতুস্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমাদের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। আর (ব্যবস্থা করেছেন) তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-

---

১৮. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত খ.২, পৃ. ৫৯২

১৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত খ. ৬ষ্ঠ,পৃ. ৫৫৮

২০. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ১৭-১৮)

উপকরণ।[২১] চতুস্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্যে শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আর অনেক উপকার রয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাকো।[২২]

এক সময় মানুষ উত্তমভাবে ছাউনিযুক্ত ও সুরক্ষিত আবাস নির্মাণে সমর্থ হয়েছে। যেখানে সে তার পরিবার নিয়ে বাস করতে, বিশ্রাম নিতে ও নিরাপত্তা, শান্তি ও আয়েশের সঙ্গে নিদ্রা যেতে পারে। মানুষের এই অগ্র যাত্রায় সে নানা জীবজন্তুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার ও সেভাবে চামড়া সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি বের করেছে। মরুচারী ও মরুবাসী যাযাবর বেদুঈন গোত্রগুলো, যারা সাধারণত তাঁবুতে বাস করে, তাদের জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জাগায় যাওয়ার বেলায় চামড়ার এই হালকা তাঁবু বেশ কাজে লাগে। তাছাড়া এ ধরনের তাঁবু সহজে খুলে ফেলে গুটিয়ে নেওয়া যায়। আর সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে সেখানে খুব একটা অসুবিধা ছাড়াই তাঁবু স্থাপন করা যায়।[২৩]

চিত্র-৫০ : পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি তাবু

গবাদি পশুর চামড়া ও পশম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, উটের লোম ছাড়াও ভেড়ার পশমও সারা বিশ্বে পোশাক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভেড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু থেকে প্রাপ্ত পশমসম্পদ তথা পশমী কোট যে আমাদের উষ্ণতা এনে দেয়। তার প্রধান কারণ হলো এসব জন্তুর কোঁকড়ানো চুল, যা থেকে পশম পেঁচানো পশমী তন্তু পাওয়া যায়। এ থেকে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের পোশাক যা আমাদেরকে উষ্ণ রাখে। যেমন:

---

২১. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (আল-কুরআন, ১৬ : ৮০)

২২. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৫)

২৩. গবেষণা বোর্ড কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

পুলওভার, জাম্পার, মোজা, মাফলার, হাতমোজা এবং অন্যান্য পশমী জিনিসপত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত পুরো চামড়াটাই পশমসমেত গরম কোট হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২৪]

চিত্র-৫১ : পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক

চিত্র-৫২ : পশুর পশম দিয়ে তৈরি পোশাক

চিত্র-৫৩ : পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি ব্যবহৃত সামগ্রী

২৪. গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৪

মানুষ ভেড়ার প্রাচুর্যপূর্ণ পশম, ছাগলের মোটা পশম ও উটের নরম পশম থেকে চমৎকার সুতো তৈরি করে তা দিয়ে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুবিধার জন্য কম্বল ও গরম কাপড় তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এসব জিনিসপত্র মানুষকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে ও এগুলো তৈরির কাঁচামাল বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহর তরফ থেকে মহৎ উপহার। এসব উপহার অবশ্য যে ইহজাগতিক উপহার, তা মনে রাখা দরকার। কালপরিক্রমার একটি পর্যায়ে মানুষ তার আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাবলে নানা ধরণের তন্তু ও সুতো তৈরি করতে সমর্থ হয় এবং কেবল শীত থেকে নয়, গরম থেকেও শরীরকে রক্ষা করতে সুতো বা তন্তু বুনতে শেখে।[২৫] যার ফলশ্রুতিতে আজ বিশ্বময় গার্মেন্টস শিল্পের বিপ্লব ঘটেছে। এ শিল্পে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থা হয়েছে।

৬.১.৮. গবাদি পশুর দুধ গ্রহণের উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলা গবাদিপশুর মাঝে যে সকল উপকার রেখেছেন তার মধ্যে দুধ অন্যতম। দুধকে সকল পুষ্টির আধার বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে আল্লাহর দেওয়া এ নি'আমত দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য থেকে মানবজাতির খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মাঝে প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ করো।[২৬]
>
> তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত জন্তু এবং তারাই এগুলোর অধিকারী। আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি, ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। তাদের জন্যে এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু।[২৭]

চিত্র-৫৪ : গবাদি পশুর দুধ দোহনের দৃশ্য

২৫ . প্রাগুক্ত, ৩৩০

২৬. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ২৩ : ২১)

২৭ . আল- কুরআন, ৩৬:৭১-৭৩

গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবাদি পশুসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর ম্যামরি গ্ল্যান্ডে বা স্তনগ্রন্থি দুধ উৎপাদনে সক্ষম। এই দুধ বায়ুস্থলী কোষ থেকে নিঃসরিত হয়। আর এই গ্রন্থিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি আসে রক্ত থেকে। রক্তপ্রবাহ আসে বক্ষ, অন্তর্বক্ষ পঞ্জরাস্থি অঞ্চলের ধমনী থেকে। দুধের উপাদানগুলো স্তনে প্রবাহিত রক্ত থেকে পাওয়া যায়। এভাবে গবাদি পশুর দুধে রয়েছে তাদের খাদ্য–খড়-বিচালি থেকে প্রাপ্ত উপাদানসমূহের সমাবেশ। খাদ্য গ্রহণ ও তা পরিপাকের পর খাদ্যের অব্যবহৃত অংশ বর্জ্য বা মল-মূত্র হিসেবে বেরিয়ে যায়। খাদ্য থেকে বিশোষিত উপাদানগুলো রক্তে প্রবেশ করে ও শেষাবধি হৃৎপিন্ডে পৌঁছায়। বাম নিলয় থেকে রক্ত অক্সিজেন দ্বারা পরিশুদ্ধ বা মিশ্রিত হয়ে বিশোষিত পুষ্টি উপাদানসহ দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়। এভাবে পুষ্টি উপাদানগুলো স্তনগ্রন্থিতে পৌঁছে যায়। সেখানে বায়ুস্থলী কোষগুলো দুধ উৎপাদনের জন্য গুরুতত্ত্বপূর্ণ উপাদানগুলো রেখে দেয়। গোটা চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কুরআনে যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবে বর্জ্য ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ তৈরি হয়ে থাকে। স্তন গ্রন্থিসমূহ থেকে উৎপাদিত এই দুধ এক বিস্ময়কর বস্তু। যে কোনো প্রাণীর দুধই হোক না কেন, তা মানব শিশু থেকে পশু-পাখির শাবক সকলের যথার্থ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিখুঁত করেই তৈরি।[২৮] দুধ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য আদর্শ খাদ্য। গবাদি পশুর দুধের মাধ্যমে মানুষ দুগ্ধ জাতীয় নানা খাদ্য তৈরি করে থাকে। দুধ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬.১.৯. গবাদি পশুর গোবরের উপকার

আল্লাহ তা'আলা গবাদি পশুর গোবরেও মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার রেখেছেন। এ গোবরে মানুষ প্রাকৃতিক সার, জ্বালানী ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন উপকার লাভ করে থাকে। আল-কুরআনে গবাদিপশুর বিভিন্ন উপকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

> অবশ্যই গবাদি পশুর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।[২৯]

গোবর একটি জৈব পদার্থ। পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গোবর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। গোবর জ্বালানি, জৈব সার, পুকুর পরিষ্কারক, মাছের খাদ্য, ময়লা-আবর্জনা পঁচনকারী এবং ঘর লেপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গোবরের জ্বালানি পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও সাশ্রয়ী। কৃষিকাজে গোবর জৈবসার হিসেবে অতুলনীয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

---

২৮. গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫.

২৯. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬)

> গবাদিপশুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলী এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।[৩০]

৬.১.১০. উটের দুধ ও পেশাবের উপকার

উট আল্লাহ তা'আলার ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। এ পশু থেকে মানুষ নানাভাবে উপাকার লাভ করে থাকে। উটের দুধ ও পেশাবে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন। শোথরোগসহ বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে উটের দুধ ও পেশাব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মদীনায় আগমনকারী বেদুঈনরা অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (সা.) তাদের সুস্থতার জন্য উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন। তারা তা পান করে সুস্থ হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

> কতগুলো লোক মদীনায় তাদের প্রতিকূল আবহাওয়া অনুভব করল। তখন নবী করীম (সা.) তাদের হুকুম দিলেন, তাঁরা যেন রাখাল অর্থাৎ তাঁর উটগুলোর নিকটে যায় এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করে। তারা রাখালের সাথে গিয়ে মিলিত হলো এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে লাগল। অবশেষে তাদের শরীর সুস্থ হলো।[৩১]

হাদীসে বর্ণিত লোকগুলো ছিল উরাইনা গোত্রের। তাদের শোথরোগ হয়েছিল। কারণ তারা বলল আমারা মদীনাতে থাকতে অপছন্দ করছি। (কারণ এখানকার পরিবেশে) আমাদের পেট ফেঁপে উঠছে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপছে।[৩২]

শোথ রোগকে 'জলউদরী' বা পেটফোলা' রোগও বলা হয়। এ রোগে জলীয় পদার্থ জমে শরীরের কোন অংশ ফুলে ওঠে। ফলে শরীরর দুর্বল হয়ে পড়ে। এই রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ হলো, হাল্কা রেচক এবং মূত্রবর্ধক ওষুধ, যা দেহকে তরল পদার্থ থেকে মুক্ত করবে। এটা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে উটের দুধ ও পেশাবে। তাই রাসূল (সা.) সেই বেদুইনদেরকে উটের দুধ ও মূত্র পান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উটের দুধে হাল্কা রেচক ও মূত্রবর্ধক উপাদান থাকায় এটি বদ্ধ তরল পদার্থ পরিস্কার করে। জমাটবদ্ধ পদার্থ খুলে দেয়। প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেহের উপশম করে। এর কারণ উট সাধারণত ঔষধি গাছ ও তৃণলতা খেয়ে থকে। যেমন, শিহ, কাইসুম, বাবুনাজ, উকহুয়ানা এবং ইজখির বা লেমন গ্রাস। এই উদ্ভিদ এবং তৃণলতাগুলো শোথরোগের জন্য উপকারী ওষুধ।[৩৩] আল্লাহ তা'আলা উটের দুধ ও পেশাবের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন।

---

৩০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫০-৩৫১

৩১. أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ، [ইমাম বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, আস সহীহ, বৈরুতঃ দারুল বাশার আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭ খি. হাদীস নং ৫৬৮৬]

৩২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল মুসনাদ, বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১৯৯৮ খ্রি. হাদীস নং ১৪১১৮

৩৩. কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী, *নববী চিকিৎসা পদ্ধতি*, মাসিক আত তাহরীক, রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, জানুয়ারী, ২০২২ খ্রি. পৃ.১১

৬.১.১১. মানুষের শোভা বর্ধনে গবাদি পশু

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মান-মর্যাদা ও শোভাবর্ধনের বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। গবাদি পশুর লালন-পালন ও তাদের থেকে বিভিন্ন উপকার লাভের মাধ্যমে মানবজাতির মর্যাদা ও শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন।[৩৪]

> নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের জন্য সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়েছে। আর এই সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু।[৩৫]

গবাদি পশুর দ্বারা মানুষের মান-মর্যাদা ও সামাজিক আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর, যাদেরকে শুধু যে যানবাহন হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে তা নয়, বরং কিছু কিছু ভাল জাতের ঘোড়া তাদের সুদর্শন চেহারা, উজ্জ্বলতা ও দ্রুততার কারণে প্রদর্শনী এবং দৃশ্যাভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[৩৬] সকাল-সন্ধ্যায় এ পশুগুলো বাড়ির চত্বরে একত্র হওয়ার ফলে আঙিনা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাতে দর্শকদের চোখে মালিকের শান-শওকতও বেড়ে যায়। চারণভূমি হতে ফিরে আসার সময় যেহেতু তারা পূর্ণ-উদর ও স্ফীত স্তন নিয়ে আসে, তাই তখন এ সৌন্দর্য অধিকতর প্রতিভাত হয়।[৩৭]

৬.১.১২. গবাদি পশুর মাধ্যমে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপকার রেখেছেন। গবাদি পশু আল্লাহর নির্দেশে মানুষের কল্যাণ নিজেদের সোপর্দ করে থাকে। তাদের এ আত্ম-ত্যাগ থেকে মানুষ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ এ সকল পশুর উপর গবেষণা চালিয়ে নব-উদ্ভাবন করে মানব কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। সেই সাথে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে এ সকল পশু থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মাঝে প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ করো।[৩৮]

---

৩৪. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৮)

৩৫. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (আল-কুরআন, ৩ : ১৪)

৩৬. গবেষণা বোর্ড কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪

৩৭. পানিপথী, কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, ৬, পৃ. ২৪৮-২৪৯

৩৮. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ২৩ : ২১)

> অবশ্যই গবাদি পশুর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।[৩৯]

মানুষ গবাদি পশু থেকে দায়িত্ব সচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারে। পশুরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে থাকে। এ সকল পশু মানুষকে দুধ প্রদান করছে, আবার কিছু প্রাণী বাহন হিসেবে তাদের প্রয়োজন পূরণ করছে, আবার মানুষ কিছু প্রাণীর প্রাণের বিনিময়ে তাদের গোশত ভক্ষণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

> তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।[৪০] এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণন্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌছাতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।"[৪১]

গবাদি পশু থেকে মানবজাতির শিক্ষা, গবেষণা ও উপদেশ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্য, সৌন্দর্য চর্চা ও পরিবহনের সুবিধার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জন্তু সৃষ্টি করেছেন। বিশেষত গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরকে বিনোদন ও পরিবহনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বোঝাতে চেয়েছেন যে, যাতে মানুষের চিন্তাধারার আওতার মধ্যে সম্ভাব্য নতুন প্রয়োগের দ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং পরিবহন, আরোহণ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হতে পারে।[৪২]

৬.১.১৩.পশু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ

মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো পশু কুরবানী। আল-কুরআনের বিভিন্নস্থানে পশু কুরবানীর গুরুত্ব ও ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।[৪৩] মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহিম (আ.) এর মাধ্যমে মানুষকে চতুষ্পদ জন্তু কুরবানীর[৪৪] বিধান দিয়েছেন। যার মাধ্যমে তারা মনের পশুত্বকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য

---

৩৯. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬)

৪০. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৮)

৪১. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭)

৪২. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৬১-২১৬২

৪৩. আদম (আ.) এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানী (আল-কুরআন, ৫ : ২৭) :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানী (আল-কুরআন, ৫ : ২৭) :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

৪৪. কুরবান আরবী শব্দ। অর্থ উৎসর্গ। শব্দটি হিব্রু ভাষাতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (আরবী কু-র-ব ধাতু হইতে উৎপন্ন) ধাতুগত অর্থে ইহার অর্থ 'নৈকট্য'। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যাহা উৎসর্গ করা হয় তা কুরবান নামে পরিচিত।-(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃত সঙকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পঞ্চম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৩৩৯)

লাভ করতে পারে। পশু কুরবানী মূলত একটি প্রতিকী কুরবানী, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর একত্ববাদের বিধান বাস্তবায়ন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া চতুস্পদ জন্তু যবাইহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, অতএব তোমাদের আল্লাহত একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তারই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।[৪৫]
>
> এ গুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, কিন্তু পৌছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।[৪৬]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে কুরবানীর জন্য পশু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ এর মাধ্যমে পশু কুরবানীর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ এর মাধ্যমে যে সকল পশু কুরবানীর জন্য নির্ধারণ হয় তা হল, উট, গরু, দুম্বা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি।[৪৭]

চিত্র-৫৫ : গবাদি পশু

এগুলোকে যবাই করার সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বরং যবাই যেন একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে হয় সেটার খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে, কারণ, তিনিই তো এ রিযিক তাদেরকে দিয়েছেন। গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর হালাল হওয়া উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, হাদী বা কুরবানী কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারাই সম্ভব। অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়।[৪৮]

---

৪৫. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (আল-কুরআন, ২২ : ৩৪)

৪৬. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (আল-কুরআন, ২২ : ৩৭)

৪৭. ড. আওদাতুল্লাহ আল-কাইসী, *যে সকল পশু-পাখি জবাই করা যায়*, জর্ডান : আমন নিউজ. নেট), ০৯/১০/২০১৩

৪৮. আল-কুরতুবি, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৫৭

হাদীসে পশু-কুরবানী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

> আল্লাহর রাসূল (সা.) ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধূসর বর্ণের ও খাসীকৃত মেষ খরিদ করতেন। অতঃপর এর একটি নিজের উম্মতের যারা আল্লাহর তাওহীদের সাক্ষী দেয় এবং তাঁর নবুওয়াত প্রচারের সাক্ষী দেয়, তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।[৪৯]
> হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, কুরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা(কুরবানী করা)। কিয়ামতের দিন তা নিজের শিং, পশম, ও ক্ষুরসহ হাজির হবে। তার (কুরবানীর পশুর) রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট এক বিশেষ মর্যাদায় পৌছে যায়। অতএব তোমরা অনন্দ চিত্তে কুরবানী কর।[৫০]

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের কল্যাণে গবাদি পশু প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। মানুষের ন্যায় গবাদি পশু আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি ও নি'আমতের অংশীদার। আল্লাহ তা'আলা এ সকল পশুর মাধ্যমে সৃষ্টির সেরাজীব মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন। যুগেযুগে গবাদিপশুর মাধ্যমে মানুষের অসীম কল্যাণ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গবাদি পশুর মাধ্যমে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়েছে। সেই সাথে বিশ্ববাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবাদি পশুর গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী বিধি-বিধানে গবাদি পশু কুরবানীর মাধ্যমে গুনাহ মাফের ব্যবস্থা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, গবাদি পশু মানুষের খাদ্য, পুষ্টি, বস্ত্রসহ বহুমুখী প্রয়োজন পূরণে মানবকল্যাণ ও সভ্যতার বিকাশে যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে তার একটি চমৎকার বিবরণ কুরআন মাজীদে উপস্থাপিত হয়েছে।

৬.২. মানব কল্যাণে পাখির অবদান

পাখি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি। মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে পাখির অবদান অনন্য। আল-কুরআনে পাখির মাধ্যমে একত্ববাদ প্রচারের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। পাখির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন নবী ও রাসূলকে পাখির মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা অবলোকন করান। পাখির মাধ্যমে হযরত সুলায়মান (আ.) অজানা সাম্রাজ্যেও সন্ধান লাভ করেন। তাঁর সম্রাজ্য পরিচালনায় পাখি বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। পাখির তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে মানুষ নেকআমল করার প্রতি উৎসাহিত হয়। পাখি নানাভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। বনায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখি অবদান রেখে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে পাখির মাধ্যমে নাবিকরা গন্তব্যের সন্ধান লাভ করে আসছে। নিম্নে মানব কল্যাণে পাখির অবদান তুলে ধরা হলো।

---

৪৯. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আদাহী, পরিচ্ছেদ : আদাহী রাসূল সাঃ,(বৈরূত : দারুল ফিকার তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১০৪৩, হাদীস নং ৩১২২

৫০. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, অধ্যায় : আদাহী, পরিচ্ছেদ : মা জা আ ফি আল উদহিয়াতি বিকাবশাইনি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১৪, হাদিস নং ১৫৭৩

৬.২.১. খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে পাখির গোশত ভূমিকা

মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে গোশতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সৃষ্টির শুরু থেকে পাখি নানাভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ তা'আলা পাখির ডিম ও গোশতর মাধ্যমে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। ধনী-গরীব নির্বিশেষে পাখির গোশতের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে। পাখির গোশতের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। ইসলামী শরী'আতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিছু পাখি ব্যতীত সকল পাখির গোশত ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছে।[৫১] কুরআন মাজীদে খাদ্য গ্রহণের সময় পূত-পবিত্র ও উত্তম খাদ্য গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর।[৫২]

হাদীসে পাখির গোশত ভক্ষণ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

> যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তার হক কী? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে জবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।[৫৩]

চিত্র-৫৬ ; রান্না করা পাখির গোশত

---

৫১. قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (আল-কুরআন, ৬ : ১৪৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সায়দ ওয়ায যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : তাহরিমি আকলিন যী না বিন মিনাস সিবাই, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৩৪)

৫২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (আল-কুরআন, ২ : ১৭৬)

৫৩. ইমাম নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৪৪৫৯

হাদীসে মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিছু পাখির গোশত ভক্ষণ নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে,

> রাসুলুল্লাহ (সা.) সকল প্রকার হিংস্র পশু এবং নখরধারী পাখি (খেতে) নিষেধ করেছেন।[৫৪]

এ সকল পাখির মধ্যে রয়েছে; শকুন, চিল, ঈগল, কাক, বাজ ইত্যাদি। আর যে সব পাখী পাঞ্জা দ্বারা শিকার ধরে খায় না তা (জবাই করে) খাওয়া হালাল। যেমন: হাঁস, মুরগি, ময়না, টিয়া, বক, সারস, চড়ুঁই ইত্যাদি।

৬.২.২. বনী-ইসরাঈলের জন্য সালওয়া নামক বিশেষ পাখির গোশতের ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলদের যে সকল নি'আমত দিয়েছিলেন তার মধ্যে সালওয়া পাখির গোশত অন্যতম। সালওয়া এক প্রকার পাখি, যা চড়ুঁই পাখি হতে কিছু বড় এবং তার গায়ের রং ছিল লাল। হযরত মূসা (আ.)-এর অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলকে তীহ নামক পর্বতে ৪০ বছর আবদ্ধ করে রাখেন এবং তাদের খাদ্যের জন্য মান্না-সালওয়া নামক বিশেষ খাদ্য আকাশ থেকে প্রেরণ করেন। কুরআনুল আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলের জন্য বিশেষ এ পাখি খাদ্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

> এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম, আমি তোমাদের উপর যে জীবিকা দান করেছি সেই পবিত্র জিনিস হতে ভক্ষণ করো; এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করেনি বরং তারা নিজেদেরই অনিষ্ট করেছিল।[৫৫]

আমিষসমৃদ্ধ সালওয়া (কোয়েল) এর গোশত শর্করাসমৃদ্ধ মান্না সহযোগে গঠন করতে একটা চমৎকার সুষম খাদ্য।[৫৬]

বনী-ইসরাঈলদের তীহ নামক পর্বতে সালওয়া পাখির গোশতের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিশিচত হয়। এর মাধ্যমে সালওয়া পাখির গোশতের উপকার বর্ণনা করা হয়েছে।

৬.২.৩. পাখির মাধ্যমে শিকার ও খাদ্যের ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বিভিন্ন পাখির বর্ণনা প্রদান করেছেন। আল-কুরআনে শিকারী পাখির মাধ্যমে খাদ্যের ব্যবস্থাপনার কথা আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে,

> তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান করো শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর

---

৫৪. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সায়দ ওয়ায যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : তাহরিমি আকলিন যী না বিন মিনাস সিবাই, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৩৪)

৫৫. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (আল-কুরআন, ০২ : ৫৭)

৫৬ . গবেষণা বোর্ড কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।[৫৭]

চিত্র-৫৭ : শিকারী পাখি

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষ শিকারী পাখির মাধ্যমে খাদ্যের সংস্থান করে আসছে। এ সকল প্রশিক্ষিত পাখির মধ্যে রয়েছে বাজ পাখি, শকুন, চিল ইত্যাদি পাখি। এ সব প্রশিক্ষিত শিকারী জন্তুও যে আল্লাহর নি'আমত, সে কথাও আল্লাহ স্মরণ করে দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের কৌশল তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাই শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এইসব শিকারী জন্তুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়েছেন।[৫৮] আল-কুরআনে এভাবে মানুষের খাদ্য হিসেবে পাখির গোশতের বর্ণনা এসেছে।

৬.২.৪. পরিযায়ী পাখি সমুদ্রে নাবিকের পথ নির্দেশক

পাখিদের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার। ঋতুচক্র ও প্রজনন ব্যবস্থাসহ নানা কারণে পাখিরা এ পরিভ্রমণ করে থাকে।[৫৯] মহান আল্লাহ তা'আলা পাখিদের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ

৫৭. আল-কুরআন, ৫: ৪

৫৮. সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ, ৪৫

৫৯. পৃথিবীতে বহু প্রজাতির পাখি রয়েছে। এদের আকাশের শূন্যগর্ভে চলাচলে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়। এই শ্রেণির পাখি বহু দূরে নিখুঁতভাবে গন্তব্যস্থান নির্ধারণ করতে পারে। এ পাখিরা কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই হাজার হাজার মাইল আকাশপথে পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে সেখান থেকে রওনা হয়ে আগের স্থানে ফিরে আসতে পারে। এমনকি এ ধরনের পাখির বাচ্চারা পর্যন্ত তাদের দেশ-দেশান্তরে গমনাগমনের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, তারাও শুধু জন্মগত বা সহজাত বুদ্ধিমত্তার জোরে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো পাখিকে পরিযায়ী পাখি বলা হয়। -(কালের কণ্ঠ, ২৫ জানুয়ারী, ২০২০)

করে নিজ নীড়ে ফিরে আসার সক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মরুভূমি ও সমুদ্রের পথ যাত্রীরা পরিযায়ী পাখির মাধ্যমে পথের সন্ধান পেয়ে থাকেন। কুরআন মাজীদে পাখিদের পরিভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয়ে দেখেন।[৬০]
>
> তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।[৬১]
>
> আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদিগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।[৬২]

পাখিদের শুণ্যে বিচরণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যামবার্গার তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'পাওয়ার অ্যান্ড ফ্রাজিলিটি'তে 'মাটন বার্ডের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। এরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বাস করে। এই পাখিরা দলবদ্ধভাবে যখন নিজেদের স্থায়ী আবাসস্থল থেকে যাত্রা শুরু করে সুদূরের গন্তব্যে যায় এবং সেখান থেকে ফিরে আসে, তখন তাদের মোট পাড়ি দেওয়ার পথ ১৫ হাজার মাইলেরও বেশি হয়। তাদের যাওয়া-আসার রেখাচিত্র দাঁড়ায় অনেকটা ইংরেজী '৪'-এর মতো। সাড়ে সাত হাজার মাইলেরও বেশি পথ আকাশপথে পাড়ি দিয়ে স্থায়ী আবাসস্থলে ফিরে আসতে তাদের খুব বেশি হলে সপ্তাহখানেক সময় লাগে। এই দীর্ঘ জটিল সফরের পুরো নির্দেশনাই এ শ্রেণীর পাখির স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যেই নিহিত থাকে।[৬৩]

নাবিকের উদ্ধারকারী পাখিদের মধ্যে সিগাল অন্যতম। সমুদ্রে বা নদীতে জাহাজের আগে আগে তারা উড়ে পথ দেখায়। পনের ও ষোল শতকে নাবিকেরা জাহাজে করে কাক বা অন্য প্রজাতির পাখি বয়ে বেড়াতো। তারা যখন পথের বা উপকূলে দিশা হারিয়ে ফেলত, তখন পাখিদের আকাশে উড়িয়ে দিত। পাখি তখন উড়ে স্থলভাগের দিকে ছুটে যেত আর নাবিকেরা তার অনুসরণে এগিয়ে যেত উপকূলের ঠিকানায়।[৬৪] পরিযায়ী পাখিরা ফিরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে এ ধরনের একটি জিপিএস সিস্টেম তৈরি করে

৬০. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯)

৬১. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯)

৬২. আল-কুরআন, ১১ : ৫৬

৬৩. Dr. Zakir Nayek, *The Quran and Modern Science* , Mumbai : Islamic Research Foundation , 2000, pg, 29 & 30

৬৪. দৈনিক ইনকিলাব, ২৭/০১/২০২১

দিয়ে দিয়েছেন।[৬৫] রাতের বেলায় তারকা ও দিনের বেলায় সূর্য্যের অবস্থান দেখেও পাখিগুলো দিক নির্ণয় করতে পারে।[৬৬]

সমুদ্রের নাবিক যেমন কম্পাস ব্যবহার করে, এই পাখিদের দেহে সেরকম বা তার চেয়েও উন্নত দিক-নির্ণয়ক সৃষ্টিগতভাবেই আছে। পরিযানে এই পাখিরা নির্ভর করে সূর্য-তারার অবস্থানের উপরও! পরিষ্কার মেঘমুক্ত রাত্রে যখন আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় তখন পাখিরা নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারে বলে প্রমাণ আছে। কিন্তু মেঘলা আকাশে নক্ষত্র ঢাকা পড়ে গেলে পাখিরা নিচে কোনো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়।[৬৭]

৬.২.৫. কাকের মাধ্যমে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা লাভ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাকের মাধ্যমে মানুষকে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। হযরত আদম (আ.) এর পুত্র কাবীল নিজ ভাই হাবীলকে হত্যা করার পর মৃতদেহ নিয়ে বিপাকে পড়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা এ কাকের মাধ্যমে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মতোও হতে অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করবো। ফলে সে লজ্জিত হল।[৬৮]

চিত্র-৫৮ : কাকের কবর দেওয়ার দৃশ্য

---

৬৫. বিশ্বজনীন অবস্থান-নির্ণায়ক ব্যবস্থা, যাকে মূল ইংরেজিতে Global Positioning System (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) ও সংক্ষেপে এচঝ (জিপিএস) নামে ডাকা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে উদ্ভাবিত একটি প্রযুক্তি। প্রথম দিকে এর প্রয়োগ ছিল পুরোপুরি সামরিক। পরে জনসাধারণের নিমিত্তে এর ব্যবহার উন্মুক্ত করা হয়। এটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যেকোন আবহাওয়াতে পৃথিবী যেকোনো চলমান অবস্থান আর সময়ের তথ্য সরবরাহ করাটা এর মূল কাজ। জিপিএস এক ধরনের একমুখী ব্যবস্থা কারণ ব্যবহারকারীগণ উপগ্রহ প্রেরিত সঙ্কেত শুধুমাত্র গ্রহণ করতে পারে। (https : //bn.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Date : 19/08/2021)

৬৬. https : //m.banglanews24.com/index.php/islam/news/bd/695982 Date : 16/ 01/2019

৬৭. মাসীক আল কাউসার, ২০১৯, বর্ষ : ১৫, সংখ্যা : ০২

৬৮. فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (আল-কুরআন, ৫ : ৩১)

হযরত আদম (আ.) এর সন্তান কাবীল তার বড় ভাই হাবীলকে হত্যা করে। কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজছিল। একদিন হাবীল পাহাড়ের উপর পশু চারণের সময় ঘুমিয়ে পরে। কাবীল এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তার মাথায় একটা পাথর নিক্ষেপ করে এবং তাৎক্ষণাৎ সে মারা যায়।[৬৯] অবশেষে সে দেখলো, একটি কাক মাটি খুড়ছে এবং অন্য একটি মরা কাককে মাটি সরিয়ে তাকে লুকাচ্ছে, তখন তার কিছুটা হুঁশ হলো যে, আমিও তো ভাইয়ের লাশ দাফন করে ফেলতে পারি।[৭০] কাককে মানবজাতির উপদেশদাতা ও পরামর্শক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.২.৬. পাখির মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও সাবা সাম্রাজ্যের সন্ধান লাভ

আল্লাহ তা'আলা মানুষের ন্যায় পশু-পাখিকেও বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ অদৃশ্য বস্তু দেখতে পায় না, কিন্তু অনেক পশু-পাখি তা অনুধাবন করতে পারে। যার মাধমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। হুদহুদ পাখির মাধ্যমে হযরত সুলায়মান (আ.) সফররত অবস্থায় পানির সন্ধান পান। এ পাখি স্বচ্ছ গ্লাসে পানি দেখার মতো করে মাটির নিচের পানি দেখতে পায়। হযরত সুলাইমান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে সাবা সাম্রাজ্যের সংবাদ পান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> কিছুক্ষণ পর হুদহুদ পাখি এসে বলল আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।[৭১]

হুদহুদ পাখির অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হলো অপরাধী হুদহুদ ভয়ে ভয়ে সে বললো, হে নবী আমি অবশ্যই অপরাধী কিন্তু আপনি শুনলে খুশি হবেন যে, আমি নিয়ে এসেছি এক চমকপ্রদ সংবাদ, জেনে এসেছি সাবা নামক নিকটবর্তী এক রাজ্যের সমুদয় সংবাদ। আপনি সে রাজ্য সম্পর্কে এখনো কিছুই জানেন না।[৭২] হুদহুদ পাখির মাটির নিচে পানির সন্ধান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ.) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোন জায়গায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত।

---

৬৯. আত-তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪১৩

৭০. মাহমূদুল হাসান ও শাব্বীর আহমদ উছমানী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৪৪৩

৭১. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (আল-কুরআন, ২৭ : ২২)

৭২. পানিপথী, কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮৬

৬.২.৭. পাখির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার

হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে রানী বিলকীসকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেন। তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, সাবার অধিবাসীরা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে, তখন তিনি তাদের নিকট আল্লাহর একত্বাদের দাওয়াত পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের উল্লেখ করেন,

> সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দিবো কিংবা হত্যা করবো অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বললো, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সিজদা করে না কেন? যিনি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক। সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখবো তুমি সত্য বলছো, না তুমি মিথ্যবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পন করো। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখো, তারা কি জওয়াব দেয়। বিলকীস বললো, হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই, অসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু। আমার মোকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।
>
> বিলকীস বলল, হে পরিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বললো, আমরা শাক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। সে বললো, রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে। অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করলো, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করবো এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। সুলায়মান বললেন, হে পরিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? জনৈক দৈত্য-জ্বিন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দিবো এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো, সে বললো, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের দিশা নেই ? অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেলো, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার ইবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলো সে

> ধারণা করলো যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেললো। সুলায়মান বললো, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করলাম।"[৭৩]

হযরত সুলায়মান (আ.) এর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কার্যক্রমে হুদহুদ পাখি অংশগ্রহণ করে। এ পাখির তিনি মাধ্যমে রানী বিলকীসের নিকট চিঠি পাঠান এবং তাওহীদের দাওয়াত দেন। চিঠির উত্তরে রানী বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.) কে উপঢৌকন পাঠান। পরবর্তীতে রানী বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.) এর সাম্রাজ্য সফর করেন। নিজের প্রজাদের উপর যুলুমের জন্য অনুতপ্ত হন এবং এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন।

৬.২.৮. মৃত পাখি জীবিতকরণ ও আত্মতৃপ্তি লাভ

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পাখির মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মাধ্যমে মৃত পাখিকে জীবিত করে আল্লাহ তা'আলার শক্তিমত্তা প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং ইবরাহীম (আ.) এর ঈমান মজবুত করেছেন। নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কের এক পর্যায়ে নিজেকে জীবন-মৃত্যুর মালিক বলে দাবী করেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহই একমাত্র এ ক্ষমতার মালিক উল্লেখ করে তাঁকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ

---

৭৩. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ
وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم
بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا
آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ
قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن
قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (আল-কুরআন, ২৭ : ২০-৪৪)

জানান।[৭৪] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পাখির মাধ্যমে তাঁর এ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

> আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। তিনি (আল্লাহ) বললেন; তুমি কি বিশ্বাস করো না? তিনি (ইবরাহীম আ.) বললেন, অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এ জন্য চাইছি যাতে অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও, এবং সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর (যবাই করে) দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে রেখে দাও। তারপর সে গুলোকে ডাক; তোমার নিকট (জীবিত হয়ে) দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।[৭৫]

হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃতকে জীবিত প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা পাখিদেরকে ডাকার নির্দেশ দান করলে তাঁর নিদের্শ অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ডাকলেন। অতঃপর দেখতে পেলেন যে, যার যার পালক তার তার দেহে সংযোজিত হয়ে যাচ্ছ। আর রক্ত মাংস ও অন্যান্য অংগগুলো একই সাথে একত্রে সংযুক্ত হয়ে পূর্ণ পাখিরূপে উড়ে তার নিকটে আসলো। ফলে তিনি তার প্রশ্নের বাস্তব ও যথাযথ উত্তর পেয়ে প্রশান্তি লাভ করেন। পাখিগুলি উড়ে তার নিকট আসলে তার হাতের মাথাগুলি সেগুলোর যথাস্থানে সংযোজন করেন। কারণ, একটির মাথা অন্যটির দেহে সংযোজন করলে তা সংযুক্ত হতো না। অবশেষে তা সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা পেলে আল্লাহর নির্দেশে আবার উড়ে চলে যায়।[৭৬] আল্লাহ তা'আলা পাখির মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। এ সকল ঘটনার মাধ্যমে পাঠকের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৬.২.৯. পাখির মাধ্যমে আল্লাহর পুনঃপুন সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রদর্শন ও মানুষের পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস লাভ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল সৃষ্টির একচ্ছত্র স্রষ্টা। তিনি বিভিন্ন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। হযরত ঈসা (আ.) মাটি দ্বারা পাখির অবয়ব তৈরি করে তাতে ফুঁ দিলে আল্লাহর নির্দেশে তা জীবন লাভ করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পুনঃপুন সৃষ্টির ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

> আর বনী ইসরাঈলের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি

---

৭৪. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : (আল-কুরআন, ০২ : ২৫৮)
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

৭৫. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا (আল-কুরআন, ০২ : ২৬০)

৭৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৬৮৮

> তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আসো। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৭৭]

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি ঈসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করে পাঠালেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদশর্ন নিয়ে। তারপর সেই নিদর্শনের বর্ণনা দিলেন এভাবে যে, আমি তোমাদের জন্যে একটি পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করব। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে বিভিন্ন মুজিযা দিয়েছিলেন এবং পাখি তৈরি তার মধ্যে অন্যতম।[৭৮] ঈসা (আ.) এর মু'জিযা দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর পুনঃপুন সৃষ্টির ক্ষমতা সরাসরি প্রতক্ষ করে। এ সকল মু'জিযা উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের পরকালীন জীবনের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

৬.২.১০.মানুষের প্রতি পাখিকুলের আনুগত্য

আল-কুরআনে নবী-রাসূলদের প্রতি পাখিকূলের আনুগত্যের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) পাখির ভাষা বুঝতেন এবং পাখিরা তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। পাখিরা হযরত দাউদ (আ.) এর ভাষা বুঝতো। যাবুর পাঠের সময় পাখিরা তাঁর অনুসরণ করত। তিনি পাখিদের নিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের তাসবিহ পাঠের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে আদেশ করেছিলাম যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম।[৭৯]
>
> অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম।[৮০]

হযরত দাউদ (আ.) মিষ্টি সুরে যাবুর পাঠ করতেন আর অপরদিকে পক্ষীকুলের তন্ময়তা তার সাথে তাল মিলাত। পাহাড়-পর্বত সুরে সুর মিলেয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা শুরু করে দিত। পক্ষীকুল ডানা নাড়া-চাড়া দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি সুরে আল্লাহর একত্ববাদের গান গাইতে শুরু করে।[৮১]

হুদহুদ পাখি হযরত সুলায়মান (আ.) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সফরের সময় এ পাখি তাঁর নির্দেশে পানি প্রাপ্তির স্থান নির্ধারণ করে। তাঁর রাজ্য পরিচালনায় পাখিরাও অংশগ্রহণ করে। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন দায়িত্ব পাখিদের মাঝে বন্টন করেন। পাখিরাও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে। নবী-রাসূলদের রাজ্য পরিচালনার সাথে পাখিদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে মানুষের প্রতি তাদের (পাখি) আনুগত্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

---

৭৭. আল-কুরআন, ৩ : ৪৯

৭৮. আত-তাবারী, আবূ জারীর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ, প্রাগুক্ত, খ, ৬, পৃ.৪২৬

৭৯. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (আল-কুরআন, ৩৪ : ১০)

৮০. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ(আল-কুরআন, ২১ : ৭৯)

৮১. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.৫৭

৬.২.১১. পাখির ভাষা অনুধাবনের মাধ্যমে মানব মর্যাদা বৃদ্ধি

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পাখির ভাষা অনুধাবনের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আল-কুরআনে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এর পাখির ভাষা অনুধাবনের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

> সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোক সকল আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।[৮২]

আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.) কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেন। মানুষসহ পশু-পাখির উপরও তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি খেচর-ভূচর সবকিছুরই ভাষা বুঝতে পারতেন। তিনি পশু-পাখিসহ পিপীলিকার ভাষাও বুঝতে পারতেন। তিনি এই নি'আমতও লাভ করেছিলেন যে, একটা রাজত্ব পরিচালনার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন (পশু-পাখির সহযোগিতা) আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবই দান করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর প্রকাশ্য অনুগ্রহ।[৮৩]

আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের পাখির ভাষা বোঝার ক্ষমতা দেন। এ সকল প্রাণীর ভাষা বোঝার মাধ্যমে সকল প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণীত হয়।

৬.২.১২.পাখির সাহায্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন

নবী-রাসূলগণ পাখির সাহায্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেন। হযরত সুলায়মান (আ.) এর রাষ্ট্র পরিচালনায় পাখিদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের সময় পাখিদের তিনি সঙ্গে নিতেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো। জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অত:পর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।[৮৪]

হযরত সুলায়মান (আ.) এর রাষ্ট্র পরিচালনায় পাখিদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সুলাইমান (আ.) এর সৈন্য একত্রিত হলো যাদের মধ্যে মানুষ, জ্বিন, পাখী ইত্যাদি সবাই ছিল। তাঁর নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তারপর জ্বীন। আর পাখি তাঁর মাথার উপর থাকতো। গরমের সময় তারা তাঁকে ছায়া দিতো। একশত মাইল পরিসর জুড়ে অবস্থান করতো হযরত সুলায়মানের সেনাবাহিনী। ঐ সুবিস্তৃত সেনানিবাসে মানব সেনাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো পঁচিশ মাইল, জ্বিন সেনাদের জন্য পঁচিশ মাইল এবং বিহঙ্গবাহিনীর জন্য পঁচিশ মাইল। অবশিষ্ট পঁচিশ মাইল ছিলো অন্যান্য প্রজাতির সৈন্যদের জন্য।[৮৫] হযরত

---

৮২. প্রাগুক্ত

৮৩. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮২

৮৪. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (আল-কুরআন, ২৭ : ১৭)

৮৫. পানিপথী, কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৩৫

সুলায়মান (আ.) হুদহুদসহ বিভিন্ন পাখির মাধ্যমে দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। আল-কুরআনের এ সকল তথ্যের মাধ্যমে পাখির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.২.১৩.পাখির মাধ্যমে কাবা ঘর রক্ষা

আল্লাহ তা'আলা হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কাবাগৃহ রক্ষার জন্য বিশেষ পাখি প্রেরণ করেন। আল-কুরআনে 'সুরা ফীল' এ হস্তী বাহিনীর আগমন ও কাবাগৃহ ধ্বংস করার পরিকল্পনা ও আবাবীল নামক এক ঝাঁক পাখির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করেন। আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার বিশেষ পাখির মাধ্যমে বাদশাহ আবরাহা আক্রমণ থেকে কাবাকে রক্ষা করেন।[৮৬] এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।[৮৭]

মূলত ঐ সময়ে কা'বা ঘর রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব কুরাইশদরে উপর ছিল । তাদের শক্তি সার্মথ্য থাকা সত্ত্বেও আবরাহার বিশাল বাহিনীর কাছে তারা অসহায় ছিল। যার কারণে আল্লাহ তা'আলা কাবাকে রক্ষা করলেন তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টি আবাবীল পাখির মাধ্যমে। طَيْرًا أَبَابِيلَ দ্বারা ঝাঁকে ঝাঁকে ও একত্রিত পাখি বোঝানো হয়েছে।[৮৮]

চিত্র-৫৯ : কাবা রক্ষায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির কল্পিত দৃশ্য

আল্লাহ তা'আলা আবরাহার হস্তী বাহিনীর বিরুদ্ধে কাবাকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। পাখিরা মুখে ছোট ছোট পাথর বহন করেছিল। এ সব পাথর তারা সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করল। এর মাধ্যমে আবরাহার সেনাদল ভুষির মতো নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। প্রতিটি পাখি তিনিটি পাথর বহন করেছিল। একটি

---

৮৬. খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আরবের একজন খৃষ্টান বাদশাহ। ইসলামের ইতিহাসে তার প্রসিদ্ধি এই কারণে যে, তিনি একটি ইয়ামিনী বাহিনী নিয়ে রাসূল সা. এর জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৭০ খৃ. মক্কা আক্রমণ করেন। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি সানআয় একটি গির্জা নির্মাণ করেন এবং ইয়ামানের আরবদের মক্কার পরিবর্তে সেখানে হাজ্জ করতে আহবান জানান। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছ থেকে হাতি আনেন এবং মক্কা আক্রমণ করেন। (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ, ৪৩-৪৪)

৮৭. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (সূরা ফীল, ১০৫ : ০১-০৫)

৮৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৯৮,

মুখে অন্য দু'টি দুই পাখার নীচে।[৮৯] মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমনিভাবে ছোট পাখির মাধ্যমে মহাশক্তিধর হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কাবা রক্ষা করেন।

৬.২.১৪. পাখির আল্লাহর তাসবিহ পাঠের মাধ্যমে মানুষের নেক আমলের প্রেরণা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান ও যমিনের সকল কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর মহিমা প্রকাশে রত রয়েছে।[৯০] প্রত্যেক সৃষ্টির তাসবিহ পাঠের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির তাসবিহ পাঠ বুঝতে পারে না। কুরআন মাজীদে পাখিদের 'তাসবীহ' পাঠ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> তুমি কি দেখনা যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে।[৯১]
>
> আকাশের ফেরেশতা, পৃথিবীর মানুষ, জীন ও অন্যান্য সৃষ্টি এবং উড়ন্ত বিহঙ্গপাল সকলেই তাদের নিজ নিজ ভাষা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিরন্তনভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করছে।[৯২] সকল সৃষ্ট জীবই আল্লাহ তা'আলার মহিমা প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেরই মহিমা প্রকাশ পদ্ধতি আলাদা। মানুষের পদ্ধতি আলাদা, ফেরেশতাদের পদ্ধতি আলাদা, জীবজন্তুর পদ্ধতি আলাদা এবং জড় পদার্থের পদ্ধতিও আলাদা।[৯৩]
>
> সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[৯৪]

এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রতিনিয়ত তাদের নড়াচড়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর গুণাগুণ করে চলেছে। মানুষ যখন গভীর দৃষ্টিতে এই বিশ্বের দিকে তাকায়, তখন অনুভব করতে পারে ছোট-বড় প্রত্যেকটি নুড়ি ও পাথর, দানা-কনা, পল্লব, ফুল-ফল, চারা ও গাছ, কীট-পতঙ্গ ও বুকে হাঁটা প্রাণী এবং জীবজন্তু আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করছে। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি জীব-জন্তু সবাই অদৃশ্য কোন শক্তির টানে এগিয়ে চলছে, একই নিয়মে বিচরণ করছে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

---

৮৯. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩.

৯০. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪১)

৯১. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪১)

৯২. পানিপথী, কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃষ্ঠা.২৬০

৯৩. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫০

৯৪. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৪৪)

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অবশ্যই তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু তারা যেমন ধরণের প্রাণী বা বস্তু তাদের তাসবীহও সেই রকম এবং তারা তাসবীহ পড়ে তাদের আপন ভাষায়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

> হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একটি পিঁপড়া নবীকূলের কোন নবীকে কামড় দিলেন। তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তার কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, একটি মাত্র পিঁপড়া তোমাকে কাঁমড় দিল, তাতে কিনা তুমি উম্মত ও সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টি দলকে জ্বালিয়ে দিলে যারা তাসবীহ পাঠ করছিল।[৯৫]

আল-কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতিটি সৃষ্টিরই আল্লাহর গুনগানের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। মানুষ এ সকল দৃশ্য অবলোকনে আল্লাহর মহিমা প্রকাশে প্রেরণা পায়।

৬.২.১৫.পাখির মাধ্যমে নব নব উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন প্রকার পাখির বর্ণনা দিয়েছেন। এ সকল পাখি বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পাখিদের বাতাসে ভেসে থাকার সক্ষমতার উপর গবেষণা করে মানুষ নিত্য নতুন যানবান তৈরি করছে। কিছু পাখি খাদ্য, প্রজনন ও পরিবেশগত কারণে বছরের বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে থাকে। এ পরিভ্রমণকালে এ সকল পাখি হাজারও মাইল পাড়ি দিয়ে নিজ নীড়ে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল পাখির দেহ এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা শতশত মাইল পাড়ি দিতে পারে।[৯৬] মানুষ এ সকল পাখির উপর গবেষণা করে নব উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন করেছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি যারা পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয়ে দেখেন।[৯৭] তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।[৯৮] আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।[৯৯]

---

৯৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সালাম, পরিচ্ছেদ : আন নাহি আন কাতালা আন নামল, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ৪৩ ,হাদীস নং ৫৯৮৯

৯৬. কালের কণ্ঠ, ২৫ জানুয়ারী, ২০২০

৯৭. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯

৯৮. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯)

৯৯. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৫৬)

চিত্র-৬০ : আকাশে ডানা মেলে পাখি উড়ার দৃশ্য

পাখির মাধ্যমে নব উদ্ভাবনের দ্বার উন্মুক্ত প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পাখির প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি দিয়েছেন এবং সারা বিশ্বের মধ্যে যে নিয়ম চালু রেখেছেন, সেই নিয়ম অনুযায়ী পখিরা ওই মহাশূণ্যে এভাবে উড়তে পারে। তার ওই ক্ষমতার রশিতে বাঁধা থাকার কারণেই ওই মহাশূণ্যলোক ও আশ-পাশের সমস্ত পরিবেশ ওই পাখিগুলোকে মহাকাশে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আকাশকে পাখির উড্ডয়নের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনিই ওই পাখিগুলোকে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহাশূণ্যে উড়বার এই ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তার আশে পাশের পরিবেশকেও পাখিকুলের উড়ে বেড়ানোর জন্যে উপযোগী বানিয়েছেন। তিনিই ওই মহাকাশের শূণ্যতায় পাখিদের ধরে রেখেছেন, তারা এতো দীর্ঘ সময় ধরে উড়তে থাকা সত্তেও ক্লান্ত হয় না এবং নীচের দিকে পড়ে যায় না।[১০০]

চিত্র-৬১ : পাখি ও উড়োজাহাজ উড়ার দৃশ্য

পাখির বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাতাসে পাখা বিস্তার করে পাখির আকাশ চারণ মানুষের জন্যে সর্বকালের বিস্ময়। আমরা পাখির এ বায়ুমণ্ডলে আকাশে উড্ডয়নের ব্যাখ্যা করতে পারি শক্তির বিশ্লেষণ বা পৃথকীকরণ সূত্র এবং নিউটনের গতি সম্পর্কিত তৃতীয় সূত্রের ভিত্তিতে। পাখা সঞ্চালনের মাধ্যমে উড্ডয়নের বেলায় উপরে ওঠা ও অভিকর্ষক টানে ধাক্কার শক্তি আসে একজোড়া পাখার সঞ্চালন বা আলোড়নের কারণে। পাখার নিম্নাভিমূখী সঞ্চলন অভিঘাতের সময় বাতাস অভিমুখে ধাবিত হয়। আর এই শক্তির উপাদানগুলো

---

১০০. সাইয়্যেদ কুতুব, *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন*, (বৈরুত : দার আশ শুরুক্ব, ২০০৫ খ্রি.), খ. ১২, পৃ.১২৭

যথাক্রমে অভিকর্ষ টানের বিরুদ্ধে ওপরে ওঠায় এবং প্রয়োজনীয় ধাক্কার শক্তি জুগিয়ে পাখিকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্থ করে।[১০১]

যখন থেকে মানুষ পশু-পাখিদের যানবাহনের কাজে নিয়োজিত করেছে তখন থেকেই এদেরকে মডেল করে মানুষ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছু যান্ত্রিক যান বিশেষ চিন্তার মাধ্যমে তৈরী করেছে। যেমন স্থলযান, জলযান ও আকাশযান। এগুলো এখন আধুনিক যুগের যানবাহন। বর্তমানে মহাকাশ ভ্রমণের যুগে শুধুমাত্র পৃথিবীতে কেন মহাশূন্যেও আরামদায়ক ও দ্রুত ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষ প্রযুক্তি জ্ঞানের বদৌলতে আরো অধিকতর উন্নতি সাধন করবে। অবশ্য এসব উন্নতির কথা এখন আমরা জানি না। যিনি জানেন তিনি মহাজ্ঞানী সর্বোত্তম আল্লাহপাক।[১০২] পাখির আকাশে স্থির থাকা ও উড়ার উপর গবেষণা করে আধুনিক গতিশীল উড়জাহাজ তৈরি হয়েছে। এতে মানুষের বিশ্বের নানা প্রান্ত পরিভ্রমণ সহজ হয়েছে।

৬.২.১৬.স্বপ্নে পাখির রুটি খাওয়ার ব্যাখ্যা ও হযরত ইউসুফের (আ.) এর জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) কে বিশেষ হিকমত দান করেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। হযরত ইউসুফ (আ.) এর মিশরে কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায় 'পাখির রুটি খাওয়ার' স্বপ্নের ব্যাখ্যার মাধ্যমে কারাগার থেকে মুক্তির পথ সুগম হয়। কুরআন মাজিদে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে,

> তাঁর সাথে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল, আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদের কে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি।[১০৩]

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দান করেন। কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় তিনি দুই যুবকের স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> হে কারাগারে সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।[১০৪]

হযরত ইউসুফ (আ.) বন্দীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন এবং তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা সত্য প্রমাণিত হলো। অতঃপর তিনি মিশরের রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক স্বপ্নের ব্যাখ্যা মিশরের রাজার নিকট

---

১০১. গবেষণা বোর্ড কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

১০২ . মুহাম্মদ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

১০৩. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (আল-কুরআন, ১২ : ৩৬)

১০৪. يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (আল-কুরআন, ১২ : ৪১)

সঠিক বলে মনে হয় এবং তিনি ইউসুফ (আ.) কে জেল থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

> বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বললঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। ইউসুফ বললেন, আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌছে দেই এবং আমি পূণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।[১০৫]

এভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে জেল থেকে মুক্তি পান এবং মিশরের রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন।

৬.২.১৭. জান্নাতে পাখির গোশত পরিবেশন

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মুমিনদের অসংখ্য নি'আমত দান করবেন, তার মধ্যে পাখির গোশত অন্যতম। আল-কুরআনে জান্নাতে পাখির গোশত পরিবেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে যা পান করলে তাদের শিড়ঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্থও হবে না এবং তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখির গোশত নিয়ে।[১০৬]

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের বিভিন্ন নিআ'মত দিবেন। জান্নাতে বিভিন্ন রঙের পাখি উড়ে বেড়াবে। জান্নাতীদের কোন পাখির গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হলে তা রান্নাকৃত অবস্থায় সামনে চলে আসবে। জান্নাতে একটি পাখি রয়েছে যার সত্তর হাজার পাখা আছে। পাখিটি জান্নাতীদের দস্তরখানে আসবে। প্রত্যেক পাখা হতে এক প্রকার রঙ বের হবে। যা দুধের চেয়ে সাদা, মাখনের চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। তারপর দ্বিতীয় পাখা হতে দ্বিতীয় প্রকারের রঙ বের হবে। এভাবে প্রত্যেক পাখা হতে পৃথক পৃথক রঙ বের হয়ে আসবে। তারপর ঐ পাখিটি উড়ে যাবে। জান্নাতরে পাখি বড় বড় উটের সমান হয়ে জান্নাতের গাছে চরে ও খেয়ে বেড়াবে।[১০৭] জান্নাতের পাখিগুলো বুখতী উটের ন্যায় বড় বড়। এগুলো জান্নাতের ফল-মূল পানি পান করে। কোন জান্নাতী সে পাখির গোশত খেতে চাইলে পাখি চলে আসবে। জান্নাতী ব্যক্তি যতটুক ইচ্ছা খাবে। খাওয়ার কারণে তার কোন অংশ কমে যাবে না। পাখিটি আগে যেমন ছিল তেমনি হয়ে যাবে।[১০৮] জান্নাতের পাখি প্রসঙ্গে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

> হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতের পাখিগুলো বুখতী উটের চেয়ে বড়। এগুলো জান্নাতের গাছে উড়ে বেড়ায়। একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের পাখিগুলি খেতে তো খুব সুস্বাদু হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন,আমি

---

১০৫. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (আল-কুরআন, ১২ : ৫৪-৫৬)

১০৬. لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (আল-কুরআন, ৫৬ : ২১)

১০৭. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত,খ.৭, পৃষ্ঠা, ৫২৩

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৫২৪

তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু নিআ'মত ভোগ করব। এই কথাটি. তিনি তিনবার বলে অতঃপর বললেন, যারা জান্নাতের পাখি খেতে পারবে, আমি আশা করি তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে।[১০৯]

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের কল্যাণে পশু-পাখি প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল প্রাণীর মাধ্যমে সৃষ্টির সেরাজীব মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন। যুগেযুগে পশু-পাখির মাধ্যমে মানুষের অসীম কল্যাণ সাধিত হয়েছে। পশু-পাখির মাধ্যমে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়েছে। সেই সাথে বিশ্ববাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সকল প্রাণীর গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। ইসলামী বিধি-বিধানে গবাদি পশু কুরবানির মাধ্যমে মানুষের গুনাহ মাফের ব্যবস্থা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে পশু-পাখি মানুষের খাদ্য, পুষ্টি, বস্ত্রসহ বহুমুখী প্রয়োজন পূরণে থেকে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। মানবকল্যাণ ও সভ্যতার বিকাশে পশু-পাখি যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে তার একটি চমৎকার বিবরণ কুরআন মাজীদের আলোকে অত্র অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

---

১০৯. আহমদ ইব্ন হাম্বাল, *আল মুসনাদ*, তাহকিক : আবুল মু'আতী নূরী (বৈরূত : আলামুল কুতুব,১৪১৯হি, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ২১, পৃ. ৩৪, হাদীস নং- ১৩৩১১

সপ্তম অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির অবদান

সপ্তম অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির অবদান

আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণে পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে পশু-পাখি নানাভাবে মানুষের উপকারী প্রাণী হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতের পাশাপাশি মোট শ্রম শক্তির বড় একটি অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের সাথে জড়িত। গবাদি পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। এগুলো যেকোন দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এ সকল পশু কৃষিকার্যক্রমসহ বিভিন্ন কাজের চালিকা শক্তি, চামড়া ও সারের যোগান দেয়। এ সকল পশু গোশত ও দুধের অন্যতম মাধ্যম। এ খাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, উদ্যোক্তা তৈরী, বেকারত্ব দূরীকরণ, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল এবং মানুষের পুষ্টি ও আমিষের চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। খাদ্য, পরিবহন, জৈবসার ও বায়োগ্যাস উৎপাদনে গবাদিপশু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাশ্রয়ী মূল্য হওয়ার কারণে পাখি গোশত সারা বিশ্বে খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহে সমানভাবে সমাদৃত। পোল্ট্রি শিল্পের মাধ্যম ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। গোশত, ডিম ও দুধ থেকে উৎপাদিত প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যাপক সফলতা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণী খাতের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির অবদান আলোচনা করা হলো।

৭.১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশুর অবদান

আদিকাল থেকেই গবাদিপশু মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষ যখন পশুর সঙ্গে জঙ্গলে বাস করত সে সময়েও অন্নবস্ত্রের জন্য মানুষ পশু নির্ভর ছিল। এ সময় পশুর গোশত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করত, চামড়া পরিধান করে শীত ও লজ্জা নিবারণ করত। এছাড়া পরবর্তীতে কৃষি, পরিবহন এবং খাদ্য উৎপাদনে পশুর অবদান অবিস্মরণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশু একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণি সম্পদের অবদান ১০.৬৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত দেশে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৬০.৬২ লক্ষ এবং ৩,৫৮৫.৪৬ লক্ষ।[১] প্রাণী সম্পদে সারাসরি কর্মসংস্থান ২০% ও আংশিক কর্মসংস্থান ৫০% । সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশুর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গবাদিপশু অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমানে কৃষি, শিল্প, খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদিপশু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গবাদিপশুর বিভিন্ন উপজাত যেমন, শিং, খুর, চামড়া, পশম, চর্বি ও রক্ত, দাঁত, হাড়, নাড়িভূড়ি প্রভৃতি হতে নানাবিধ সামগ্রী, ঔষধ ও রাসায়নিক

---

১. *অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২১, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১

দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এ শিল্প যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশকে স্বাবলম্বী হচ্ছে, তেমনি বেকার সমস্যা সমাধানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবাদি পশু খাত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এ সকল পশু গ্রাম-বাংলার মানুষের অন্যতম আর্থ-সামাজিক অবলম্বন। তারা এ সকল প্রাণী সযেত্নে লালন-পালন করে থাকে। সাধারণত গবাদিপশু বলতে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুকেই বুঝায়। যা মানুষের তত্ত্বাবধনে খাদ্য ও অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। গবাদি পশু থেকে দুধ ও গোশত পাওয়া যায়। এছাড়া জমি চাষ, ফসল মাড়াই, পরিবহন, সার ও জ্বালানি উৎপাদনে গবাদিপশুর ভূমিকা অপরিসীম। গবাদিপশু থেকে প্রাপ্ত বর্জ্য, গোবর ও জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমান যুগে কৃষি শিল্প এবং খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আত্মকর্মসংস্থানে গবাদি পশুর গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.১.১. খাদ্য উৎপাদনে গবাদি পশুর অবদান

প্রাচীনকাল থেকেই পশুর গোশত মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আদিম গুহাবাসী মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যেসব খাদ্য গ্রহণ করত তার মধ্যে গোশত প্রধান ছিল। বর্তমানও ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়াও গোশতের পুষ্টিগুণের জন্য খাদ্য হিসেবে এটি গ্রহণ করা হয়। এটি উৎকৃষ্ট আমিষ ও খেতে সুস্বাদু; যা দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে। টাটকা গোশতে ১৫-২০ ভাগ আমিষ থাকে। এতে অতি প্রয়োজনীয় সকল অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান। গোশতের সঙ্গে লাগানো চর্বি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। গোশত খণিজ পদার্থের উৎস। এতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে। যা দাঁত গঠনে সহায়ক, কোষের অভন্তরে ঢুকে তাতে রক্তের ক্ষারতা স্থিতিশীল করে এবং স্নায়ুশক্তি যোগায়। গোশতে লোহা থাকে, যা রক্তশূন্যতা দূর করে। ভিটামিনের মধ্যে থায়ামিন, ভিটামিন-বি$_{১২}$, প্রভিতি প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে গোশতকে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের উৎস বলে।

দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও দেহ গঠনের জন্য আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। বাংলাদেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত দেশে গবাদিপশুর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৬০.৬২ লক্ষ।[২] যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫৫৯.২৬, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৫৫.২৮ ছিল। আর ২০১৮-১৯অর্থবছরে ৭৫.১৪ লক্ষ টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৬.৭৪ লক্ষ টন, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬১.৯৮ লক্ষ টন (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) গোশত উৎপাদন হয়েছে।[৩]

মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দুধ ও মাংস আমিষজাতীয় খাদ্য যার সিংহভাগ আসে গবাদিপশু থেকে। আমিষ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য উপাদান। দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনের জন্য আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন অপরিসীম।

---

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

চিত্র-৬২ : প্রস্তুতকৃত গরুর ভাজা গোশত

চিত্র-৬৩ : রান্না করা গরুর গোশত

চিত্র-৬৪ : রান্না করা গরুর ভুড়ি

চিত্র-৬৫ : গরুর গোশতের বিরিয়ানী

গবাদিপশুর দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে দুধের জন্য গাভী, ছাগল ও মহিষ প্রসিদ্ধ। দুধ একটি আর্দশ খাদ্য, এতে দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খণিজদ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। দুধের আমিষে দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান। গাভী ও মহিষের দুধ হতে বিভিন্ন প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন, পনির, মাখন, ঘি, কেক, বিস্কুট, পুডিং, মিষ্টি, সন্দেশ পায়েশ এবং আরও বহুবিধ অত্যন্ত সুস্বদু খাবার তৈরি হয়। এগুলো মানুষের জীবিকা নির্বাহ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। ছাগলের দুধ বেশ সহজপাচ্য যা বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

৭.১.২. কৃষিকাজে গবাদি পশুর অবদান

কৃষি ও গবাদিপশু একইসূত্রে গাঁথা। কৃষির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গবাদিপশুর কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। তবে শস্য উৎপাদনে গবাদিপশুর অবদান সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। গবাদি পশুই কৃষকদের একমাত্র অবলম্বন বা কৃষিকাজের প্রধান হাতিয়ার। কৃষির সাথে সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি কাজে গবাদিপশুর ভূমিকা রয়েছে। দেশের অধিকাংশ কৃষকই গরীব এবং তাদের খণ্ডিত জমিতে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে চাষ করা যায় না। তাই যান্ত্রিক শক্তির বিকল্প হিসেবে গবাদিপশুই জমি চাষের একমাত্র অবলম্বন। কৃষি কর্মকাণ্ডে যেমন, ভূমিকর্ষণ, শস্য মাড়াই, ঘানি টানাসহ পরিবহন কাজে গবাদিপশুর শক্তি ব্যবহার করা হয়। জমিতে বীজ বপনের পূর্বে মাটি নরম করার জন্য চাষ করতে হয়। এজন্য বাঁশ বা কাঠোর তৈরি লাঙ্গল ও মই ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ষাঁড় বা মহিষ দিয়ে লাঙ্গল ও মই টানা হয়। আগেকার দিনে যখন কলের লাঙ্গল ছিল না, তখন হালচাষ সম্পূর্ণভাবে গবাদিপশুর উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে জমি চাষ করার জন্য ট্র্যাক্টর বা কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু খন্ড খন্ড জমিতে ট্র্যাক্টর চালানো যায় না। উল্লেখ্য যে, একটি মহিষ প্রত্যহ ৫ ঘন্টা কাজ করলে ৫২০ মেগাওয়াট শক্তি ব্যয় হয় এবং কোন বিরতি ছাড়াই একটানা কয়েকঘন্টা কাজ করতে পারে। এক জোড়া বলদ দৈনিক এক

একর জমির এক তৃতীয়াংশ চাষ করতে পারে।[৪] ফসল উৎপাদন করার জন্য জমি চাষ, শস্য নিড়ানি, পণ্য পরিবহন এবং জমিতে গোবর ও কম্পোস্ট সারের ব্যবহার প্রভৃতি কাজে পশু ব্যবহার হয়ে আসছে।

৭.১.৩. পরিবহন হিসেবে গবাদি পশুর ব্যবহার

পশু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানেও চরাঞ্চলের ধূ ধূ বালুচরে বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে পশুই পরিবাহনের অন্যতম মাধ্যম। বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্য এসব পশুবাহিত যানবাহনের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।[৫] বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মহিষ ও গরুর গাড়ি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলে যাতায়েতের প্রধান মাধ্যম গবাদি পশু চালিত পরিবহন। কৃষির সঙ্গে পরিবহন গভীরভাবে সম্পর্কিত। বীজ, যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি মাঠে আনা-নেয়া, ফসল বাড়িতে ও বাজারে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতির জন্য পরিবহনের প্রয়োজন। এসব কাজের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ও মহিষের গাড়ির প্রচলন রয়েছে।

চিত্র-৬৬ : গরুর গাড়ি

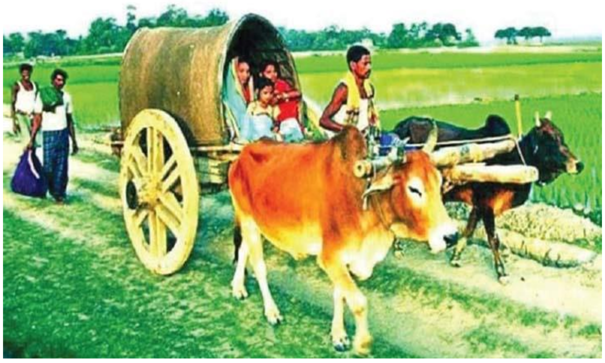

চিত্র-৬৭ : ছাউনি যুক্ত গরুর গাড়ি

৪. https : //www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_1889/Unit-01.pdf Date : 20.05.2021

৫. দৈনিক সমকাল, ৪ অক্টোবর, ২০১৯

উন্নয়নশীল দেশে যেসব অঞ্চলে পাকা রাস্তা নেই সেখানকার মানুষ পশুচালিত পরিবহেনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোতে পশুচালিত পরিবহণের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো পশু চালিত গাড়ির ব্যবহার রয়েছে। এতে মানুষের কম খরচে চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে। গবাদি পশু পরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় পশুর মালিকের আয় রোজগারেরও ব্যবস্থা হচ্ছে।

৭.১.৪. গবাদি পশুর গোবরের ব্যবহার

গবাদি পশু থেকে মানুষ নানা উপকার গ্রহণ করে থাকে। এ সকল পশুর মলমূত্র বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গোবর একটি জৈব পদার্থ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রামীণ নারী-পুরষ এই গোবর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকেন। গোবর জ্বালানি, জৈব সার, পুকুর পরিষ্কারক, মাছের খাদ্য, ময়লা-আবর্জনা পচনকারী এবং ঘর লেপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[৬] গোবর মাছের খাদ্য হিসেবেও পুকুরে ব্যবহার করা যায়। গোবর মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাঙ্কটনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পুকুরের পানির উর্বরতা বাড়ায়, ফলে মাছের উৎপান বাড়ে।

৭.১.৫. জৈবসার হিসেবে গোবরের ব্যবহার

গবাদি পশুর গোবর উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। গোবর সার জমিতে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এ সার শাকসবজিসহ ধানের ক্ষেতেও ব্যবহার করা হয়। গোবর সার মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধি করে এবং মাটির স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখে।[৭] বর্তমানে চাষের কাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার চলছে। ফলে চাষের কাজে সহায়ক নানান ক্ষুদ্র প্রানীকূল (insects, bacteria etc.) ধ্বংস হচ্ছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগে উৎপন্ন ফসল, ফল-মূল, শাক-সব্জির রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। উপরন্তু কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে নানান রোগের সৃষ্টি করছে। এহেন পরিস্থিতিতে জৈব সার মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে, জমির উবর্রতা বৃদ্ধি করতে পারে।

জৈব সার মাটির অম্ল ও ক্ষারের সূচক (পি.এইচ.) নিয়ন্ত্রণে রেখে নানান উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি করে। জৈবসার প্রয়োগে মাটির জলধারন ক্ষমতা ও তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেড়ে যায়।[৮] কৃষিজমির উর্বরাশক্তি ফিরে পেতে হলে গবাদি পশুর গোবর সার অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সার এক দিকে যেমন মাটির সার্বিক অবস্থা উন্নত করে, অন্যদিকে অধিক ফসল ঘরে তুলতে সাহায্য করে।

---

৬. বারসিকনিউজ ডট কম, ২০ জুন, ২০১৬

৭. প্রাগুক্ত

৮. কৃষি জাগরণ বাঙ্গালী, পশ্চিম বঙ্গ, ১১ জুন, ২০২১

চিত্র-৬৮ : জৈব সার

গোবর কিছুদিন মাটির গর্তে রাখলে পচে উত্তম সারে রূপান্তরিত হয়। এটা কালো রঙের ও মাটির মতো নরম। এ সার আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে প্রথম স্থান দখল করে আছে। কৃষিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন গরুর গোবরে নাইট্রোজেন ০.৪০%, ফসফেট ০.২০% ও পটাশ ০.১০% আছে। গরুর মূত্রে নাইট্রোজেন ১.০০%, ফসফেট ০.৫০% ও পটাশ ০.৩৫% রয়েছে। প্রতিটি গরুর গোবর ও গোমূত্র থেকে প্রাপ্ত জৈব সারের আনুমানিক পরিমাণ বছরে নাইট্রোজেন ৪২.৬৫ কেজি, ফসফরাস ১০.২৮ কেজি ও পটাশ ৩৪.৯৩ কেজি। এই জৈব সারে কৃষিতে প্রয়োগে উৎপাদিত ফসলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা ক্যান্সার ও হার্টের অসুখ প্রতিরোধ করে।[৯] এক টন গোবরের শুষ্ক পদার্থে গড়ে ১৭০ কেজি জৈব পদার্থ, ৪.৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১.৯০ কেজি ফসফরাস ও ১.৫০ কেজি পটাশিয়াম পাওয়া যায়। এদেশের গোমূত্রে ০.০৪-০.৯ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.১৩-০.৪০ ভাগ পটাশিয়াম, ০.২-০.১৩ ভাগ ফসফরাস থাকে।[১০] জৈবসারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ হয় এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৭.১.৬. কম্পোস্ট সার হিসেবে গোবরের ব্যবহার

গবাদিপশুর উচ্ছিষ্ট ও খড়কুটা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি হয়। গরু-বাছুরের উচ্ছিষ্ট খাবারের সঙ্গে আগাছা, কচুরিপনা, শস্যের অবশিষ্টাংশ মিশ্রিত করে কয়েকটি স্তরে সাজিয়ে পচানো হয়। এতে গোবর ২৮ শতাংশ, মুরগির বিষ্ঠা ৩৬ শতাংশ, সবজির উচ্ছিষ্ট ৫ শতাংশ, কচুরিপানা ২৫ শতাংশ, কাঠের গুঁড়া ৩ শতাংশ, নিমপাতা ১ শতাংশ ও চিটাগুড় ২ শতাংশড়এই অনুপাতে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এক টন মিশ্রণ পচাতে ৫০০ মিলি ট্রাইকো ড্রামা অণুজীব মেশাতে হয়। এতে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে জৈব পদার্থ পঁচে ট্রাইকো কম্পোস্ট সার উৎপাদিত হয় ও লিচেট পাওয়া যায়।[১১]

---

৯. প্রাগুক্ত

১০. https : //www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_1889/Unit-01.pdf Date : 20.05.2021

১১. দৈনিক প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর, ২০১৯

চিত্র-৬৯ : কম্পোস্ট সার

কম্পোস্ট সার জমিতে আদর্শ জৈব পদার্থ যোগ করে। শাকশবজি ও ফলের চারা জন্মানোর জন্যেই এ সার বীজতলায় ব্যবহার করা অপরিহার্য।

৭.১.৭. বায়োগ্যাস হিসেবে গোবরের ব্যবহার

বিশ্বে নবায়নযোগ্য শক্তির উপর নির্ভরতা বাড়ছে। অ-নবায়ন যোগ্য জ্বালানি উৎসের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো এর সীমাবদ্ধতা ও দুষ্প্রাপ্যতা। তাই পরিবেশের জন্য উপকারী জ্বালানি শক্তির অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস এখন বায়োগ্যাস। গোবর ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পচানোর ফলে যে জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয় তাই হচ্ছে বায়োগ্যাস। এতে ৬০/৭০ ভাগ গ্যাস তৈরি হয়। অবশিষ্ট অংশ উন্নতমানের জৈবসার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে রান্না-বান্না এবং বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত জ্বালানির ২৫% আসে গোবর থেকে। গৃহস্থালি রান্না-বান্নার কাজ ছাড়াও বায়োগ্যাস দিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাতি, ফ্যান, ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালানো যায়। জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের ফলে গাছপালা উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং দূষণহীন পরিবেশ, উন্নতমানের জৈব সার, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশে গরু-মহিষের সংখ্যা আনুমানিক ২ কোটি ২০ লাখ। এই সকল গবাদিপশু থেকে দৈনিক প্রাপ্ত গোবরের পরিমাণ ২২০ মিলিয়ন কেজি। প্রতি কেজি গোবর থেকে ১.৩ ঘনফুট গ্যাস হিসাবে বছরে ১০৯ ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া সম্ভব, যা ১০৬ টন কেরোসিন বা কয়লার সমান। এ ছাড়াও হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির মল-মূত্র থেকে এবং আবর্জনা, কচুরি পানা বা জলজ উদ্ভিদ থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বায়োগ্যাস পাওয়া সম্ভব।[১২]

---

১২. *পরিবেশ বান্ধব শক্তির উৎস বায়োগ্যাস*, ঢাকা: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, https : //mpemr.gov.bd/ Date : 27/04/2017

৭.১.৮. জ্বালানি হিসেবে শুকনো গোবরের ব্যবহার

গবাদি পশুর শুকনো গোবর গ্রামের কৃষকের ঘরে উত্তম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত শুকনো গোবর, গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে তারা জ্বালানির কাজ চালায়। এছাড়াও গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে জ্বালানি হিসেবে এবং অবশিষ্ট গোবর সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গ্রামীণ নারীরা পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত গোবর সংগ্রহ করে রোধে শুকিয়ে জালানি তৈরি করেন। এই জ্বালানি তারা বর্ষা মৌসুমে ব্যবহার করেন। এই জ্বালানি একদিকে যেমন পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে ঠিক তেমনি আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী।[১৩] গরু বা মহিষের মল অর্থাৎ গোবর (cowdung) শুকিয়ে গেলে তাকে বাংলায় বলে ঘুঁটে। শুকালে গোবরের চটচটে ভাব বা গন্ধ কোনটিই থাকে না। ঘুঁটে নানা দেশে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হয় এবং নানা দেশে এর নানা নামে ব্যবহার করা হয় (যেমন, dung cake, cowdung biscuits, buffalo chips)।

ঘুঁটে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে কারণ গরু মহিষের মলে অনেক অপরিপাচিত বা অর্ধপাচিত ঘাস ইত্যাদির কাষ্ঠল তন্তু থাকে যা সহজেই জ্বলে। এর কিছু অংশ দাউদাউ করে জ্বলে গেলেও বাকী অংশ অনেক্ষণ অবধি ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে, যাতে ভালো ধীর আঁচের রান্নাও করা যায়।[১৪]

চিত্র-৭০ : জ্বালানি হিসেবে শুকনো গোবর

ভারতীয় উপমহাদেশে গোবরকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য গোল গোল চ্যাপ্টা চাকতি হিসাবে শুকানো হয়। বাংলাদেশে চ্যাপ্টা ঘুঁটে ছাড়াও আরেক রকমের ঘুঁটে তৈরি হয়। যেমন পাটখড়ি/পাটকাঠিতে গোবর মাখিয়ে শুকানো হয় এবং তার পর লাকড়ির মত ব্যবহার হয়।

---

১৩. বারসিকনিউজ ডট কম, ২০ জুন, ২০১৬

১৪. https : //bn.wikipedia.org/wiki/ঘুঁটে Date 15-01-2022

৭.১.৯. শিল্প খাতে গবাদি পশুর অবদান

শিল্প খাতে গবাদিপশু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি দুগ্ধ খামার রয়েছে। এসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের খামার কৃষিখাত হিসেবে বিবেচিত হলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা ডেইরি শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। মিল্কভিটা বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুগ্ধসামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া বেসরকারীভাবে দেশে বেশকিছু দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে। যেগুলোতে পাস্তুরিত তরল দুধ উৎপাদন ছাড়াও কনডেন্সড মিল্ক, পাউডার মিল্ক উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। দুধ দ্বারা তৈরি বেশকিছু আইসক্রিম তৈরির কারখানাও দেশে স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদি এ শিল্পেরই অবদান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৯.২৩, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০৬.৮০, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৮.৯৬ (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) লক্ষ টন দুধ উৎপাদন হয়েছে।[১৫]

দীর্ঘকাল ধরেই বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ বাজার ও রপ্তানির জন্য চামড়া এবং চামড়াজাত সামগ্রী উৎপাদন করে আসছে। কাঁচা এবং সেমিপাকা চামড়া বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি সামগ্রী। গত দু দশকে এ খাতে উল্লেখযোগ্য আধুনিকায়ন ঘটেছে এবং এর ফলে বিশ্বে প্রথম শ্রেণীর চামড়া ও চামড়ার তৈরি সামগ্রী প্রস্তুতকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছে। শতকরা ৯৫ ভাগ কাঁচা চামড়া এবং চর্মজাত দ্রব্যাদি, প্রধানত আধা পাকা ও পাকা চামড়া, চামড়ার তৈরি পোশাক এবং জুতা হিসেবে বিদেশে বাজারজাত করা হয়।[১৬]

চিত্র–৭১ : রপ্তানি যোগ্য প্রক্রিয়াজাত চামড়া

---

১৫. *অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২১, প্রাগুক্ত

১৬ . *চামড়া শিল্প*. বাংলাপিডিয়া (banglapedia.org) Date. 30/03/2022

চিত্র-৭২ : রপ্তানি যোগ্য চামড়া দ্বারা প্রস্তুতকৃত ব্যবহারিক পণ্য

অধিকাংশ চামড়া এবং চামড়াজার সামগ্রী রপ্তানি করা হয় জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, রাশিয়া, ব্রাজিল, জাপান, চীন সিঙ্গাপুর এবং তাইওয়ানে। এসব রপ্তানির মূল্য সংযোজনের শতকরা ৮৫ ভাগ স্থানীয় এবং ১৫ভাগ বিদেশী। বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পশু পালনের মতো ঘাস ও গাছপালর সমারোহ। বাংলাদেশের কাঁচা চামড়া গুণগতভাবে ভালো। কারণ এদেশে ও মাঠে ও ফসলের ক্ষেতে চামড়ার জন্য ক্ষতিকর কাঁটাতারের ব্যবহার নেই। শতকরা ৪০ ভাগ চামড়া সরবরাহ হয় প্রতি বছরে পবিত্র ঈদুল আযহায় উৎসবে কুরবানিকৃত পশুর চামড়া থেকে। দৈনন্দিন মাংস সরবরাহের জন্য জবাইকৃত পশুর চামড়া ছাড়াও বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবাদি উদযাপন থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চামড়া সংগৃহীত হয়।[১৭]

৭.১.১০. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদি পশুর অবদান

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদিপশুর বিভিন্ন উপখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গবাদিপশুর হাড় ও চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চামড়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। গরু, মহিষ, ছাগলের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়। গবাদি পশুর চামড়া থেকে জুতা, সুটকেস, বেল্ট, সেন্ডেল, জ্যাকেট, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদিপশু চামড়া তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দেশ থেকে গোশত ও অন্যান্য প্রাণিজ সম্পদজাত পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, কুয়েত, কানাডা, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ভারত এবং মালদ্বীপে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৬.৮৩ মেট্রিক টন মাংস, ৫ ৭.৮৮ মেট্রিক টন বলস্টিক, ৯৮৯.৫ মেট্রিক টন বিফ বোন চিফস, ২০.৫ মেট্রিক টন গরুর লেজের লোম, ৬৪.৫৩ মেট্রিক টন মিষ্টি জাতীয় পণ্য (দধি, রসমালাই, মিষ্টি) ১৪২.৪৪ মেট্রিক টন হাঁসের পালক, ১২.৬ ০ মেট্রিক টন প্রাণী খাদ্য এবং ৬৩ মেট্রিক টন বোন জিলাটিন রপ্তানি করে প্রায় ২৬.০৫ কোটি টাকার

১৭. প্রাগুক্ত

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাণিজজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৭৪৩ কোটি টাকা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়েছে।[১৮]

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের হিসাব মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ পশু (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) কুরবানি হয়ে থাকে।[১৯] কুরবানির পর পশুর উচ্ছিষ্ট অংশ যেমন পশুর হাড়, শিং, ভুঁড়ি, পাকস্থলী, রক্ত ও চর্বি ইত্যাদি রফতানি করা সম্ভব। পশুর হাড় মেশিনে গুঁড়া করে তৈরি করা হয় বোনমিল যা হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস হিসেবে বোনমিল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বোনমিল ওষুধ ও সিরামিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র-৭৩ : গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট হাড়-হাড্ডি

চিত্র-৭৪ : গবাদি পশুর হাড়ের গুড়া

চিত্র-৭৫ : গবাদি পশুর হাড় দ্বারা ক্যাপসুলের সেল

---

১৮. অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১, প্রাগুক্ত

১৯ . মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথ্য-২০১৯, ঢাকা: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১৯

প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার জেলাটিন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। সারা বছর ধরে দেশের বিপুলসংখ্যক জবাইকৃত গবাদিপশুর হাড় দিয়ে যদি বাংলাদেশে জেলাটিন ও কোলাজেন তৈরি করা যায়, তাহলে বেঁচে যাবে হাজার হাজার কোটি টাকা। যদিও নিকট অতীতে কিছু কোম্পানি বাংলাদেশে জেলাটিন তৈরি করছে। দেশে বেশকিছু কোম্পানি গুঁড়া করা হাড় থেকে ক্যাপসুলের সেল তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশে ওষুধ কোম্পানি ও হারবাল প্রতিষ্ঠানে প্রতি মাসে ৪০ থেকে ৫০ কোটি অর্থাৎ বছরে প্রায় ৪৮০ থেকে ৬০০ কোটি ক্যাপসুল সেল প্রয়োজন। যদি দেশে প্রাপ্ত হাড়গুলো থেকে পরিকল্পিতভাবে জেলাটিন উৎপাদন করা যায়, তাহলে ক্যাপসুল সেলের অভ্যন্তরীণ মোট চাহিদা (৪৮০ থেকে ৬০০ কোটি পিস) মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করে বছরে হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন দেশে গবাদিপশুর হাড় দিয়ে ক্যাপসুলের কভার ছাড়াও ক্যামেরা ফিল্ম, সিরিষ কাগজ, বোতাম, সিরামিক পণ্য, মেলামাইন, খেলনা, শো-পিসসহ ঘর সাজানোর রকমারি জিনিসপত্র তৈরি করে রফতানি করা হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গবাদিপশুর উচ্ছিষ্ট অংশ রফতানি করে আয় হয়েছে ২ কোটি মার্কিন ডলার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ কোটি ৬১ লাখ মার্কিন ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ কোটি ৬৫ লাখ মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৬৯ লাখ মার্কিন ডলার এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার। এ খাতে আরো সহায়তা দিলে রফতানি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।[২০] এভাবে পবাদি পশুর বিভিন্ন উপখাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৭.১.১১. আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে গবাদিপশুর অবদান

বাংলাদেশের জন্য গৃহপালিত পশু এক বিরাট অর্থনৈতিক সম্পদ। এদেশের আবহাওয়া পশুপালনের জন্য উপযুক্ত। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে গরু, ছাগল, মহিষ পালন করতে দেখা যায়। অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা সম্প্রসারণে পশুসম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। এতে ব্যক্তি ও জাতির আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। একজোড়া মহিষ একটন পর্যন্ত ভার বহন করতে পারে। যারা মহিষ পালন করে তারা মহিষের দুধ দিয়ে মাখন, ঘি, দই, পনির তৈরি করে ব্যবসা করতে পারে।[২১]

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিত্তহীন, ভূমিহীন, বেকার, দুস্থ মহিলা যে কেউ ছাগল পালন করে দারিদ্র দূর করতে পারে। ছাগল পালন লাভজনক। কম পুঁজিতে কম পরিশ্রমে ছাগল পালন করা যায়। ছাগলের জন্য উৎকৃষ্টমানের খাবারের দরকার হয় না। এগুলোকে বাড়ির আশেপাশে জমির আইলে চড়ালে ও অল্প খাবার দিলেই চলে। এদের খাবার খরচও কম।[২২] গাভী পালন করে দুধ বিক্রির মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠী প্রচুর আয় করতে পারেন। তাছাড়া গরু মোটাতাজা

---

২০. দৈনিক যুগান্তর, ২৪ আগস্ট, ২০২০

২১. https : //www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2889/Unit-11.pdf Date : 25.05.2021

২২. প্রাগুক্ত

করে তা বিক্রির মাধ্যম অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। গাভীর সংখ্যা বাড়িয়ে গাভীর খামার তৈরি করা যায়। ভেড়ার গোশত ছাগলের মত সুস্বাদু। ভেড়ার দাম কম হওয়ায় বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা, দরিদ্র কৃষক সহজেই ভেড়া ক্রয় করে লালন পালন করতে পারে।[২৩]

প্রাচীনকাল থেকেই পশুর সাথে মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ তার জীবনের সকল কাজেই পশু দ্বারা সেবা গ্রহণ করেছে। পশু স্থান, কাল পাত্র ও পরিবেশের সাথে সবসময় মানানসই। ফলে বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশুর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পশুর খাদ্য, চামড়া, হার-হাড্ডি, গোশত, মল-মূত্র ইত্যাদি সবই পরিবেশ বান্ধব। এর সবকিছুই মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যায়। এ কারণে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির বর্তমান যুগেও মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশুর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। সুতরাং বলা যায়, সমগ্র বিশ্বে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশুর গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। এ কারণে বিষয়টি কুরআন মাজীদে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করা হয়েছে।

৭.২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাখির অবদান

মানুষ যে সকল প্রাণী থেকে বিশেষ উপকার পেয়ে থাকে তার মধ্যে পাখি অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাখি নানাভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। পাখির মাধ্যমে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল মানুষ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পাখি ফসলের মাঠে ও জলশয়ের পোকা দমন করে ফসল ও জলাশয়ের আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। পোল্ট্রিই বর্তমানে সবচেয়ে সস্তার প্রাণিজ আমিষ। এ শিল্প একদিকে দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হচ্ছে। অন্যদিকে অর্থনীতিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

৭.২.১. খাদ্য উৎপাদনে পাখির অবদান

মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে পাখির গোশত অবদান রেখে আসছে। মুরগীর গোশতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন। যা পেশীকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখে। কম চর্বিযুক্ত প্রোটিন হওয়ায় এটি ওজন কমানোর ভালো উৎস। মুরগীর গোশতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন এ, নিয়াসিন, ম্যাগনেশিয়াম ও সোডিয়াম থাকে। মুরগীর কলিজায় গরুর ও ভেড়ার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে ভিটামিন সি, আয়রণ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম ব্রয়লার মুরগীতে. ক্যালরি রয়েছ ১০২ গ্রাম, ফ্যাট ২.২ গ্রাম, কোলেস্টেরল ৬২ গ্রাম, সোডিয়াম ৩৮ গ্রাম, পটাশিয়াম ২৮৪ গ্রাম, প্রোটিন ৬২ গ্রাম, ভিটামিন-এ ১ গ্রাম, আয়রণ ১.৮ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মি. গ্রাম, ফসফরাস ১৪৭ মি. গ্রাম, জিংক ১.৩ মি. গ্রাম ইত্যাদি। অপরদিকে প্রতি ১০০ গ্রাম দেশী মুরগীতে রয়েছে, ক্যালরি ১৮৫ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ০.৪ গ্রাম, ফ্যাট ৩২.২ গ্রাম, প্রোটিন ৩১ গ্রাম,

---

২৩. প্রাগুক্ত

ভিটামিন-এ ২১ মি. গ্রাম, ভিটামিন কে, ই ০.৩ মিগ্রাম, কোলিন ৮৫.৩ গ্রাম. নায়াসিন-১৩.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৫ গ্রাম, সিলিনিয়াম -২৭.৬ মাইক্রোগ্রাম, কোলেস্টেরল-৮৫ গ্রাম।[২৪]

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট মাংসের চাহিদার ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশই পোল্ট্রি শিল্প থেকে আসছে। বাজারে যে পরিমাণ ডিম, মুরগি, বাচ্চা এবং ফিডের প্রয়োজন তার শতভাগ এখন দেশীয়ভাবেই উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে মুরগীর গোশতের দৈনিক উৎপাদন প্রায় ১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন। প্রতিদিন ডিম উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় দুই থেকে সোয়া দুই কোটি। একদিন বয়সী মুরগীর বাচ্চার সাপ্তাহিক উৎপাদন প্রায় এক কোটি। পোল্ট্রি ফিডের বার্ষিক উৎপাদন ২৭ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাণিজ্যিক ফিড মিলে উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ২৫ দশমিক ৫০ লাখ মেট্রিক টন এবং লোকাল উৎপাদন প্রায় ১ দশমিক ৫০ লাখ মেট্রিক টন।[২৫]

চিত্র-৭৬ : মুরগির গোশত

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২০-২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা সংখ্যা ছিল ৩৬৫৮.৫২ লক্ষটি।[২৬] মুরগীসহ দেশের গোশত উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৮৪.৪৮ লাখ মেট্রিক টন।[২৭] মুরগীর গোশত আসে বাণিজ্যিক ব্রয়লার থেকে। মাংস উৎপাদনকারী ব্রয়লার মুরগী ৩০থেকে ৩২ দিনে ১ কেজি ওজনের হয়।[২৮] মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে পাখির গোশত অভাবনীয় অবদান রেখে যাচ্ছে।

---

২৪. *স্বাস্থ্য কথা*, https : //swasthakotha.com Date : 08/05/2021

২৫. কালের কণ্ঠ, ১৪ মার্চ, ২০২১

২৬. মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথ্য-২০২১, ঢাকা: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০২১

২৭. লাইভ স্টক ইকোনমি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ৩০/০৩/২০২২

২৮. এগ্রিকেয়ার২৪.কম, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

৭.২.২. পাখি লালন-পালন ও কর্মসংস্থান

পাখি লালন-পালন, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিপনন, পাখির গোশত প্রাসেসিং এ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষভাবে পোল্ট্রি শিল্পকে কেন্দ্র বিশাল কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। পোল্ট্রি শিল্পকে কেন্দ্র করে পরিচালনা, পরিচর্যা, বাজারজাতকরণ এবং খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সুবাদে আরও ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে ব্যবসা এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। পোল্ট্রি শিল্প প্রায় ৬০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

পোল্ট্রি শিল্পে ছোট বড় খামার রয়েছে ৭০ হাজারের বেশি। এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান, প্রায় ১ লাখ প্রাণী চিকিৎসক, পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ, নিউট্রিশনিস্ট সরাসরি নিয়োজিত রয়েছেন। বেসরকারিভাবে এ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ রয়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা।[২৯] পোল্ট্রি খাতে সরাসরি ১২ থেকে ১৩টি সাব সেক্টর বা উপখাত জড়িত রয়েছে। দেশে বর্তমানে ৭০ হাজার থেকে এক লাখ পোল্ট্রি খামার রয়েছে। এ ছাড়া দেশে ফিড মিল রয়েছে ২৫০ থেকে ৩০০টি। পোল্ট্রি খাতে প্রত্যক্ষভাবে ২০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে আরো ৪০ লাখ লোকের। মোট কর্মসংস্থানের ৪০ শতাংশই নারী।[৩০]

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সম্ভাবনাময় এ শিল্প দেশের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে পোল্ট্রি মাংস, ডিম, একদিন বয়সী বাচ্চা এবং ফিডের শতভাগ চাহিদা মেটাচ্ছে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প। বাংলাদেশে কৃষির বিকাশমান এই উপখাতটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও নারীর ক্ষমতায়নে বড় অবদান রাখছে ।

৭.২.৩. অর্থনীতিতে পাখির অবদান

পাখির বিভিন্ন উপখাত অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পাখিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে পোল্ট্রি শিল্প অন্যতম। শিল্পপতি হতে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন, প্রান্তিক, দুস্থ, বেকার শ্রেণীর 'জীবন্ত ব্যাংক' হিসেবে কাজ করছে পোল্ট্রি শিল্প। যে ব্যাংকের তহবিল বাংলাশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষের ৮০ শতাংশ প্রাণিজ আমিষের পুষ্টির যোগান দিচ্ছে। ছোট-বড় ৭০ হাজার পোল্ট্রি খামার গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতিতে কাজ করে চলছে নিরন্তর গতিতে।[৩১]

বর্তমানে এই খাতে ৩০ হাজার কোটি টাকারও অধিক বিনিয়োগ রয়েছে। প্রতিবছর এই খাতে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। এই লেনদেনের বড় একটি অংশই পোল্ট্রি খাদ্য, ডিম ও মুরগির মাংসের বাজারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।[৩২] প্রতি সপ্তাহে এক দিনের লেয়ার, ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির বাচ্চা

---

২৯. আজকের বাজার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১

৩০. কালের কণ্ঠ, ১৪ মার্চ, ২০২১

৩১. বণিক বার্তা, ৯ অক্টোবর, ২০২০

৩২. প্রাগুক্ত

৯৫ লাখ থেকে ১ দশমিক ১০ কোটি উৎপাদিত হচ্ছে। বাচ্চা উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতার কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে ১৮ থেকে ২২ শতাংশ হারে ডিম ও মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ২০১৬ সালে মুরগির বাচ্চার সাপ্তাহিক উৎপাদন ছিল যেখানে ৯০ লাখ; দুই বছর পর তা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি।[৩৩] হালাল গোশত ও ডিমের বাজার ধরতে পারলে অর্জিত হতে পারে বিশাল বিদেশি মুদ্রা, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে ৬০ লাখ বাংলাদেশী রয়েছে যাদের কাছে দেশীয় মাংস ও ডিম খুব প্রিয়।[৩৪]

এ শিল্প গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির পরই নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প। গার্মেন্টস শিল্পের পর কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে। পোল্ট্রি শিল্প কৃষি শিল্পের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। গরিব, অল্প আয়ের লোক, বেকার, শিক্ষিত যুবক ও যুব-মহিলাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠী এই শিল্পের সাথে নিজেদের নিয়োজিত রেখে অর্থনৈতিক সাফল্য লাভ করছে। পোল্ট্রিশিল্পের অগ্রগতির কারণেই গ্রাম থেকে শহরমুখী মানুষের মাইগ্রেশন কমেছে। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং আবাদি জমি কমছে তাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, প্রয়োজন হবে ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, যা কেবল পোল্ট্রিতেই সম্ভব। পাখির পালক হতে নানা রকম প্রসাধনী দ্রব্য যেমন-শ্যাম্পু, সুগন্ধি তৈল এবং ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করা যায়। পোল্ট্রির বিষ্ঠা একটি উৎকৃষ্টমানের জৈব সার। এই শিল্পের বর্জ্য থেকে তৈরি হয় বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার। যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে জ্বালানি খাতে বিপ্লব সম্ভব। পোল্ট্রি খামারের বিষ্ঠা দ্বারা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির মাধ্যমে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো যায়।[৩৫]

চিত্র-৭৭ : পোল্ট্রি খামারের বিষ্ঠা দ্বারা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. আধুনিক কৃষি খামার, ১৫অক্টোবর, ২০১৯

পরিযায়ী পাখি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাওড়-বাওড়ের জলচর পাখিরা কৃষি অর্থনীতি এবং মাছ উৎপাদনেও ভূমিকা রাখছে। প্রতিদিন প্রায় এক টন পরিমাণ বিষ্ঠা নির্গত করে পরিযায়ী পাখিরা। যা জলাভূমিতে জৈব সার হিসেবে কাজ করে। একদিকে মাছের খাদ্য হিসেবে ভূমিকা রাখছে এবং মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃদ্ধি করছে জলাশয়গুলোর চারপাশের জমির উর্বরতাও। ফলে ফসলের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩৬]পরিযায়ী পাখিদের একটি অংশ শিকারি পাখি। যারা মাঠ-প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। আর ইঁদুর জাতীয় প্রাণি খেয়ে থাকে, যা কৃষকের ফসলের ক্ষতি করে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে- একটি পেঁচা পুরো জীবনে ইঁদুর খেয়ে ২০ লাখ টাকার ফসল রক্ষা করে। এছাড়া শিয়াল, বেজি ও গুইসাপের ক্ষেত্রেও এমনটাই প্রযোজ্য।

চিত্র-৭৮ : পরিযায়ী পাখিদের একটি অংশ

প্রতিবছর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শীতকালে বসে হাজারো পরিযায়ী পাখির মিলন মেলা। আর এই পাখিদের দেখতে দেশ-বিদেশ থেকেও ছুটে আসেন পর্যটকের দল ও আলোকচিত্রীরা। ফলে যে এলাকায় পাখি আসে সেখানে গড়ে ওঠে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ। বলা চলে, পরিযায়ী পাখিরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।[৩৭]

---

৩৬. বেঙ্গল ডিসকভার, ১৮ মে, ২০২১

৩৭. প্রাগুক্ত

৭.২.১. শিল্প খাতে পাখির অবদান

শিল্প খাতে পাখির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশ্বে পোল্ট্রি শিল্পই পাখি শিল্প হিসেবে বিস্তার লাভ করেছে। সাধারণভাবে পোল্ট্রি বলতে কৃষকের গৃহে বা ফার্মে খাবার বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে সকল পাখি লালন-পালন করা হয় তাদেরকে বুঝায়। হাঁস, মুরগি, রাজহাঁস, গিনি মুরগি, কাদাকনাথ মুরগি, কোয়েল, কবুতর এবং টার্কি সাধারণত পোল্ট্রি হিসেবে বিবেচিত হয়।[৩৮] উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত কম, দ্রুত ডিম ও গোশত পাওয়ার নিশ্চয়তা, দ্রুততার সাথে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ, এদের গোশতে সীমিত চর্বির উপস্থিতি, হজমে সুবিধা, সকল ধর্মের মানুষের কাছে সমানভাবে সমাদৃত।

চিত্র-৭৯: পোল্ট্রি শিল্পে উৎপাদিত মুরগি ও ডিম

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশু-পাখির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে এ খাতের ব্যবহার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূর্গম অঞ্চলে পরিবহন ও মালামাল আনা নেওয়ায় পশু ব্যবহারের ফলে মানুষের কষ্ট লাঘব হয়েছে। পশুর গোবরে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে জীবন-যাত্রার মান সহজ হচ্ছে। শিল্পে পশু-পাখির বিভিন্ন উপ-খাত থেকে প্রাপ্ত আয় দেশের কমবর্ধমান অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। পশু-পাখির গোশত ও দুধ প্রক্রিয়া জাতকরণ ও রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে। পশু-পাখির উপ-খাতের মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সুতরাং এটি অনস্বীকার্য যে, মানব সভ্যতার বিকাশে এবং আর্থ-সামাজি উন্নয়নে পশু-পাখির অবদান ও গুরুত্ব অতুলনীয়।

৩৮. আধুনিক কৃষি খামার, ১৩ নভেম্বর, ২০১৯

অষ্টম অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পশু-পাখির ভূমিকা

অষ্টম অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পশু-পাখির ভূমিকা

জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নি'আমত। মাটি, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, আলো-বাতাস, নদ-নদী, মানুষ ও পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গসহ সকল সৃষ্টজীব অন্তর্ভূক্ত। পরিবেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল করেছেন। মানুষ যেমন আলো-বাতাস-পানি ছাড়া বাঁচে না, তেমনি পশু-পাখি তথা জীবজগতও আলো-বাতাস-পানি ছাড়া বাঁচে না। তরুরাজি বৃক্ষলতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা পৃথিবীকে করেছে সুন্দর, শোভন ও বাসযোগ্য। এর বিচ্যুতি হলেই জীবজগত ও প্রাণিকূল মহাসংকটে পতিত হবে।[১] কুরআন মাজীদে পরিবেশের বিভিন্ন উপদানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মানুষ, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পবর্ত, পশু-পাখিসহ সকল সৃষ্টিই পরিবেশের উপাদান। এ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার দায়িত্বও পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল সৃষ্টজীবের। কেউ পুষ্টি সরবরাহ করছে আবার কেউ পঁচনে সাহায্য করছে। যার মাধ্যমে কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্র সচল থাকে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) এর সময় মহাপ্লাবন থেকে মানুষ ও পশু-পাখিদের নৌকায় উঠাবার নির্দেশনার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাক মানুষকে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধে ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গৃহপালিত পশুর গোবর ও পাখির বিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গোবর ও বিষ্ঠা বায়োগ্যাস উৎপাদন, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, মাছের খাদ্য তৈরি, বনায়ান ও অক্সিজেন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাখি কীটপতঙ্গ দমন ও মৃত জীবজন্তু ভক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে এতদ্‌সম্পর্কিত একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

৮.১. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ পরিচিতি

পৃথিবী পৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগে বসবাসকারী সকল প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান জীনগত, প্রজাতিগত ও বস্তুতান্ত্রিক বিভিন্নতা ও সংখ্যা প্রাচুর্যতা রয়েছে। কালের ক্রমধারায় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অবস্থার পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটানোকে বলা হয় জীববৈচিত্র্য।[২]

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তর পর্যন্ত সবই পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত। আলো, বাতাস, পানি, মেঘ কুয়াশা, মৃত্তিকা, শব্দ, বন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, মানুষ নির্মিত সর্বপ্রকার অবকাঠামো এবং গোটা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সমন্বয়ে যা সৃষ্টি তা-ই পরিবেশ।[৩] পরিবেশ শুধুমাত্র জগতের পারস্পরিক সম্পর্কই

---

১. দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ জানুয়ারী, ২০২০

২. www.ebookbou.edu.bdBooksTextOSHSChsc_1875Unit-13.pdf, Date: 11.11.2022

৩. ড. এফ. এম. মনিরুজ্জামান, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ*, (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ.২০

নির্ণয় করে না; বরঞ্চ প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে।[৪] পরিবেশ কতগুলো বাহ্যিক উপাদানের সমষ্টি যা জীবনযাপনের উপর নির্ভর করে। এভাবে পরিবেশ জৈব ও অজৈব সত্তার উপর প্রভাব রাখে।[৫]

৮.১.১. আল-কুরআনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত আলো-বাতাস, পাহাড়, নদী, বৃষ্টিপাত, শাক-সবজি, ফল-মূল, গাছপালা, মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, দিবা-রাত্রী, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খর্জূর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদেরও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপাকারার্থে।[৬]
>
> তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।[৭]
>
> এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাস স্থল, আর তিনি তোমাদের জন্যে পশু-চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার, আর তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ। [৮]

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতার বর্ণনা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে একে অপরের থেকে উপকার লাভ করছে। সকল সৃষ্টির এ কর্ম তৎপরতাই জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখছে।

৮.১.২. আল-কুরআনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের উপাদান

মানুষ পশু-পাখিসহ আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি সৃষ্টিই জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের এক একটি উপাদান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জীবদের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব

---

৪. প্রফেসর এবিএম রেজাউল করিম, *মানুষ ও পরিবেশ*, (ঢাকা : কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৭

৫. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, *ভুগোল ও পরিবেশ পরিচিতি*, (ঢাকা : কবির পাবলিকেশন্স খ্রি.), পৃ. ২৩৪

৬. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন. ৮০ : ২৪-৩২)

৭. أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (আল-কুরআন. ১৩: ১৭)

৮. আল-কুরআন. ১৬: ৮০

দিয়েছেন। কিছু মানুষ ব্যতীত সকল সৃষ্টিই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সকল কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[৯]
>
> তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভুমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।[১০]
>
> আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল-সন্ধ্যায়।[১১]
>
> আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভয় দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।[১২]
>
> তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয়ে দেখেন। [১৩]
>
> তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।[১৪]

আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের উপাদনের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে যমিন-আসমান, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গসহ সকল সৃষ্টিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৮.১.৩. আল-কুরআনে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করতে নিষেধাজ্ঞা

এ পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য সৃষ্টি বসবাস করছে। সৃষ্টির কোন একটি শ্রেণী এ পরিবশের ভারসাম্য নষ্ট করলে অন্যান্য সৃষ্টিকূলকে এর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কুরআন মাজীদে মানুষকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৯. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (আল-কুরআন. ১৭: ৪৪)

১০. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (আল-কুরআন, ২২ : ১৭)

১১. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (আল-কুরআন, ১৩ : ১৫)

১২. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ২৪ : ৪৫)

১৩. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯

১৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯

> আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোআইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্টের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[১৫]

মানুষের কৃতকর্মের দরুন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা পরিবেশে ভারসাম্য বিনষ্টকারীদের শাস্তির বিধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[১৬] আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।[১৭]
>
> আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।[১৮]

আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টিকেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ভারসাম্য বিনষ্টকারীদের জন্য শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

৮.১.৪. মহাপ্লাবন থেকে পশু-পাখি রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

পশু-পাখি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি। ভূ-পৃষ্ঠের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পশু-পাখি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) এর জাতিকে শাস্তি স্বরূপ মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করেন। কিন্তু পরিবেশের অন্যতম অনুসঙ্গ পশু-পাখিদের এ মহা প্লাবন থেকে রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নৌকা তৈরি করেন। আল্লাহ তা'আলা মহা প্লাবনের প্রাক্কালে পশু-পাখিদের এ দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য নৌকায় তোলার নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছলো এবং যমীন হতে পানি উথলে উঠতে লাগলো, আমি বললাম, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী হতে একটি নর এবং একটি মাদী তাতে উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি।[১৯]

---

১৫. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ৮৫)

১৬. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (আল-কুরআন, ৩০: ৪১)

১৭. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭)

১৮. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . (আল-কুরআন, ০২ : ১৯৫)

১৯. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (আল-কুরআন, ১১ : ৪০)

আল্লাহ তা'আলা নৌকার যাত্রীদের এ মহা দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন।[২০] হযরত নূহ (আ.) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান হাতে পুরুষ জাতীয় প্রাণী এবং বাম হাতে নারী জাতীয় প্রাণী দিলেন। তিনি তাদেরকে নৌকায় উঠালেন।[২১] আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আ.) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করে জোড়া নৌকায় তুলে নিলেন। প্রথমে পাখিদের মধ্যে তোতা পাখি উঠানো হলো এবং সবশেষে গাধাকে উঠানো হলো।[২২] হযরত নূহ (আ.) এর নৌকা তিনটি তলা ছিল। প্রথম তলায় ছিল গৃহপালিত ও জংগলী হিংস্র জীবজন্তু। দ্বিতীয় তলায় ছিল মানুষ। আর তৃতীয় তলায় ছিল পাখ-পাখালি।[২৩] মহাপ্লাবনের কবল থেকে পশু-পাখিদের রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

৮.২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখির ভূমিকা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরণের পশু-পাখি পরিবেশ রক্ষায় অবদান রেখে আসছে। আল্লাহ তা'আলা জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পশু-পাখিকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> তাঁর এক নির্দশ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম।[২৪]

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুয়ের মধ্যে ফেরেশতা, মানব, জ্বিন এ সকল রং ও আকৃতির জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি, যা আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বত্র ছেড়ে দিয়েছেন।[২৫]

এ সকল পশু-পাখি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে জীবন যাপন করছে এবং পরিবেশ দূষন রোধ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৮.২.১. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গবাদি পশুর গোবর ও পাখির বিষ্ঠা

আল্লাহ তা'আলা গৃহপালিত পশুর মাঝে বিভিন্ন উপকার রেখেছেন। এ সকল পশু তাঁর নির্দেশনানুযায়ী পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। গবাদি পশুর গোবর ও পাখির বিষ্ঠাতে মানুষের জন্য উপকার রয়েছে। পশু-পাখির মলমূত্রকে প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে মানুষ জৈব সার ও জ্বালানিসহ

---

২০. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ৬৪)
فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (আল-কুরআন, ২৬ : ১১৯)
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (আল-কুরআন, ২৯ : ১৫)

২১. পানিপথী, কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৫৫

২২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩২০

২৩. ইবনে কাসীর, *কাসাসুল আম্বীয়াতে*, সম্পাদনা : হাফেজ মাওলানা মো. হাবিবুর রহমান, (ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী), পৃ. ৯৮

২৪. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (আল-কুরআন, ৪২ : ২৯)

২৫. ইবনে কাসীর, আবুল ফিদা ঈসমাইল, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২০৭

বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। আল-কুরআনে চতুষ্পদ পশুর বিভিন্ন উপকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে । আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মাঝে প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর।[২৬]
>
> তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত জন্তু এবং তারাই এগুলোর অধিকারী? আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি, ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। তাদের জন্যে এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু।[২৭]
>
> আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। তাতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও।[২৮]

আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পশু-পাখির বিভিন্ন উপাদানে পরিবেশের দূষণ রোধের তথ্য বর্ণিত হয়েছে। গোবর ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক দ্রব্যাদিও ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে যুগ যুগ ধরে পশুর গোবর ও পাখির বিষ্ঠা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৮.২.২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যম পশু-পাখির উচ্ছিষ্ট

পশু-পাখির উচ্ছিষ্টের মাধ্যমে তৈরি হয় উত্তম জৈব সার।[২৯] জৈব সার হল এক ধরনের কার্বন (C) সমৃদ্ধ সার যা প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক পঁচনশীল এবং জৈব উপাদান যেমন গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট, হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, ঘরবাড়ির পঁচনশীল ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি থেকে যে প্রাকৃতিক সার তৈরি হয় সেটি হল জৈব সার। মূলত যেসব সার কোন জীবের দেহ থেকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উদ্ভিদ বা প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায়। যেমনঃ গোবর সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি। এ ধরনের সারের বিশেষত্ব হলো খাদ্যশস্যের বৃদ্ধির ও পরিপক্কতার জন্য যে উপকারী পুষ্টি ও খনিজ উপাদান প্রয়োজন (প্রধানত এনপিকে; নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশিয়াম) তা নির্দিষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ সময় ব্যাপী যোগান দিয়ে থাকে এবং মাটি ও পানি দূষণ রোধ করে টেকসই ভাবে যথাযথ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ আশানুরূপ ফলন নিশ্চিত করে। আরো বিশদভাবে চিন্তা করতে গেলে এটি মাটি, পানি ও খাদ্যশৃঙ্খলে ক্ষতিকর ও মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক

---

২৬. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ২৩ : ২১)

২৭. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১-৭৩)

২৮. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯-৮০)

২৯. যেসব সার জীবের দেহ থেকে প্রাপ্ত অর্থাৎ উদ্ভিদ বা প্রাণির ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রস্তুত করা যায় তাদেরকে জৈব সার বলে। যেমন : গোবর সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি। https : //bn.wikipedia.org/wiki/ জৈব সার Date : 16/08/2021

উপাদানের প্রবেশ কে রোধ করে, মাটির গুণগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, অনাকাঙ্খিত ক্ষতিকর রোগ প্রতিরোধ করে জীববৈচিত্র্য ধারাকে অব্যাহত রাখে তথাপি গ্রীন হাউস গ্যাস নিষ্কাশন তথা জলবায়ু পরিবর্তন রোধেও সক্রিয় ভূমিকা রাখে।[৩০]

এ সার মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তাপমাত্রা সংরক্ষণ করে। মাটিতে বসবাসকারী অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। জৈব সার ফসলের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করে। মাটির অম্লতা ও বিষাক্ততা হ্রাস করে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটি, পানি ও বাতাস থাকে নির্মল ও দূষণমুক্ত। পশু-পাখির উচ্ছিষ্ট থেকে জৈব সার দূষণ রোধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

৮.২.৩. পশুর গোবর ও পাখির বিষ্ঠায় বায়োগ্যাস উৎপাদন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

পশু-পাখির মল-মূত্র তথা গোবর থেকে যে গ্যাস উৎপাদন হয়ে থাকে তাকে বায়োগ্যাস বলে। এ বায়োগ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ গ্যাস ব্যবহারের ফলে জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার কমে আসছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক। বায়োগ্যাস হলো পঁচনশীল জৈববস্তুসমূহ হতে তৈরি গ্যাস। সব প্রাণীরই মল হতে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে এ গ্যাস তৈরি করা যায়। পশুর গোবর ও অন্যান্য পঁচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পঁচানোর ফলে এ গ্যাস তৈরি হয়। এ জাতীয় গ্যাসে অধিকাংশ পরিমাণই থাকে মিথেন গ্যাস। বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট আবর্জনাটুকু উত্তম জৈব সার হিসেবে বেশ কার্যকরী।[৩১] গবাদি পশুর গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে জ্বালানির ছাই জমির সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জ্বালানি হিসেবে গোবর ব্যবহার হওয়ায় কাঠের ব্যবহার হ্রাস পেয়ে থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। গবাদি পশুর গোবর গ্রামীণ নারীরা পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত গোবর সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে জ্বালানি তৈরি করেন। এই জ্বালানি তারা বর্ষা মৌসুমে ব্যবহার করেন। এই জ্বালানি একদিকে যেমন পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে, ঠিক তেমনি আর্থিকভাবেও সাশ্রয়ী। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।[৩২]

৮.২.৪. পাখির বিষ্ঠায় মাছের খাদ্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। একটি প্রাণী দ্বারা অন্য প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।[৩৩] পাখির বিষ্ঠা মাছের উৎকৃষ্ট খাদ্য। পাখির বিষ্ঠা পানিতে প্লাঙ্কটন সৃষ্টির মাধ্যমে মাছের খাদ্য উৎপাদন করে থাকে। প্রাকৃতিক উপায়ে মাছের খাদ্য উৎপাদন হওয়ায় তা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। হাওড়াঞ্চলের মানুষের ধারণা, পরিযায়ী পাখিরা শুধু তাদের ফসল খেয়েই বিনষ্ট করছে। অথচ

---

৩০. protidinerchitrobd.com/ টেকসই-কৃষিতে-জৈব-সারের-ভূমিকা /54982 Date:03/05/2022

৩১. https : //bn.wikipedia.org/wiki/ জৈবগ্যাস Date : 16/08/2021

৩২. বারসিক নিউজ ডট.কম, ঢাকা, ২০ জুন, ২০১৬

৩৩. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ "আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদেও জন্যেও যাদেও অন্নদাতা তোমরা নও।" (আল-কুরআন, ১৫ : ২০)

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সেই পরিযায়ী পাখিরা হাওড়েই প্রতিদিন একটনের বেশি বিষ্ঠাত্যাগ করছে। যার ফলে ফসলের গাছ-গাছালি ও মাছেরা পাচ্ছে উপযুক্ত খাবার।[৩৪] পাখির বিষ্ঠায় মাছের খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকছে।

৮.২.৫. পাখির বিষ্ঠায় বনায়ন ও অক্সিজেন সরবরাহ

পশু-পাখি বনায়ন ও পরিবেশে অক্সিজেন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পশু-পাখি বীজ-বপন এবং পরাগায়ণে সাহায্য করে থাকে। পাখি বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি খাওয়ার পর তা হজম হয়ে যায় এবং তাদের বিষ্টার সাথে সে বীজ বের হয়ে আসে। তা থেকে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়। পাখির ফল খাওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বীজ পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে ছড়িয়ে বনায়নের সৃষ্টি করে।[৩৫] বনের শূন্য স্থানে পাখির বিষ্ঠায় গাছ জন্মায়। পাখিরা গাছের ফল খেয়ে এর বীজ যখন দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে তখনই সেখানে গাছ অঙ্কুরিত হয়। বনের গাছের পাতায় প্রচুর পোকা হয়। লক্ষ, কোটি প্রজাপতি, মথ এবং অন্যান্য পোকা ডিম পাড়ে। বনের গাছের পাতা খেয়েই তারা বড় হয়। বড় হয়ে আবার মথ, প্রজাপতি এবং অন্যান্য পোকামাকড় হয়। এই পোকাগুলোকে দমন করে রাখে পাখি। বন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান পাখির। পাখিরাই বন তৈরি করে। কারণ বনের যে বড় বড় গাছ সেগুলো পাখিদের কল্যাণেই গড়ে ওঠে।[৩৬]

বন হলো অক্সিজেন তৈরির কারখানা। বন বাঁচিয়ে রাখছে পাখি। পাখি শুধু পরিবেশের ভারসাম্যই রক্ষা করছে না, প্রকৃতির কঠিন পরিবেশে খাপ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করছে।[৩৭] বনের খাদ্যশৃঙ্খলে স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখা, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, উদ্ভিদের পরাগায়ণ ও বীজের বিস্তারে পাখিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৩৮] পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম সহায়ক। প্রধানত: পাখির মল ত্যাগের ফলে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে দ্রুত বনায়ন সম্ভব হয়ে উঠে। একদিকে পাখির বিষ্টা ভূমির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। অন্যদিকে বসতি বিস্তার, ফুল থেকে ফল উৎপাদনে পাখির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব ছাড়াও পাখিরা ফলমূল, পোকা-মাকড়শা এবং কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। ফলে জমিতে রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করতে হয় না। জমির ফসলকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে পাখি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।[৩৯]

---

৩৪. শাহাবাজপুর সংবাদ, ২৬ অক্টোবর, ২০১৬

৩৫. দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ জানুয়ারী, ২০২০

৩৬. বাংলা নিউজটোয়েন্টিফোর.কম , ২১ মার্চ, ২০১৭

৩৭. শাহাবাজপুর সংবাদ, ২৬অক্টোবর, ২০১৬

৩৮. https : //www.channelionline.com/Date: 16/08/2021

৩৯. আফতাব চৌধুরী, *কাম্য পরিবেশ সুরক্ষায় পাখির প্রভাব ও অবদান*, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ জানুয়ারী, ২০২০

৮.৩. পরিবেশ দূষণ ও রোগবালাই রোধে পশু-পাখির অবদান

পশু-পাখি পরিবেশের অন্যতম অনুসঙ্গ। আল্লাহ তা'আলার এ সকল সৃষ্টির মাঝে এমন কিছু প্রাণী রয়েছে, যাদেরকে তিনি মানুষের জন্য ক্ষতিকর বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ ও হজম করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি এ সকল পশু-পাখি পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এমন উপাদান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে পরিবেশ দূষণ ও রোগবালাই দূর করতে সাহায্য করে যাচ্ছে।

৮.৩.১. কাকের মাধ্যমে কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষা

সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কাক অবদান রেখে আসছে। আদম (আ.) এর পুত্র কাবীলের দ্বারা পৃথিবীর প্রথম হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। ভাই হাবীলের মৃহদেহ কবরস্থ করার পদ্ধতি কাবীলের জানা ছিল না। মৃতদেহ পঁচনের ফলে পরিবেশ দূষণের সম্ভবানা দেখা দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর মৃতদেহ পঁচন শুরু হয় এবং পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কাকের মাধ্যমে মৃতদেহ কবরস্থ করার পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

> অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভাইকে হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুললো, সুতরাং সে তাকে হত্যা করে ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পরলো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব। ফলে সে লজ্জিত হল।[৪০]

কাক মরা ইঁদুর, বিড়াল, পঁচা-বাসী খাবার নিয়মিত ভক্ষণ করে পরিবেশেকে দূষণ থেকে রক্ষা করে। আর এসব খেয়ে হজম করতে তাকে কোন বেগ পেতে হয়না। এভাবে কাক পরিবেশ দূষণ রোধ করে এর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৮.৩.২. মৃতভোজী পাখি দ্বারা পরিবেশ দূষণ ও রোগবালাই রোধ

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের পাখির কথা উল্লেখ করেছেন। এ সব পাখি মানবজাতির বিভিন্ন উপকার করে থাকে। পরিবেশের দূষণ রোধ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এ সকল পাখি বিভিন্নভাবে অবদান রাখে। পরিবেশের দূষণ রোধে মৃতভোজী পাখি অবদান রেখে আসছে। মৃত পশু-পাখি ভক্ষণের মাধ্যমে এ সকল পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।[৪১]

---

৪০. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩১)

৪১. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (আল-কুরআন, ২২ : ৩১)

ঈগল, শকুন সহ বিভিন্ন পাখিকে প্রকৃতির ঝাড়ুদার বলা হয। এরা বিভিন্ন পশু-পাখি ও মানুষের মৃত দেহ ভক্ষণ করে পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। এ সকল পাখির স্বভাবজাত কাজের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকছে। প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে শকুন একটি পরিচিত পাখি। নানা ধরনের মরা-পঁচা খেয়ে রোগ-জীবাণুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে। এরা মরা-পঁচা বিশেষ করে গরু-ছাগল প্রভৃতির মৃতদেহ খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে। শকুন দিবাচর পাখি হলেও কখনও কখনও সন্ধ্যার পর খাবার খেতে দেখা যায়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দলবেঁধে বিচরণ করে। এরা শিকারী পাখি না হওয়ায় সুস্থ প্রাণীর ওপর আক্রমণ করে না। শুধু মৃত প্রাণীই খেয়ে থাকে।[৪২] শকুনের পেটে এমন এনজাইম আছে যা বিশেষ বিশেষ রোগ জীবাণু খেয়ে ধ্বংস করতে সক্ষম।[৪৩] এদের পাকস্থলী অ্যানথ্রাক্স, খুরারোগ, কলেরাসহ নানান রোগের জীবাণু হজমে সক্ষমতা রয়েছে। যেখানে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখলেও তা একশ বছর সংক্রমণক্ষম থাকে। তাই মৃতদেহে এসব রোগের জীবাণু থাকলেও তা এ সকল পাখি খুব সহজেই হজম করে ফেলতে পারে। এতে করে মৃতদেহে থাকা এসব রোগ পরিবেশে ছড়িয়ে পরতে পারে না।[৪৪]

অতিথি পাখিরা এক বিশাল সংখ্যক কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করে। এসব পাখিরা বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসলকে রোগ-বালাই মুক্ত রাখে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে যারা জলচর, বিশেষ করে জলজ প্রাণী ও মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে। তারা সর্বদা অসুস্থ মাছ খেয়ে থাকে। আর এই মাছগুলো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত থাকে। অসুস্থ মাছগুলোকে পাখি খেয়ে ফেলার কারণ জলাশয়গুলো মহামারিজনিত রোগ ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়। জলাশয়ের পানির গুণগত মান ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করে পরিযায়ী পাখিরা। এদের নিয়মিত চলাচলে পানির পরিবেশ বজায় থাকে ও জলজ উদ্ভিদ সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে। পরিযায়ী পাখিদের একটি অংশ ফসলি জমির পোকামাকড় খেয়ে থাকে। ফলে ক্ষেতের ফসল বিনষ্টকারী পোকাগুলো দমন হয়। এভাবে পরিযায়ী পাখিরা কৃষি অর্থনীতিতেও নিরব ভূমিকা রাখছে ।

এক শ্রেণির হাঁসজাতীয় পাখি আছে, যারা শুধু ক্ষেতের আগাছার বীজ খেয়ে জীবন ধারণ করে। এর ফলে প্রকৃতিগতভাবে জমির আগাছা দমন হয়। আবার কিছু পাখি ইঁদুর খেয়ে শস্য রক্ষায় সাহায্য করে। আর কিছু পাখি মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে। পাখির বিষ্ঠা মাটিতে জমা হয়ে মাটিকে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ করে। পাখি মানব জাতির জন্য অমুল্য সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখির গুরুত্ব অপরিসীম।[৪৫]

---

৪২. প্রিয়কম, ০২ জুন, ২০১৭

৪৩. আফতাব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ২৭ জানুয়ারী, ২০২০

৪৪. ডেইলি বাংলাদেশ, ৩১ অক্টোবর, ২০২০

৪৫. এস ডাব্লিউ নিউজ২৪, ০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

৮.৩.৩. পাখি দ্বারা ফসলের কীটপতঙ্গ দমন ও পরিবেশ দূষণ রোধ

পশু-পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাখি প্রাকৃতিকভাবে ফসলের ক্ষতিকারক বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ দমন করে থাকে। পাখির মাধ্যমে পোকা দমনের পদ্ধতির নাম পার্চিং। গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি জমিতে পুঁতে রাখলে বিভিন্ন ধরনের পাখি উড়ে এসে এসব ডাল বা কঞ্চিতে বসে পোকাগুলো খায়। এতে ক্ষতিকর পোকাগুলো বিস্তার লাভ করতে পারে না। অপরদিকে কীটনাশক ব্যবহার না করার কারণে পরিবেশ বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। ফলে জমিতে থাকা দেশি মাছগুলো রক্ষা পাচ্ছে।[৪৬] কীটনাশক আকারে উচ্চমাত্রার রাসায়নিক বিষ ফসলি জমিতে যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে অল্পদিনের মধ্যে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে থাকে। একইভাবে হাজার হাজার টন কীটনাশক বৃষ্টি ও বর্ষার পানির সাথে মিশে দেশের নদ-নদী ও জলাশয়ের পানির গুণাগুণ নষ্ট করে দিচ্ছে। এর ফলে ইতোমধ্যেই অনেক প্রকার দেশীয় মাছ এবং পোকামাকড়ের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে।[৪৭]

অতিথি পাখি প্রতিবছর সারাবিশ্বে ৪০ থেকে ৫০ কোটি মেট্রিকটন ক্ষতিকর পোকামাকড় খায়।[৪৮] গুবরে পোকা, মাছি, পিঁপড়া, মথ, জাবপোকা, ঘাসফড়িং, ঝিঁঝিঁ পোকাসহ বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় খায় এ সকল পাখি। গবেষকরা বলছেন, উদ্ভিদখেকো পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাখিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বনে থাকা পাখিরা ৭০ শতাংশ পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। যা মোট হিসাব করলে প্রতিবছর ৩০ কোটির মতো দাঁড়ায়। তৃণভূমি, ফসলি জমি, মরুভূমিতে থাকা পাখিরা বনে থাকা পাখির তুলনায় অনেক কম পরিমাণ পোকামাকড় খায়।[৪৯] পাখির মাধ্যমে পোকা-মাকড় দমন একদিকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এতে পরিবেশে কীটনাশকের বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

৮.৩.৪. পশু-পাখি দ্বারা আগাছা দমন ও পরিবেশ দূষণ রোধ

চাষাবাদে আগাছা ফসলের ক্ষতি করে থাকে। আগাছা দমনে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, যা পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে থাকে। পশু-পাখি আগাছা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পেয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ফসলের জমিতে আগাছানাশকের ব্যাপক ব্যবহার বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগাছানাশকের ব্যবহারের কারণে ভবিষ্যতে নতুন প্রজাতির আগাছার উদ্ভব ঘটবে যা কোনোভাবেই দমন করা যাবে না।[৫০] এক শ্রেণির হাঁসজাতীয় পাখি আছে, যারা শুধু ক্ষেতের আগাছার বীজ খেয়ে জীবন ধারণ করে। এর ফলে প্রকৃতিগতভাবে জমির আগাছা দমন হয়। ফসল কাটার পরে যে জমিতে গরু-মহিষ ঘাস খেতো এখন সেখানে বিষ প্রয়োগ

---

৪৬. https : //silkcitynews.com Date: 23/3/2022

৪৭. http : //www.banginews.com/webnews?id=a36171a8b7f3abd73c8c95b562fa6ebae0cebe2316/-82021

৪৮. বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম, ২১ জুলাই, ২০১৮

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. দৈনিক যুগান্তর, ০২মার্চ, ২০১৯

করা হচ্ছে। ফলে গো-খাদ্য কমে যাচ্ছে। এছাড়া পাখিরা পোকামাকড়ও পাচ্ছে না। এতে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।[৫১] পশু-পাখির মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে আগাছা দমনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ দূষণ রোধ হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পশু-পাখি ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। পশু-পাখির গোবর ও বিষ্ঠার মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবাদি পশুর গোবর প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাচ্ছে। পাখির বিষ্ঠায় বনায়ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং অক্সিজেন তৈরির মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকছে। কাকের কবর দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষাদান ও মৃতভোজী পাখি মৃত পশু-পাখির দেহাবশেষ ভক্ষণের ফলে পরিবেশ দূষণ রোধ হচ্ছে। নানা প্রজাতির পাখি কীট-পতঙ্গ দমন করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৫১. বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম, ২১ জুলাই, ২০১৮

নবম অধ্যায়

পশু-পাখির অধিকার সংরক্ষণে আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনা

নবম অধ্যায়

পশু-পাখির অধিকার সংরক্ষণে আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনা

পশু-পাখি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি। তিনি পশু-পাখিকে মানুষের নানাবিধ কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সকল প্রাণী খাদ্য-পানীয়, বস্ত্র, পরিবহন, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থানসহ মানুষের নানা প্রয়োজনে অবদান রেখে যাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও এ সকল প্রাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিদের বাঁচার, খাদ্যের, বাসস্থানের, চলাফেরার ও সুস্থ থাকার অধিকার দিয়েছেন। মানুষ নানা অজুহাতে এ সকল প্রাণীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। মানুষের অধিনে থাকা পশু-পাখি খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, চলাফেরা, বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সকল প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে পরিবেশের বিপর্যয় রোধ এবং পশু-পাখির অধিকারের নিশ্চিতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পশু-পাখির অধিকার বাস্তবায়নে নির্দেশনা দিয়েছেন। নবী ও রাসূলগণ পশু-পাখির অধিকার আদায়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতদ্বিষয়ে নিম্নে আলোচনা তুলে ধরা হলো।

৯.১. পশু-পাখির বাঁচার অধিকার

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি সৃষ্টিকে বাঁচার অধিকার দিয়েছেন। তিনি কোন প্রাণীকে নিছকই সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টিকূলকে একে অপরের মুখাপেক্ষি করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি প্রাণীর অবদান অনস্বিকার্য। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অন্যান্য সৃষ্টিকূলকে মানুষের অধিন করেছেন। এ সকল সৃষ্টি মানুষের প্রয়োজনসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উল্লেখ যোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। মানুষ নানা কারণে এ সকল অবুঝ প্রাণীদের হত্যা করে থাকে। মানুষের অবহেলার কারণে গবাদি পশু-পাখি মৃত্যু বরণ করে থাকে। বানর, বিড়াল, কুকুরসহ বেওয়ারীশ পশুদের নির্যাতনসহ হত্যাও করা হয়।[১] অথচ এ সকল প্রাণীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব মানুষকেই দেওয়া হয়েছে।

৯.১.১. বিনা কারণে প্রাণী হত্যা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিদের বাঁচার অধিকার দিয়েছেন। বিনা কারণে কোন প্রাণীকে হত্যা করা মহা অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে প্রাণীগুলো মানুষের জন্য সর্বদা নিজেদের উৎসর্গ করছে, তারাই আজ সবচেয়ে অবহেলার শিকার। মানুষের দায়িত্ব এ সকল প্রাণী অকারেণে হত্যা না করা। কিন্তু মানুষের অবিবেচনা প্রসূত আচরণ, অবহেলা, অধিক মুনাফা, সর্বোপরি মনুষত্ববোধ বিবর্জিত কর্মের ফলে এ সকল প্রাণী পৃথিবীতে

১. দৈনিক সংবাদ, ৩১ মে, ২০২০

থেকে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের আবাসন ও খাদ্যের জন্য বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। আবার অতিমুনাফা লোভী বনখেকোদের দ্বারা বনভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ফলে বন্য পশু-পাখিরা আবাস ও খাদ্যের সঙ্কটে নিজেদের অস্তিত্ব হারাচ্ছে। বেওয়ারীশ প্রাণী পরিবেশের দূষণ রক্ষা ও শহরের নিরাপত্তায় অবদান রেখে থাকে। বিভিন্ন শহরে বেওয়ারীশ কুকুরদের হত্যা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল প্রাণীর বাঁচার অধিকার দিয়েছেন। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের হত্যা না করে সমাজের বিভিন্ন উপকারে লাগানো যেতে পারে।[২] পৃথিবী থেকে কাক ও শকুন দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে। এ সকল প্রাণী সাধারণত মৃত পশু-পাখি ভক্ষণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে থাকে। গবাদি পশুর চিকিৎসায় উচ্চমাত্রার এ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে এ সকল প্রাণীর মৃত দেহ বিষাক্ত হয়ে যায়। আর এ সকল মৃত পশু ভক্ষনের ফলে কাক ও শকুনের মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। ফলে পরিবেশের জন্য কল্যাণকর পাখিগুলো পরিবেশের সুরক্ষা দিতে গিয়ে নিজেরাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।[৩]

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের খাদ্যের চাহিদা মিটানোর জন্য তাঁরই পরিবারের আরেক শ্রেণীকে উৎসর্গ করেছেন। তাই মানুষ তাদের খাদ্যের প্রয়োজনে পশু-পাখিকে যবাই করে ভক্ষণ করতে পারে। কিন্তু খাদ্য ও নিরাপত্তা ব্যতীত ইসলামে জীবজন্তু হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। বিনা প্রয়োজনে রাস্তা কাঁটা, বৃক্ষ নিধন করা, পশু-পাখি হত্যা করা ও ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়াও হত্যার অন্তর্ভূক্ত।[৪] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> এ কারণেই আমি বনী-ইসরঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিশর্দনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।[৫]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

> একটি পিঁপড়া নবীকূলের কোন নবীকে কামড় দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তার কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, একটি মাত্র পিঁপড়া তোমাকে কাঁমড় দিল, তাতে কিনা তুমি উম্মত ও সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টি দলকে জ্বালিয়ে দিলে যারা তাসবীহ পাঠ করছিল।[৬]

---

২. বিবিসি বাংলা, ২৭ জানুয়ারী, ২০১৭

৩. দৈনিক গৌড় বাংলা, ২২ জানুয়ারী, ২০১৬

৪. আন্দালুসী, আবূ- হাইয়্যান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, *তাফসীরে বাহরুল মুহিত*, (তাহকীক, আদেল আহমাদ আব্দুল মাউজুদ), (বৈরুত : দারুর কুতুব আল ইরমিয়্যাতু, ২০০১ খ্রি.),খ, ৩, পৃ. ৪৮৩

৫. مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (আল-কুরআন, ৫ : ৩২)

৬. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৯৮৬

৯.১.২. খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত পশু-পাখি হত্যা নিষেধ

পশু-পাখির গোশত মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির অন্যতম উপাদান। খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত মানুষ শিকার, শৌর্যবীর্য প্রদর্শন সহ নানা অজুহাতে পশু-পাখি হত্যা করছে। বন-জঙ্গল ধ্বংসের কারণে নানা প্রজাতির বণ্য প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফসলের জমিতে উচ্চমাত্রার কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বহু কীট-পতঙ্গ ও বিভিন্ন প্রজাতির ছোট ছোট পাখি মারা যাচ্ছে। নদী-নালা, খাল, বীলে প্রচুর পরিমাণে ট্রলার ও যান্ত্রিক নৌযান চলাচলের ফলে নদী উপকূলের পরিবেশের ভারসম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য পশু-পাখিদের উৎসর্গ করেছেন। মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে এ সকল পশু যবাইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৭] খাদ্য ও নিরাপত্তা ব্যতীত তাদের হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে,

> আর কোনো সত্ত্বাকে যথাযথ কারণ ব্যতীত হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আর যে কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হয় ইতিমধ্যে আমরা তো তার অভিভাবককে অধিকার দিয়েছি, কাজেই হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে নিশ্চয়ই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।[৮]

হাদীসে পশু-পাখি হত্যার বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,

> যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তার হক কী? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে যবাই করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।[৯]

৯.১.৩. পশু-পাখির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু রোধে বিশেষ নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু রোধে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। মালিকের অবহেলাজনিত কারণে গবাদি পশু-পাখির মৃত্যু বরণ করে। মানুষের বিরোধের জেরেও অনেক নিরীহ প্রাণীর জীবন দিচ্ছে।[১০] এ সকল পশু-পাখির আবাসস্থলে আগুন লাগার কারণে মৃত্যু বরণ করছে। পরিবহনের সময় অতিরিক্তি পশু-পাখি বোঝাই, ফিটনেসবিহীন পরিবহন ও অদক্ষ চালকের কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে জীবজন্তু মৃত্যু বরণ করছে।[১১] গৃহপালিত পশু-পাখি মানুষের অধিনেই থাকে। তারা এ সকল পশু-পাখি থেকে নানা উপকার লাভ করে থাকে। যথাসময়ে সুচিকিৎসার অভাবে এ সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করছে।[১২] আল-কুরআনে মানুষের

---

৭. اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯)

৮. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا (আল-কুরআন, ১৭ : ৩)

৯. ইমাম নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস ৪৪৫৯

১০. জাগো নিউজ২৪.কম, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

১১. প্রাগুক্ত, ১ ডিসেম্বর, ২০২০

১২. সময় নিউজ, ৭ জানুয়ারী, ২০২১

দায়িত্বে থাকা এ সকল পশু-পাখির প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবাই করেছ তা ব্যতীত। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবাই করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব পাপের কাজ। [১৩]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দয়াশীল এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুকম্পা সম্মপন্ন হয়ে উঠুক, এটাই শরী'আতের লক্ষ্য। মানুষ যেন জন্তুগুলোকে অসহায় করে ছেড়ে না দেয়। এ রকম যে, কোনটি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল, আর কোনটি উচুস্থান থেকে পড়ে গিয়ে মরল, আর কোনটি অন্য জন্তুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শিং-এর গুঁতা খেয়ে মরে গেল, জন্তুর মালিক সে ব্যাপারে নিজের কোন দায়িত্বই অনুভব করে না, তা আল্লাহর আদৌ পছন্দ নয়। জন্তুগুলোকে কেউ এমন নির্মমভাবে মারধোর করে, যার ফলে সেটির মরে যাওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জন্তুর লড়াই লাগিয়ে অনেকে আনন্দ পায় বা জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। তাতে একটি জন্তু অপর জন্তুটিকে গুঁতিয়ে আহত ও রক্তরঞ্জিত করে দেয়। এর ফলে সেটির মৃত্যু ছাড়া উপায় থাকে না। এই কাজও আল্লাহ পছন্দ করেন না।[১৪]

৯.১.৪. আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে উটনী হত্যার জন্য শাস্তি প্রদান

আল্লাহ তা'আলা সামুদ জাতির নিকট বিশেষ নিদর্শন হিসেবে উটনী প্রেরণ করেন। তিনি এ উটনীকে স্বাধীনভাবে চলাফেরাতে বাধা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা উটনীকে কষ্ট দেয় ও হত্যা করে। পরিণামে আল্লাাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আর হে আমার সম্প্রদায়! এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র উটনী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন, অতএব এটিকে ছেড়ে দাও আল্লাহ্‌র মাটিতে চরে খেতে, আর তাকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না, অন্যথায় তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি পাকড়াও করবে।[১৫]
>
> অতঃপর তারা উটনী হত্যা করলো, আর অমান্য করলে তাদের প্রভুর নির্দেশ ও বললো, হে সালিহ্‌! নিয়ে এসো তা আমাদের জন্য যা দিয়ে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি রাসূলদের একজন হও।[১৬]

---

১৩. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ (আল-কুরআন, ৫ : ৩)

১৪. ইউসুফ আল-কারযাভী, *আল-হালাল ওয়াল হরাম ফীল ইসলাম*, (অনূদিত), মওলানা আবদুর রহীম (রহ), (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪তম প্রকাশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ.৭০-৭১

১৫. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (আল-কুরআন, ১১ : ৬৪)

১৬. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ৭৭)

আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উটনী হত্যার করাণে তাদের উপর প্রেরিত শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> তখন আল্লাহর রাসূল তাদের বলেছিলেন আল্লাহ্র উটনী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকো। অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিলো এবং উটনীর পা কর্তন করেছিলো। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্ত তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন।[১৭] অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের প্রভাত হল নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।[১৮]

আল্লাহর আদেশ অমান্য করে উটনী হত্যা করায় সামুদ জাতিকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হয়।

৯.১.৫. ইহরাম অবস্থায় পশু-পাখি হত্যা নিষেধ

ইসলামে পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হজ্জ। হজ্জের কার্যাদী সম্পাদনের সময় বিশেষ পোষাক পরিধান করতে হয়। এ পোষাককে ইহরাম বলা হয়। ইহরাম অবস্থায় পশু-পাখি হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

> হে মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে-বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌঁছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখতে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।[১৯]

ইহরাম অবস্থায় প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে জীবনদাতা আল্লাহকে জানানো হয় যে, পৃথিবীর সকল প্রাণী নিজেদের জীবন রক্ষার প্রেরণায় পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেক প্রাণী নিজের জীবনের নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।[২০]

৯.২. পশু-পাখির খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীরই খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রতিটি প্রাণী বিভিন্ন উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। মানুষের অমানবিক আচরণের কারণে পশু-পাখি খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বের আবহাওয়া পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে পশু-পাখির খাদ্য উৎসের চরম সংকট দেখা

---

১৭. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا (আল-কুরআন, ৯১ : ১৩-১৫)

১৮. আল-কুরআন, ৭ : ৭৮

১৯. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (আল-কুরআন, ৫ : ৯৫)

২০. কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ, ৩২

দিয়েছে। জমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়ার ফলে পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে না। অপরদিকে পানির বিভিন্ন উৎস শুকিয়ে যাওয়ায় সুপেয় পানির সংকটে পড়েছে পশু-পাখিরা। বর্ষা মৌসুমে গৃহপালিত পশুর খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়। এ সকল প্রাণী এ সময়ে তীব্র খাদ্যাভাবে ও সুপেয় পানির অভাবে পতিত হয়। মানুষের জন্য বিভিন্ন সংস্থা সাহায্য করলেও পশু-পাখির জন্য খাদ্যের সংস্থান সহসা হয় না।[২১]
করোনা মহামারিতেও পশু-পাখি চরমভাবে খাদ্যাভাবে পতিত হয়েছে। পশু-পাখির মাধ্যমে মানুষ বিনোদন লাভ করে থাকে। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকায় পশু-পাখির মালিকেরা আর্থিক সংকটে পড়েছে। এতে পশু-পাখির খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসাসহ নানা দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্নস্থানে খাদ্য-পানীয়ের অভাবে এ সকল প্রাণী মৃত্যু বরণ করছে।[২২] করোনার প্রভাবে বেওয়ারিশ পশু-পাখি চরম খাদ্য সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন স্থানে লক-ডাউনসহ মানুষের চলাচল সীমিত হওয়ায় বেওয়ারিশ পশু-পাখির জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে।[২৩] এ সময় খাবারের দোকানপাট বন্ধ থাকার কারণে এ সকল প্রাণীর খাদ্যের যোগানও বন্ধ হয়ে যায়।[২৪] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছেন। পাখিরা সকালে ক্ষুধার্ত পেটে তারা বের হলেও সন্ধ্যায় উদর পূর্তি করে নীড়ে ফিরে আসে। কিন্তু মানুষের অব্যবস্থাপনার কারণে পৃথিবী জুড়ে পশু-পাখির খাদ্যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পশু-পাখির খাদ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[২৫] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আর পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে নেই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীকূলের জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।[২৬]

ইসলামী জীবন বিধানে মানুষসহ সকল প্রাণীর খাদ্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতাসে ভাসমান পাখি থেকে শুরু করে মাটির গর্তের ভিতরে অবস্থিত প্রতিটি প্রাণির খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।

---

২১. দৈনিক যুগান্তর, ১ জুলাই, ২০২১

২২. বাংলা ট্রিবিউন, ২৯ মে, ২০২১

২৩. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১১ এপ্রিল, ২০২০

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন : وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ৬ : ৩৮)
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ (আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪)
أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (আল-কুরআন, ২০ : ৫২-৫৩)
আল-কুরআন, ৮০ : ২৫-৩২

২৬. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ১১ : ০৬)

৯.২.১. আল-কুরআনে পশু-পাখির খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পশুদের চারণভূমি ও বনজঙ্গল ধ্বংস করে মানুষের জন্য নতুন নতুন আবাসস্থল গড়ে উঠছে। চারণভূমির অভাবে খাদ্য সঙ্কটে রয়েছে গবাদি পশুকূল। এই নিয়ন্ত্রণহীন জনসংখ্যার কারণে খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত খাবার না থাকায় বৃহৎ দেহের প্রাণীগুলো আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।[২৭] কুরআন মাজীদে পশু-পাখির খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দিবা-রাত্রি, রোদ-বৃষ্টির আর্বতনের মাধ্যমে পশু-পাখির জন্য খাদ্য উৎপাদন করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখো না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর সূর্য্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে গুটিয়ে আনি। তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য। তিনি স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরুপে প্রেরণ করেন। এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। তদ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষেকে তা পান করাই।[২৮]

বন উজাড় হয়ে যাওয়ার কারণে বন্যপ্রাণীদের চরমভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। এ সকল প্রাণীর বাসস্থান ও খাদ্যের সঙ্কটের কারণে প্রায়শই বন্য পশু-পাখিদের আশে-পাশের লোকালয়ে চলে আসতে দেখা যায় এবং খাদ্যের জন্য লোকালয়ে ঢুকে বিভিন্ন খাবারের দোকানে আশে পাশে জড়ো হয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে।[২৯]
মহান আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিসহ অন্যান্য সৃষ্টির খাদ্যের জন্য শস্য, শাক-সব্জী, ফল-মূল ও ঘন উদ্যান সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে,

> আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর,শাক-সব্জী, যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস, তোমাদের এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর উপকারার্থে।[৩০]

আকাশ থেকে বারি বর্ষণ ও মাটিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করে উৎপন্ন শস্য; আঙ্গুর, শাক-সবজী, যয়তূন, খর্জুর বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যানলতা মানুষ এবং গবাদিপশুর খাদ্য। وَأَبًّ দ্বারা গবাদি পশুর জন্য বিশেষ ঘাস বুঝানো হয়েছে।[৩১]

---

২৭. https : //www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=283409405656158&id=245264822803950. Date : 02.07.2021

২৮. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (আল-কুরআন, ২৫ : ৪৫-৪৯)

২৯. দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ জুন, ২০২১

৩০. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন, ৮০ : ২৪-৩২)

৩১. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১৭

আল্লাহ তা'আলা মৃত ভূমিকে বৃষ্টির পানির মাধ্যমে সজিব করেন এবং তাতে পশু-পাখির জন্য খাদ্য উৎপাদন করেন। আল-কুরআনে পশু-পাখির খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে,

> তিনি স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি। তদ্দ্বারা মৃত ভূ-ভাগকে সজীবিত করার জন্যে এবং সৃষ্ট গবাদিপশু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।[৩২]

৯.২.২. মানুষকে পশু-পাখির খাদ্য-পানীয় নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা

পশু-পাখি বিভিন্নভাবে খাদ্য-পানিয় থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। মানুষের অবহেলা ও দায়িত্বহীন আচরণের কারণে পশু-পাখি পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ব্যহত হচ্ছে। বিভিন্ন কল-কারখানার দূষিত বর্জের কারণে পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে, ফলে পশু-পাখি সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং দূষিত পানি পানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে।[৩৩]

টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও দুর্যোগকালীন সময়ে পশু-পাখির খাদ্য ও খাদ্য উৎসের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বন উজার হচ্ছে এবং কৃষি ও চারণভূমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। লবানাক্ত পানির কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। এ সময় চরম খাদ্যা ও পানীয়র অভাবে গবাদি পশু-পাখি মৃত্যু বরণ করে থাকে।[৩৪] বন্যায় গো-চারণ ভূমির অভাবে গবাদি পশু চরম খাদ্য সঙ্কটে পতিত হয়। খাদ্যের অভাবে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে গবাদি পশু মারা যায়।[৩৫] মানুষের অবহেলার কারণে গর্ভবতী পশুরা গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

পশু-পাখি আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারা আল্লাহর পরিবারের অন্যতম সদস্য। আল-কুরআনে পশু-পাখির খাদ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদিপশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৩৬]

---

৩২. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (আল-কুরআন, ২৫ : ৮৪-৪৯)

৩৩. দেশ রূপান্তর, ৯ মে, ২০২১

৩৪. দৈনিক যুগান্তর, ১ জুলাই, ২০২১

৩৫. দৈনিক সংবাদ, ১১ জুলাই, ২০২০

৩৬. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪)

নিজেদের তত্ত্বাবধনে থাকা পশু-পাখির খাদ্য-পানীয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আন নুফায়লী-সাহাল ইবনে হানযালিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

> রাসূল (সা.) একদিন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট-পিঠ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে রাসূল (সা.) বললেন বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ-সবল রাখো ও সুস্থ-সবল পশুর পিঠে আরোহন করো এবং খাওয়ার সময় সুস্থ-সবল পশুর গোশত খাও।[৩৭]

> অন্য হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) একদিন আমাকে তাঁর খচ্চরের পিছনে বসালেন। তারপর তিনি আমাকে গোপন একটি কথা বললেন এবং তিনি বললেন কাউকে বলবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূল (সা.) এর দুটি স্থান খুবই পছন্দনীয় ছিল। ১. কোন উচু স্থান, ২.গাছের ঝার। একবার তিনি এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ একটি উট দেখা দিল। সেটি নবী করিম (সা.) কে দেখার সাথে সাথে হিঁ হিঁ আওয়াজে কাঁদতে শুরু করলেন। দু'চোখ হতে তার অশ্রু ধারা বইতে লাগলো। নবী করিম (সা.) তার কাছে গেলেন এবং তার মাথার পেছন দিকে হাত রেখে দু'কানের গোড়া পর্যন্ত মুছে দিলেন। তাতে সে চুপ হয়ে গেলো। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই উটটি কার? এর মালিক কে? আনসার সম্প্রদায়ের এক যুবক বের হয়ে এসে উত্তর দিলো ইয়া রাসূল (সা.) এটা আমার উট। নবী (সা.) তাকে বললেন, আল্লাহ যে তোমাকে এই উটটির মালিক করেছেন, তুমি কি এর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না ? সে আমার নিকট তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করলো যে, তুমি তাকে অভূক্ত রাখো এবং কষ্ট দাও।[৩৮]

৯.২.৩. নবী-রাসূলগণ কর্তৃক পশু-পাখির খাদ্যের ব্যবস্থাপনা

কুরআন মাজীদে নবী-রাসূলগণের জীবনাচরণের বর্ণনা রয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পশু লালন-পালন করেন। তারা এ সকল পশুদের খাদ্য ও পানীয় নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। হযরত মূসা (আ.) মিশর থেকে মাদয়ানে যান এবং সেখানে অবস্থানকালে পশু লালন-পালন করেন এবং তাদের খাদ্যপানীয় নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বললো, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।[৩৯]

হযরত মূসা (আ.) মাদয়ানে পশু লালন-পালন করতেন। তাঁর কাছে এক খানা লাঠি ছিল, যার দ্বারা তিনি তার পশুপালের খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

---

৩৭. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

৩৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫১

৩৯. আল-কুরআন,২৮ : ২২-২৩

> (আল্লাহ বলেন) হে মূসা তোমার ডান হাতে ওটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে।[৪০]

আল্লাহ তা'আলার সাথে হযরত মূসা (আ.) এর বিভিন্ন সময় কথোপকথন হয়। এ সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) এর লাঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে লাঠিতে তিনি ভর দেন, তা দিয়ে তিনি হযরত শোয়াইয়েবের মেষ পালের রাখালগিরি করতে গিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তাদেরকে খেতে দেন এবং আরো অনেক প্রয়োজনে লাঠিটা ব্যবহার করেন, যা তিনি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।[৪১]

হযরত সালেহ (আ.) এর অনুসরীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা একটি উটনী প্রেরণ করেন এবং তার খাদ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিতে নির্দেশনা দেন। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের সূরা শু'আরাতে বলেন,

> সালেহ বললেন এই উটনী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা নির্দিষ্ট এক-এক দিনের।[৪২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) পশু-পাখির খাদ্য-পানীয় প্রদানের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> একবার এক লোক রাস্তায় চলতে চলতে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করলো। কূপ থেকে উঠে সে দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি চাটছে। সে ভাবলো, আমার যেরূপ পিপাসা পেয়েছিল কুকুরটিরও অনুরূপ পিপাসা পেয়েছে। সে আবার কূপের মধ্যে নামলো এবং পায়ের মোজায় পানি ভরে তা মুখে কামড়ে ধরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজে খুশি হয়ে তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এসব প্রাণীর সেবা করলেও আমাদের সওয়াব দেওয়া হবে? তিনি বললেন, প্রতিটি জীবিত প্রাণীর সেবার জন্য সওয়াব আছে।[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিসহ তাঁর সকল সৃষ্টির খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। আল-কুরআন ও হাদীসে মানুষকে পশু-পাখির খাদ্য ও পানীয় নিশ্চিতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নবী-রাসূলগণ পশু-পাখির খাদ্য ও পানীয় নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের উচিত খাদ্য শৃংখল বজায় রাখা এবং সকল প্রাণীর খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা। আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পশু-পাখির খাদ্য ও পানীয়র অধিকার নিশ্চিত হবে।

---

৪০. আল-কুরআন, ২০ : ১৭-১৮

৪১. কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ, ৭৯

৪২. قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (আল-কুরআন, ৬ : ১৫৫)

৪৩. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান,অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম,প্রাগুক্ত , খ.২, পৃ,৩২৯, হাদীস নং ২৫৫২

৯.৩. পশু-পাখির সুস্থ থাকার অধিকার

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সকল প্রাণী মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। মানুষের দায়িত্ব এ সকল প্রাণীদের সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ-সবল রাখা। পশু-পাখির প্রতি মানুষের অবহেলা ও অমানবিক আচরণসহ নানা কারণে পশু-পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় না হওয়া, অপর্যাপ্ত পশু ডাক্তার ও সুচিকিৎসার অভাবে বিভিন্নস্থানে এ সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করে।[৪৪] পশু-পাখি বিভিন্ন ঋতুতে অজ্ঞাত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার অভাবে অবুঝ প্রাণীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ।[৪৫] এ সকল প্রাণীর সঠিক সময়ে সু-চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। চিড়িয়াখানাসহ বিভিন্ন পশু-পাখি লালন-পালন কেন্দ্রে চিকিৎসার অভাবে প্রায়শই এ সকল প্রাণী মৃত্যু বরণ করছে। ঘোড়া, গাধা, গরু, মহিষ দিয়ে মানুষ পরিবহণ ও কৃষিকাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময় এ সকল পশু আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে যায়। এ সকল পশু সুচিকিৎসার অভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

আল-কুরআনে মানবকল্যাণে বিভিন্ন পশু-পাখি থেকে উপকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে এসব প্রাণী থেকে কল্যাণ গ্রহণ করার পশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে হালাল ও পূত-পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন।[৪৬] হালাল ও পূত-পবিত্র খাদ্যের পূর্ব শর্ত হচ্ছে পশু-পাখির সুস্থ-সবল জীবন। আল্লাহর দেওয়া নি'আমতে পশু-পাখিরও অংশ রয়েছে।[৪৭] আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব এ সকল পশু-পাখিদের সুস্থ ও সবল রাখা এবং পূত-পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করা।

---

৪৪. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১০ আগস্ট, ২০২০

৪৫. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১২ জানুয়ারী, ২০১৯

৪৬. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (আল-কুরআন, ২৩ : ৫১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (আল-কুরআন, ২ : ১৬৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (আল-কুরআন, ২ : ১৭২)

৪৭. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪)

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (আল-কুরআন, ২৪ : ১০)

৯.৩.১. পশু-পাখির অঙ্গহানি নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মানুষের অমানবিক কর্মের কারণে তারাই নিকৃষ্ট স্থানে পৌছে যায়। যেমন, জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকরা পশু-পাখির অঙ্গহানি করে তাদের নিদারুণ কষ্টে ফেলে দিত। তারা জীবিত পশুর শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে তা ভক্ষণ করত। কুরআন মাজীদে পশুর প্রতি এরূপ পাশবিকতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> (শয়তান বলে)তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, তাদেরকে আশ্বাস দেবো; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলবো এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দিবো। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[৪৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) পশু-পাখির শারিরীক ও মানসিক কষ্ট লাঘবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আদী ইবনে ছাবেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

> নবী করীম (সা.) পশুর সাথে জবরদস্তি করতে এবং তাদের নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন।[৪৯] আল্লাহর রাসূল (সা.) পশুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।[৫০] রাসূল (সা.) লুটপাট করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।[৫১]

৯.৩.২. পশু-পাখির মাঝে লড়াই লাগিয়ে কষ্ট দেওয়া নিষেধ

মহান আল্লাহ তা'আলা গৃহপালিত পশু-পাখি মানুষের অধীন করে সৃষ্টি করে তাদের থেকে কল্যাণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তাদের থেকে কল্যাণ গ্রহণের পাশাপাশি কখনো কখনো অকল্যাণের দিকেও ঠেলে দেয়। তারা নিজেদের মনোবাসনা পূরণের জন্য পশু-পাখির মাঝে লড়াই লাগিয়ে কষ্ট দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এ কারণে তাদের মৃত্যুও হয়ে থাকে। এ সকল লড়াইয়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো; ষাড়ের লড়াই[৫২], উটের লড়াই[৫৩], মোরগের লড়াই[৫৪], কুকুরের লড়াই[৫৫], গাধার লড়াই[৫৬], শিয়ালের লড়াই[৫৭], বানরের লড়াই[৫৮],

---

৪৮. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (আল-কুরআন, ৪ : ১১৯)

৪৯. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১০০, হদীস নং ৫১৯৭

৫০. ইমাম ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬৩, হাদীস নং ৩১৮৫

৫১. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭৩, হদীস নং ২৩৪২

৫২. https : //en.wikipedia.org/wiki/Bull-baiting Date : 10.10.2021

৫৩. https : //en.wikipedia.org/wiki/Camel_wrestling Date : 10.10.2021

৫৪. https : //en.wikipedia.org/wiki/Cockfight Date : 10.10.2021

৫৫. https : //en.wikipedia.org/wiki/Dog_fighting Date : 10.10.2021

৫৬. https : //en.wikipedia.org/wiki/Donkey-baiting Date : 10.10.2021

৫৭. https : //en.wikipedia.org/wiki/Fox_hunting Date : 10.10.2021

৫৮. https : //en.wikipedia.org/wiki/Monkey-baiting Date : 10.10.2021

সিংহের লড়াই[৫৯], চিতাবাঘের লড়াই[৬০] ইত্যাদি। আল-কুরআনে এ ধরনের কাজকে জঘন্য পাপ হিসেবে উল্লেখ করে এ সকল অমানবিক কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃতজীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ তা ব্যতীত। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এ সব গোনাহের কাজ।[৬১]

৯.৩.৩. পশু-পাখির উপর গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়ে কষ্ট দেওয়া নিষেধ

মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রতিষেধক ও প্রসাধনী তৈরীর জন্য জীবজন্তুর উপর বিভিন্ন প্রকার গবেষণা চালিয়ে থাকে। ফলে এ সকল প্রাণী শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত পায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও হয়। প্রতি বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন গবেষণার কাজে ১ কোটি ২০ লক্ষ পশু-পাখি ব্যবহার করে থাকে।[৬২] আল-কুরআনে পশু-পাখির উপর এরূপ পরীক্ষা চালাতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> তার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। (শয়তান বলে)তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, তাদেরকে আশ্বাস দিব; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দিব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[৬৩]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

> যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তার হক কী? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে জবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।[৬৪]
>
> হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা.) কিছু সংখ্যক কুরাইশ যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। আর প্রত্যেক লক্ষ্য ভ্রষ্টতার কারণে তারা পাখির মালিকের জন্য একটি করে তীর নির্ধারণ করছিল। অতঃপর তারা ইবন উমর (রা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইবন উমর (রা.) বললেন, কে এ কাজ

---

৫৯. https : //en.wikipedia.org/wiki/Lion-baiting Date : 10.10.2021

৬০. https : //en.wikipedia.org/wiki/Wolf-baiting Date : 10.10.2021

৬১. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ (আল-কুরআন, ৫ : ৩)

৬২. https : //www.dw.com/bn/ Date : 25.5.2021

৬৩. لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (আল-কুরআন, ৪ : ১১৯)

৬৪. ইমাম নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৪৪৫৯

> করল? যে এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। রাসূল (সা.) তাকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানায়।[৬৫]

৯.৩.৪. পশু-পাখির সাথে অমানবিক আচরণে নিষেধাজ্ঞা

পশু-পাখি নানাভাবে অমানবিক আচরণের শিকার হয়ে থাকে। শব্দ দূষণের মাধ্যমে প্রাণীকূল পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শহরের সবুজ এলাকায় রাস্তা তৈরি এবং অন্যান্য নিমার্ণকাজ থেকে উৎপন্ন শব্দ বিভিন্ন ভাবে পশ-পাখির ক্ষতি সাধন হয়। এর কারণে রাস্তার পাশে থাকা পাখিদের বংশ বিস্তার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। উচ্চ শব্দের কারণে পশু-পাখি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে।[৬৬] যত্রতত্র মোবাইলের টাওয়ার স্থাপনের ফলে পশু-পাখির উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছে। মোবাইলের রেডিয়েশনের ফলে পশু-পাখির স্বাভবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।[৬৭]

আল-কুরআনে মানুষের তত্ত্বাবধানে থাকা পশু-পাখির সুস্থ ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানে দায়িত্বশীল আচরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীবজন্তুর) বংশ নিপাতের চেষ্ট করে। কিন্তু আল্লাহ বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না।[৬৮]

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় পশু-পাখির কষ্ট হয় এমন কাজের নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে,

> তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘাড়ের পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের কাপড় স্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক।[৬৯]

জাহেলি যুগে এ সকল পশুর শরীরে বিভিন্ন চিহ্ন আঁকা হতো এবং মুখ-মণ্ডলে আঘাত দিয়ে কষ্ট দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সকল নির্বোধ পশুকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জাবির (রা.) বর্ণনা করেন,

> রাসূল (সা.) এর নিকট দিয়ে মুখমণ্ডলে পোড়া দাগ দেয়া একটি গাধা অতিক্রম করার সময় তিনি বলে উঠলেন, তোমাদের নিকট এ খবর কি পৌঁছায়নি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছি, যে পশুর মুখমণ্ডলে পোড়া লোহা দ্বারা দাগ লাগায় বা মুখে আঘাত করে। এ বলে তা তিনি নিষেধ করলেন।[৭০]

---

৬৫ . ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় আস সাইদি আযযবাইহ, পরিচ্ছেদ : আন নাহী আন সাবরিল বাহিমু, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৩, হাদীস নং ৫১৭৪

৬৬. ইটিভি পশ্চিমবঙ্গ, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২১

৬৭. জাগোনিউজ২৪, ১৩ মে, ২০১৯

৬৮. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (আল-কুরআন, ২ : ২০৫)

৬৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ,পরিচ্ছেদ : ফি কারাহাতি জায্যা নাওয়াছি আল খায়লি আয নাবিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং ২৫৪৪

৭০. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১, হাদীস নং ২৫৬৬

> নবী করীম (সা.) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন একটি বকরীর কান ধরে হেচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি বলেন, তুমি এর কান ছেড়ে দাও এবং ঘাড় ধর।[৭১]

মানুষ পশু-পাখি থেকে কল্যান গ্রহনের পাশপাশি কষ্টও দিয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক জীবকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে অন্য কাজে বাধ্য করে কষ্ট দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

> এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি গাভীকে হাকাচ্ছিল। গাভীটি লোকটির দিকে চেয়ে বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল চাষের জন্য। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হয়ে উঠল এবং তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! গাভী কথা বলে? রাসূল (সা.) বললেন: এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আবু বকর, উমরও বিশ্বাস করে।[৭২]

গবাদিপশুর মাঝে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে সকল কল্যান রেখেছেন তার মাঝে দুধ অন্যতম[৭৩]। অতি মুনাফার লোভীরা এ সকল পশুর ওলানে দুধ জমা করে রেখে তাদের কষ্ট দেয়। হাদীসে এভাবে দুধ জমা করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

> ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাফিলার সাথে আগেই গিয়ে দেখা করা যাবে না। তোমাদের কেউ যেন অপরের দাম বলার সময় দাম না বলে। খরিদেও উদ্দেশ্য ছাড়া মালের দাম বলে বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীতে গিয়ে লোকের থেকে ক্রয় না করে। আর উট ও বকরীর ওলানে দুধ জমা করে না রাখে। এ অবস্থায় কেউ তা ক্রয় করলে তার জন্য দু'পথের এক পথ গ্রহণের অনুমতি রয়েছে হয় সে তা রেখে দেবে, নতুবা সে তা ফেরত দেবে এক সা খেজুরসহ।[৭৪]

৯.৩.৫. উটনীকে কষ্ট না দেওয়ার কঠোর নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ নিদর্শন হিসেবে হযরত সালিহ (আ.) এর নিকট একটি উটনী প্রেরণ করেন। এ উটনীর খাদ্য-পানীয় নিশ্চিত ও সকল প্রকার ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা প্রদানে বিশেষ নির্দেশনা জারী করেন।[৭৫] সামুদ জাতী আল্লাহর আদেশ অমান্য করে উটনীর পা কেটে দেয়। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে উটনীকে কষ্ট দেয়। ফলে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তাদের পাকড়াও করে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> তখন আল্লাহর রাসূল তাদের বলেছিলেন, এটি আল্লাহর উটনী; তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকো। অতঃপর ওরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উটনীর পা কর্তন করেছিল।

---

৭১. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জাবিহা, পরিচ্ছেদ : ইজা জাবাহতুম ফা আহসিনুজ জাবিহি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.১০৫৯ হাদীস নং ৩১৭১

৭২. عَنِ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ . تَعَجُّبًا وَفَزَعًا. أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ. صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْر (ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১০, হাদীস নং ৬৩৩৪)

৭৩. আল-কুরআন, ২৩ : ২

৭৪. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫, হাদীস নং ৩৮৯০

৭৫. আল-কুরআন, ৭ : ৭৩

তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন।[৭৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পশু-পাখিকে কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করার ফলে এ সকল প্রাণী কষ্ট পেয়ে থাকে। আল-কুরআন ও হাদীসের বিভিন্নস্থানে পশু-পাখিদের সাথে অমানবিকতা পরিহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যাতে মানুষ আল্লাহর দেওয়া নি'আমত পশু-পাখি থেকে অবিরাম উপকার লাভ করতে পারে। তাই বলা যায়, বিনা কারণে (গবেষণা ও পরীক্ষার নামে) পশু-পাখিদের কষ্ট দেওয়া নিষেধ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া নির্দেশনানুযায়ী পশু-পাখির তদারকীর মাধ্যমে সুস্থ-সবল রাখতে হবে।

৯.৪. পশু-পাখির নিরাপদ আশ্রয় ও বিশ্রামের অধিকার

পশু-পাখির স্বাভাবিক বিকাশ ও বংশবিস্তারের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাস্থল অপরিহার্য। এ সকল প্রাণীর আবস্থল রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে অনেক পশু অসুস্থ্য ও মৃত্যু বরণ করে থাকে। গোয়াল ঘরে আগুনে পুড়ে গবাদি পশুর মৃত্যু হয়ে থাকে।[৭৭] বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে এ সকল প্রাণী নানা সমস্যার সম্মুখিন হয়। বর্ষাকালে খামারের পরিবেশ স্যাঁতস্যাঁতে হওয়ার কারণে বিভিন্ন পোকাড় আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। এতে গবাদি পশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। বর্ষাকাল সাধারণত পাখির প্রজনন মৌসুম। এ সময় পাখি ডিম দেয় ও বাচ্চা ফুটায়। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির কবলে পাখিদের আবাস্থলের ক্ষতি সাধিত হয়।[৭৮]

বড় বড় গাছে পাখিরা বসবাস করে থাকে। এ সকল গাছ কাটায় পাখিরা আবাস হারাচ্ছে। আবাস্থল না থাকার কারণে প্রকৃতি থেকে তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জলাশয়ও অনেক পাখি বসবাস করে থাকে। ধীরে ধীরে জলাশয় কমে যাচ্ছে। পাখিদের খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। শিকারীদের অযাচিত শিকারের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখির পৃথক আবাস্থল না থাকার কারণে এক পশু অন্য পশুর আক্রমণের শিকার হয় এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। বেওয়ারিশ প্রাণীদের আবাস্থলের অভাবে অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে।[৭৯]

মানুষ ও পশু-পাখি উভয়ই আল্লাহর পরিবারের সদস্য। সৃষ্টির সকল শ্রেণীই মহান আল্লাহর দেওয়া নি'আমত লাভের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই নিরাপদ আশ্রয়লাভ ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। পশু-পাখি মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহামূল্যবান নি'আমত। পশুর সাহায্য ব্যতীত মানুষের

---

৭৬. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا (আল-কুরআন, : ৯১ ১৩-১৫)

৭৭. আলোকিত বাংলাদেশ, ১২ অক্টোবর, ২০২০

৭৮. বাংলা নিউজ ২৪, ২১ এপ্রিল, ২০২০

৭৯. সাহস, ২২ এপ্রিল, ২০২১

নানাবিধ প্রয়োজন পূরণ করা অসাধ্য হয়ে যায়। মানুষের প্রয়োজনেই পশুর পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন। আল-কুরআন পশু-পাখির নিরাপদ আশ্রয় ও বিশ্রামের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

৯.৪.১. সকল সৃষ্টিরই পৃথিবীতে নিরাপদে বসবাস

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীকে সৃজন করেছেন। মানুষসহ সকল সৃষ্টি এই আকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীতে সহজেই বসবাস করছে। আল্লাহ তা'লার নানা প্রজাতির সৃষ্টি বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীতে বসবাস করছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> অতঃপর আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন, তিনি তা থেকে প্রস্রবণ বের করেন ও চারণভূমি সৃষ্টি করেন এবং পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন। এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের পশুসমূহের ভোগের জন্য।[৮০]
>
> তিনি প্রভূ যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীকে বিছানারূপে তৈরি করেছেন। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যোগাযোগ ও চলাচলের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর তিনিই আসমান থেকে বারিবর্ষণ করেন। তারপর তাই দিয়ে নানা সবুজ শ্যামল শস্য পয়দা করেছেন। তোমরা খাও-দাও এবং তোমাদের পশুগুলোকে তাতে চড়াও। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে জ্ঞানীদের জন্য।[৮১] আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার ভার আল্লাহ্‌র উপরে নয়, আর তিনিই জানেন তার বাসস্থান ও তার বিশ্রামস্থল। সবই আছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।[৮২]

আল্লাহ তা'আলা মানুষ এবং জীবজন্তুর ভোগের জন্য পৃথিবীর বিস্তার সাধন, পানি প্রবাহ করা, গুপ্ত ধন প্রকাশ করা, নদী-নালা প্রবাহিত করা, ফসলাদি, গাছ-গাছড়া, তরু-লতা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন। এ সবই দুনিয়ার জীবনে তাদের বিভিন্ন উপকারে আসে।[৮৩]

৯.৪.২. পশু-পাখিকে নিরাপদ আশ্রয় দান

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। পিপীলিকা হযরত সুলায়মান (আ.) এর বাহিনী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজ বাসস্থানে আশ্রয় নেয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, যেন সুলাইমান এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।[৮৪]

হাদীসে প্রাণীকূলের বাসস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

---

৮০. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (আল-কুরআন, ৭৯ : ৩০-৩৩)

৮১. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪

৮২. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৬)

৮৩. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১৭

৮৪. আল-কুরআন, ২৭ : ১৮

একটি পিঁপড়া নবীকূলের কোন নবীকে কাঁমড় দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তার কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, একটি মাত্র পিঁপড়া তোমাকে কাঁমড় দিল, তাতে কিনা তুমি উম্মত ও সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টি দলকে জ্বালিয়ে দিলে যারা তাসবীহ পাঠ করছিল।[৮৫]

৯.৪.৩. পশু-পাখির রাতে বিশ্রামের ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা দিন ও রাত্রকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। রাতে সৃষ্টি জগতের ক্লান্তি দূর করার ব্যবস্থা রেখেছেন । অধিকাংশ পশু-পাখিই রাতে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। আল-কুরআনে রাতে পশু-পাখির বিশ্রামের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিনকে করেছেন আলোকময়। আল্লাহ মানুষদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের পরও) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।[৮৬]
>
> তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নাও এবং দিনকে করেছেন আলোকময়। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শনাবলি এমন কওমের জন্য যারা শুনে।[৮৭] আর তাঁর অনুগ্রহে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পার।[৮৮]

হাদীসে ভ্রমণের সময় পশুদের বিশ্রামের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

> হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না।[৮৯]

প্রতিটি সৃষ্টিরই নিরাপদ আশ্রয় ও বিশ্রামের অধিকার রয়েছে। বিশ্রামের মাধ্যমে ক্লান্তি দূর হয়। এর মাধ্যমে পশু-পাখির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ সকল প্রাণী থেকে কাঙ্খিত উপকার লাভ করতে হলে তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৫. পরিবহন ও বোঝা বহনের সময় পশু-পাখির অধিকার

পশু-পাখি মানুষের নানা প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। পশু প্রাচীনকাল থেকে বোঝা বহন ও মানুষ পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানেও চরাঞ্চলের ধূ ধূ বালুচর, বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে পশুই পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্য এসব পশুবাহিত যানবাহনের মাধ্যমে পরিবহন করা

---

৮৫. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৩, হা. ৫৯৮৯

৮৬. اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِتَسْکُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَ لٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ (আল-কুরআন, ৪০ : ৬১)

৮৭. هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِتَسْکُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ (আল-কুরআন, ১০ : ৬৭)

৮৮. وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْکُنُوْا فِیْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ (আল-কুরআন, ২৮ : ৭৩)

৮৯ . ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আত তাহরিশু বায়না আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ২৫৫৩

হয়। কোন কোন অঞ্চলে ঐতিহ্য হিসেবে পশু পরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পরিবহন হিসেবে পশু ব্যবহৃত হওয়ার সময় এদের অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। যেখানে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে ১০ জন যাত্রী নিতে পারে কিন্তু সেখানে প্রতিটি গাড়িতে ২০-২৫ জন যাত্রী আনা-নেওয়া করা হয়। মালামার পরিবহনের সময় অতিরিক্ত ওজন তাদের উপরে চাপানো হয়। এ সকল পশু দিয়ে মালামাল ও যাত্রী পরিবহন করা হলেও তাদের পর্যাপ্ত খাদ্যে ও বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত করা হয়। সারা দিন কাজ শেষে এ সকল পশুকে রাখা হয় অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত আস্তাবলে। অযত্ন ও অবহেলার কারণে এ সকল পশু দুর্বল হয়ে যায়।

শহরের রাস্তায় ঘোড়া গাড়ী পরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল অনেক ঘোড়াদের বধির করে ফেলা হয়, যাতে তারা বাস ট্রাকের হর্ন শুনে ভয় না পায়। মালামাল পরিবহনে অসুস্থ হয়ে পড়লে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না। কোচওয়ানের নির্মম নির্যাতনে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে।[৯০] গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠা গবাদিপশু শহরের পিচঢালা ব্যস্ত রাস্তায় ভয় ও শঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে যন্ত্রচালিত গাড়ির হর্নে এ অবলা পশুগুলো রাস্তায় ভীত অবস্থায় ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। শহুরে রাস্তায় বেওয়ারীশ কুকুরকে নানা ভাবে উত্যক্ত করা হয়। তাদের প্রতি ঢিল ছুড়া, গরম পানি দেওয়া, লাঠি পেটা করা হয়।

দিনে দিনে বন উজার হয়ে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে আসায় তাদের বিরুপ আচরণের সম্মুখিন হতে হচ্ছে। লোকালয়ে তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা বাধাগ্রস্থ হয়। তাদেরকে আটকিয়ে রেখে কষ্ট দেওয়া হয়।[৯১] বনের ভিতরে রাস্তা নির্মাণের ফলে বন্য প্রাণীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে অনেক পশু গাড়ির নিচে পড়ে মৃত্যু বরণ করে।

পশু পরিবহনের সময় তপ্ত রোদে মাইলের পর মাইল পারি দেয়। রোদ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করা হয় না। একই সাথে বিভিন্ন প্রজাতির পশু পরিবহনে ফলে সংক্রামণ রোগে আক্রন্ত হয়। সুস্থ ও অসুস্থ পশু একই সাথে পরিবহনে রোগ বিস্তার লাভ করে। পরিবহনের সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় পরিবনের ফলে পশু দূর্বল হয়ে যায়।[৯২] দূরদূরান্তে পশু-পাখি পরিবহনের সময় তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। এ সকল প্রাণী পরিবহনের সময় নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। পরিবহনের সময় গবাদি পশু যাতে দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাতকে পারে তার জন্য তাদের চোখে, মুখে, কানে মরিচ ও মরিচের গুড়া, ও গুল দেওয়া হয়। পশু-পাখি পরিবহনের সময় সড়কে দূর্ঘটনায় ব্যাপক প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে থাকে। এ সকল পরিবহনে অতিরিক্ত প্রাণী বোঝাই করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে থাকে। এ সকল পশু বিভিন্ন স্থানে আনা-নেওয়ার জন্যে বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় মৃত্যু ও স্বাস্থ্যঝুকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৯৩] আল-কুরআনে ও হাদীসে পরিবহন ও বোঝা বহনের সময় পশু-পাখির অধিকার আদায়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

---

৯০. দৈনিক সমকাল, ৪ অক্টোবর, ২০১৯
৯১. ডেইলি বাংলাদেশ , ৫ জুলাই, ২০২১
৯২. কর্ষণ ডটকম, ১০ জুলাই, ২০২০
৯৩. বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

৯.৫.১. পশু বাহন হিসেবে ব্যবহারের সময় খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা জমিন ও আসমান সকল সৃষ্টির উপকারের জন্য তৈরি করেছেন। পশু-পাখি আল্লাহর সৃষ্টির অন্যতম সদস্য। যমিনে নিরাপদে চলাচলের অধিকার রয়েছে। কিন্তু মানুষ বিভিন্নভাবে পশু-পাখির নিরাপদে চলাচলের অধিকার ক্ষুন্ন করছে। আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখির মাধ্যমে মানবজাতির জন্য বিভিন্ন কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন। এ সকল কল্যাণের মাঝে পরিবহন ও বোঝা বহন অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর নানা স্থানে বিভিন্ন পশু পরিবহন ও বোঝা বহন করে আসছে। এ পরিবহন ও বোঝা বহনের সময় পশুদের প্রতি অমাণবিক আচরণ করা হয়ে থাকে। আল-কুরআনে এ সকল পশুর মাধ্যমে পরিবহন ও বোঝা বহনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয় হয়েছে। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

> এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও গৃহপালিত পশুকে তোমাদের জন্যে যানবাহনে পরিণত করেছেন। যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ করো। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নি'আমত স্মরণ কর এবং বলো পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।[৯৪]

> আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের কোন কোনটিই বাহন হিসেবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। তাতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও।[৯৫]

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে চলার পথ করে দিয়েছেন। এ পথের মাধ্যমে মানুষ চলাচল করে থাকে। মানুষ পরিবহন ও বোঝা বহনের জন্য বিভিন্ন ধরণের পশু ব্যবহার করে থাকে। কুরআন মাজীদে পরিবহন ও বোঝা বহনে পশু ব্যবহারের সময় তাদের খাদ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেক বানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।[৯৬]

আল্লাহ তা'আলা অনাবাদী ভূমি, মরুভূমিসহ পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মানুষ ও পশু-পাখির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কুরআন মাজীদে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পশু পরিবহন ও বোঝা বহনের সময় প্রাপ্য পরিশোধের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৯৪. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (আল-কুরআন, ৪৩ : ১২-১৪)

৯৫. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯-৮০)

৯৬. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪)

> তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শষ্য উদগত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা এবং তারা কি দেখে না?[৯৭]

মহান আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখি মানুষের বিভিন্ন উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ প্রয়োজনে তাদের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। আর ভ্রমণে অনেক সময় সাথে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় না থাকার কারণে এ সকল পশুর কষ্ট হয়। তাই যে সকল স্থানে খাদ্য ও পানীয় পাওয়া যায় সে সকল স্থানে যাত্রা বিরতি করে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করতে হবে। এবং তা নিজেরা গ্রহণের পাশাপাশি পশুদের প্রদান করতে হবে। আর যে সকল স্থানে খাদ্য ও পানীয় কম সে সকল স্থান তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে হবে। যাতে খাদ্যের জন্য পশুদের কষ্ট না হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাসূল (সা.) বলেন,

> যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে চলাচল কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার পাওনা আদায় করতে দিও। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভূমি দিয়ে পথ চলো তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করবে এবং যখন কোথাও রাত যাপনের জন্যে অবতরণ করবে তখন পথে মঞ্জিল করবে না। কেননা, তা হচ্ছে জন্তুদের রাতে চলার পথ এবং ছোট ছোট অনিষ্টকর প্রাণীদের রাতের আশ্রয়স্থল।[৯৮]

এ প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেনঃ

> তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা বাগানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন উটকে তার হক দান কর। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মরুপ্রন্তরে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে।[৯৯]

পশুদের নিয়ে সফরে মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হবে। এবং তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন,

> আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম,তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না।[১০০]

৯.৫.২. হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক ভ্রমণের সময় হুদহুদ পাখির তদারকী

আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ.) কে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করেন। তার এ বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বে মানুষ, জীনজাতি পশু-পাখি অংশগ্রহণ করত। বিভিন্নস্থানে ভ্রমণের সময় তিনি হুদহুদ পাখির খোঁজ-খবর নেন। আল-কুরআনে হযরত সুলায়মান (আ.) এর সাম্রাজ্যে পাখির বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

---

৯৭. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (আল-কুরআন, ৩২ : ২৭)

৯৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় আল ইমারাহ, পরিচ্ছেদ : আন মুরাআআতি মাছলাহাতিল আদ দাওয়াব্বি ফি আস সায়রি ওয় আন নাহি আনি আততারিশি ফি আততারিকি, প্রাগুক্ত,খ. ৬, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ৫০৬৮

৯৯. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ২৫৭১

১০০. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ২৫৫৩

> সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দিব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।[১০১]

আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.) কে যে রাজত্ব দিয়েছিলেন তা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং জিন্ন ও পশু-পাখির উপরও তা ব্যাপ্ত ছিল। তিনি যখন কোন দিকে বের হতেন, তখন তাঁর সেনাদলে যেমন থাকত মানুষ, তেমনি থাকত জিন্ন ও পাখির দল। এভাবে তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এতো বিপুল হয়ে যেত যে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। তাদের মধ্যে কখনও বিশৃঙখলা দেখা দিত এমন নয়, বরং তাদের মধ্যে সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত।[১০২]

৯.৫.৩. হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক পশুপালের প্রতি বিশেষ তদারকী

হযরত মূসা (আ.) মাদয়ান থেকে তার পরিবার বর্গ এবং পশুপাল নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর কথোপকথন হয়। আল্লাহ তা'আলাকে তিনি পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার লাঠির প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে,

> (আল্লহ তা'আলা মূসা (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন) হে মূসা তোমার ডান হাতে ওটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে।[১০৩]

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখির মাধ্যমে মানবজাতির জন্য বিভিন্ন কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন। প্রাচীনযুগ থেকে বিভিন্ন পশু মানুষের পরিবহন ও বোঝা বহন করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন পশুর মাধ্যমে যোগাযোগের কাজ করা হয়। তাদের হক আদায় করার মাধ্যমে বর্তমান যান্ত্রিক যুগেও প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করা যাবে। যেমনিভাবে যানবাহন ব্যবহার বিধি রয়েছে (ফিটনেস, ট্যাক্সটোকেন, রোডপারমিট, চালকের লাইসেন্স, জ্বালানি সরবরাহ, অতিরিক্ত মালামাল বহন না করা ইত্যাদি) ঠিক তেমনিভাবে পশুদের সুসাস্থ্য নিশ্চিত, প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা, অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত ও অতিরিক্ত মালামাল না চাপিয়ে তাদের ব্যবহার করতে হবে। আল-কুরআন ও হাদীসে পশুদের বাহন হিসেবে ব্যবহারের সময় তাদের অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ সকল প্রাণীদের বাহন হিসেবে ব্যবহারে মানুষের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

---

১০১. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন,২৭ : ২০-২১)

১০২. তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫০৮

১০৩. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ (আল-কুরআন,২০ : ১৮)

৯.৬. পশু-পাখির মানসিক প্রশান্তি লাভের অধিকার

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি প্রাণীর মানসিক প্রশান্তি লাভের অধিকার দিয়েছেন। মানসিক প্রশান্তি বাধাগ্রস্থ হলে প্রতিটি প্রাণী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হয়। প্রাণীদের পর্যাপ্ত বিকাশের জন্য মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড পশু-পাখির মানসিক প্রশান্তি লাভে বাধা সৃষ্টি করে। মানুষ বেওয়ারিশ পশু-পাখিদের নানা ভাবে বিরক্ত করে থাকে। কুকুর, বিড়াল, পাখিকে ঢিল ছুড়ে, লাঠি দিয়ে আঘাত করে বা পানি ছিটিয়ে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়। এ সকল পশু-পাখি কষ্ট পেয়ে চিৎকার করতে থাকে। মানুষ তা দেখে আনন্দ উপভোগ করে।[১০৪]

সাধারণত পশু-পাখি বনের পরিবেশেই বসবাসে অভ্যস্থ। বনের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের ফলে শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষনে পশু-পাখির স্বাভাবিক চলাফেরা ও বসবাসে বাধাসৃষ্টি হয়। বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলা জলাশয়ে বিভিন্ন ইঞ্জিনচালিত নৌযান চলাচলে পানি ও শব্দ দূষণ হয়ে থাকে। শব্দ দূষণের ফলে পশু-পাখি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বনে আগত দর্শনার্থীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের দরুণ বনের শান্ত পরিবেশের বিঘ্ন ঘটে। এতে করে বনে বসবাসরত পশু-পাখি মানসিক প্রশান্তির ব্যত্যয় ঘটে।[১০৫]

মানুষ চিড়িয়াখানার খাচায় বন্দী পশু-পাখিগুলোকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। পশু-পাখিদের বিভিন্ন শব্দ করে ডাকা, নানা অঙ্গভঙ্গি করা ও প্রাণীদের ঘুমের ব্যাঘাত করে তাদের স্বাভাবিক জীবনাচরণে বিঘ্ন ঘটায়। এতে করে পশু-পাখির বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। অতিথি পাখিরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্তর পরিভ্রমণ করে থাকে। তারা আশ্রয় নেয় বিভিন্ন জলাশয়ে। নিরাপদ স্থান হিসেবে তারা প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অতিথি পাখিদের দেখতে আসা মানুষের আচার আচরণে পাখিদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হয়। উৎসুক জনগণ পাখিদের বিভিন্নভাবে বিরক্ত ও উত্যক্ত করে থাকে। তাদের আবাস জলাশয় দূষিত করে ফেলে এবং তাদের থাকার পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়। এতে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হয়।[১০৬]

রাসূল (সা.) প্রতিটি প্রাণীর মানসিক প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

> নবী (সা.) এক মনযিলে অবতরণ করলেন। এক ব্যক্তি হুম্মারা পাখির ডিম তুলে আনলো। পাখিটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাথার উপর এসে উড়তে লাগলো। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে তার ডিম তুলে এনে একে শংকিত করেছে? এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার ডিম পেড়ে এনেছি। নবী (সা.) বলেনঃ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ডিম রেখে আসো।[১০৭]
> লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়া প্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।[১০৮]

---

১০৪. print.thesangbad.net/opinion/post-editorial76768/ 1/5) sangbad.net.bd/ opinion/post-editorial76768 Date : 10.1.2022

১০৫. দৈনিক জালালাবাদ, ৭জুলাই, ২০১৯

১০৬. দৈনিক যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর, ২০১৮

১০৭. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৩৯, হা : ৩৮২

১০৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : মাজালিম, পরিচ্ছেদ : আ'বা আলা আত তারীক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭, হাদীস নং- ২৩৩৪

৯.৬.১. হযরত মূসা (আ.) এর পশুর প্রতি মমতা প্রকাশ

হযরত মূসা (আ.) মাদয়ানে পৌঁছানোর পর একটি কূপের পাশে পানি পানরত অবস্থায় কিছু পশু দেখতে পান। আর কিছু পশু অভূক্ত অবস্থায় পাশে অবস্থান করছিলো। হযরত মূসা (আ.) এর ঐ সকল পশুর প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন করে পানি পান করান। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

> যখন তিনি মাদায়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দুই জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বললো, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন এবং তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।[১০৯]

৯.৬.২. উটনীর প্রতি মমতা প্রদর্শনের নির্দেশনা

সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ তা'আলা হযরত সালিহ (আ.) কে নবী হিসেবে প্রেরণ করে বিশেষ এক উটনী পাঠান। এ উটনীর খাদ্য-পানীয় ও বাসস্থান নিশ্চিতের নির্দেশেনা দেওয়া হয়। এবং সকল প্রকার অনিষ্ঠ থেকে রক্ষার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ স্বর্গীয় উটনীর প্রতি বিশেষ মায়া-মমতা প্রর্দশনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বললো হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভুমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।[১১০]

৯.৬.৩. কাবাগৃহের জন্য উৎসর্গকৃত পশুর প্রতি মমতা প্রদর্শনের নির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট পশুদের কাবাগৃহে কুরবানীর জন্য নির্ধারিণ করেছেন। কুরআন মাজীদে এ সকল পশুর প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শন ও মর্যাদার নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> ওহে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ লঙ্ঘন করো না, আর পবিত্র মাসেরও না, আর উৎসর্গকৃত পশুদেরও না, আর মালা পরানো উটদেরও না, আর পবিত্র গৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরও না যারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে কৃপা ও সন্তোষ কামনা করছে। কিন্তু যখন তোমরা মুক্ত হয়ে যাও তখন শিকার করো। আর কোনো লোকের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। যেহেতু তারা হারাম-মসজিদে তোমাদের যেতে বাধা দিয়েছিল। আর পরস্পরকে সাহায্য

---

১০৯. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (আল-কুরআন, ২৮ : ২২-২৩)

১১০. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (আল-কুরআন, ৭ : ৭৩)

> করো সৎকাজে ও আল্লাহ ভীতিতে, আর পাপাচারে ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করো না, আর আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিফলদানে কঠোর।[১১১]

পৃথিবী মায়া-মমতা, প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে আবর্তীত হচ্ছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন দয়ার আঁধার। প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি রয়েছে তাঁর অবারিত মমতা। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাদের দায়িত্ব অন্যান্য জীবের প্রতি মায়া মমতা প্রদর্শন করা। কেননা মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমে কর্মস্পৃহা পাওয়া যায়। তাই প্রতিটি প্রাণীরই মানসকি প্রশান্তির প্রয়োজন। আল-কুরআন ও হাদীসে পশু-পাখির মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিতে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৯.৭. যবাইয়ের সময় পশু-পাখির অধিকার

পশু-পাখি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে এ সকল প্রাণী নিজেদের জীবন দিয়ে থাকে। মানুষের নানা আচরণের কারণে এ সকল পশু-পাখির মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। যবাইয়ের সময় পশু-পাখির অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। পশু-পাখি যবাইয়ের সময় একটি প্রাণীর সামনে আরেকটি প্রাণীকে যবাই করা হয়। এতে ঐ প্রাণীর শারিরীক মৃত্যুও আগেই মানসিক মৃত্যু ঘটে যায়। পশু-পাখি যবাইয়ের সময় ভোতা অস্ত্র দিয়ে যবাই করা হয়। ভোতা অস্ত্রের কারণে পূর্ণাঙ্গরূপে যবাই হয় না, ফলে মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। এক সাথে কয়েকটি পশু যবাই করলে তাদের বেধে ফেলে রেখে একটি পশুর সামনে অন্য পশু যবাই করে। এতে জীবিত পশু-পাখিগুলো মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। পশু-পাখি নোংরা পরিবেশে যবাই করা হয়ে থাকে। অপরিষ্কার স্থানে পশু যবাইয়ের ফলে রোগ জীবানু বৃদ্ধি পায়। অসুস্থ্য প্রাণীর গোশতের মাধ্যমে মানুষের রোগ-ব্যাধী বৃদ্ধি পায়।[১১২]

৯.৭.১. সুস্থ-সবল পশু-পাখি যবাইয়ের নির্দেশনা

পশু-পাখি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ। এ সকল প্রাণী থেকে সুস্থ-সবল অবস্থায় উপকার গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ পশু-পাখির গোশত থেকে নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খাদ্য পূত-পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর না হলে তা শরীরে জন্য ক্ষতির কারণ হবে এবং তার দ্বারা মানসিক তৃপ্তিও আসবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

> হে রাসূলগণ,পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞত।[১১৩]

---

১১১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (আল-কুরআন, ৫ : ২)

১১২. দৈনিক সংবাদ, ১ নভেম্বর, ২০২০

১১৩. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (আল-কুরআন, ২৩ : ৫১)

> অতএব, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে থাক।[১১৪]
>
> হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১১৫]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর জীবন ধারণের জন্য মানুষের খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক; তাই ইসলামে খাদ্যবস্তুর গ্রহণ সম্পর্কে নীতিমালা রয়েছে। শাক-সবজি ও ফলমূল, মাছ অথবা সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে ইসলামে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। হালাল-হারামের বিধান মূলত পশু-পাখির গোশত সম্পর্কে প্রদান করা হয়েছে। হালাল পশু-পাখির গোশত আহার করা প্রসঙ্গে ইসলাম বিস্তারিত নীতিমালা দিয়েছে। এখানে 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা 'স্বাস্থ্যকর' ও 'পরিস্কার'-পরিচ্ছন্ন বোঝানো হয়েছে। পঁচা বা দূষিত খাদ্য পবিত্র নয়। এতে বোঝানো যায় যে, 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ চান যেন আমরা কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য আহার কর, যা আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্য সহায়ক হবে।[১১৬] এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, সাহাল ইবনে হানযালিয়্যা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

> রাসূল (সা.) একদিন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট-পিঠ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে রাসূল (সা.) বললেন বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ-সবল রাখ ও সুস্থ-সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ-সবল পশুর গোশত খাও।[১১৭]

হাদীসে সুস্থ-সবল পশু কুরবানীর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

> আল্লাহর রাসূল (সা.) শিং বিশিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট একটি মেষ কুরবানী করেন, যার মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের ছিল।[১১৮]

মহান আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে পবিত্র বস্তু গ্রহণ করতে বলেছেন, ঠিক তেমনিভাবে অপবিত্র বস্তু পরিহার করতে বলেছেন[১১৯]। অপবিত্র গোশত গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কুরবানীর পশু সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, কুরবানীর জন্যে যে পশুর প্রয়োজন তা লেংড়া, খোঁড়া, শিঙভাঙা বা অসুস্থ হলে চলবে না। কুরবানীর পশু হতে হবে সুস্থ সবল এবং নিখুঁত। সুস্থ নিরোগ ও নিখুত

---

১১৪. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ১১৪)

১১৫. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (আল-কুরআন, ২ : ১৬৮)

১১৬. গবেষণা বোর্ড কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১১৭. عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً (ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০)

১১৮. ইমাম ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৬, হাদীস নং ৩১২৮

১১৯. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ (আল-কুরআন, ৫ : ৩)

হতে হলে প্রয়োজন পশুচিকিৎসা এবং পশু চিকিৎসক। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পশুর অসুস্থ হওয়া আরও স্বাভাবিক। যারা কুরবানী দিতে চায় বা কুরবানীর জন্যে পশু বিক্রি করে, তাদের এটা জানা প্রয়োজন, পশুকে কিভাবে সুস্থ এবং সবল করতে হয়, অসুস্থ হলে কি রোগে কি চিকিৎসা করতে হয়।[১২০]

রাসূল (সা.) অসুস্থ পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। তাই মানবজাতীর প্রয়োজনেই পশু-পাখিদের চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে রোগমুক্ত করে সুস্থ সবল রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, বনী শায়বানের আযাদকৃত দাস আবূ যাহ্হাক উবায়দ ইব্ন ফায়রূয (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা (রা.)-কে বললাম,

> যে সকল পশুর কুরবানী করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) (খুতবা দিতে) দাঁড়ালেন আর আমার হাত তাঁর হাত অপেক্ষা ছোট। তিনি বললেন, চার প্রকার পশুর কুরবানী বৈধ নয়, কানা পশু যার কানা হওয়াটা সুস্পষ্ট, রুগ্ন যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার খোঁড়া হওয়া সুস্পষ্ট; দুর্বল, যার হাঁড়ে মজ্জা নেই। আমি বললাম, আমি শিং ও দাঁতে ত্রুটি থাকাও পছন্দ করিনা। তিনি বললেন, তুমি যা অপছন্দ কর, তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য লোকের জন্য তা হারাম করো না।[১২১]

৯.৭.২. পশু-পাখি যবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান ও যমীনের মাঝে সকল কিছুর একচ্ছত্র মালিক। এ জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই মহান আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে। তিনি এ সকল প্রাণী থেকে মানুষকে উপকার গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের এ সকল পশু-পাখি থেকে উপকার গ্রহণ কালে আল্লাহর দেওয়া নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক পশু-পাখি যবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যবাইয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, অতএব তোমাদের আল্লাহতো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তারই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।[১২২]

---

১২০. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

১২১. عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأضاحي قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال وما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد (ইমাম নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস ৪৪৫৯)

১২২. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (আল-কুরআন : ২২ : ৩৪)

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ৬ : ১১৮)

কুরআন মাজীদে যে সকল পশু-পাখি যবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেয় হয়নি সে সকল পশু-পাখি খাদ্য হিসেবে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

> আর আহার করো না যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি, কারণ নিঃসন্দেহ এটি নিশ্চিত পাপাচার। আর নিঃসন্দেহ শয়তানরা তাদের বন্ধুবান্ধদের প্ররোচনা দেয় তোমাদের সঙ্গে বিবাদ করতে, আর তোমরা যদি তাদের আজ্ঞাপালন করো তবে নিঃসন্দেহ তোমরা নিশ্চয়ই বহু খোদাবাদী হবে।[১২৩]

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ আল্লাহর নির্দেশে এ সকল প্রাণীর যবাই করে গোশত ভক্ষণ করে থাকে। এ সকল পশু যবাইয়ের সময় তারা মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেনা ও তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে না। বরং অনেকেই পশু যবাইয়ের সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবাই করে থাকে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অস্বীকার করে থাকে। যবাইয়ের এর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার তাৎপর্য হচ্ছে তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করা, সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা হিসেবে তাঁকে মেনে নেয়া।

জাহেলি যুগে মূর্তি পূজারী ও অন্যান্য ধর্মের অনুসরীগণ পশু-পাখি যবাই করার সময় তাদের মা'বূদদের নাম উচ্চারণ করত। ইসলামে তদস্থলে আল্লাহর নাম উচ্চারণের বিধান দেওয়া হয়েছে। পশু-পাখি মানুষের মতো এক আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ এ সকল প্রাণীর প্রাণ হরণ করবে, তাতে আল্লাহর অনুমতি থাকা একান্তই আবশ্যক। যবাই করার করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হলে তাঁর অনুমতি লাভেরই ঘোষণা হয়ে যায়। এ অনুমতির মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত্য প্রকাশ করা হয় এবং যেসব পশু-পাখি যবাই করা হচ্ছে তাদের অধিকার আদায়ের ঘোষণা দেওয়া হয়।[১২৪]

৯.৭.৩. এক পশুর সম্মুখে অন্য পশুর যবাইয়ে নিষেধাজ্ঞা

পশু-পাখি আল্লাহর নির্দেশে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য জীবন দিয়ে থাকে। এ সকল প্রাণী যবাইয়ের সময় মানসিকভাবে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। একই সময়ে একের অধিক পশু যবাইয়ের প্রয়োজন হলে তাদের বেধে ফেলে রাখা হয় এবং তাদের একটির সম্মুখে অন্যটিকে যবাই করা হয়। পশু-পাখি যবাইয়ে এ দৃশ্য দেখে মানসিকভাবে কষ্ট পায়। ইসলাম পশু-পাখির প্রতি এ অমানবিক আচরণ করতে নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১২৩. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (আল-কুরআন, ৬ : ১২১)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ (আল-কুরআন, ৫ : ৩)

১২৪. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

> আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি,যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, অতএব তোমাদের আল্লাহতে একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাকো এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।[১২৫]

> এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।[১২৬]

পশু-পাখি যবাই করার সময় তাদের প্রতি অমানবিক আচরণের কারণে তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। এক পশুর সম্মুখে অন্যপশু যবাই করে শারীরিক মৃত্যুর পূর্বেই মানসিক মৃত্যু ঘটে ।[১২৭] পশু-পাখি যবাইয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে পশু-পাখি বেধে রেখে চাকুতে ধার দেওয়া হয়। এতে এ সকল প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হয়। ইসলাম এহেন অমানবিক আচরণ সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

> হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির আড়াঁলে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন: তোমাদের কেউ যবাই করার সময় যেন দ্রুত যবাই করে।[১২৮]

৯.৭.৪. পশু-পাখি যবাইয়ের সময় ইহসান প্রদর্শনের নির্দেশনা

পশু-পাখি মানুষের কল্যাণে জীবন দিয়ে থাকে। যবাইয়ের সময় পশু-পাখিদের অমানবিক কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত এ সকল প্রাণীদের ধরাশায়ী করা মানুষের জন্য সম্ভবপর ছিলো না। পশু-পাখি যবাইয়ের সময় ইহসানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন যুগে প্রাণী যবাইেয়ের বিধিবদ্ধ কোনো পদ্ধতি ছিল না। যার যেভাবে সুবিধা, সে ওই পদ্ধতিতে প্রাণী মেরে গোশত সংগ্রহ করত। অনেকে জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে গোশত কেটে খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। কোথাও প্রাণীকে মেরে গোশত খাওয়ার প্রচলন থাকলেও, প্রাণীকে মারার পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত নির্মম। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, তীর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে মৃত্যু নিশ্চিত করত। এ জন্য, কোন কোন সময় প্রাণ বের হতে একদিনও লেগে যেত। তারপর দেহ থেকে গোশত কেটে রান্না করে খেত।[১২৯]

---

১২৫. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
(আল-কুরআন, ২২ : ৩৪)

১২৬. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (আল-কুরআন, ২২ : ৩৭)

১২৭. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, পশু-পাখির প্রতি মানবিকতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০

১২৮. ইমাম ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৫৯, হাদীস নং ৩১৭২

১২৯. ডেইলি বাংলাদেশ, ১৯ জানুয়ারী, ২০১৯

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অদক্ষ কসাই, ও ধারহীন অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যবাইয়ের পশু-পাখির মৃত্যু যন্ত্রণা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যবাইয়ের সময় পশুর গলায় খুচানোর ফলে স্পাইনাল কর্ড নষ্ট হয়ে যায়। স্পাইনাল কর্ড ছিড়ে যাওয়ার কারণে স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহ বাধা সৃষ্টি হয় এবং পশু অজ্ঞান হয়ে যায়। পশু যবাই করতে হলে অবশ্যই তাকে যতটা কম সম্ভব কষ্ট দিয়ে পূত-পবিত্রতার সাথে যবাই করতে হবে। শিকারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর মাধ্যমে শিকার করতে হবে।[১৩০] পশু যবাইয়ের সময় নির্দিষ্ট রগ কাটার মাধ্যমে মৃত্যু যন্ত্রণা কম হয় এবং রক্ত বের হয়ে গোশ্ত পূত-পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর হয়। এ সকল পশু-পাখি যবাইয়ের সময় তাড়াতাড়ি ও ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে,

> হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা.) থেকে আমি দু'টি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর "ইহসান" অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কতল করবে, দয়ার্দ্রতার সাথে কতল করবে, আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সাথে যবেহ করবে। তোমাদের সকলেই যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবাইকৃত জন্তুকে কষ্ট না দেয়।[১৩১]

যবাইয়ের পর পশু-পাখির শরীর থেকে রক্ত বের হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। চামড়া ছাড়ানোর জন্য পশু যবাইয়ের পর তার প্রাণ বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[১৩২]

পশু-পাখি মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন দিয়ে থাকে। মানুষের উচিত এ সকল প্রাণী যবাইয়ের সময় অমানবিকতা পরিহার করা। কুরআন ও হাদীসে যবাইয়ের সময়ও তাদের অধিকার নিশ্চিতের নির্দেশনা দিয়েছে। এ সকল নির্দেশনা পালন করে পশুদের যথা সম্ভব কম কষ্ট দিয়ে যবাই করা উচিত।

৯.৮. দুর্যোগকালীন পশু-পাখির অধিকার

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুর্যোগকালীন সময়েও পশু-পাখির অধিকার নিশ্চিতের নির্দেশনা দিয়েছেন। দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে থাকে। দুর্যোগ হচ্ছে প্রাকৃতিক অথবা মানব সৃষ্ট ক্ষতিকর দুর্ঘটনাবিশেষ। এর ফলে বাহ্যিকভাবে ক্ষতিসাধন, জীবনহানি কিংবা পরিবেশগতভাবে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। দুর্যোগ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে অধিকাংশ দুর্যোগই প্রকৃতির তান্ডবলীলায় সংঘটিত হয়। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে ঘটতে পারে। এ সময় মানুষের জীবনহানীসহ সহায়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী ধ্বংস, জমির ফসল নষ্ট হয়। ফলে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা, সাংস্কৃতিক পরিন্ডলে এর মারাত্মকভ প্রভাব পড়ে।[১৩৩]

---

১৩০. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (আল-কুরআন, ৫ : 8)

১৩১. ইমাম নাসায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ৩ ,পৃ. ৬৪, হাদীস ৪৫০১

১৩২. বার্তা২৪. ২৮ জুলাই, ২০২০

১৩৩. https : //bn.wikipedia.org/wiki/দূর্যোগ, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার পশু-পাখি মারা যায়। এর ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় খামারিরা। যা জাতীয় অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।[১৩৪]
ঝড়ের সময় পশু পাখিরা নিরাপত্তহীনতায় ভুগে থাকে। এ সময় নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে অনেক পশু-পাখি মৃত্যুবরণ করে। ঝড়, বন্যা ও দুর্যোগকালীন সময়ে পশুর খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়। এ সকল প্রাণী এ সময়ে তীব্র খাদ্য ও সুপেয় পানির অভাবে পতিত হয়। মানুষের জন্য বিভিন্ন সংস্থা সাহায্য করলেও পশু-পাখির জন্য খাদ্যের সংস্থান সহসা হয় না। ফলে অনেক পশু-পাখিরা চরমভাবে খাদ্যাভাবে পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।[১৩৫] বন্যায় বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, ফসলের জমি তলিয়ে যাওয়ায় পশু-পাখির আশ্রয় স্থল ও পশু-পাখির খাদ্য-পানীয় সঙ্কট দেখা দেয়।[১৩৬] আশ্রয়ের অভাবে অনেক পশু-পাখি মৃত্যুবরণ করে। নিরাপদ খাদ্য-পানীয়র অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পশু-পাখিকে মানুষের অধীন করেছেন। পশু-পাখি থেকে মানুষ বিভিন্ন উপকার লাভ করে থাকে। মানুষের কৃতকর্মের ফলাফল স্বরুপ পৃথিবীতে দুর্যোগ ও বিপর্যয়।[১৩৭] দুর্যোগকালীন সময়ে পশু-পাখির অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। আল-কুরআনে বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে পশু-পাখির অধিকার সরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৯.৮.১. মহাপ্লাবনে পশু-পাখির বিশেষ নিরাপত্তা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে হযরত নূহ (আ.) এর দাওয়াতী কার্যক্রম ও মহাপ্লাবন সম্পর্কিত ঘটনা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।[১৩৮] যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন জাতিকে তাদের পাপের শাস্তি স্বরূপ দুর্যোগ দ্বারা ধ্বংস করেছেন। হযরত নূহ (আ.) এর জাতি তাকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি স্বরূপ মহা প্লাবন দ্বারা ধ্বংস করেন।[১৩৯] হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নৌকা তৈরি করেন। আল্লাহ

---

১৩৪. কৃষিকথা, http : //www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_detail. ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

১৩৫. দৈনিক যুগান্তর, ১ জুলাই, ২০২১

১৩৬. ঢাকা টাইমস, ১৫ জুলাই, ২০২০

১৩৭. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (আল-কুরআন, ৩০ : ৪১)

وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ (আল-কুরআন, ৪২ : ৩০)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৬১)

১৩৮. আল-কুরআন, ১১ : ২৫-৪৯

১৩৯. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (আল-কুরআন, ২৯ : ১৪-১৫)

তা'আলা মহা প্লাবনের প্রাক্কালে ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ ও পশু-পাখিদের এ দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য নৌকায় তোলার নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছলো এবং যমীন হতে পানি উথলে উঠতে লাগলো, আমি বললাম, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী হতে একটি নর এবং একটি মাদী তাতে উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তাঁর সাথে ঈমান আনেনি।[১৪০]

আল্লাহ তা'আলা নৌকার যাত্রীদের এ মহাদুর্যোগ থেকে রক্ষা করলেন।[১৪১] হযরত নূহ (আ.) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান হাতে পুরুষ জাতীয় প্রাণী এবং বাম হাতে নারী জাতীয় প্রাণী দিলেন। তিনি তাদেরকে নৌকায় উঠালেন। প্রথমে পাখিদের মধ্যে তোতা পাখি উঠানো হলো এবং সবশেষে গাধাকে উঠানো হলো।[১৪২] হযরত নূহ (আ.) এর নৌকায় তিনটি তলা ছিল। প্রথম তলায় ছিল গৃহপালিত ও জংগী হিংস্র জীবজন্তু। দ্বিতীয় তলায় ছিল মানুষ। আর তৃতীয় তলায় ছিল পাখ-পাখালি।[১৪৩]

৯.৮.২. দুর্ভিক্ষকালীন হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক পশু-পাখির খাদ্য সংরক্ষণ

কুরআন মাজীদে মিশরের দুর্ভিক্ষ ও হযরত ইউসুফ (আ.) এর ব্যবস্থাপনার বর্ণনা গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য প্রাণী রয়েছে যারা খাদ্য মজুদ করে না, কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীতে খাদ্যের সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষের জন্য মানুষের নীতি নৈতিকতাহীন কর্মই দায়ী। মিশরে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস পাওয়ার পর হযরত ইউসূফ (আ.) সকল প্রাণীর খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে দুর্ভিক্ষের সময় সমস্ত প্রাণীর খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

> বাদশাহ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো। তারা বললো এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিলো এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলে, সে বললো, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ করো। সে তথায় পৌঁছে বললো, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীর্ষ ও অন্যগুলো শুষ্ক; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন। যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। বললো তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে

---

১৪০. আল-কুরআন, ১১ : ৪০

১৪১. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (আল-কুরআন, ৭ : ৬৪)

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (আল-কুরআন, ২৬ : ১১৯)

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (আল-কুরআন, ২৯ : ১৫৫)

১৪২. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৪

১৪৩. ইবনে কাসীর ও হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

> সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে। এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে।[১৪৪]

হযরত ইউসুফ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের বিশেষ ক্ষমতা দান করেন। তিনি মিশরের বাদশাহর স্বপ্নে দেখা সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি শীর্ণ গাভী এর মাধ্যমে আগত দুর্ভিক্ষের আভাস দেন। খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকল প্রাণীর খাদ্যাভাব লাঘব করেন।

৯.৮.৩. শীতের প্রকোপে পাখিদের পরিযান

আল্লাহ তা'আলা পাখিদের শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি পাখিদের ব্যতিক্রম শারীরিক কাঠামো ও প্রখর স্মৃতি শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পাখিরা এ শক্তি কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য পরিযান করে। তারা এ সময় হাজার হাজার মাইল পারি দিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্ররিভ্রমণ করে নীড়ে ফিরে আসে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয়ে দেখেন।[১৪৫]
> তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।[১৪৬]

আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের বসবাসের উপযোগী করে যমিনকে বিস্তৃত করেছেন। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি মানবজাতির উপকারার্থে আল্লাহর নির্দেশেই পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার ভার আল্লাহ্র উপরে নয়, আর তিনিই জানেন তার বাসস্থান ও তার বিশ্রামস্থল। সবই আছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।[১৪৭] আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।[১৪৮]

আবহাওয়ার পরিবর্তন পরিযানের আরেকটি কারণ ধরা হয়। শীতের প্রকোপে অনেক পাখিই পরিযায়ী হয়। শীতকালে বরফ জমার কারণে বা অন্য কোন সময় খাবারের অভাব দেখা দিলে এরা দক্ষিণে রওয়ানা হয়। বসন্তের সময় মার্চ-এপ্রিলের দিকে শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোতে বরফ গলতে শুরু করে। কিছু কিছু গাছপালা জন্মাতে শুরু করে। ঠিক এই রকম সময়ে অতিথি পাখিরা নিজ বাড়িতে ফিরে যায়।[১৪৯]

---

১৪৪. আল-কুরআন, ১২ : ৪৩-৪৯

১৪৫. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯)

১৪৬. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯

১৪৭. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৬)

১৪৮. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (আল-কুরআন, ১১ : ৫৬)

১৪৯. মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি প্রাণীকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণী একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের দায়িত্ব অন্যান্য প্রাণীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আল-কুরআন ও হাদীসে পশু-পাখির যে সকল অধিকার নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে তা মানুষকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করতে হবে। যবাইয়ের সময়ও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। আল-কুরআন ও হাদীসে নির্দেশিত অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমেই পশু-পাখির থেকে যথাযথ কল্যাণ পাওয়া সম্ভব।

উপসংহার

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে সকল সৃষ্টির নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলদের নিকট আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সৃষ্টি জগতের জন্য সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ হিসেবে কুরআন মাজিদ রাসূল (সা.) এর উপর ফেরেশতাদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন। আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার ঐশী বাণী। এ মহাগ্রন্থের একশত চোদ্দটি সূরায় মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আল-কুরআন মানুষের হিদায়াতের পথ-প্রদর্শক। মানবজীবনের সকল সমস্যা সমাধান এবং দুনিয়ার সাথে আখেরাতের মেল বন্ধন ও যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই এ মহা গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে।

আল-কুরআনে মানুষসহ অসংখ্য প্রাণীর বর্ণনা রয়েছে। এ সকল প্রাণীর মাঝে পশু-পাখির বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অত্র গবেষণাকর্মে উট, উটনী, ঘোড়া, গাভী, বাছুর, গাধা, ভেড়া, ভেড়ী, হাতি, কুকুর, বানর, শূকর, নেকড়ে বাঘ, মেষ, খচ্চর, কাক, হুদহুদ, সালওয়া ও কাবা ঘর রক্ষায় বিশেষ পাখিসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাখির বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল পশু-পাখির নাম ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আল-কুরআনে বিভিন্ন সূরার নামকরণ করা হয়েছে। উটের সৃষ্টির সাথে আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বতসহ বিভিন্ন সৃষ্টির তুলনা করা হয়েছে। পশু-পাখি মৃত থেকে জীবিত করণ ও বাতাসে পাখিদের স্থির রাখার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এতে করে আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমান আরো মজবুত হয়েছে। জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা বর্ণনায় হলুদ বর্ণের উটেরপাল উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ সকল উপমার মাধ্যমে মানুষের আল-কুরআন অনুধাবন সহজ হয়েছে।

নবী-রাসূলগণের পশু-পাখি পালন ও তাদের প্রতি মমত্ববোধের বিভিন্ন তথ্য আল-কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে পশু-পাখির প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.) এর উম্মতকে গাভী যবাইয়ের নির্দেশনার মাধ্যমে মানুষকে অতিরিক্ত প্রশ্ন পরিহার করে আল্লাহর আনুগত্যের শিক্ষা দেন। হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.) এর মেষ সংক্রান্ত বিচারের মাধ্যমে গঠনমূলক ফয়সালার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের সাম্রাজ্য পরিচালনায় পাখির অংশ গ্রহণের তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন কাজে সহযোগী হিসেবে পশু-পাখির ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত বাছুর পূজার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বিধানের অবাধ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু অনুসরীদের শাস্তি স্বরূপ বানর ও শূকরে রূপান্তরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারীদের কঠিন শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-কুরআনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা গবেষণাকর্মের মাধ্যমে আল-কুরআনে পশু-পাখি মানুষের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পশু-পাখির নানা কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাসবীহ পাঠ ও আনুগত্যের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। মানুষের ন্যায় পশু-পাখির সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশবিস্তার, আবাসস্থল, বোধক্তি ও বুদ্ধিমত্তা, বৈচিত্র্যময় দৈহিক গঠন; গতি; কণ্ঠস্বরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ সকল বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন হয়েছে। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, আলো-

বাতাস, রোদ-বৃষ্টি, ফল-ফলাদী, তরু-লতা, গাছ-গাছালীসহ মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নি'আমাতে পশু-পাখির অংশীদারিত্ব ফুটে উঠেছে। কিয়ামতের ভয়াবহতার সময় পশু-পাখির অবস্থা ও পুনরুত্থানের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকে মানুষের পরকালীন জীবন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

অত্র গবেষণাকর্মে আল-কুরআনে বর্ণিত গৃহপালিত পশু-পাখির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে এ সকল পশু-পাখির গোশত ও দুধের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য-পুষ্টি নিশ্চিতের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পশু-পাখির চামড়া ও পশমের দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানসহ শীত নিবারণের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ সকল তথ্য-উপাত্তের উপর গবেষণা করে মানুষ পরবর্তীতে খাদ্য পক্রিয়াজাতকরণ, ডেইরী ফার্ম, বস্ত্র শিল্প ও বাসস্থান খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। ইসলামী বিধি-বিধানে গবাদি পশু কুরবানির মাধ্যমে মানুষের গুনাহ মাফ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় মানুষ আরো বেশি পশু কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

গৃহপালিত এ পশুর মাধ্যমে মানুষ দুর্গম এলাকায় পরিবহন ও বোঝা বহনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার ফলে মানুষ পশু-পাখির উপর গবেষণা চালিয়ে নিত্য-নতুন পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। গুহাবাসীদের নিরাপত্তায় কুকুরের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে জান-মালের নিরাপত্তায় প্রশিক্ষিত পশুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই শিকারী পশুর মাধ্যমে মানুষের খাদ্যের সংস্থান হয়ে আসছে। পরবর্তীতে মানুষ বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে শিকার করে খাদ্যের ব্যবস্থা করে আসছে। পশু-পাখির গোবরের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সার ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারে নানাবিধ পদ্ধতি উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার হ্রাস পেয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ হচ্ছে।

মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে পশু-পাখির অবদান তুলে ধরা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বনায়ন, পৃথিবীর জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশু-পাখির ভূমিকা গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে পশু-পাখির উপর আরো গবেষণার মাধ্যমে মানুষের উপকার প্রাপ্তির দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মানুষের প্রয়োজনেই তিনি পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দায়িত্ব এ সকল প্রাণী থেকে উপকার গ্রহণ করা এবং তাদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা। অত্র গবেষণাকর্মে পশু-পাখির বাঁচার, খাদ্য প্রাপ্তির, বাসস্থানের, চলা-ফেরার, বিশ্রামের, মানসিক প্রশান্তি, সুস্থতার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দিক-নির্দেশনার অনুযায়ী পশু-পাখির প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল-কুরআন বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত। এ মহাগ্রন্থের বিধি-বিধানে সকল প্রাণীর প্রতি অমানবিকতা পরিহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষেরই দায়িত্ব এ সকল আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে সকল জীবের প্রতি মায়া-মমতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের যথাযথ চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকতে পারে। গবেষণাকর্মটি মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা একটি মানসম্মত গবেষণাই কেবল জ্ঞানের জগতে নতুন জ্ঞান ও নতুন ধারনা সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অত্র অভিসন্দর্ভে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবজাতির সামগ্রিক উন্নয়নে পশু-পাখির গুরুত্ব ও অবদান অতুলনীয়।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট আমার এ ক্ষুদ্র কর্ম কবুল করার প্রার্থনা জানাচ্ছি। সেই সাথে গবেষকবৃন্দ, পাঠকমহল এবং সর্বসাধারণ যদি এ গবেষণাকর্ম থেকে উপকৃত হন তাহলেই আমার এ গবেষণাকর্মটি সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

কুরআন ও তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থ

১. আল-কুর'আন, আল-কুরআনুল কারীম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.

২. আবূ- হাইয়্যান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন্দালুসী, *তাফসীরে বাহরুল মুহিত*, (তাহকীক, আদেল আহমাদ আব্দুল মাউজুদ), বৈরুতঃ দারুর কুতুব আল ইলমিয়্যাতু, ২০০১ খ্রি.

৩. আত-তাবারী, আবূ জারীর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আল-আমিলী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন* (বিশ্লেষণঃ আহম মুহাম্মদ শাকের), বৈরূতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.

৪. আল-বাগাভী, আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাররা, *মা'আলিমুত-তানযিল*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০২ খ্রি.

৫. আল-বুরুসী, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী, *তাফসীরে রুহুল মা'আনী*, বৈরূতঃ দারুল কিতাব আরাবী, ২০০০ খ্রি.

৬. আল-কুরতুবি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমেদ ইবনে আবু বকর আল আনসারি, *তাফসীর কুরতুবী*ঃ বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৫ খ্রি.

৭. আল-জাসসাস, আবূ বকর আলী আহমদ বিন আলী, *আহকামুল কুরআন*, (অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.

৮. আল-আলূসী, সায়্যিদ মাহমূদ, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল'আজীম*, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৮৫৪, খ্রি. http://www.altafsir.com

৯. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মুহাম্মদ, *তাফসীরুল কুরআন*, (৩০তম পারা), রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩ খ্রি.

১০. আর রাযী, ইমাম ফখরুদ্দিন, *মাফাতীহুল গায়িব*, বৈরুতঃ দারু ইহায়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৫ খ্রি.

১১. আশ শাওকানী, মুহাম্মদ, *ফাতহুল কাদীর*, কায়রো, ২০০৩ খ্রি. http://www.altafsir.com

১২. আস-সাবূনী, মুহাম্মদ আলী, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*, মক্কা আল মুকাররমাহঃ দারুস সাবূনী, তা.বি.

১৩. ইবনে কাসীর, আবুল ফিদা ঈসমাইল ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, রিয়াদ : দারু আত্তাইয়্যেবা, ১৯৯৯ খ্রি.

১৪. ইসমাঈল হাক্কী, আল্লামা আবুল ফিদা, *রূহুল বায়ান*, বৈরুতঃ ইয়াহয়া আত তুরাস আল আরাবী ১৯৯০ খ্রি.

১৫. ইবনুল জাওযী, ইমাম আবুল ফারজ জামালুদ্দীন আব্দুর রহমান, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত-তাফসীর*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০১ খ্রি.

১৬. ওসমানী, শাব্বীর আহমদ, *তাফসীরে ওসমানী*, (অনুঃ হাফেজ মুনিরুদ্দীন আহমদ), লন্ডনঃ আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯৬ খ্রি.

১৭. কুতুব শহীদ, সাইয়েদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, (অনুবাদঃ হাফেয মুনির উদ্দীন) লন্ডন : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০১০ খ্রি.

১৮. তকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, (অনুবাদঃ মাওলানা আবাল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম), ঢাকাঃ মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১০ খ্রি.

১৯. মুহাম্মদ তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, ঢাকা : মাকতাবাতুত তাকওয়া, ২০২০ খ্রি.

২০. পানিপথী, কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, *তাফসীরে মাজহারী*, করাচীঃ দারু আল ইশাআতি, ১৯৯৯ খ্রি.

২১. সালাহুদ্দীন ইউসুফ, মওলানা, *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, (অনুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ,) আল-মাজমাআহঃ ইসলামিক সেন্টার, ১৪২৯ হিঃ

২২. যামাখশারী, আবু আল-কাসিম মাহমুদ ইবনে উমার, *আল-কাশ্শাফ*, (তাহকীক : আব্দুর রাজ্জাক আলমাহদী), বৈরুতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী,তা.বি.

২৩. সম্পাদনা পরিষদ, আল-কুরআনুল কারীম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.

২৪. সম্পদনা পরিষদ, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

২৫. সাইদী, মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, *তাফসীরে সাইদী*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.

২৬. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-ইতকান ফী উলুমিল-কুরআন*, মিশরঃ মোস্তফা আলবাবীল হালাবী, ১৯৫১ খ্রি.

২৭. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, *তাফহীমুল কুরআন*, (অনুবাদঃ ওয়ারেসুল হক), ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.

২৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরীফুল কুরআন*, (অনুবাদঃ মাওলানা উহিউদ্দীন খান) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ খ্রি.

২৯. মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ (মুফতী), *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ দারুল কিতাব, ২০০০ খ্রি.

৩০. মুহাম্মদ তালিব, *বিজ্ঞানময় আল-কুরআন*- ঢাকাঃ ঢাকা বুক কর্ণার, ২০১৬ খ্রি.

৩১. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (ড.), *'উলুমু'ল-কুরআন'*, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ২০১১ খ্রি.

৩২. Dr. Zakir Nayek, *The Quran and Modern Science,* Mumbai: Islamic Research Foundation, 2000

হাদীস ও উসূলে হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ

৩৩. আহমদ ইব্ন হাম্বাল, *আল মুসনাদ*, তাহকিকঃ আবুল মু'আতী নূরী, বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১৪১৯হি, ১৯৯৮ খ্রি.

৩৪. ইমাম তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, *আল-জামে আত-তিরমিযী*, মিশরঃ মাওকিউল ওয়াযারাতুল আওকাফ, তা.বি.

৩৫. ইমাম নাসাঈ, আহমাদ ইবনে শুআইব আবূ আব্দুল রহমান, *আস-সুনান*, বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.

৩৬. ইমাম বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *আস-সহীহ*, বৈরুতঃ দার আল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. ইমাম বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, বৈরুতঃ দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৯ খ্রি.

৩৮. ইমাম মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *আস-সহীহ*, বৈরূতঃ দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি.

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস আস সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি.

৪০. ইবনু মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ, *আস-সুনান*, বৈরুত : দারুল ফিকার তা.বি.

৪১. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার*, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ত.বি.

৪২. ইবনে কাসীর, আবুল ফিদা ঈসমাইল, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (অনুঃ সম্পাদনা পরিষদ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.

৪৩. আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল, *আল মুসনাদ*, (তাহকিকঃ আবুল মু'আতী নূরী) বৈরুতঃ আলামুল কুতুব,১৪১৯হি, ১৯৯৮খ্রিঃ

ফিকাহ বিষয়ক গ্রন্থ

৪৪. ইউসূফ আল-কারযাভী (আল্লামা), *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, (অনূদিত- মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.

৪৫. ইমাম আবুল হাসান কুদুরূ, *কুদুরী*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৮ খ্রি.

৪৬. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *ইসলামী আইনের উৎস*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ সেন্টার এণ্ড লিগ্যাল এইড, ২০১৩ খ্রি.

৪৭. মুস্তফা আয-যুহাইলী, মুহাম্মদ, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশকঃ দারুল খাইর, ২০০৩ খ্রি.

ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ

৪৮. আসাদুল্লাহ আল গালিব, মুহাম্মদ, *নবীদের কাহিনী*, রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.

৪৯. ইবনে কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (অনুঃ সম্পাদনা পরিষদ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.

৫০. ইবনে কাসীর ও হিফযুর রহমান, *কাসাসুল আম্বীয়া*, (সম্পাদনায়ঃ হাফেয মাওলানা মু. হাবীবুর রহমান), ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.

৫১. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, বৈরুতঃ দারুস সাদর, ২০০৯ খ্রি.

৫২. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী (আল্লামা), *আর-রাহীকুল মাখতুম*, (অনূদিতঃ খাদিজা আক্তার রেজায়ী) লন্ডনঃ আল-কুরআন একাডেমী, ২০০০ খ্রি.

৫৩. হিফযুর রহমান সিওহারবি (মাওলানা), *কাসাসুল কুরআন*, (অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুস সাত্তার আইনী), ঢাকাঃ মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১৫ খ্রি.

৫৪. হাম্মদ তাহির ইবনে আশুর, *আত-তাহরীর ওয়া আল তানভীর*, তিউনিসিয়া: দার-আল তিউনিযিয়্যাহ লিল আন নাশার, ২০০০ খ্রি.

পশু-পাখি ও পরিবেশ বিষয়ক গ্রন্থ

৫৫. আহমদ বাহজাত, *হায়াতুল হায়ওয়ান*, (অনূদিতঃ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন), ঢাকাঃ দারুস সালাম বাংলাদেশ ২০১৭ খ্রি.

৫৬. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, *হায়াতুল হায়াওয়ান*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল বালাক, ১২৭৫ হিঃ

৫৭. ড. এফ. এম. মনিরুজ্জামান, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬ খ্রি.

৫৮. আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী (রহ.), *হায়াতুল হায়াওয়ান*, (অনুবাদ ও সম্পাদনা: আলহাজ্ব মাওলানা এ.কে, এম ফজলুর রহমান মুনশী), ঢাকাঃ সোলায়মানিয়া বুক হাউজ, ২০১৪ খ্রি.

৫৯. প্রফেসর এবিএম রেজাউল করিম, *মানুষ ও পরিবেশ*, ঢাকাঃ কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ১৯৯৬ খ্রি.

৬০. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, *ভুগোল ও পরিবেশ পরিচিতি*, ঢাকাঃ কবির পাবলিকেশন্স, ২০১৭ খ্রি.

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ

৬১. আবদুস সামাদ (মোঃ), *শিক্ষা ও গবেষণা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০১০ খ্রি.

৬২. ফাতেমা খাতুন (অধ্যাপক) আলমগীর হোসন খান, *শিক্ষা গবেষণা*, ঢাকা: সংরক্ষণ প্রকাশন, ২০১৭ খ্রি.

বিশ্বকোষ

৬৩. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ), ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.

৬৫. লেখকবৃন্দ, *আল কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্ব কোষ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.

অভিধান

৬৬. আবদুল হাফিজ বালয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত*, দিল্লীঃ মাকতাবায়ে বুরহান, ১৯৮৪ খ্রি.

৬৭. আল-ফায়উমী, *মিসবাহুল মুনির*, বৈরুতঃ দারুল কিতাবীল ইলমিয়্যা, ১৯৯৪ খ্রি.

৬৮. আহমদ করিম সিদ্দীক, *মুকাম্মাল লুগাতুল কুরআন*, ঢাকা: ইসলামীয়া কুতুবখানা, ২০০০ খ্রি.

৬৯. ইবরাহীম মাদকূর (ড.), *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দঃ দারুল ইশা'আতে ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭২ খ্রি.

৭০. ইবরাহীম মুস্তফা, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ইস্তাম্বুলঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

৭১. ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৪ খ্রি.

৭২. জুবরান মুসউদ, *আর-রাইদ*, বৈরুত: দারুল উলুম, ১৯৯২ খ্রি.

৭৩. ফজলুর রহমান, *আল-কামূসুল ওয়াজীয*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.

৭৪. মুহাম্মদ নাসীম ও আব্দুল ওয়াহিদ নূরী (মাওলানা), *লোগাতুল কুরআন*, (অনুবাদ: মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী), ঢাকা: আলা-কাউসার প্রকাশনী,২০১৪ খ্রি.

৭৫. সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.

৭৬. মুহাম্মদ আব্দুল আযীয (মাওলানা), *লুগাতুল কুরআন*, ঢাকা: ফয়জুল্লাহ প্রকাশনা, ২০০০ খ্রি.

৭৭. মুহিউদ্দীন (মাওলানা), *আল কাউছার*, (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান) ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স , ১৯৯৪ খ্রি.

৭৮. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড., *আল-মুনীর*, আরবী-বাংলা অভিধান, ঢাকা: দারুল হিকমাহ, ২০১০ খ্রি.

৭৯. লুইস মা'লুফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আলম*, বৈরুত: দারুল মাশারিক, ১৯৭৩ খ্রি.

৮০. রাগীব ইস্পাহানী (আল্লামা), *আল-মুফরাদাত ফী গারিবীল কুরআন*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা. বি.

প্রতিবেদন ও সমীক্ষা

৮১. *অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১*, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১ খ্রি.

৮২. পোল্ট্রি প্রতিবেদন, ২০১৯ আধুনিক কৃষি খামার, ঢাকা, বাংলাদেশ.২০১৯ খ্রি.

৮৩. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন, ২০১৬, ঢাকা, বাংলাদেশ https://mpemr.gov.bd/ 30/03/2022

৮৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২১ খ্রি

৮৫. *বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের গুরুত্ব, সম্ভাবনা, সমস্যা এবং করণীয়*, আধুনিক কৃষি খামার, ঢাকা, বাংলাদেশ https://akkbd.com 30/03/2022

৮৬. *বার্ষিক প্রতবেদন ২০১৯*, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৯ খ্রি.

৮৭. *লাইভ স্টক ইকোনমি প্রতিবেদন*,২০২২, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ

http://www.dls.gov.bd/site/page//Livestock-Economy 30/03/2022

৮৮. স্বাস্থ্য কথা : https://swasthakotha.com 30/03/2022

৮৯. *পরিবেশ বান্ধব শক্তির উৎস বায়োগ্যাস*, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা https://mpemr.gov.bd/ 30/03/2022

জার্নাল ও সংবাদপত্র

৯০. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমাল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৯১. *ইসলামী আইন ও বিচার*, (ত্রৈমাসিক জার্নাল), ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামি ল’ রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ:১১, সংখ্যা:৪২, এপ্রিল-জুন: ২০১৫ খ্রি.

৯২. *Uttara University Islamic Studies Journal Dhaka,* Uttara University. Islamic Studies Department, 2016

৯৩. *মাসীক আল কাউসার*, ঢাকা: মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, বর্ষ:১৫, সংখ্যা: ০২, ২০১৯ খ্রি.

৯৪. *মাসিক আত তাহরীক*, রাজশাহী: হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, জানুয়ারী, ২০২২ খ্রি.

৯৫. এগ্রিকেয়ার২৪.কম, ঢাকা. বাংলাদেশ

৯৬. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, বাংলাদেশ

৯৭. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, বাংলাদেশ

৯৮. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ

৯৯. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০০. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০১. দৈনিক সমকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০২. দেশ রূপান্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০৩. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০৪. দৈনিক নয়দিগন্ত, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০৫. আলোকিত বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০৬. আমন নিউজ. নেট, জর্ডান (https://www.ammonnews.net/article/169220)

১০৭. দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট, বাংলাদেশ

১০৮. দৈনিক আজকের বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

১০৯. দৈনিক গৌড় বাংলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ

১১০. ডেইলি বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ

১১১. বিবিসি বাংলা, ঢাকা, বাংলাদেশ

১১২. বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা, বাংলাদেশ

১১৩. বেঙ্গল ডিসকভার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

১১৪. ঢাকা টাইমস, ঢাকা, বাংলাদেশ

১১৫. জাগোনিউজ২৪, ঢাকা, বাংলাদেশ

১১৬. বাংলা নিউজ ২৪, ঢাকা, বাংলাদেশ

১১৭. বার্তা২৪., ঢাকা, বাংলাদেশ

১১৮. বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ঢাকা, বাংলাদেশ

১১৯. কর্ষণ ডটকম, ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

১২০. সাহস, ঢাকা, বাংলাদেশ

১২১. বণিক বার্তা, ঢাকা, বাংলাদেশ

১২২. বারসিকনিউজ.কম

১২৩. সময় নিউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ

১২৪. শাহাবাজপুর সংবাদ, বাংলাদেশ

১২৫. উত্তরাধিকার৭১ নিউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ

১২৬. ইটিভি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

১২৭. কৃষি জাগরণ বাঙ্গালী, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

১২৮. প্রিয়কম, ঢাকা, বাংলাদেশ

১২৯. এস ডাব্লিও নিউজ টুয়েন্টি ফোরডটকম, খুলনা, বাংলাদেশ (http://www.swnews24.com/4727)

১৩০. বেঙ্গল ডিসকভার, (https://bengaldiscover.com/migratory-birds-are-the-artisans-of-bangladeshs-economy/)

ইন্টারনেট

১৩১. https://bn.banglapedia.org/index.php/

১৩২. https://www.miracles-of-quran.com/raptors.html

১৩৩. https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=bqr

১৩৪. https://www.miracles-of-quran.com/raptors.html

১৩৫. https://web.facebook.com/Qur2aniat/posts/2949586968482492/?_rdc=1&_rdr

১৩৬. http://khdeh.blogspot.com/2016/06/blog-post_26.html

১৩৭. https://m.facebook.com/MtabyAlshykhSlahAldynAbwrfhFyBladAlhrmyn/photos/a.600068536776003/670318443084345/?type=3

১৩৮. https://m.facebook.com/Guidance2TheRightPath/photos/a.251877328565153/1068649000221311/?type=3&source=48

১৩৯. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=283409405656158&id=245264822803950.

১৪০. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=283409405656158&id=245264822803950.

১৪১. http://khdeh.blogspot.com/2016/06/blog-post_26.html

১৪২. https://www.islam.net.bd/content/view/41/27/1/12/

Dhaka University Institutional Repository

১৪৩. https://aboutislam.net/muslim-issues/science-muslim-issues/neurology-quran-speak-smartest-bird-earth/

১৪৪. https://aboutislam.net/muslim-issues/science-muslim-issues/neurology-quran-speak-smartest-bird-earth/

১৪৫. http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_detail

১৪৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Bull-baiting

১৪৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_wrestling

১৪৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Cockfight

১৪৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_fighting

১৫০. https://en.wikipedia.org/wiki/Donkey-baiting

১৫১. https://en.wikipedia.org/wiki/Fox_hunting

১৫২. https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey-baiting

১৫৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Lion-baiting

১৫৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Wolf-baiting

১৫৫. https://www.wikiwand.com/bn/cvwL-cwihvb